শ্রীশ্রীপদ্যাবলী

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোঃ পরমপ্রিয় পরিকরবর
নিখিলভক্তিরসরসিকচক্রবর্ত্তিচূড়ামণি নির্ম্মঞ্ছন পাদপীঠ বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা
সভাপতি
বন্দিতচরণারবিন্দ শ্রীনন্দনন্দনপ্রিয়বৃন্দাবনজীবনী কৃত সর্ব্বস্বলব্ধ
প্রতিষ্ঠ ব্রজমহিষ্ঠ প্রকাশিত ব্রজমণ্ডলাখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাচার্য্য

শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি- প্রভুবরৈঃ সংগৃহিতা

তথা

নিত্যানন্দবংশাবতংস শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামিকৃত রসিকরঙ্গদা
টীকা সহিতা শ্রীআনন্দগোপাল বেদান্তাচার্য্য
বিদ্যালঙ্কারেণ অনুবাদিতা

সা

শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্যবর অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীলভক্তিকুসুমশ্রমণ
গোস্বামিপাদানামাবির্ভাব শতবর্ষ পূর্ত্তিমহোৎসবস্যোৎকিরণরূপেণ

শ্রীকৃষ্ণদাস শাস্ত্রিণা - সম্পাদিতা

শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারিণা - প্রকাশিতা

আবির্ভাব- ২৩/১০/১৯০০ (খৃষ্টাব্দ) তিরোভাব- ১২/১২/১৯৮৬ (খৃষ্টাব্দ)

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

—ঃ প্রকাশন তিথি ঃ—

শ্রীঅন্নকূট- গোবর্দ্ধন-পূজা-তিথি
১৫ দামোদর, ৫১৪ গৌরাব্দ
১১ কার্ত্তিক, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
২৮ অক্টোবর, ২০০০ খৃষ্টাব্দ

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীজীব সারস্বত - সংস্কৃত বিদ্যালয়
বৃন্দাবন—মথুরা (উঃ প্রঃ),
২। শ্রীকুঞ্জবিহারী গৌড়ীয়মঠ
শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা (উঃ প্রঃ), পিন - ২৮১৫০৪
৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় শ্রমণাশ্রম
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পিন - ৭৪১৩১৩
৪। শ্রীগিরিধারী আশ্রম
কান্দরা, বর্দ্ধমান, পিন - ৭১৩১২৯
৫। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

Computer Composing and setting
Sri Gokulananda Brahmachari
Dauji Mandir, Vrindaban, Mathura
(u.p.)

ভুমিকা

বহুকবিকৃতকাব্যৈঃ সঞ্চিতা শ্রীমুরারে-
র্মধুর মধুর লীলামঞ্জুষা বৈ স্বরূপা।
রসগতি সুবিধাত্রী ভক্তিসারার্থদাত্রী
রসিকজন সুসেব্যা রূপপদ্যাবলীয়ম্।।

কলিযুগোপাস্য করুণারুণালয় স্বানন্দরসাস্বাদন বিবর্দ্ধনচতুর অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ পরিকর রাধাগোবিন্দ পদারবিন্দ নিমগ্নমানস ভক্তসন্দোহানন্দক পরম রসিকবর কবিকুল মুকুটমণি শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি কর্ত্তৃক প্রাচীন ও সম সাময়িক বহু বহু ভক্ত কবিগণের লীলারস ভক্তিময় পদ্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রকার সংগ্রহ রীতি এদেশে বহু প্রাচিন কাল হইতেচলিয়া আসিতেছে - যেমন " কবীন্দ্র সমুচ্চয় " " সুভাসিত মুক্তাবলী" "প্রসন্ন সাহিত্যরত্নাকর "প্রভৃতি। এই ১২৫ জন বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন কালীন ও বিভিন্ন সপ্রদায়াবলম্বী কবিগণের শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় ৩৮৬টি পদ্য সমাহৃত হইয়াছে এবং রূপ পাদের প্রায় ৩৬টিপদ্য সংযোযিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি নাতিবৃহৎ হইলেও কিন্তু শ্রীভগবদ্ভক্তগণেরপরম সুখপাঠ্য অতিশয় প্রেমভক্তি বিবর্দ্ধক কণ্ঠহার স্বরূপ। শ্রীরাধাগোবিন্দের রসময়ী উপাসনা তথা বিভিন্নরসে শ্রীনন্দনন্দনের যে উপাসনা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং উহা যে সাধারণ কবিগণেরও কাব্যের বিষয় বস্তু হইয়া বিরাজমান ছিল এই শ্রীগ্রন্থই তাহারপ্রকৃষ্টপ্রমাণ। পরমকৌশলী গ্রন্থকার স্বীয় ইচ্ছানুসারে কাব্যগুলিকে ক্রমপূর্ব্বকপ্রথমে মঙ্গলাচরণ তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণমহিমা, ভজনমাহাত্ম্য, প্রেম সৌভাগ্য, শ্রীনাম মহিমা, ও শ্রীকৃষ্ণ মহিমা ইত্যাদিরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিন্যস্ত করিয়াছেন।

অপর শ্রীপাদ গ্রন্থকার গ্রন্থের উপসংহারে-"জয়দেব বিল্বমঙ্গল প্রমুখৈঃ শ্লোকেবলিয়াছেন কবিকুল চক্রবর্ত্তী শ্রীজয়দেব গোস্বামি প্রণীত শ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীলীলাশুক বিল্বমঙ্গল প্রথিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের কবিতা এই গ্রন্থে সংগ্রহ করা হয় নাই কারণ তাহা সেইকালে গ্রন্থাকারে প্রসিদ্ধই ছিল, কিন্তু যে সকল কবি ও মহাজনগণের শ্লোক গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ, ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বা শ্রুতিধর ভক্তগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, সেই সকলই কেবল একত্র সমাবেশ করিলাম। শ্রীরূপ পাদ এই সকলপদ্যে প্রেম ভক্তিময় কাব্যরস স্বয়ং আস্বাদন করিয়া শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণকে ভেট স্বরূপপ্রদান করিয়াছেন।

বিশেষতঃ প্রস্তুত সংকরণে প্রতি শ্লোকপার্শ্বে ছন্দ পরিচয়, টীকার তাৎপর্য্যানুগত অনুবাদ, প্রায়শঃ প্রতি শ্লোকের সারমর্ম্মটি, কাব্যপার্শ্বে কবিগণের নামোল্লেখ থাকায় শ্রীগ্রন্থের স্বারস্য অতীব পরিস্ফুট বশতঃ বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ সকলেরই কৌতুকহলের বিষয় বস্তু হইবে বলিয়া মনেকরি। অতএব দার্শনিক সিদ্ধান্ত পরিপুরিত এবং প্রেমলক্ষণা ভক্তির মঞ্জুষা স্বরূপ এই শ্রীগ্রন্থ ভক্তিরস লোলুপ শ্রীগৌরগোবিন্দেরপাদপদ্মনিষ্ঠ ভক্তগণের আনন্দানুভূতিরপরমপাথেয় হইবে বলিয়া আশাকরি।

ইতি—শ্রীহরিভক্ত দাস শাস্ত্রী ব্যাকরণ বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ

সম্পাদকীয়

শ্রীচৈতন্য মনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
সোহয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ।।

অপার করুণা পারাবার, অবতার সার, অসার সংসার সার, স্বনাম প্রচার প্রয়োজনাবতার, ব্রজগোপরমণী জন শিরোমণি, রাধা-ভাবহারী, স্বানন্দ রসসতৃষ্ণ, পরমৌদার্য্যলীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট স্থাপনকারী অপ্রাকৃতরস রসিকচক্রবর্ত্তী চূড়ামণি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি প্রভু-সমাহৃত ও প্রণীত শ্রীশ্রীপদ্যাবলী। শ্রীপাদের প্রস্তুত শ্রীগ্রন্থে শ্রীস্বরূপরামরায় প্রাণ কোটি পরার্দ্ধ প্রিয়তম গম্ভীরাবিহারী শ্রীকিশোরীশিরোমণি ভাব বিভাবিত হৃদয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আস্বাদিতব্রজের পরকীয়াভাব পূর্ণ শ্রীরাধাপ্রেম পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছেন, প্রসঙ্গতঃ প্রকট করিয়াছেন বহুবিষয়, যাহা শ্রীকৃষ্ণলীলারস রসিক বৈষ্ণবগণের পরমানন্দপ্রদ হৃদ্য ও আস্বাদ্য, শ্রীকৃষ্ণমহিমা শ্রীনাম মহিমা ধ্যান, শ্রীভক্ত মহিমাদি, পরে সামান্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ ব্রজলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, পরিশেষে শ্রীসুদামা চরিত্র ও দ্বারকালীলাও বর্ণনা করিয়াছেন যৎসামান্য রূপে । শ্রীপাদের বর্ণনার বৈশিষ্ট্য হইল তিনি এই শ্রীগ্রন্থ নিজে রচনা করেন নাই কিন্তু শ্রীজয়দেব ও শ্রীবিল্বমঙ্গল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনকারী মহাজনগণের বাক্য সমুদ্ধার না করিয়া অন্যান্য স্বপূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িকসাহিত্যকার ভক্ত কবি ও আচার্য্য বৃন্দের বাক্যই আহরণ করিয়াছেন তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে, প্রায়শঃ তাহা সেই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ । স্বয়ং গ্রন্থকার প্রভুপাদ বিশেষ কোন স্থানে রচনা করিয়াছেন কোন পদ্য, যাহা "সমাহর্ত্তুঃ" নামে খ্যাত ।।

এই শ্রীগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হইল শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীবদনারবিন্দ-মকরন্দরূপ যে "শ্রীশিক্ষাষ্টক" নামে আটটি পদ্য আছে তাহা ইহাতেই শংশ্লিষ্টরূপে আছে, যাহা শ্রীনামমাহাত্ম্যে, শ্রীনাম কীর্ত্তনে, শ্রীভক্তের দৈন্যোক্তিতে, ভক্তের উৎসুকতা প্রভৃতি স্থানে আহরণ করিয়াছেন ।

প্রথমে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন হ্লাদিনীশক্তি শিরোমণি ব্রজরমণীমণি মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী রাধারাণীর অধরসুধা পানকারী বেণুবাদন বিদ্যাবিশারদ বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন, উজ্জ্বলকুসুম সুশোভিত গোকুলকুলবধূ পরিসেবিত তরুণ তমাল কল্প তরুর বন্দনা করিয়াগম্ভীরার গুপ্তনিধি করুণাবারিধি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোবাঞ্ছিত আস্বাদিত প্রচারিত ব্রজনবযুবদ্বন্দের কুত্রাপি অপ্রকাশিতপরকীয় ভাবমাধুর্য্য শ্রীপাদ গ্রন্থকার প্রস্তুত গ্রন্থে সুস্পষ্ট ও সুচারু ভাবে আহরণ করিয়াছেন ।

সম্প্রতি কালে কলি কবলিত কলহমাত্র সর্ব্বস্ব পণ্ডিতম্মন্য বৈষ্ণবব্রুব কোন কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীবৃন্দাবন রসনিকুঞ্জবিহারিযুগলের আস্বাদিত পরকীয়ভাবময় শৃঙ্গাররস নির্য্যাসকে পামর জনবৎ লৌকিক মনে করিয়া নাসিকা সঙ্কোচন, এবং শ্রীপাদেবসিদ্ধান্তে কটাক্ষ নিক্ষেপ করতঃ তাহারা উদ্‌ঘাটিত করিয়া থাকে, তাহারা শ্রীভাগবত ধর্ম্মাচার্য্য দ্বাদশ মহাজনের অন্তিমাচার্য্যের নগর দ্বার।

সদ্বুদ্ধির প্রেরক শ্রীগোবিন্দদেব তাহাদের বুদ্ধিকে শুদ্ধ করুন এই প্রার্থনা। মনে করিয়া থাকে তাহারা এই ব্রজের পরকীয়রস পরকীয়া নায়িকা ব্রজগোপীবৃন্দের সাথে শ্রীগোবিন্দদেবের বিলাস কেবল মাত্র শ্রীরূপের মন কল্পিত সিদ্ধান্ত কিন্তু শাস্ত্র সঙ্গত নহে। তাহাদের প্রতি ঘৃণা করা অনুচিত, উচিত হয় তাহাদের প্রতি করুণা করা, কারণ এই শ্রীগ্রন্থ শ্রীপাদের লিখিত নহে, সংগৃহীত, সুতরাং ১৭৩, সর্ব্ববিদ্যাবিনোদাদির রচিত - অপর- ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ২০৫, ২০৭, প্রভৃতি পদ্য শ্রীপাদের রচিত নয়, কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্য দিগের, যাহাতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত স্বামী গৃহেশ্বর পতি শাশুড়ী প্রভৃতি শব্দ বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রস্তুত শ্রীগ্রন্থ অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম অষ্টোত্তর শতশ্রী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামি মহারাজের** শুভাবির্ভাব শতবর্ষ পূর্ত্তি মহামহোৎসবে প্রকাশিত হইলেন।

প্রবল বাসনা ছিল শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থের প্রকাশনে, এবং প্রকাশ করিতেন মহানন্দে, অন্তর্য্যামী তিনি প্রত্যক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হইয়া দিয়াছেন শুভপ্রেরণা, সুতরাং এই শ্রীগ্রন্থ রত্ন সমর্পিত হইলেন-

তাঁহারই **শ্রীকর কমলে**

শ্রীগ্রন্থ প্রকাশনে মদীয় বিদ্যাগুরু পণ্ডিত শ্রীহরিভক্তদাসজি মাহারাজের অতুলনীয় কৃপাই আমার বল, বিশেষতঃ তিনি প্রাচীন গ্রন্থরত্ন এবং 'ভূমিকা' প্রদান করিয়াছেন স্বকরাঙ্কিত, অপর দ্বিতীয়বিদ্যাগুরু পণ্ডিত শ্রীআনন্দগোপাল বিদ্যালঙ্কার ব্যাকরণ বৈষ্ণবদর্শন বেদান্ততীর্থ (স্বর্ণ রোপ্য পদক) শ্রীগ্রন্থকে সুললিত সরল বঙ্গানুবাদে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। মুদ্রণে ও সংশোধনে পূজনীয় শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ, গুরুভ্রাতা শ্রীপদ্মনাভ মহারাজ, তাঁহারা ভজনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করিয়া আমাকে চিরঋণী করিয়াছেন। শ্রীদণ্ডীমহারাজ, শ্রীগোকুলানন্দ (সখা) অপরিসীম পরিশ্রম করিয়াছেন মুদ্রণ কার্য্যে। ইহাদের ঋণ পরিশোধের কোন সামর্থ্যই নাই আমার, সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা রহিত বিধায় আমি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া জানাই **শতশঃ প্রণিপাত**

পদ্যাবলী- পদ্যানুক্রমণিকা

(মাত্রিকাক্রমেণ প্রতি শ্লোলকস্যাদ্যক্ষরাণাং নির্দ্দেশিকা)

শ্লোকাদ্যচরণঃ......	শ্লোকাঙ্কঃ
অ	
অংসালম্বিত-বাম	৪৭
অংসাসক্তকপোল	২৬২
অংহঃ সংহরদখিলং	১৬
অকস্মাদেকস্মিন্	১৬৪
অক্লান্তদ্যুতিভি	২১০
অঙ্কগপঙ্কজনাভাং	১২৯
অঙ্গুল্যা কঃ কবাটং	২৮২
অঙ্গুষ্ঠাগ্রিমযন্ত্রিতাঙ্গুলি	২৬৩
অঙ্গেঽনঙ্গজ্বরহুতবহঃ	৩৫৯
অচ্ছিদ্রমস্তুহৃদয়ং	২৫৫
আচ্ছিন্নং নয়নাম্বু বন্ধুষু	৩৬৯
অতন্দ্রিতচমূপতি	৫০
অতিলোহিতকর	১৩০
অত্রাসীৎ কিল	১২১
অদোষাদ্দোষাদ্বা	২৯৮
অদ্য সুন্দরি! কলিন্দ	১৬৬
অদ্যৈব যৎ প্রতিপদুদগত	৩১৭
অধরমধরে কণ্ঠং	১৩৬
অধরামৃতমাধুরী	২৮৭
অধরে বিনিহিত	৪৯
অধুনা দধিমন্থনানু	২০৪
অনঙ্গরস-চাতুরী	৯৭
অনলঙ্কৃতোঽপি	২২০
অনালোচ্য প্রেম্ণঃ	২৩০
অনুচিতমুচিতং বা—	৯

শ্লোকাদ্যচরণঃ......	শ্লোকাঙ্কঃ
অনুশীলিত কুঞ্জ	৮৯
অপহরতি মনো	১০২
অমরীমুখসীধু	১০১
অম্ভসি তরণিসুতায়াঃ	২৭৩
অম্ভোধিঃ স্থলতাং	৬
অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ	৩৩৪
অয়ি নন্দতনুজ	৭১
অরতিরিয়মুপৈতি	২১৫
অর্চ্চে বিষ্ণৌ	১১৫
অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনস্য	১৩১
অলং ত্রিদিববার্ত্তয়া	১০৩
অলমলমঘৃণস্য	২২৯
অলমলামিয়মেব	১২
অবলোকিতমনু	১০৪
অসমঞ্জসমসমঞ্জস	১৬৯
অস্তিকোঽপি তিমির	১৬১
অস্মিন্ রাধাসখ্যো	২০১
অস্যাঃ সদা বিরহ	৩৬১
অস্রমজস্রং মৌক্তং	৩২০
অস্যাস্তাপমহং	৩৬২
অহো অহোভির্ন	৪১
আ	
আকৃষ্টিঃ কৃত	২৯
আগত্য প্রণিপাত	২৪৫
আনন্দোদগতবাস্প	৩৮৫
আরক্তদীর্ঘনয়নো	৯০

শ্লোকাদ্যচরণঃ........	.শ্লোকাঙ্কঃ
আবির্ভাবদিনে ন	৩৪৬
আশৈকতন্তুমবলম্ব্য	৩৩৫
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং	৩৪১
আস্তাং তাবদকীর্ত্তির্মে	১৮৪
আস্তাং তাবদ্	৩৪৭
আস্বাদ্যং প্রমদারদ	৯৩
আহারে বিরতিঃ সমস্ত	২৩৯
আহূতাদ্য মহোৎসবে	২০৭
ই	
ইদং তৎ কালিন্দী	৩৫০
ইদমুদ্দিশ্য বয়স্যাঃ	২৭৭
ইদানীমঙ্গমক্ষালি	১৩৪
ইন্দীবরোদরসহোদর	১৬০
ইয়ং সা কালিন্দী	৩৪৮
ইহ নিচুলনিকুঞ্জে	২০২
ইহ বৎসান্	৮৮
উ	
উত্তিষ্ঠ দূতি যামো	২১৬
উত্তিষ্ঠারাত্তরৌ মে	২৭০
উৎফুল্লতাপিঞ্ছমনোরম	১০৮
উদ্ধূয়েত তনূলতেতি	৩৬৩
উন্মীলন্তি নখৈর্লুনীহি	৩৬৫
উপরি তমালতরোঃ	১৭১
এ	
একেনৈব চিরায় কৃষ্ণ	২৬৬
এতে লক্ষ্মণ ! জানকী	২৫৩
এষোত্তুঙ্গতরঙ্গলঙ্ঘিত	২৮০
ক	
কংপ্রতি কথয়িতুমীশে	৯৯
কঃ পরেতনগরী	২১
কঞ্চন বঞ্চনচতুরে	২২৩

শ্লোকাদ্যচরণঃ.......	শ্লোকাঙ্কঃ
কথং বীথীমস্মানুপ	২৯৩
কদা দ্রক্ষ্যামি নন্দস্য	১০৫
কদা বৃন্দারণ্যে	১০৬
কল্যাণং কথয়ামি	৩৫৩
কল্যাণানাং নিধানং	১৯
কস্ত্বং তাসু	২২৫
কস্ত্বং ভো নিশি	২৮৩
কাকুং করোষি	২৮১
কাত্যায়নীকুসুম	৩১২
কা ত্বং মাধবদূতিকা	২৪৯
কান্তং মুক্তি	১১৪
কামং কাময়তে	৩৭৫
কামং বপুঃ পুলকিতং	১৮২
কারয় নাম্ব ! বিলম্বং	২৮৯
কালিন্দীজলকেলি	১৫৭
কালিন্দীপুলিনে	১৪৯
কালিন্দীমনুকূল	৩৭৪
ক্যলিন্দ্যাঃ পুলিনং	৩৮১
কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু	২৯৫
কাষায়ান্ন চ ভোজনাদি	১১
কিং দুর্ম্মিলেন মম	১৭৮
কিং পাদান্তে লুঠসি	৩৮৬
কিমুত্তীর্ণঃ পন্থাঃ	১৯৬
কুরু পারং যমূনায়া	২৬৯
কৃতং মিথ্যাজল্পৈ	২১৮
কৃষ্ণ ! ত্বদ্বনমালয়া	২০৩
কৃষ্ণ ভক্তিরসভাবিতা	১৪
কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ	৩৫
কেলীকলাসু কুশলা	১৯২
ক্বযাসি ননু	১৪০
ক্বাননং ক্বনয়নং	১৩৩

শ্লোকাদ্যচরণঃ......	শ্লোকাঙ্কঃ
ক্ষ	
ক্ষীরে শ্যামলয়া	১১৯
ক্ষৌণীপতিত্বমথ	৮৫
খ	
খিন্নোঽসি মুঞ্চ	২৬৭
গ	
গচ্ছাম্যচ্যুত	২০৮
গতং কুলবধূব্রতং	১৮৩
গতো যামো	৩২৪
গন্তব্যা তে মনসি	৩০৭
গলত্যেকা মূর্চ্ছা	৩৬৬
গায়তি গীতে	১৯১
গুরুজনগঞ্জন	১৭৩
গৃহীতং তাম্বূলং	১৮৮
গোপীজনালিঙ্গিত	২৯৪
গোপেশ্বরীবদন	১৩২
গোবর্দ্ধনপ্রস্থ	৯৬
গোবিন্দে স্বয়মকরোঃ	১৯৯
চ	
চতুর্ণাং বেদানাং	১৭
চিত্রায় ত্বয়ি চিন্তিতে	৩৬৭
চিত্রোৎকীর্ণাদপি	১৯৭
চূড়াচুম্বিতচারু	২৯০
চূতাঙ্কুরে স্ফুরতি	৩৩৬
চেতোদর্পণমার্জ্জন	২২
ছ	
ছায়াপি লোচনপথং	৩১৯
জ	
জয়দেব-বিল্বমঙ্গল	৩৯২
জলকেলিতরল	৩০০
জাতু প্রার্থয়তে	৭৮

শ্লোকাদ্যচরণঃ....	শ্লোকাঙ্কঃ
জানামি মৌনমলসাঙ্গি	২৩৩
জীর্ণা তরী সরিদতীব	২৭২
জ্ঞাতং কাণভুজং	১০০
জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ	১৫
জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ	৫৮
ত	
তত্রৈব গঙ্গা যমুনা	৪৪
তথা হি পাদ্মে	৩১৬
তদ্গেহং নতভিত্তি	৩৮৩
তপ্তং তপোভিরন্যৈঃ	৩০২
তমসি রবিরিবোদ্যন্	৫১
তরলে ! ন কুরু	৩০৮
তরিরুত্তরলা	২৭৮
তল্পং কল্পয় দূতি	২১৩
তাভির্নিত্যবিহারমেব	৩১৫
তাভ্যো নমো বল্লব	৩৫১
তাম্বূলং স্বমুখার্দ্ধ	৩৪২
তারাভিসারক ! চতুর্থ	১৭৯
তির্য্যক্কন্ধরমংস	২৬১
তুলসী ! বিলসসি	২৯৬
তুষ্যন্তু মে ছিদ্র	১৭৫
তৃণাদপি সুনীচেন	৩২
তে গোবর্দ্ধনকন্ধরাঃ	৩৮০
তেভ্যো নমোঽস্তু	৫৪
ত্বং ভজ হিরণ্যগর্ভং	১২৫
ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ	৪৩
ত্বদ্দেশাগতমারুতেন	৩৫৮
ত্বদ্ভক্তঃ সরিতাং	৫৬
ত্বমসি বিশুদ্ধা	২৩৭
ত্বামঞ্জনীয়তি ফলাসু	১৮৭
ত্বামন্তঃস্থিরভাবনা —	৩৬৮

শ্লোকাদ্যচরণঃ....	শ্লোকাঙ্কঃ
দ	
দধিমথননিনাদৈঃ	১৪৩
দলতি হৃদয়ং	৩২৯
দিনাদৌ মুরারে	৭০
দিশতু স্বারাজ্যং	৮৬
দীনবন্ধুরিতি নাম	৬৪
দুরারোহে লক্ষ্মীবতি	১০৭
দুষ্টঃ কোঽপি করোতি	২৯১
দূরং দৃষ্টি পথাত্তিরোভব	২৬৮
দূরদৃষ্টনবনীত	১৪১
দৃষ্টং কেতকিধূলি	৩৩১
দৃষ্টঃ কাপি স	২৯৭
দৃষ্টে চন্দ্রমসি	৩৬০
দৃষ্ট্যা কেশব	২৫৮
দেবকীতনয়	৮১
দেবস্ত্বামেকজঙ্ঘা	১৫৩
দ্রবিণং ভবনম্	১৭৪
দ্বিজস্ত্রীণাং ভক্তে	১১৭
দ্বিত্রৈঃ কেলিসরোরুহং	২১২
ধ	
ধন্যানাং হৃদি	৭৫
ধীরা ধরিত্রি ভব	১৪৮
ধূতোত্তাপে বহতি	২৯২
ধৈর্য্যং মানপরিগ্রহেঽপি	১৫৫
ধ্যানাতীতং কিমপি	৭৭
ন	
ন জানে সম্মুখায়তে	২৩৫
ন ধনং ন জনং	৯৫
ন ধ্যাতোঽসি	৬৮
নন্দনন্দনকৈশোর	৪২
নমোনলিনণেত্রায়	২
নয়নং গলদশ্রু	৯৪
ন বয়ং কবয়ো	৭৩
নানোপচারকৃত	১৩
নাপেক্ষতে স্তুতিকথাং	২৭৯
নাভিদেশবিনিবেশিত	২৫৯
নামচিন্তামণি	২৫
নামানি প্রণয়েন তে	৫৯
নাম্নামকারি বহুধা	৩১
নায়াতি চেদ্‌যদুপতিঃ	৩৩৯
নাহং বিপ্রো ন চ	৭২
নির্মগ্নেন ময়াম্ভসি	৩৭৭
নিবসতি যদি	৩৬৪
নিশা জলদসঙ্কুলা	১৮৬
নিশ্চন্দনানি বণিজামপি	৩৫৬
নিশ্বাসা বদনং	২৩৮
নীচৈর্ন্যাসাদথ	২৫৪
নীতং নবনবনীতং	১৩৯
নৃত্যন্ বায়ুবিঘূর্ণিতৈঃ	৬২
নৈব দিব্যসুখ	৪০
নন্দনন্দন-পদারবিন্দয়োঃ	৮৭
প	
পঞ্চত্বং তনুরেতু	৩৪০
পঞ্চবর্ষমতিলোল	১৩৫
পদন্যাসান্ দ্বারাঞ্চলভুবি	১৪৫
পদ্যাবলী বিরচিতা	১
পন্থাঃ ক্ষেম	২৪৮
পয়ঃপূরৈঃ পূর্ণা	২৭৫
পরম-কারুণিকো ন	৬৬
পরমানুরাগপরয়াথ	২০০
পরিবদতু জনো	৭৪
পানীয়সেচনবিধৌ	২৭৬

শ্লোকাদ্যচরণঃ.........	শ্লোকাঙ্কঃ
পুরতঃ স্ফুরতু	৮৪
পুরেয়ং কালিন্দী	৩৪৯
পুরোনীলজ্যোৎস্না	১৬৫
পান্থ ! দ্বারবতীং	৩৭৯
পৃষ্ঠেন নীপমবলম্ব্য	৩০৯
প্রথয়তি ন তথা	৩৩৭
প্রসর শিশিরামোদং	৩৩৮
প্রস্থানং বলয়ৈঃ	৩১৮
প্রহ্লাদনারদ	৫২
প্রাণস্ত্বং জগতাং	৩৫৭
প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ	৩৮৮
প্রিয়সখি ! ন	৩২২
প্রেমপাবকলীঢ়াঙ্গী	১৮৯
প্রেমাবগাহন	২২৭
ফ	
ফুল্লেন্দীবরকান্তি	৪৬
ব	
বন্ধুকারুণবসনং	১২৮
বর্হাপীড়ং মৌলৌ	১১০
ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটি	২৩
ব্রামস্ত্বচ্চরিতং তবাভি	১৩৭
ভ	
ভক্তিঃ সেবা ভগবতো	১১১
ভক্তি প্রহ্ববিলোকন	৩
ভবতু বিদিতং	২২৪
ভবন্তু তানি জন্মানি	৯২
ভববন্ধচ্ছিদে তস্যৈ	১১২
ভবোদ্ভবক্লেশ	৬৭
ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডন	৩৮
ভ্রময় জলদানম্ভোগর্ভান্	৩৩০
ভ্রাম্যদ্ভাস্বরমন্দরাদ্রি	৩৯১

শ্লোকাদ্যচরণঃ....	...শ্লোকাঙ্কঃ
ভ্রূভঙ্গো গুণিতশ্চিরং	২৩২
ভ্রূবল্লিতাণ্ডবকলা	১৫৯
ভ্রূবল্লীবলনৈঃ	২৬০
ম	
মকরীবিরচন	২৫২
মথুরাপথিক !	৩৭৩
মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং	২৬
মনোগতাং মন্মথ	১৬২
মন্দং নিধেহি চরণৌ	১৯৫
মন্দ্রকাণিতবেণুরহ্নি	২৫৭
মন্মথোন্মথিতমচ্যুতং	১৯৮
মলিনং নয়নাঞ্জন	৩৫৪
মা গর্ব্বমুদ্বহ	৩০৩
মা গা ইত্যপমঙ্গলং	৩৮২
মাধবো মধুর	২৪৭
মানবন্ধমভিতঃ	২৩১
মা মুঞ্চপঞ্চশর	২২২
মীমাংসারজসা	৫৭
মুক্তমুনীনাং নৃগ্যং	৩০১
মুক্তা তরঙ্গনিবহেন	২৭১
মুখমাধুর্য্যসমৃদ্ধ্যা	৩৭০
মুগ্ধং মা নিগদস্তু	৮২
মুগ্ধে ! মুঞ্চ বিষাদম্	৩৮৯
মুরলীকলনিক্বণৈর্ন	৩৭২
মুরহর ! সাহস	১৯০
মুরারিং পশ্যন্ত্যাঃ	২৩৬
মৃদ্নন্ ক্ষীরাদিচৌর্য্যাৎ	১৪৬
য	
যঃ কৌমারহরঃ	৩৮৭
যত্রাখিলাদিগুরু	১২২
যদবধি গোকুল	৩০৪

শ্লোকাদ্যচরণঃ... ..	শ্লোকাঙ্কঃ
যদবধি যদুনন্দনা	১৬৮
যদবধি যামুন কুঞ্জে	১৬৩
যদবধি যমুনায়াস্তীর	১৬৭
যদি নিভৃতমরণ্যং	৩৪৩
যদি মধুমথন !	১০
যদুনাথ ! ভবন্তমাগতং	৩৩৩
যদুবংশাবতংসায়	৩৯০
যমুনাপুলিনে	৩২৫
যাঃ পশ্যন্তি	৩২৬
যাতে দ্বারবতীপুরং	৩৭৮
যাদ্রৌপদী	৬৩
যা প্রীতির্বিদুরার্পিতে	১১৮
যা ভুক্তিলক্ষ্মীর্ভুবি	৪৫
যাবদ্‌গোপা মধুরমুরলী	১৫৪
যাস্যামীতি সমুদ্যতস্য	৩২৩
যুগায়িতং নিমেষেণ	৩২৮
যে গোবর্দ্ধনমূল	৪
যেনৈব সূচিতনবা	৩৮৪
যোগশ্রুত্যুপপত্তি	১৮
র	
রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত	৩৭৬
রসং প্রশংসন্ত	৭৬
রাধে! ত্বং কুপিতা	২৮৫
রামো নাম বভূব	১৫১
রোহিণীরমণ	১০৯
ল	
লক্ষ্মীং মধ্যগতেন	২৯৯
লজ্জেবোদ্‌ঘটিতা	২১১
লসদুজ্জ্বলরস	৩৯৩
লাক্ষালক্ষ্ম ললাট	২১৭
লাবণ্যামৃতবন্যা	৯১

শ্লোকাদ্যচরণঃ.....	শ্লোকাঙ্কঃ
লীলামুখরিত	২৮৮
ব	
বৎস ! স্থাবর	১৫০
বৎসান্ন চারয়তি	১৯৩
বনমালিনি পিতু	১৩৮
বল্লন্ত্যা বনমালয়া	৩১১
বসন্তঃ সন্নদ্ধো	২৫০
বস্তুতস্তু গুরুভীতয়া	২৪৬
বাচা তবৈব	২৭৪
বাচা তৃতীয়জন	৩৭১
বাৎসল্যাদভয়	৭
বাসঃ সম্প্রতি	২৮৪
বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি	৩০
বিতরতি মুরমর্দ্দনঃ	১২৪
বিধুমুখি ! বিমুখী	২২৮
বিয়োগিনীনামপি	৩৫২
বিলোক্য কৃষ্ণং	১৫৬
বিবৃতবিবিধবাধে	৬১
বিষয়েষু তাবদবলাঃ	৩৪৪
বিষ্ণোর্নামৈব পুংসঃ	২৪
বীজং মুক্তিতরোরনর্থ	১২৩
বৃন্দারণ্যে প্রমদ সদনে	২৮৬
বৃন্দাবনে মুকুন্দস্য	৩১৪
বেপন্তে দুরিতানি	২০
ব্যতীতাঃ প্রারম্ভাঃ	২২১
ব্যত্যস্তপাদকমলং	৪৮
ব্যাধস্যাচরণং	৮
শ	
শঠান্যস্যাঃ কাঞ্চীমণি	২৬৪
শম্ভো ! স্বাগত	১৪৭
শরণমসি হরে	৬৯

শ্লোকাদ্যচরণঃ.......	শ্লোকাঙ্কঃ
শিরশ্ছায়াং কৃষ্ণঃ	২৪২
শুষ্যতি মুখমুরু	১৭০
শূন্যত্বং হৃদয়ে সলাঘব	২৫৬
শ্যামমেব পরং	৮৩
শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষি	১৫২
শ্যামোঽয়ং দিবসঃ	৩০৬
শ্রবণে মথুরা নয়নে	১২৫
শ্রীকান্ত কৃষ্ণ !	৩৪
শ্রীনারায়ণ পুণ্ডরীকনয়ন	৩৭
শ্রীরামেতি জনার্দ্দনেতি	৩৩
শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে	৫৩
শ্রুতমপ্যৌপনিষদং	৩৯
শ্রুতয়ঃ পলালকল্পাঃ	৯৮
শ্রুতিমপরে স্মৃতি	১২৭
শ্বশ্রূরিঙ্গিত	২০৫
স	
সংমুঞ্চন্নবনীত	১৪২
সংসারাম্ভসি	৬০
সখি !পুলকিনী	২০৯
সখি ! মম নিয়তি	১৮০
সখি ! স বিজিতো	২১৪
সখ্যো যযুর্গৃহমহং	৩১০
সঙ্কেতীকৃত	২০৬
সঙ্গমবিরহ	২৪০
সঞ্জাতে বিরহে	২৪১
সত্যং জল্পসি দুঃসহাঃ	১৮৫
সত্যং শৃণোমি	২৩৪
সত্রাসার্ত্তি যশোদয়া	২৬৫
সদা সর্ব্বত্রাস্তে	২৮
সন্ধ্যাবন্দন	৭৯
সর্ব্বাধিকঃ সকল	১৯৪

শ্লোকাদ্যচরণঃ.......	শ্লোকাঙ্কঃ
সব্যে পাণৌ নিয়মিত	১৪৪
সাচিকন্ধরমমুং	২২৬
সান্দ্রানন্দমনন্ত	৩২১
সায়ং ব্যাবর্ত্তমানাখিল	৫
সার্দ্ধং মনোরথশতৈ	২১৯
সা সর্ব্বথৈব রক্তা	২৪৩
সিদ্ধান্তয়তি ন	১৮১
সুভগ ! ভবতা	২৪৪
সুভগ ! মম	৩১৩
সেয়ং নদী কুমুদ	৩৩২
সোঽয়ং বসন্তসময়ো	৩২৭
সৌজন্যেন বশীকৃতা	৩০৫
স্তাবকাস্তব	৬৫
স্নানং ম্লানমভূৎ	৮০
স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতি	২৭
স্বামী কুপ্যতি	১৭৭
স্বামী নিহন্ত	১৭৬
স্বামী মুগ্ধতরো	২৫১
স্বেদাপ্লাবিতপাণি	১৫৮
হ	
হত্যাং হন্তি	১১৬
হন্ত কান্তমপি	১৭২
হন্ত চিত্রীয়তে	১১৩
হরিস্মৃত্যাহ্লাদ	৫৫
হস্তোদরে বিনিহিতৈক	৩৫৫
হে গোপালক হে	৩৬
হে মাতর্মথুরে	১২০

বিষয় সূচী

ক্রমাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১	গ্রন্থপ্রারম্ভেমঙ্গলাচরণম্	২
২	শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমা	৮
৩	শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনমাহাত্ম্যম্	১০
৪	প্রেম্ণঃ সৌভাগ্যম্	১৬
৫	নাম মাহাত্ম্যম্	১৯
৬	নামকীর্ত্তনম্	৩৫
৭	শ্রীকৃষ্ণকথামাহাত্ম্যম্	৪০
৮	কৃষ্ণধ্যানম্	৪৪
৯	ভক্তবাৎসল্যম্	৪৭
১০	দ্রৌপদীত্রাণে তদ্বাক্যম্	৪৮
১১	তদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যম্	৪৯
১২	ভক্তানাং দৈন্যোক্তিঃ	৫৫
১৩	ভক্তানাং নিষ্ঠা	৬৪
১৪	ভক্তানাং সৌৎসুক্যপ্রার্থনা	৭৫
১৫	ভক্তানামুৎকণ্ঠা	৮১
১৬	মোক্ষানাদরঃ	৯০
১৭	শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বম্	৯২
১৮	নৈবেদ্যার্পণে বিজ্ঞপ্তিঃ	৯৫
১৯	শ্রীমথুরামহিমা	৯৮
২০	শ্রীবৃন্দাটবীবন্দনম্	১০৩
২১	শ্রীনন্দপ্রণামঃ	১০৩
২২	শ্রীযশোদাবন্দনম্	১০৫
২৩	শ্রীকৃষ্ণশৈশবম্	১০৫
২৪	শৈশবেঽপি তারুণ্যম্	১০৯
২৫	গব্যহরণম্	১১২
২৬	হরেঃ স্বপ্নায়িতম্	১১৭
২৭	পিত্রোর্বিস্মাপন-শিক্ষণাদি	১১৮
২৮	গোরক্ষাদি-লীলা	১২২
২৯	গোপীনাং প্রেমোৎকর্ষঃ	১২৪
৩০	গোপীভিঃ সহ লীলা	১২৫
৩১	তাসু কৃষ্ণস্য ভাবঃ	১২৬
৩২	শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথমদর্শনে শ্রীরাধাপ্রশ্নঃ	১২৭
৩৩	সখ্যা উত্তরম্	১২৯
৩৪	শ্রীরাধায়াঃ পূর্ব্বরাগঃ	১৩০
৩৫	অন্যচতুরসখীবিতর্কঃ	১৪১

ক্রমাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
৩৬	রাধাং প্রতি সখীপ্রশ্নঃ	১৪২
৩৭	শ্রীরাধাং প্রতি সখীনর্ম্মাশ্বাসঃ	১৪৫
৩৮	শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধানুরাগকথনম্	১৪৬
৩৯	শ্রীরাধাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণানুরাগকথনম্	১৪৯
৪০	শ্রীরাধাভিসারঃ	১৫১
৪১	শ্রীরাধাং প্রতি সখীবাক্যম্	১৫৪
৪২	রহঃ ক্রীড়া	১৫৬
৪৩	ক্রীড়ানন্তরং জানতীনাং সখীনাং নর্ম্মোক্তিঃ	১৫৮
৪৪	মুগ্ধবালবাক্যম্	১৫৯
৪৫	শ্রীরাধয়া সহ দিনান্তরকেলিঃ , তত্র সখীবাক্যম্	১৬০
৪৬	তস্যাঃ সখীং প্রতি সাকূতবাক্যম্	১৬১
৪৭	সখীনর্ম্ম	১৬৫
৪৮	পুনরন্যেদ্যুরভিসারিকা ,তত্র সখীবাক্যম্	১৬৬
৪৯	পরীক্ষণকারিণীং সখীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্	১৬৭
৫০	বাসকসজ্জা	১৬৯
৫১	উৎকণ্ঠিতা	১৭১
৫২	বিপ্রলব্ধা	১৭৩
৫৩	খণ্ডিতা	১৭৩
৫৪	তস্যা বাক্যম্	১৭৫
৫৫	খণ্ডনাপ্তনির্ব্বেদায়াস্তস্যা বাক্যম্	১৭৭
৫৬	পুনঃ সায়মায়াতি মাধবে সখীশিক্ষা	১৭৯
৫৭	মানিনী	১৭৯
৫৮	নিষ্ক্রামতি কৃষ্ণে সখীবাক্যম্	১৮১
৫৯	শ্রীকৃষ্ণস্য দূতীবাক্যম্	১৮২
৬০	দূতীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্	১৮৩
৬১	কলহান্তরিতা ,	১৮৪
৬২	তাং প্রতি দক্ষিণসখীবাক্যম্	১৮৪
৬৩	কর্কশসখীবাক্যম্	১৮৫
৬৪	তাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্	১৮৬
৬৫	সখ্যাঃ সাভ্যসূয়বাক্যম্	১৯০
৬৬	ক্ষুভিতরাধিকোক্তিঃ	১৯০
৬৭	মানজ্বরবিরহেণ ধ্যায়ন্তীং তাং প্রতি কস্যশ্চিদ্ বাক্যম্	১৯২
৬৮	তাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্	১৯৩
৬৯	শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহঃ	১৯৩
৭০	শ্রীকৃষ্ণানুনয়-রাধাপ্রসাদনম্	১৯৫
৭১	শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধাসখীবাক্যম্	১৯৬

ক্রমাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
৭২	দিনান্তর কেলিঃ	১৯৭
৭৩	পুষ্পচ্ছলেন শ্রীকৃষ্ণমন্বেষয়ন্তীং শ্রীরাধাং প্রতি কস্যাশ্চিদুক্তি	১৯৯
৭৪	তত্র মযুনাতীরে গতয়া শ্রীরাধয়া সহ হরেঃ সংকথা	২০০
৭৫	তত্র শ্রীরাধাবাক্যম্	২০২
৭৬	স্বাধীনভর্তৃকা	২০৩
৭৭	ক্রীড়ানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বপ্নায়িতম্	২০৫
৭৮	বংশীচৌর্য্যম্	২০৬
৭৯	তাং মুরলীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্	২০৭
৮০	সায়ং হরের্ব্রজাগমনম্	২০৯
৮১	তত্র কস্যাশ্চিদুক্তিঃ	২১০
৮২	তত্রৈব শ্রীরাধিকায়াঃ সৌভাগ্যম্	২১১
৮৩	গোদোহনম্	২১৪
৮৪	শ্রীকৃষ্ণং প্রতি চন্দ্রাবলীসখীবাক্যম্	২১৫
৮৫	শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণম্	২১৬
৮৬	নৌক্রীড়া	২১৯
৮৭	রাধয়া সহ হরের্বাকোবাক্যম্	২৩০
৮৮	রাসঃ	২৩৪
৮৯	শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্	২৩৮
৯০	ব্রজদেবীনামুত্তরম্	২৪১
৯১	শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানে তাসাং প্রশ্নঃ	২৪৫
৯২	শ্রীরাধাসখীবাক্যম্	২৪৮
৯৩	জলক্রীড়া	২৫০
৯৪	তত্র খেচরাণামুক্তিঃ	২৫১
৯৫	শ্রীরাধাসখীং প্রতি চন্দ্রাবলীসখ্যাঃ সাসূয়বাক্যম্	২৫২
৯৬	শ্রীরাধাসখ্যাঃ সাকূতবাক্যম্	২৫৩
৯৭	গান্ধর্ব্বাং প্রতি সখীবাক্যম্	২৫৪
৯৮	তাং প্রতি কস্যাশ্চিদুক্তিঃ	২৫৯
৯৯	চন্দ্রাবলীং প্রতি তস্যা বাক্যম্	২৬০
১০০	তদ্ভর্ত্তারং প্রতি সখীবাক্যম্	২৬১
১০১	নিত্যলীলা	২৬২
১০২	প্রকটলীলানুসারেণ ভাবিনি হরের্মথুরাপ্রস্থানে-রাধাসখীবাক্যম্	২৬৬
১০৩	শ্রীরাধাবাক্যম্	২৬৭
১০৪	শ্রীহরের্মথুরাপ্রবেশঃ	২৬৮
১০৫	পুরস্ত্রীণাং বাক্যম্	২৬৯
১০৬	শ্রীরাধায়া বিলাপঃ	২৭১

ক্রমাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১০৭	মথুরায়াং যশোদাস্মৃত্যা শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্	২৮৬
১০৮	শ্রীরাধাস্মৃত্যা হরের্বাক্যম্	২৮৮
১০৯	উদ্ধবং প্রতি হরের্বাক্যম্	২৮৯
১১০	উদ্ধবেন রাধায়াং হরেঃ সন্দেশঃ	২৯০
১১১	বৃন্দাবনং গচ্ছত উদ্ধবস্য বাক্যম্	২৯২
১১২	ব্রজদেবীকুলং প্রত্যুদ্ধব বাক্যম্	২৯৫
১১৩	উদ্ধবে দৃষ্টে সখীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্	২৯৬
১১৪	শ্রীরাধাং প্রত্যুদ্ধববাক্যম্	২৯৮
১১৫	উদ্ধবং প্রতি রাধাসখীবাক্যম্	২৯৮
১১৬	রাধাসখ্যা এব কৃষ্ণে সন্দেশঃ	৩০১
১১৭	অস্যা স প্রণয়ের্ষ্যং জল্পিতম্	৩১২
১১৮	ব্রজদেবীনাং সোৎপ্রাসঃ সন্দেশঃ	৩১২
১১৯	যথার্থসন্দেশঃ	৩১৪
১২০	দ্বারবতীস্থস্য হরেবিরহ	৩১৫
১২১	বৃন্দাবনাধীশ্বরীবিরহগীতম্	৩১৮
১২২	ব্রজদেবীনাং সন্দেশঃ	৩১৯
১২৩	সুদামানং প্রতি শ্রীদ্বারকেশ্বরবচনম্	৩২২
১২৪	স্বগৃহাদিকং দৃষ্ট্বা তস্য বচনম্	৩২৪
১২৫	কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীচেষ্টিতম্	৩২৫
১২৬	রহস্যনুনয়ন্তং কৃষ্ণং প্রতি রাধাবাক্যম্	৩২৭
১২৭	তত্রৈব সখীং প্রতি শ্রীরাধাবচনম্	৩২৮
১২৮	সমাপ্তৌ মঙ্গলাচরণম্	৩৩০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল-রূপগোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃতা

তথা

তৎসমাহৃতা

পদ্যাবলী

পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈর্ম্মুকুন্দ-
সম্বন্ধবন্ধুরপদা প্রমদোর্ম্মিসিন্ধুঃ।

সচ্চিদানন্দরূপং তং গুরুং ভাগবতপ্রিয়ং । পরিবারগণৈর্জুষ্টং কিশোরী মোহনং ভজে । শ্রীগৌরকরুণাপ্রেমসিন্ধুমগ্নহৃদে সদা । নমাম্যহং প্রযত্নেন রূপগোস্বামিনে সতে ।। যা রম্যা নিখিলাঘসংঘশমনী শ্রোত্রাতিথিং সঙ্গতা যা স্বাদ্যা রসিকৈঃ সুখাব্ধিজননী ধিক্‌কার্য্য মুক্তিস্পৃহাং । যা ধ্যাতা হৃদয়ে ব্রজেন্দ্রতনুজপ্রেমামৃতস্যন্দনী সা জীয়াৎ হরিভক্তবৃন্দ মহিতা ধন্যেহ পদ্যাবলী । ছাত্রাণাং সুখবোধার্থং সতাং সংক্ষেপতো ময়া । পদ্যাবলীক্রমব্যাখ্যা যথামতি বিতন্যতে ।

শ্রীযুক্তবৃন্দারকবৃন্দমহেন্দ্ররাধামাধবপদারবিন্দনিমগ্নমানস ভক্ত-সন্দোহানন্দকঃ পরমরসিকবরঃ কবিকুলমুকুটমণিঃ সোঽয়ং গ্রন্থকারঃ নিখিলভক্তিরসিকানাং পদ্যবৃন্দোত্থাপনেন শ্রীকৃষ্ণগুণলীলাবর্ণনে সদাচারং দর্শয়ন্ আধুনিক তদ্ভক্তান্ হর্ষয়ংশ্চ সংক্ষেপতো ভক্তিরসময়ং গ্রন্থমারভতেপদ্যাবলীতি । যা রসিকৈ র্বিরচিতা পদ্যাবলী সা কৃতিকদম্বক কৌতুকায় ময়া সংগৃহ্যতে ইত্যন্বয়ঃ। রসিকৈরিতি প্রকরণাদ্ভক্তিরসিকৈরিত্যর্থঃ । ক্রমেণেতি ক্রমোঽত্র আদৌ

শৃঙ্গার রসসার সর্ব্বস্ব ধীরললিতশ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীচরণ সরোজ রস রসিক বৈষ্ণববৃন্দ কর্ত্তৃক, একমাত্র মুক্তি প্রদাতা শ্রীমুকুন্দের সম্বন্ধ যুক্ত মনোহর পদযুক্তা

রম্যা সমস্ততমসাং দমনীক্রমেণ
সংগৃহ্যতে কৃতিকদম্বক-কৌতুকায়।। ১ ।।

বসন্ততিলকম্।

গ্রন্থ-প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণম্

নতিস্ততোভক্তজনেষ্বাশীর্ব্বাদ ইত্যাদি । সা কথম্ভূতা মুকুন্দসম্বন্ধবন্ধুরপদেতি মুকুং মুক্তিং দদাতীতি যঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্যৈব মুক্তিদাতৃত্বে প্রাধান্যাৎ তস্য সম্বন্ধেন তদ্রূপ গুণলীলাদিবর্ণনেন বন্ধুরং মনোহরং পদং যত্র বন্ধুরো বাচ্য উন্নতে মনোহরে ইত্যাদি শব্দরত্নাকরাৎ। পুনঃ কথম্ভূতা প্রমদোর্ম্মিসিন্ধুঃ প্রমোদা প্রকৃষ্টা হর্ষা এব উর্ম্ময় স্তরঙ্গাস্তেষাং সিন্ধুরিব সদাশ্রয়ঃ প্রমোদানামূর্ম্মিত্বেন রূপণং হর্ষাণানবচ্ছিন্নোত্তরোত্তরোৎপত্তি জ্ঞাপনার্থং অতএব রম্যা রমণীয়া । ননু প্রেক্ষাবতাং অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বকসুখপ্রাপ্তয়ে প্রবৃত্তিঃ শ্রূয়তে কথমত্যন্ত দুঃখনিরসনং বিনা প্রবৃত্তিস্তত্রাহ সমস্তেতি তমসামজ্ঞানানাং দমনী নাশনী অজ্ঞাননিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ । মুকুন্দেতি প্রমদেতি পদদ্বয়েন সুখপ্রাপ্তিরিতি সূচিতং । ননু কিমর্থমত্র প্রযত্নঃ ক্রিয়তে মনসি তত্তচ্চিন্ত্যতাং নাম তত্রাহ কৃতীতি কৃতিসমূহানাং কৌতুকায় হর্ষায় । নন্বেবং যে কৃতিনস্তে কথমত্র রমন্তে স্বকৃতরচনাসু রমন্তাং নাম। সত্যং এতৎ গ্রন্থকারস্য শ্রীভগবতো গৌরচন্দ্রস্য প্রিয়পাত্রত্বাৎ এতৎ কৃতগ্রন্থ শ্রবণাদৌ মহাফলত্বমননাৎ তস্য শ্রীভগবতঃ প্রীতিপর্য্যালোচনাচ্চ । তেষাং নিয়োজনমত্র হেতুরিতি জ্ঞেয়ম্।।১

অথ গ্রন্থারম্ভে প্রচুর সন্দোহ শঙ্কিতমানসো গ্রন্থকারঃ বিশিষ্টেষ্ট-দেবতানুস্মরণপ্রণত্যাদিলক্ষণমঙ্গলমাচরতি —

সুতরাং আনন্দরূপ তরঙ্গের সিন্ধু সদৃশ, পরম রমণীয়, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ কারিণী সুললিতা পদ্যসমূহ বিরচিত হইয়াছেন, তাহা আমি সুকৃতিশালী শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের কৌতুকের জন্য ঐ পদ্য সকল পদ্যাবলী নামে গ্রন্থ রূপে সংগ্রহ করিতেছি । ১ ।

শ্রীপাদ গ্রন্থকার সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক গ্রন্থ পরিসমাপ্তি কামনা করতঃ নিজ অভিষ্ট দেবতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রণতিরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ।

কস্যচিৎ

নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে।। ২।। অনুষ্টুভ্।

অথ ভক্তানাংপ্রতিআশীর্ব্বাদঃ

সারঙ্গস্য

ভক্তিপ্রহ্ববিলোকনপ্রণয়িনী নীলোৎপলস্পর্দ্ধিনী

তত্রায়ং শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বাংশিত্বেন পূর্ণতমত্বাৎ তত্রাপি রসানাং মুখ্যস্য মধুরস্য সম্বন্ধেন পরমোৎকর্ষাৎ তত্রাপি চ ধীরললিতাবস্থস্য তস্য পরমমুখ্যত্বাচ্চ তস্য প্রণতের্বিঘ্নবিঘাত পূর্ব্বক সর্ব্বশক্তিসম্পাদকত্বমভিপ্রেত্যাহ নম ইতি। বনমালিনে শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্ত্বিত্যন্বয়ঃ। অত্র বনমালিনো বিধেয়ত্ব নির্দ্দেশঃ। বনমালী বলিধ্বংসীত্যমরে, বনমালিত্বেন তস্যাভিধানাৎ অথচ তস্য বনবিহারিত্বেন শ্রীরাধিকাদিভিঃ সহ তত্রৈব সংসর্গসিদ্ধের্ব্যঞ্জনার্থঃ। তস্মৈ কথভূতায় নলিনেত্যাদি ত্রয়ং, নলিনস্য পদ্মপুষ্পস্য দলবদায়তে নেত্রে যস্য তস্মৈ। স্বংপ্রতি তৎকৃপাদৃষ্টিং বিভাব্যৈতস্যাদৌ নির্দ্দেশঃ। বেণুবাদ্যবিনোদিনে ইতি বেণুবাদনেন বিনোদিতুং অন্তর্ভাবিণ্যর্থত্বাজ্জগদ্বিনোদয়িতুং শীলমস্যেতি। যদ্বা বেণুবাদ্যেন যো বিনোদঃ ক্রীড়া শ্রীরাধাদ্যাকর্ষণপূর্ব্বকসংভোগস্তদ্বিশিষ্টায়। তদাহ রাধায়া অধরবর্ত্তিনী যা সুধা তস্যাঃ পানে আস্বাদনে শালিনে নিপুণায় দক্ষায়েত্যর্থঃ। যদ্বা। শাল্ শ্লাঘায়ামিতি ধাত্বর্থাৎ রাধাধরসুধাপানেন শালিতুং শ্লাঘিতুং শীলমস্যেতি তেনাত্মানং কৃতার্থং মন্যতে ইতি ধ্বনিতং উভয় ব্যাখ্যানেন চকোরত্বব্যঞ্জনাৎ তদ্বৎ তদেকনিষ্ঠত্বেন অস্য ধীরললিতত্বং ব্যজ্যতে। তথাচ বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশ ইতি সংক্ষেপঃ।। ২ ।।

অধুনা নিজেষ্টদেবতা প্রণত্যা আত্মানং পরম সমর্থং মন্বানঃ সন্ গ্রন্থস্য শ্রবণাদিপরাণাং মঙ্গলমাকাঙ্ক্ষতি অথচ গ্রন্থকরণশ্রমসাফল্যায় তেষাং কুশলং

যাঁহার লোচন যুগল প্রফুল্ল কমল দল সদৃশ, যিনি বেণুবাদন লীলায় নিপুণ এবং শ্রীমতী রাধিকার অধর সুধা পানে একান্ত অনুরক্ত, সেই আপাদলম্বিত বনমালা ধারণ কারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। এই নমস্কারাত্মক পদ্যটি কোন মহাত্মার রচিত। ২।

ধ্যানালম্বনতাং সমাধিনিরতৈর্নীতে হিতপ্রাপ্তয়ে।

স্বকুশলত্বেন মন্বানশ্চাহ ভক্তিপ্রহ্বেতি সারঙ্গস্য পদ্যেন । অতএব কুরুতামিতি অকর্ত্রর্থক্রিয়াফলত্বেন কর্ত্রর্থক্রিয়াফলত্বেন চ প্রযুক্তং তত্রাদ্য পক্ষে লোটঃ পরস্মৈপদিনঃ প্রথম পুরুষস্য দ্বিবচনং দ্বিতীয় পক্ষে তস্যাত্মনেপদিনঃ প্রথম পুরুষস্যৈকবচনং । হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নেত্রে নয়নযুগলে তনুঃ শ্রীমূর্ত্তির্ব্বা যুস্মাকং ভবার্ত্তিশমনং কুরুতামিত্যন্বয়ঃ । নেত্রে ভক্তীত্যাদি ভক্ত্যাপ্রহ্বো নম্রো যো জনস্তং প্রতি যৎ বিলোকনং তত্র প্রণয় বিশিষ্টে কৃপাদৃষ্টিযুক্তে ইত্যর্থঃ । তনুপক্ষে ভক্তিপ্রণতজনকর্ত্তৃকং যদাত্মানং প্রতি বিলোকনং তত্র প্রণয়বিশিষ্টা কৃপয়া তেষাং বিলোকনং আত্মনি নিযোজয়তীত্যর্থঃ। পুনরপি বিশিনষ্টি নীলোৎপলস্পর্দ্ধিনী ইতি উভয় পক্ষে সমানং । তত্র নেত্রয়ো র্নীলোৎপলত্বেন রূপণং স্তবরাজে নীলেন্দীবরলোচনমিত্যনুসারাদিতি জ্ঞেয়ম্। পুনরপ্যাহ ধ্যানালম্বনতামিত্যাদি তত্র নেত্রপক্ষেসমাধিনিরতৈর্জনৈর্হিতপ্রাপ্তয়ে ধ্যানালম্বনতাং নীতে ইত্যন্বয়ঃ । তম্মাত্র চিন্তনং সমাধিস্তস্মিন্ নিতরাং রতৈঃ সুখিতৈ-র্ধ্যানাশ্রয়তাং প্রাপিতৈরিত্যর্থঃ । তনুপক্ষে তৈরীহিত প্রাপ্তয়ে ইতি ছেদঃ ঈহিতং মনোভিলষিতং । পুন র্বিশিনষ্টি লাবণ্যৈকেতি তত্র নেত্রপক্ষে লবণা তু নদীত্বিষোরিতি মেদিনীকার-কোষাৎ লবণা কান্তিরস্মিন্নস্তীতি লবণঃ অর্শাদিত্বাদৎ তস্য ভাবো লাবণ্যং লবণিমা তস্য একনিধী একাশ্রয়ৌ । তনুপক্ষে "মুক্তাফলেষুচ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা । প্রতি ভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে" ইত্যুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তলক্ষণস্যৈকনিধিরেকাশ্রয়ঃ রপর-সন্ধি-সাধ্যত্বাদ্দীর্ঘঃ । অন্যত্র তাদৃগ্লাবণ্যাতাদাবেকশব্দঃ প্রযুক্তঃ । অতএব রাধেতি রাধায়া দৃশোশ্চক্ষুষো রসিকতাং সরসতাং । যদ্বা রাগিতাং স্বং প্রতি অনুরাগিতাং তন্বতী। রসো গন্ধরসে পুমান্ । শৃঙ্গারাদৌ বীষে বীর্য্যে তিক্তাদৌ সলিলে দ্রবে । রাগে দেহে

শ্রী ভক্তগণের প্রতিআশীর্ব্বাদ । অনন্তর শ্রীপাদ সারাঙ্গ নামক ভক্তের পদ্যদ্বারা শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন লোচন পক্ষে-স্বীয় ভক্তি হেতু স্ব প্রতিবিনম্র হৃদয় ভক্তজনের প্রতি কৃপামৃত বর্ষণে যাঁহার নেত্র যুগল স্নেহ যুক্ত, এবং যে লোচনের সৌন্দর্য্য সদ্য প্রস্ফুটিত নীল পদ্মের শোভাকেও স্পার্দ্ধা বা তিরস্কার করে, ভক্তি যোগ দ্বারা ধ্যান অবলম্বন কারী ভক্তগণ কর্ত্তৃক নিজেরপরম মঙ্গলপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাঁহার করুণাপূর্ণ

লাবণ্যৈকমহানিধী রসিকতাং রাধাদৃশোস্তন্বতী
যুষ্মাকং কুরুতাং ভবার্ত্তিশমনং নেত্রে তনুর্ব্বা হরেঃ ।। ৩ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

শুভাঙ্গস্য

যে গোবর্দ্ধনমূলকর্দ্দমরসব্যাদিগ্ধ-স্বর্ণাঙ্গদা

ধাতুভেদে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ । তত্র তন্বতী ইত্যত্র নেত্র পক্ষে প্রথমাদ্বিবচনং তনুপক্ষে প্রথমৈকবচনং । ভবার্ত্তিশমনমিতি ভবঃ সংসারশ্চ আর্ত্তিঃ পীড়া চ তয়োঃ শমনং নিরসনম্ । ননু নেত্রয়োস্তন্বন্তর্গতত্বাৎ কথং পৃথগ্নির্দ্দেশঃ কৃতঃ সত্যং শ্রীভাগবতে ? কাপিলেয়ে শ্রীভগবত সমগ্রাঙ্গধ্যানমুক্ত্বা বাঞ্ছিতপূর্ত্তি-বৈশিষ্ট্যায় চরণারবিন্দপ্রভৃতীনাং ক্রমাৎ ধ্যানমভিধায় । তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোর তাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষোঃ । স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদাং ধ্যায়েচ্চিরং বিতত ভাবনয়া গুহায়ামিত্যুক্তেরতিঘোরতাপত্রয়ো-পশমনায়েত্যাদিপ্রয়োজনপ্রযুক্তেশ্চ পৃথক্ত্বেন বর্ণনং তত্তৎ ফলার্থমিতি জ্ঞেয়ং । যদ্বা দক্ষিণনেত্রস্য সূর্য্যত্বেন অন্ধকারস্যেবাজ্ঞান- নাশকত্বাৎ বামনেত্রস্য চন্দ্রত্বেন তাপনিবর্ত্তনপূর্ব্বকাহ্লাদজননস্যেব আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয় ধ্বংসানন্তরপরম -সুখদায়কত্বাদেতয়োঃ পৃথগ্নির্দ্দেশঃ। ব্যাখ্যান্তরন্তু গ্রন্থবাহুল্যান্ন বিবৃতম্ ।। ৩ ।।

পুনরপি তেষাং কুশলমাকাঙক্ষতে শুভাঙ্গস্য পদ্যেন যে ইতি । কংসদ্বিষঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তে তত্তৎ কর্ম্মণা প্রসিদ্ধা বাহবঃ বো যুষ্মাকং মঙ্গলং সততমাদিশন্তু

নয়ন যুগল ধ্যানের বস্তু, যে নেত্রদ্বয় লাবণ্যের একমাত্র পরম আশ্রয় স্বরূপ, এবং শ্রীমতীরাধার চঞ্চল লোচনদ্বয়ের রসিকতা বিস্তার কারী, হে বৈষ্ণববৃন্দ ! শ্রীকৃষ্ণের সেই লোচনদ্বয় আপনাদের ভবরোগ বিনাশ করুন । তনুবা শ্রীবিগ্রহ পক্ষে- যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিবিনম্র ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সন্দর্শন বিষয়ে অর্থাৎ নিজ প্রিয়গণকে দর্শন স্পদানের নিমিত্ত অতিশয় প্রীতিযুক্ত, যাঁহার অঙ্গকান্তি নীলকমলের সৌন্দর্য্যকেও স্পর্দ্ধা বা পরাভব করে, ইহিত অর্থাৎ বাঞ্ছিত লাভের জন্য মানবগণ যাঁহার শ্রীবিগ্রহকে ধ্যানের বিষয় করেন, যিনি নিখিল সৌন্দর্য্যের একমাত্র শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, এবং শ্রীমতী রাধিকার চঞ্চল লোচন খঞ্জনদ্বয়ের রসিকতা চপলতা বিস্তার কারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের তনু শ্রীবিগ্রহ ভক্তগণের ভবরোগ সমূলে বিনাশ করুন। ৩ ।

যে বৃন্দাবনকুক্ষিষু ব্রজবধূনীলোপধানানি চ।
যে চাভ্যঙ্গসুগন্ধয়ঃ কুবলয়াপীড়স্য দানাম্ভসা
তে বো মঙ্গলমাদিশন্তু সততং কংসদ্বিষো বাহবঃ ।। ৪।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

বিতরন্ত্বিত্যন্বয়ঃ। তে কথম্ভূতাঃ তন্মখভঙ্গানন্তরং কুপিতেনেন্দ্রেণ মহাবৃষ্টৌ কৃতায়াং ব্রজবাসিজন রক্ষার্থং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণকালে যে গোবর্দ্ধনস্য মূলদেশস্থ কর্দ্দমরস উদ্ভূত স্তেন ব্যাদিগ্ধা লিপ্তাঃ সুবর্ণরচিতা অঙ্গদা বলয়া যেষু তে। যে চ বৃন্দাবনকুক্ষিষু উদরেষু অর্থান্মধ্যবর্ত্তি কুঞ্জেষু ব্রজবধূনাং নীলোপধানানি নীলবর্ণ বালিশাখ্য বস্ত্র পিত্তানি বাহু বিশেষণত্বেহ প্যজহল্লিঙ্গত্বাৎ ক্লীবতা । যেচ কুবলয়াপীড়স্য কংসহস্তিনো দানাম্ভসা মদজলেন যোঽভ্যঙ্গঃ লেপনং তেন শোভন গন্ধবিশিষ্টাঃ দানং গজমদে ত্যাগে খণ্ডনাবন শুদ্ধিম্বিতি শব্দরত্নাকরাৎ। বিশেষণ ত্রয়েণ বাহূনাং প্রবর বলিত্বং অন্যেষাং নির্ভয় দাতৃত্বঞ্চ ধ্বনিতং অতএব তেষাং মঙ্গলদাতৃতা প্রযুক্তা। ননু তত্তৎ কালে কৃষ্ণস্য ন চতুর্ভুজতা কিন্তু দ্বিভূজতা তত্রাপি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ সময়ে বামহস্তেন ধারণাত্তত্রৈব কর্দ্দমলেপোযুজ্যতে কথং বহুত্বং । সত্যং । গুরুপাদাঃ সমাদিশন্তীতি বৎ গৌরবে বহু বচনম্ । ননু কংসবধপ্রাক্তনেষু কার্য্যত্রয়েষু তস্য কথং কংসদ্বিট্ত্বমিতিন বাচ্যম্। অত্র দ্বিড়িতি ভাব ক্বিবন্তং তেন কংসস্য দ্বিট্ দ্বেষো যস্মাদিতি বুৎপত্ত্যা যমুদ্দিশ্য কংসস্য দ্বেষো ভবতীত্যর্থাৎ তত্তৎ কালেঽপি তত্ত্বমস্ত্যেবেতি ভাবঃ ।। ৪।।

পুনরায় শ্রীশুভাঙ্গ কবির পদ্যের দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবগণের কুশল কামনা করিতেছেন -যে শ্রীকৃষ্ণের বামবাহু গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন কালে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মূলদেশে যে কর্দমরশ তাহার দ্বারা স্বর্ণময় অঙ্গদ বাহু ভূষণ বিশেষ প্রলিপ্ত হইয়াছিল,যাহা বৃন্দাবনের নিকুঞ্জমধ্যে ব্রজ বধূ শ্রীমতী রাধিকার সুন্দর নীল বর্ণ উপাধান অর্থাৎ বালিশ সদৃশ, এবং যে বাহু কুবলয়াপীড়নামক হস্তীর মদজল দ্বারা সুগন্ধযুক্ত হইয়াছিল, হে ভক্তবৃন্দ ! কংসশত্রু শ্রীকৃষ্ণের বাম বাহু তোমাদের মঙ্গল বিধান করুণ ।৪।

হরস্য

সায়ং ব্যাবর্ত্তমানাখিলসুরভিকুলাহ্বানসঙ্কেতনামা-
ন্যাভীরীবৃন্দচেতোহঠহরণ-কলাসিদ্ধমন্ত্রাক্ষরাণি।
সৌভাগ্যং বঃ সমন্তাদ্দধতু মুরভিদঃ কেলিগোপালমূর্ত্তেঃ
সানন্দাকৃষ্টবৃন্দাবন-রসিকমৃগশ্রেণয়ো বেণুনাদাঃ ।।৫।। স্রগ্ধরা

তদ্বেণুনাদস্যাপি সর্ব্বশক্তিপ্রকাশকত্বাৎ তদ্দ্বারা পুনস্তেষাং কুশলমীহতে সায়মিতি হরস্য পদ্যেন । কেলিগোপালমূর্ত্তের্মুরভিদঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুনাদা বেণোঃ শব্দ ব্রহ্মরূপা ধ্বনয়ঃ বো যুষ্মাকং সৌভাগ্যং সমন্তাৎ সর্ব্বতো ভাবেন দধত্বিত্যন্বয়ঃ। তে কথম্ভূতাঃ সায়ং সন্ধ্যাকালে ব্যাবর্ত্ত্যমানানি নিবর্ত্ত্যমানানি যান্যখিল সুরভিকুলানি তেষামাহ্বানে আকারণে বিষয়ে সঙ্কেতনামানি যেভ্যস্তানি অজহল্লিঙ্গত্বাৎ ক্লীবতা সঙ্কেতঃ সঙ্কেতবিশিষ্টঃ অর্শাদিত্বাৎ । সঙ্কেতং পরিভাষা তথাচ শব্দরত্নাকরঃ সঙ্কেতঃ পরিভাষায়ামিতি সঙ্কেত নামানীতি ক্বচিৎপাঠঃ । যদ্বা ব্যাবর্ত্ত্যমানাখিল সুরভিকুলাহ্বান বিষয়ে যঃ সঙ্কেতঃ পরিভাষা তস্য নাম প্রকাশোযেভ্যস্তে নাম শব্দস্যাব্যয়ত্বাদ্বিভক্তি লুক্ নাম প্রাকাশ্য সম্ভাব্যেত্যমরাৎ অস্মিন্ পক্ষে অন্যাভীরীতিচ্ছেদঃ অন্যা নিত্যসিদ্ধাভ্য ইতরাঃ সাধনসিদ্ধা ইত্যর্থঃ। ব্যাবর্ত্ত্যমানেত্যনেন তেষামনিচ্ছা গম্যতে গোষ্ঠেভ্যোঽপি বনে সুখাধিক্যাৎ । পুন বিশিনষ্টি আভীরিতি আভীর্য্যো গোপ্যস্তাসাং বৃন্দং সমূহস্তস্য চেতাংসি তেষাং হঠেন বলাৎকারেণ যা হরণকলা হরণ কপটং তস্মিন্ সিদ্ধমন্ত্রাক্ষরাণি। কলা চন্দ্রষোড়শাংশে ইত্যারভ্যচ্ছদ্মনৌকয়োরিতি শব্দরত্নাকরাৎ । পুনর্বিশিনষ্টি সানন্দেতি আনন্দেন সহ বর্ত্তমানাঃ সন্ত আকৃষ্টা বৃন্দাবনবাসি রসিকামৃগশ্রেণয়ো যৈস্তে ইতি ভাবার্থঃ । যদ্বা বৃন্দাবনে রসিকাঃ সরসাঃ মৃগশ্রেণয়ঃ হরিণাদি

শ্রীহর নামক কবির পদ্যে পুনঃ তাহাই বলিতেছেন- যাহা বন হইতে সায়ংকালে ধেনুগণের গোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়ে সঙ্কেত নাম স্বরূপ, অর্থাৎ ধেনুগণের নামগ্রহণ পূর্ব্বক যাহা ধ্বনিত হয়, যাহা ব্রজ বাসিনী আভীররমণী গণের চিত্ত হরণ বিষয়ে সিদ্ধমন্ত্রের অক্ষর মালা স্বরূপ, এবং যে বেনু ধ্বনিদ্বারা বৃন্দারণ্যনিবাসি পরম রসজ্ঞ মৃগবৃন্দ পরমানন্দ সহকারে সমাকৃষ্ট হইয়াছিল, সেই কেলি গোপাল মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বেণুনাদ তোমাদের সর্ব্বতোভাবে সৌভাগ্য বা মঙ্গল বিধান করুন ।৫ ।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমা

কস্যচিৎ

অম্ভোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলীলবঃ শৈলতাং
শৈলো মৃৎকণতাং তৃণং কুলিশতাং বজ্রং তৃণক্ষীণতাম্ ।

পশুপঙ্ক্তয়ঃ । মুরভিদঃ কথম্ভূতস্য কেলি গোপাল মূর্ত্তেরিতি কেলিঃ ক্রীড়া তস্মৈ গোপালমূর্ত্তিঃ তস্য কেলীনামানন্ত্যেন নিত্যত্বাচ্চিচ্ছক্তি বিলাসত্বাচ্চ তন্মূর্ত্তেরপি নিত্যত্বং সুতরাং সিদ্ধমিতি জ্ঞেয়ম্ । ননু মুরদৈত্যবধো দ্বারকাগমনানন্তরং কথং ব্রজস্থস্য তন্নামতা ইতি ন বাচ্যংকৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভি স্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস । কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষ সমাচিতে । গোপনারীভিরনিশং রময়ামাস মাধব ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডবচনানুসারেণ পুনর্ব্রজাগমনান্তরমেব সম্ভবাৎ । অনেন নমো নলিনাদি শ্লোক চতুষ্টয়েন । লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ । ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়মিত্যসাধারণ চতুষ্টয়গুণাঃ প্রতিপাদিতা ইতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৫ ।।

অথ যদ্যপ্যয়ং ভাগ্যবশেন বিষয়িণাং শ্রবণাদি বিষয়ো ভবতি তদা তেষাং তন্মহিমশ্রবণেন শুদ্ধভক্তৌ প্রবেশার্থং শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমানমাহ অথেতি । যদ্বা ননু শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃক্ শক্তিতা কুত ইতি তৎ সন্দিহানং প্রতি তন্মহিমানং দর্শয়ন্নাহ তত্র কস্যচিৎ পদ্যেন তং বর্ণয়তি অম্ভোধিরিতি । যস্যেচ্ছয়া অম্ভোধীত্যাদি স্থলতামিত্যাদি কর্ম্মমায়াতিপ্রাপ্নোতি তস্মৈ কৃষ্ণায় নম ইত্যন্বয়ঃ । তস্মৈ কথম্ভূতায় লীলাদুর্ল্ললিতেতি দুঃখ কষ্টেন লল্যতে ব্যাপ্তুমিচ্ছয়া বিষয়ীভূয়তে লল ঈপ্সায়ামিতি ধাতোঃ অর্থাৎ জ্ঞায়তে ইতি দুর্ল্ললিতং এবম্ভূতং যদদ্ভুতং আশ্চর্য্যং ব্যসনং শক্তি বিশিষ্টার্থে ইন্ দুর্ল্ললিতাদ্ভুতব্যসনী লীলয়া দুর্ল্ললিতাদ্ভুতব্যসনী লীলাদুর্ল্ললিতাদ্ভুতব্যসনী তস্মৈ । ব্যসনং কাম কোপোত্থদোষে ভ্রংশে বিপদ্যপি । ক্লীবং পানে হশুভেশক্তৌ ন স্ত্রীষ মৃগয়াদিস্থিতিশব্দরত্নাকরাৎ । লীলয়া দুর্জ্ঞেয়াশ্চর্য্য

অনন্তর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা প্রতিপাদক পদ্য সংগ্রহ করিতেছেন। এই বিষয়ে কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বলিতেছেন যাঁহার অচিন্ত্য ইচ্ছায় মহা সাগর স্থল হয়, স্থলদেশ মহাসাগরে পরিণত হয়, তুচ্ছ

বহ্নিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি যস্যেচ্ছয়া
লীলাদুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনিনে কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ।। ৬ ।। শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

কস্যচিৎ

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণা-
দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিত-শ্রেয়ঃপদপ্রাপণাৎ।

শক্তিমতে ইত্যর্থঃ। অম্ভোধিঃ সমুদ্রঃ। স্থলমকৃত্রিমা ভূমিঃ। জলধিঃ সমুদ্রঃ। লবঃ অতি সূক্ষ্মাংশঃ। শৈলঃ পর্ব্বতঃ। কণোপি সূক্ষ্মাংশঃ। কুলিশং বজ্রং। বহ্নিরগ্নিঃ। হিমং প্রসিদ্ধং। দহনোঽগ্নিঃ। এতেষাং তত্তৎ কার্য্যোদাহরণন্তু বিস্তরভয়ান্ন বিবৃতম্ ।। ৬ ।।

তচ্চ পুনঃ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি বাৎসল্যাদিতি। বাৎসল্যং বৎসলতা তদাধিক্য হেতুতয়া তং প্রতি স্নেহঃ তৎকার্য্যং বিপক্ষজনাদিভ্যো রক্ষণ পূর্ব্বক লালনাদি অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে ইত্যুক্তঃ। সময়ঃ প্রতিজ্ঞা। নির্ব্বাপণং নাশনং নির্ব্বাপণং নাশনে স্যাদিতি শব্দরত্নাকরঃ। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভেতি শ্রীভগবদ্গীতানুসারেণ সংসারতাপতপ্তঃ তেষাং আর্ত্তিঃ সংসারদুঃখস্য নাশনাৎ। ঔদার্য্যং স্বপর্য্যন্তদাতৃত্বং। অঘং পাপং তস্য শোষণাদর্থাদ্বিনাশকাৎ অঘশোধনাদিতিপাঠস্তু সুগমঃ।প্রথমঃপাঠে রসস্যৈব শোষণ সম্ভবাৎ পাপস্য জলত্বেন রূপকং ব্যজ্যতে তত্তু সর্ব্বাঙ্গস্যার্দ্রতাজনকত্বেনেতি জ্ঞেয়ং। অগণিতং সংখ্যাতীতং যৎ শ্রেয়ঃ শুভং তস্য পদং স্থানং বৈকুণ্ঠাদি তস্য প্রাপণাৎ ইত্যাদি মহিমা প্রকাশক হেতোঃ সর্ব্ব জগতাং শ্রীপতিঃ শ্রিয়া

ধূলি কণা মহাপর্ব্বত, এবং ভীষণ পর্ব্বতধূলি কণা হয়, সর্ব্বদাহক অগ্নি হিমশীতল, তথা তুষার বহ্নির স্বরূপ ধারণ করে, সুতরাং যাঁহার লীলাশক্তি অদ্ভুত দুর্জ্ঞেয় অচিন্ত্য সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নমস্কার করি। ৬।

পুনরায় অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব সেব্যত্ব প্রতি পাদন করিতেছেন যাঁহার স্বয়ং ভগবত্ত্বা প্রতিপাদন বিষয়ে বাৎসল্য, অভয় প্রদান, আর্ত্ত ব্যক্তির যথাসময়ে আর্ত্তি নিবারণ, ঔদার্য্যস্বপর্য্যন্ত সর্ব্বদাতৃত্ব, পাপ বিনাশন ও মঙ্গল প্রদ স্থান প্রদান, এই ছয়টি অসাধারণ, হেতু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিদ্যমান, সুতরাং ব্রজলক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীমতী রাধাপ্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব জগতের অর্থাৎ সকল জগৎবাসী মানবগনের অবশ্যই সেব্য এই বিষযে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে যতঃ সাক্ষিণঃ
প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যা ধ্রুবঃ।।৭।।শার্দুলবিক্রীড়িতম্

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য ভজন-মাহাত্ম্যম্

দাক্ষিণাত্যস্য

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনম্ ?

ব্রজলক্ষ্মীরূপায়া রাধায়াঃ পতিং শ্রীকৃষ্ণএব সেব্যঃ নতু-দেবতান্তরং। যত এতে সাক্ষিণঃ প্রত্যক্ষদর্শিনঃ তত্র বাৎসল্যাদিভ্যঃ প্রহ্লাদাদয়ঃ। করিরাড্ গজেন্দ্রঃ। পাঞ্চালী দ্রৌপদী তস্যা দুঃশাসনেন নগ্নার্থং বস্ত্রাকর্ষণ সময়ে নিঃশেষ বস্ত্র সমর্পণাৎ। অহল্যা গৌতমপত্নী তস্যা ইন্দ্রসঙ্গে সতিপাপাৎ গৌতম শাপেন শিলত্বাপত্তির্জাতা তৎপাপমোচনাৎ। ধ্রুবায় ধ্রুবপদদানাৎ।। ৭।।

সেব্যঃ শ্রীপতিরেবেত্যুক্তং তত্র সদ্গুণাদি হীনতয়া অযোগ্যম্মন্যান্ প্রতি ভজনমাহাত্ম্যং লিখতি অথ ভজনমাহাত্ম্যমিতি। অত্র দৃষ্টান্তং দাক্ষিণাত্যস্য পদ্যেনাহ ব্যাধস্যেতি। ব্যাধঃ ধর্ম্মব্যাধঃ। আচরণং সদাচারঃ। ধ্রুবস্য পঞ্চমবর্ষাবস্থস্য। বয়োঽত্র যৌবনাদ্যবস্থা বিবক্ষ্যতে তদ্বয়স্তু শক্তি তপঃ সম্পাদকং ভবতি। অত্র দ্বয়স্থলে প্রকরণাৎ কিং পদমুন্নেয়ং। গজেন্দ্রঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রীভাগবতে তৎ প্রসঙ্গ প্রসিদ্ধেঃ। বিদ্যাপদেনাত্র ন সভক্তিক জ্ঞানং কিন্তু বেদাধ্যয়নাদি তস্য তজ্জন্যত্ব সম্ভবাত্তত্রাশ্রুতত্বাচ্চ পূর্ব্বস্যাতু তত্র শ্রুতত্বেন

কারণ পূর্ব্বোক্ত ছয়টি হেতুর যথাক্রমে ছয়জন সাক্ষী আছেন, যথা বাৎসল্যে প্রহ্লাদাদি, অভয় দানে বিভীষণ আর্ত্তি নাশনে গজরাজ, বদান্যতা বিষয়ে শ্রীদ্রৌপদী, পাপনাশনে গৌতমপত্নী অহল্যা, এবং শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদানে ধ্রুব। ৭।

"অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজনমহিমা বর্ণনা করিতেছেন"

এই বিষয়ে দক্ষিণদেশ জাত কোন ভক্তের পদ্যের দ্বারা তাহা প্রকাশকরিতেছেন- ধর্ম্মব্যাধ নামে ব্যাধের কোন সদাচার ছিল কি ? পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালক ধ্রুবের যৌবনাদি বয়ঃ ক্রম কি ছিল ? ত্রিকূট পবর্বতবাসী গজরাজের কোন প্রকার বিদ্যা ছিল কি ? মথুরা বাসিনী কুব্জা নামে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীর এমন কি রূপ ছিল ? শ্রীকৃষ্ণের সতীর্থ সখা সুদাম ব্রাহ্মণের ধন ছিল কি ? বিচিত্র বীর্য্যের দাসীগর্ভজাতমহাত্মা বিদুরের কি বংশগৌরব ছিল ? যদুপতি উগ্রসেন মহারাজের

বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ।।৮।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

শ্রীবিষ্ণু পুরী পাদানাম্

অনুচিতমুচিতং বা কর্ম্ম কোঽয়ং বিভাগো

সত্ত্বাবশ্যকতা বাচ্যৈব । কুব্জা মুথারাস্থা শ্রীভগবৎপ্রেয়সী তস্যা উ সম্বোধনার্থঃ । নাম প্রাকাশ্যে কিমধিকং রূপমাসীন্নৈব কিন্তু মুখসৌন্দর্য্যমেবাসীদিতি অধিকশব্দো যুজ্যতে। সুদামা তন্নামা ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণসখা তস্য কিং তৎ প্রসিদ্ধং ধনমাসীদপি তু নৈব । বংশঃ কুলং বিদুরস্য বিচিত্রবীর্য্যস্য দাস্যা গর্ব্ভে শ্রীবেদব্যাসেন জাতত্বাৎ। যাদব পতের্যাদবানাং রাজ্ঞঃ উগ্রস্যেতি ভীমো ভীমসেনবৎ উগ্রসেনস্য কিং পৌরুষং পুরুষত্বদ্যোতক শূরত্বাদি কংসাখ্যেন পুত্রেণ বলাৎ রাজ্যহরণাৎ । অতো মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কেবলং ভক্ত্যা তুষ্যতি প্রীয়তে নতু গুণৈঃ সদাচারাদিভিরিত্যর্থঃ । তত্র হেতুর্ভক্তিপ্রিয় ইতি ভক্ত্যাঃ প্রিয়ঃ ভক্তিঃ প্রিয়া যস্যেতি বা । উভয় ব্যাখ্যানেঽপি তস্যা বশ্যত্বং ব্যজ্যতে ভক্তিস্তু ন দদাত্যেব যতো বশীকরী হরেরিতি পাদ্মাৎ । যতঃ প্রিয়ঃ পত্ন্যাঃ প্রীতিকারকঃ পত্নী পত্যুঃ প্রীতিকারিণী ভবতীত্যত উভয়োর্বশ্য বশকতা সিদ্ধ্যতি। অতএব তৎপ্রীত্যর্থং তৎসাধকান্ প্রীণাত্যেবেতি দিক্ । গুণাদয়স্তু তৎ প্রাশস্ত্য দ্যোতনার্থা নতু তত্তোষণায় স্বতন্ত্রাঃ অতএব সপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদঃ প্রীয়তেমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনমিতি ।। ৮ ।।

শ্রীবিষ্ণুপুরী পাদানাং পদ্যেন পুনস্তদাহ অনুচিতমিতি । দ্রঢীয়ন্ ভক্তিযোগো ভবতি পরং কেবলমাস্তাং বর্ত্ততাং তিষ্ঠতু বেত্যন্বয়ঃ । তত্র মমেত্যধ্যাহার্য্যম্। ননু কেবলভক্তিযোগকরণে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যবায়ো

কি পরাক্রম ছিল ? তথাপি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই ভক্তগণের প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন ছিলেন, সুতরাং ভক্তিপ্রিয় শ্রীমাধব কেবল ভক্তির দ্বারাই সন্তুষ্ট হয়েন, সদাচার কুল ধনাদি গুণ সমূহ দ্বারা কখনও প্রীত হয়েন না ।৮ ।

শ্রীকৃষ্ণের ভজন মহিমা শ্রীবিষ্ণুপুরী পাদের পদ্যের দ্বারা পুনঃ স্থাপন করিতেছেন- অনুচিত ভক্ষণাদিনিষিদ্ধ কর্ম্ম হউক, অথবা নিত্য নৈমিত্তিকাদি উচিত কর্ম্মই হউক, তাহাতে আমার কোন বিশেষ অনুরাগ বা বিরাগ নাই,

ভগবতি পরমাস্তাং ভক্তিযোগো দ্রঢ়ীয়ান্ ।
কিরতি বিষমহীন্দ্রঃ সান্দ্রপীযূষমিন্দু-
র্দ্বয়মপি স মহেশো নির্ব্বিশেষং বিভর্ত্তি ।। ৯।। মালিনী ।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম প্রাপ্তৌ চ পাপমুৎপদ্যেত তত্রাহ অনুচিতমুচিতং বেতি, যদি প্রারব্ধ বশেনানুচিতং নিষিদ্ধ কর্ম্ম অভোক্ষ্য ভোজনাদি । উচিতং নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মাপদ্যেত অনাসক্তস্য মমেতি শেষঃ । অতত্রবানিচ্ছাজ্ঞাপনার্থং অনুচিতস্যাগ্রে নির্দ্দেশঃ কৃতস্তত্র মম কোঽয়ং বিভাগো বিশেষণসেবনং কিং ন কিমপি অনাসক্তত্বাদিত্যর্থঃ অতো বিহিতাকরণে নিষিদ্ধকরণেঽপি ন কিঞ্চিদ্ধানিরিতি ব্যজ্যতে । তত্র প্রারব্ধকর্ম্মৈব হেতুর্নাহমিতি । তত্র তত্রাভিমানাভাবে দৃষ্টান্তঃ কিরতীত্যাদি । বিষং গরলং অহীন্দ্রো বাসুকিঃ সান্দ্রপীযূষং নিবিড়ামৃতম্ । মহেশঃ শ্রীশিবঃ দৃষ্টান্তেতয়ো র্বাঞ্ছেব হেতুর্নতু শ্রীশিবস্যেতি জ্ঞেয়ম্ । যদ্বা অনুচিতং স্বসুখার্পণরূপং । তস্য তৎ সেবানুপযোগিত্বাদনৌচিত্যম্ । উচিতং সাক্ষাৎ সেবোপযোগি তচ্চ তচ্চ ভগবতি পরমাস্তাং তত্র দ্বয়োঃ কোঽয়ং বিভাগোঽংশকল্পনা ভেদকল্পনা । ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি । যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ । যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্ । পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি । তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মন ইত্যাদি প্রমাণবলাৎ শ্রীভগবদাজ্ঞয়ৈব দ্বয়োঃ করণাৎ অতস্তয়োর্বন্ধকত্বাভাবাৎ প্রত্যুত সন্ততপ্রীতি জনকত্বাৎ দ্রঢ়ীয়ান্ দৃঢ়তরঃ সাধ্যো ভক্তিযোগো ভবতি । ননু ভগবতি পরমাস্তামিত্যনেন শ্রীভগবত স্তৎ স্বীকারোঽবগম্যতে স চ পরিপূর্ণস্য স্বতন্ত্রস্য তস্য ন যুজ্যতে অন্যথা পূর্ণত্বাদের্ব্যাকোপঃ স্যাৎ । সত্যং ভক্তেচ্ছৈব তত্র হেতুরিতি স দৃষ্টান্তমাহ কিরতীত্যাদি । দার্ষ্টান্তিকে অনুচিতস্য স্বীকারঃ স্বাজ্ঞা প্রতিপালনেন ঔচিত্য মননাদিতি জ্ঞেয়ং বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ গোবিন্দভাষ্য পীঠো দৃশ্যতাম্ ।। ৯ ।।

কিন্তু কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ় তর ভক্তি যোগ হউক, অন্য কোন বিষয়ে আমার আগ্রহ নাই । কারণ সর্পরাজ বাসুকি বিষ বমন করেন, এবং চন্দ্রমা গাঢ় অমৃত বর্ষণ করেন, কিন্তু বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশঙ্কর এই উভয়কে কোন ভেদ - ভাব না করতঃ নিজ অঙ্গে ধারণ করেন, আমিও সেই প্রকার নিষিদ্ধ ও অনুষ্ঠিত বিধি কর্মাদি ভেদ না করিয়া পালন করি । ৯।

তেষামেব

যদি মধুমথন! ত্বদঙ্ঘ্রিসেবাং
হৃদি বিদধাতি জহাতি বা বিবেকী।
তদখিলমপি দুষ্কৃতং ত্রিলোকে
কৃতমকৃতং ন কৃতং কৃতঞ্চ সর্ব্বম্ ।।১০।। পুষ্পিতাগ্রা।

অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং পুনস্তদেব নির্দিশতি শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদানাং পদ্যেন যদীতি। হে মধুমথন! বিবেকী কার্য্যাকার্য্যবিচারবান্ জনো যদি ত্বদঙ্ঘ্রিসেবাং হৃদি মানসে বিদধাতি কেবলং নতু ফলার্থং অতএবাত্মনেপদাভাবঃ। তদা ত্রিলোকে ভূর্ভুবঃ স্বরূপে লোকে যদখিলমপি দুষ্কৃতং পাপমস্তি তৎ কৃতমপি অকৃতং স্যাৎ সাদৃশ্যে নঞ্ কৃতমিব তত্তদ্ব্যাপার প্রত্যক্ষত্বাদত্যন্তাভাবো ন যুজ্যতে। তথাহি ত্বদঙ্ঘ্রিসেবা চিন্তনপরে তেষাং ফলদানাক্ষমত্বাৎ। ত্বদঙ্ঘ্রিসেবামিত্যুপলক্ষণং ত্বৎ সন্তোষ জনকং যত্তৎ কর্ম্ম। হৃদীত্যনেন হৃদয়ে মানসোপচারেণ পূজা সম্ভবাৎ কিমুত বাহ্যোপচারেণ। বাশব্দো বিকল্পার্থঃ তত্র চাবিবেকীতি পদচ্ছেদঃ। কিম্বা অবিবেকী যদি ত্বদঙ্ঘ্রি সেবাং জহাতি ত্যজতি তদা সর্ব্বং পূর্ব্বোক্ত দুষ্কৃতং ন কৃতমপি সর্ব্বং সাকল্যেন যথা স্যাত্তথা কৃতং ভবতি। অত্রাত্যন্তাভাবে নঞ্ জ্ঞাতব্যম্। নন্বকৃতত্বে কৃতত্বং প্রৌঢ়ি বাদমাত্রং কথমস্য যথার্থতেতি ন চোদ্যং। দুষ্কৃতং খলু বন্ধকত্বেন সংসারান্মুক্ত্যভাব হেতুর্ভবতি এবং ভগবদ্ভজনাভাবেন নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মবতাং সর্ব্বেষামেব কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ। পতত্যধোনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয় ইত্যাদি প্রমাণবলেনানির্মোক্ষ শ্রবণাৎ তস্যাকৃতত্বেঽপি কৃতত্বং সুতরাং সিদ্ধ্যতীতি। স কর্ত্তা সর্ব্ব ধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব। স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুতেতি বচনাৎ ।। ১০ ।।

পুনঃ শ্রীপুরীপাদের পদ্যদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণভজনের মহিমা বর্ণনা করিতেছেন- হে মধুমথন! যদি বিবেকী মানব আপনার শ্রীচরণযুগলের সেবা হৃদয়ে ধারণ করে, তাহা হইলে ত্রিলোক মধ্যে যত প্রকার পাপজনক কর্ম আছে তৎ সমূদায় সে আচরণ করিলেও অকৃত হয়, অর্থাৎ সেই পাপকর্ম জাত নরকাদি ফল ভোগ করিতে হয় না। পক্ষান্তরে যদি কোন বিবেক শূন্য মানব আপনার শ্রীচরণারবিন্দের সেবা হৃদয় হইতে পরিত্যাগ করে তাহা হইলে সেই মানব ত্রিভুবনে যত প্রকার পাপকর্ম আছে সেই সকল আচরণ করে, অর্থাৎ সকল প্রকার পাপজনক কার্যের আচরণ না করিলেও পাপের ফল স্বরূপ নরকাদি যাতনা ভোগ করিতে হয়। ১০।

কস্যচিৎ

কাষায়ান্ন চ ভোজনাদিনিয়মান্নো বা বনে বাসতো
ব্যাখ্যানাদথবা মুনিব্রতভরাচ্চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীতকলিন্দশৈলতনয়াতীরেষু বিক্রীড়তো
গোবিন্দস্যপদারবিন্দভজনারম্ভস্য লেশাদপি ।।১১।। শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

কার্য্যদ্বারা পুনস্তদেব দ্রঢ়য়তি কস্যচিৎ পদ্যেন কাষায়াদিতি কাষায়াৎ কষায় বসন পরিধানাৎ, গৈরিকরস রঞ্জিত বসনং কাষায়মিতি। ভোজনাদিনিয়মাদিতি ভোজনাদৌ যো নিয়মঃ গ্রাসসংখ্যাদি তিক্তরসাদি চ তস্মাৎ আদি পদেন পানাদি নো বেতি ওদন্তো নো শব্দোঽপি নিষেধার্থঃ ন মা নো নেতি কোষাৎ, বনে বাসতঃ সাত্বিকত্বেন প্রায়ঃ স্ত্রীরাহিত্যেন চ তত্র বাসে কামোদ্রেকাসম্ভবাৎ অথবেতি কাকাক্ষি গোলকন্যায়াৎ পূর্ব্বত্র পরত্রাপি সম্বধ্যতে অথবা কাম নিন্দাজনকশান্তিশতকাদিগ্রন্থস্য ব্যাখ্যানাদিত্যর্থঃ অথবা মুনিব্রতভরাৎ মুনির্ঋষির্বুদ্ধশ্চ তয়োর্ব্রতং নিয়মস্তাৎপর্য্যাৎ মৌনতা ভ্রমণঞ্চ তয়োর্ভরাদতিশয়াৎ মুনি ঋষৌ জ্ঞে বুদ্ধেচেতি ভরঃ পুংসি ভারাতিশয়য়োঃ স্মৃত ইতি চ শব্দরত্নাকরাৎ, স্ত্রিয়া সহালাপো নিকট বাসশ্চ কামোদ্রেক হেতুর্ভবতীতি তদনুষ্ঠানমিতি এতেভ্যঃ সাধনেভ্য-শ্চিত্তোদ্ভবঃ কামো ন ক্ষীয়তে। তত্রাদ্য হেতুদ্বয়ে কষ্টাধিক্যাৎ পৃথন্নঞ পদং নির্দ্দিষ্টমিতি ন পৌনরুক্তং যতঃ স চিত্তোদ্ভবঃ চিত্তন্তু পূর্ব্বকর্ম্মবাসিতং ভবতি তদ্বাসনাসত্বেন ন ক্ষীয়তেইত্যর্থঃ। কিন্তু তদ্বাসনাক্ষয়েণ ক্ষীয়ত ইত্যাহ কিন্ত্বিতি কলিন্দশৈল তনয়া যমুনা তস্যাস্তীরাণি স্ফীতানি বৃদ্ধানি অর্থান্মহান্তি চ তানি কলিন্দশৈল তনয়া তীরাণি চেতি তেষু বিক্রীড়তো বিলাসং কুর্ব্বতো গোবিন্দস্য হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীর ইত্যাদিনা তল্লীলায়া অপি শ্রবণস্য কামবিজয়ত্বশ্রবণাৎ তস্য পদারবিন্দ ভজনস্য যঃ প্রারম্ভঃ প্রাক্কালস্তস্য লেশঃ কণা কেচিৎ গৃহস্থবৈষ্ণবা নামভক্ত্যোর্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা

অতি সূক্ষ্মভাগস্তস্মাদপি কিমুত ভজনাৎ কিমুতরাং ভজনসাতত্যাৎ কিমুততমাং রাগভজনাদিতি। তথাচ ষষ্ঠে তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান ব্রতাদিভিঃ নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়েতি দিক্ ।। ১১ ।।

অপরকোন মহাত্মার পদ্যের দ্বারা ভজনমহিমা কার্য্যতঃ প্রতিপাদন করিতেছেন - কাষায়-গৈরিকবর্ণ বসনপরিধান, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতদ্বারা ভোজন সঙ্কোচনাদির নিয়ম, নির্জন বনে নিবাস, নানা প্রকার শাস্ত্রব্যাখ্যা, অথবা মৌনব্রত ধারণাদির দ্বারা চিত্তোদ্ভব কামের ক্ষয় হয় না। অথবা ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা কামনার ক্ষয় হয় না। কিন্তু সমুন্নত কলিন্দ শৈল জাত যমুনার তীরে বংশীবটনিকুঞ্জাদিতে নিত্য বিহারশীল

সর্ব্বজ্ঞস্য

অলমলমিয়মেব প্রাণিনাং পাতকানাং
নিরসনবিষয়ে যা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বাণী ।
যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ ।।১২।। মালিনী ।

পাতকনিরসনায় তে কুর্ব্বন্তীতি তান্ প্রতি সযুক্তিকং সর্ব্বজ্ঞস্য পদ্যেনাহ অলমলমিতি প্রাণিনাং পাতকানাং পতনসাধনানাং পাপানাং নিরসনবিষয়ে মোচনবিষয়ে যা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বাণী বাগিয়ং অলমলমেবেত্যন্বয়ঃ । অলং পর্য্যাপ্তমতিশয়ং স্বল্প পাপে মহাপ্রায়শ্চিত্তবদিত্যর্থঃ । যদ্বা অলং শব্দো বারণে তদ্বিষয়ে ইয়ং বাণী ন প্রযোক্তব্যা কীটবধে তুষানলবদপরাধ-জনিকেত্যর্থঃ । এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণ কর্ম্ম নাম্নাং ইতি শ্রীভাগবতাৎ । অলং ভূষণপর্য্যাপ্তিশক্তি-বারণবাচকমিত্যমরাৎ অলমলমিতি দ্বিত্বং নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ । তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজন ইতি বচনে একস্য নাম্নস্তাদৃঙ্মাহাত্ম্য শ্রবণাৎ তত্রাপি দ্বিত্বপ্রয়োগাৎ তদিতি জ্ঞেয়ম্ । তথা ভক্তিরপি তত্র ন পর্য্যাপ্তেত্যাহ যদীতি যস্য মুকুন্দে শ্রীকৃষ্ণে আনন্দসান্দ্রা আনন্দেন নিবিড়া বস্ত্বন্তরাস্পৃষ্টাভক্তির্ভবতি আনন্দসান্দ্রত্বংসাক্ষাচ্ছ্রীভগবদনুভবাদিতি জ্ঞেয়ম্ । তস্য ভক্তস্য চরণাব্জে মোক্ষ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ মোক্ষএব সম্রাট্পুরুষার্থপ্রধানঃ তস্য ভাবঃ মোক্ষসাম্রাজ্যং তস্য লক্ষ্মীঃ সম্পত্তির্বৈভবমিত্যর্থঃ । সা বিলুঠতি মাং স্বীকুরুষ্বেতি তাৎপর্য্যার্থঃ তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত নারদপঞ্চরাত্রে- হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ । ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতা ইতি । অত এতাদৃশী ভক্তিঃ কিং পাতকনিরসনবিষয়ে অধ্যেষিতুং যোগ্যা তথাত্বে তস্যা অপমানিতাপত্ত্যা মহাদোষঃ স্যাত্তথাচ শ্রীধরস্বামিপাদাঃ ষষ্ঠে নামমাহাত্ম্য প্রসঙ্গেযদ্বা স্বাধীনঃ

শ্রীগোবিন্দ দেবের ভজনানন্দের যে প্রারম্ভ তাহার, আরম্ভের লেশ মাত্রেই সকল কামাদি বাসনা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় । ১১ ।

কবিবর শ্রীসর্ব্বজ্ঞের পদ্যে মহিমাধিক্য বর্ণনা করিতেছেন কোন গৃহস্থবৈষ্ণব শ্রীনামের মহিমা শ্রবণ করিয়া নিজপাপরাশিপরিক্ষয়ের বাসনায় কীর্ত্তন করিতেছেন, কবিবর বলিতেছেন - প্রাণিগণের পাপসমূহ বিনাশ বিষয়ে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই বাক্য সাতিশয় সমর্থ, অথবা পাপনিবারণের জন্য তাহা প্রয়োগ করাই উচিত নহে, কারণ নামাভাসেই পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হয় । কিন্তু যদি কোন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ-

অথ প্রেম্ণঃ সৌভাগ্যম্

শ্রীরামানন্দরায়স্য

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।

সিংহোহস্তীত্যেতাবতা শ্বশৃগালাদি নিবারণায় তং যথা ন প্রযুঞ্জতে তথেতি। ব্যাখ্যান্তরন্তু বাচিক ষড়িকবন্ন সঙ্গচ্ছত ইতি ন তল্লিখিতম্ ।। ১২ ।।

অথ সাধ্য ভক্তুৎপত্ত্যনন্তরং প্রেমোৎপদ্যতে অতস্তস্য সৌভাগ্যং লিখতি- অথ প্রেম্নঃ সৌভাগ্যমিতি। তত্র বিধিবিহিত পূজনাদপি সৌভাগ্যং দর্শয়ন্নাহ শ্রীরামানন্দরায়স্য পদ্যেন নানেতি। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জ্জুনেতি শ্রীভগবদ্‌গীতানুসারাদার্ত্তো দুঃখহানীচ্ছুঃ তস্য বন্ধোর্বন্ধুবৎ স্বার্থসাধকস্য প্রেম্নৈবেত্যত্র এবকারঃঅন্যব্যবচ্ছেদ- কস্তস্মাদয়মর্থঃ। হে ভক্ত আর্ত্তবন্ধোঃ শ্রীভগবতঃ উপচার কৃতপূজনং নানা পৃথগস্তি কিন্তু প্রেম্নৈবোপচারেণ হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাদিত্যন্বয়ঃ উপচারাঃ খলু রাজোপচারাষ্টাদশোপচার ষোড়শোপচার পঞ্চোপচার রূপাঃ সন্তি নতু তৈঃ কৃতেন পূজনেনেত্যর্থঃ যদ্বা পৃথগ্বিনান্তরে নর্ত্তে হিরুঙ্‌নানাচ বর্জ্জনে ইত্যমরাৎ আর্ত্তবন্ধোরুপচার কৃতপূজনং বিনাপি ভক্ত হৃদয়ং প্রেম্নৈব সুখবিদ্রুতং স্যাদিত্যর্থঃ। নানাযোগে দ্বিতীয়া। সুখেন সহ বিদ্রুতং সুখপ্রাপ্তিপূর্ব্বকমার্দ্রীভবতি। যতঃ মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ সান্দ্রাত্মা ভাবঃ প্রেমা ভবতি অতো মমত্বাশয়চ্চিত্তস্যার্দ্রতা স্যাদিতি ভাবঃ। যদ্বা দৃষ্টান্ত সাম্যার্থমেবং বা ব্যাখ্যেয়ম্। সুখস্য বিশেষেণ দ্রুতিঃ প্রাপ্তির্যত্র তদিত্যর্থঃ। গত্যর্থস্য প্রাপ্ত্যর্থাৎ দুদ্রু গতাবি[illegible] ধাতোঃ। যদ্বা ভক্তহৃদয়মিত্যেকং পদং ভক্তানাং হৃদয়ং ভক্তহৃদয়ং ভক্তহৃদয়স্য [illegible]খোদয়ে প্রেমৈব হেতুঃ। তথাচ শাণ্ডিল্যসূত্র ভাষ্যে গঙ্গাবাক্যাবল্যাঞ্চ ব্রহ্মপুরাণম্। গঙ্গাদিতীর্থেষু বসন্তি মৎস্যা

চরণারবিন্দে সান্দ্রানন্দস্বরূপা ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ ভক্তরাজেব চরণ কমল প্রান্তে মোক্ষসম্রাটের সাম্রাজ্ঞীদেবী "আমাকেঅঙ্গীকার করুন, আমাকে অঙ্গীকার করুন" বলিয়া বিলুণ্ঠিত হইতে থাকেন। ১২।

"অথ প্রেম মহিমা বর্ণন"

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মহিমা শ্রীপাদ রামানন্দরায়ের পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- আর্ত্তজনের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার উপচারের দ্বারা পূজন করিলেও ভক্তহৃদয়ে

যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে ।।১৩।। বসন্ততিলকম্

কস্যচিৎ

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে ।

দেবালয়ে পক্ষিগণাশ্চ সন্তি । ভাবোজ্ঝিতাস্তে ন ফলং লভন্তে তীর্থাচ্চ দেবায়তনাচ্চ মুখ্যাদিতি । পূজনে শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষাৎ প্রেমৈব ফলমিতি জ্ঞেয়ম্ । হেতুশূন্যত্বাৎ ফলাভাবে দৃষ্টান্তঃ যাবদিতি জঠরে যাবৎ কালং বাপ্য ক্ষুৎ ক্ষুধা অস্তি তত্র জরঠা কর্কশা অর্থাৎ দৃঢ়া পিপাসাস্তি তাবৎ কালং ব্যাপ্য ননু ভো ভক্ষ্যপেয়ে ভোজনপেয়দ্রব্যে সুখায় সুখজনকে ভবতঃ । জরঠঃ কর্কশে পাণ্ডৌ জরায়াং কঠিনেঽন্যবদিতি মেদিনীকোষাৎ । কর্কশস্তু কূটে দৃঢ়ে খরস্পর্শে তথা সাহসিকেঽপিচেতি শব্দরত্নাকরাৎ। আচার্যপাদাস্তু । নানোপচারৈঃ কৃতং পূজনং যয়া তস্যা মায়া লক্ষ্ম্যা আর্ত্তস্য চ বন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেম্নৈব প্রেম্না উপলক্ষিত ভক্তহৃদয়ং সুখং বিন্দতি লভতে ইতি তথাভূতং স্যাৎ । যদ্বা । আর্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্না উপলক্ষিতমেব ভক্ত হৃদয়ং কর্ম্ম ভূতং দ্রুতং প্রাপ্নুবৎ নানোপচারকৃত পূজনং কর্ত্তৃ সুখস্য বীঃ সত্তা উদ্ভবো যস্মাৎ তথা ভূতং স্যাৎ সুখং স্যাদিত্যর্থঃ । বী গতিপ্রজনকান্ত্যসন খাদনেষ্বিতি ধাতোঃ ক্বিপি বীরিতি সিদ্ধং ক্লীববিশেষণত্বাৎ হ্রস্বঃ । ভক্ত হৃদয়ং প্রাপ্নোতি বা তত্র দ্রুতং শীঘ্রং তত্র দৃষ্টান্তো যাবদিত্যাদি ব্যাচক্ষতে অলমিতি দিক্ ।। ১৩ ।।

পুনস্তস্যপ্রাপ্তৌ সুদুর্ল্লভতাং একোপায়মপি নির্দ্দিশতি কস্যচিৎপদ্যেন কৃষ্ণেতি। কৃষি ভূর্বাচকঃ শব্দোঃ ণস্তু নির্বৃতিবাচকঃ । তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়ত ইতি বচন প্রতিপাদিত সদানন্দস্য কৃষ্ণস্য ভক্তির্ভজনং জ্ঞানবিশেষঃ সৈব রসবদ্রসঃ নির্য্যাসস্তেন ভাবিতা সম্পাদিতসত্তা মতির্বুদ্ধিঃ রাগাত্মিকা ভক্তিমতামিতি তাৎপর্য্যাৎ। সাতু ব্রজবাসি জনেষু নিয়তা । যদ্বা ভক্তিরসংভাবয়তি

প্রেমানন্দের উদয় হয় না, কিন্তু কেবলমাত্র মমত্বপূর্ণ প্রেম দ্বারাই ভক্তগণের হৃদয পরমানন্দে দ্রবীভূতহয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেমন -যেকালপর্য্যন্ত উদরে ভীষণ ক্ষুধা ও দুঃসহ পিপাসা থাকে সেই কালপর্য্যন্ত ভোজ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তু সুখকর হয়, ক্ষুধাহীন মানবের হয় না তথা প্রেম বিনা হৃদয় দ্রবীভূত হয় না । ১৩ ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অপরিসীমতা শ্রীশ্রীধরস্বামী পাদের পদ্যে নিরূপণ করিতেছেন- মোক্ষদাতা জ্ঞান তুলাদণ্ডের দ্বারা তুলিতহয়, জ্ঞান মুক্তি পর্য্যন্তই দান করিতে সমর্থ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম কোন কালে কোন ব্যক্তি তুলাদণ্ডেব

তত্র মূল্যমপি লৌল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ।।১৪।।

রথোদ্ধতা ।

শ্রীধরস্বামি পাদানাম্

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং প্রেম নৈব তুলিতন্তু তুলায়াম্

প্রাপ্নোতি ভক্তিরসভাবিতা ভূপ্রাপ্তৌ কর্ত্তরি ক্তঃ কৃষ্ণেন প্রযোজককর্ত্রা ভক্তিরসভাবিতা কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা এতেন তেষাং স্বসুখেচ্ছা পরিহৃতা যদীতি দুর্ল্লভতা দ্যোতকম্ অপীতি সম্ভাবনার্থকং সাতু তদনুগতত্বেন ভজনেন ভবতি । ততশ্চায়মর্থঃ সা মতির্যদি কুতোঽপি দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর পাত্রাণামন্যতমাদপি তদনুগতত্বেন লভ্যতে তদা ক্রীয়তাং ইষ্টাভ্যুপায়তায়াং লোট্ । ননু দুর্ল্লভবস্তু ক্রয়ে বহু মূল্যাপেক্ষা তৎ প্রাপ্তৌ চ প্রচুর সুকৃত্যপেক্ষা চ অকিঞ্চনস্য মম তত্তৎ কুত ইত্যপেক্ষায়ামাহ তত্রেতি তত্র ক্রয় বিষয়ে মতৌ মূল্যমপি একলমেকমাত্রং লৌল্যং সাকাঙক্ষতা লোলশ্চল সতৃষ্ণয়ো- রিত্যমরাৎ । তত্তু প্রেম্নঃ কার্য্যং তদাধিক্য হেতুত্বাত্তদভেদোক্তিরায়ুর্ঘৃতমিতি বৎ প্রেমময় লোভ এব মূল্যমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ প্রেম সৌভাগ্যনিরূপণাৎ । তথাচ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ রাগানুগাভক্তিমধিকৃত্য । রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্ ইতি । অপীতি যথা তাদৃক্ মতির্দুর্ল্লভা তথা তন্মূল্যমপ্যত্যপি শব্দার্থঃ অতএব জন্মকোটি সুকৃতৈস্তদ্রূপ মূল্যৈর্নলভ্যত ইতি।। ১৪ ।।

সাদৃশ্যাভাবেন পুনস্তস্য সৌভাগ্যমভিনন্দতি শ্রীধরস্বামিপাদানাং পদ্যেন জ্ঞানমস্তীতি । তুলা সাম্যং । জ্ঞানাদীনাং চতুর্ণাং ফলদানেন তুল্যতা নতু স্বরূপতঃ নিরবয়বত্বেন তদনুপপত্তেঃ । ততশ্চায়মর্থঃ । মোক্ষদাতৃত্বেন তুলায়াং সমতায়াং বিষয়ভূতায়াং জ্ঞানমুপাধিনিবর্ত্তকম্ । যদ্বা নির্ব্বেদব্রহ্মাজ্ঞানম্ । সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত । দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনা ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যাৎ তস্যাপি তত্র প্রবেশাৎ তুলিতং সমতামিতং প্রাপ্তমস্তি ।

দ্বারা তুলিতে সমর্থ হয় না, কারণ প্রেমের কোন সীমা নাই । ভোগদাত্রী সিদ্ধি তুলিত হয়, ভোগপর্য্যন্তই সে প্রদান করিতে সমর্থ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম তুলিত হয় নাই, কারণ শ্রীকৃষ্ণ নামের মহিমার কোন তুলনা নাই, তাহা অসমোর্দ্ধ মহিমাযুক্ত ।১৪ ।

কোন এক অজ্ঞাত কবির বাক্যে ভজনের দুর্লভতা প্রতিপাদন করিতেছেন- ওহে সাধক ! শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসেরদ্বারা ভাবিত অর্থাৎ বারম্বার আদ্রীকৃত মতি

সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্ ।।১৫।।

স্বাগতা ।

"অথ নাম মাহাত্ম্যম্"

শ্রীলক্ষ্মীধরাণাম্

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য ।

সাধনভক্তাবপি তন্নিবর্ত্তকত্ব প্রসিদ্ধেঃ প্রেম তু তুলায়াং তুলিতং নৈব । যতঃ নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ । জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহেত্যত্র জ্ঞানাদপি ভগবদ্বশীকারিত্বেন প্রেম্নআধিক্য শ্রবণাৎ অত্র ভক্তিঃ প্রেমেত্যর্থঃ । একাদশেচ জায়ন্তেয়োপাখ্যানে । বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশা-ভিহিতোহপ্যঘৌঘনাশঃ। প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্ত ইতি। অত্র প্রণয়ঃ প্রেমা স এব রসনা রজ্জুঃ তয়া ধৃতে নিবদ্ধে অঙ্ঘ্রিপদ্মে যস্য সঃ অর্থাত্তেন ভক্তেন সঃ যথা ইন্দ্রনীলমণিঃ স্বর্ণবদ্ধত্বেন শোভতে ইতি। সিদ্ধির্যোগসিদ্ধিঃ সাতু সকামভক্তৌ নিবিষ্টা। অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমমিতি একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যাৎ । উত্তমং নিষ্কাম ভক্তিযোগমিত্যর্থঃ । অতঃ সা তুলায়াং তুলিতৈব । প্রেমবৎ সাধ্যসাধনোত্তমস্য নাম্নোহপ্যতুলিতত্বম-নুভাবয়তি। কৃষ্ণনাম তুলায়াং ন তুলিতং অদ্বয়ত্বেন সাদৃশ্যাভাবাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপবৎ। তথা চাগ্রে বক্ষ্যতি নাম চিন্তামণিরিতি । বিশেষ ব্যাখ্যানন্তু বিস্তরভয়ান্ন লিখিতং বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ ষট্সন্দর্ভৌ দৃশ্যঃ ।। ১৫ ।।

কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়ামিত্যুক্তং অত্র তুলারাহিত্যং দর্শয়ন্ তন্মাহাত্ম্যং নির্দ্দিশতি অথ নাম মাহাত্ম্যমিতি। তত্রাখিল পাপহরত্বমাহ শ্রীলক্ষ্মীধরাণাং পদ্যেন অংহ ইতি । হরের্নাম সকৃদুদয়াদেকবারমেব বচন শ্রবণাদি গোচরাৎ সকল লোকস্যাখিলমংহঃ পাপং সংহরৎ জয়তি তৎ করণেন সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে তৎ

যদি কোন স্থানে প্রাপ্ত হয় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া লও, ঐ দুর্লভ বস্তুর মূল্য কেবল অদম্য লালসা মাত্র, লালসা বিনা ঐ মতি কোটি কোটি জন্মের সুকৃত দ্বারাও লাভ করা যায় না । ১৫ ।

"শ্রীকৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্য"

শ্রীলক্ষ্মীধরস্বামী পাদের পদ্যে শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমা বর্ণন করিতেছেন- মহাজ্যোতিষ্ক সূর্য্য যেমন উদয় হইবামাত্রই ঘোর অন্ধকার সমুদ্রকে সম্পূর্ণ শোষণ

তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ।।১৬।।

আর্য্যাগীতিঃ।

কস্যচিৎ

চতুর্ণাং বেদানাং হৃদয়মিদমাকৃষ্য হরিণা
চতুর্ভির্যদ্বর্ণৈঃ স্ফুটমঘটি নারায়ণপদম্ ।

কথম্ভূতং জগন্মঙ্গলং ন কেবলং পাপং হরতি কিন্তু জগতাং শুভমপি দদাতীতি ব্যজ্যতে। অখিলপাপহরণে দৃষ্টান্তঃ তরণিঃ সূর্য্যস্তিমির জলধিমিব স যথোদয়াৎ প্রাগেব সমূহ ঘনান্ধকারং নাশয়ন্নুদিতঃ পুণ্যমপি জনয়তি তথেতি বিশেষণ প্রধাননির্দ্দেশঃ মুখচন্দ্র ইতিবৎ । নহি মুখচন্দ্রং পশ্যেত্যুক্তেঃ কশ্চিৎ চন্দ্রং পশ্যতি কিন্তু কান্তি মদাহ্লাদজনকং মুখমেব । তথা তিমিরজলধিমিত্যনেন জলধিবদপারমখিলং তমঃ সংহরতীতি ভাবঃ ।। ১৬ ।।

অথ নাম্নি পরমৈকান্তিনাং কৃতার্থতাং দর্শয়ন্ পুনস্তদাহ কস্যচিৎ পদ্যেন চতুর্ণামিতি । হরিণা চতুর্ব্বেদকর্ত্রা চতুর্ণাং বেদানাং হৃদয়মাকৃষ্য চতুর্ভি র্বর্ণৈঃ স্ফুটং যৎ নারায়ণপদং অঘটীত্যন্বয়ঃ । হরিণা সংসারদুঃখং হরতীতি তেন চতুর্ণাং ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাণাং হৃদয়ং বুক্কবৎ সারাংশমাকৃষ্য জীবোদ্ধরণার্থং চতুর্ভির্নেতি রেতি য়েতি ণেতি বর্ণৈঃ প্রকটং পদমিতি স্বরূপমঘটি দীপ্তিং প্রাপ ঘটক দীপ্তাবিতি ধাতোঃ । যদ্বা বিঘটনেতিবৎ ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ অঘটি সংযোজিতমভূদিত্যর্থঃ । তৎ প্রসিদ্ধমেতদিতি তস্মিন্নামন্যেব নিষ্ঠাবতাং বাক্যম্ । বস্তুতস্তু কৃষ্ণ হরি নামাদি যুষতাং মহাফলশ্রবণাৎ। তথা চ কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচীত্যাদি । ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ স্ত্বথর্ব্ব চ । অধীতস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়মিত্যাদি । তন্নাম অনিশমিতি নামাপরাধ যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্ । অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চেতি পাদ্মাৎ। অতঃ সততং গায়ন্তো বাগ্বিষয়ং কুর্ব্বন্তো বয়ং

করেন, সেইপ্রকার শ্রীহরিনাম একবার মাত্র জিহ্বায় উচ্চারিতহইলে মানব সকলের অখিল পাপরাশি হরণ করেন, সুতরাং জগতের পরম মঙ্গলকারী শ্রীহরিনাম সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউন । ১৬ ।

শ্রীকৃষ্ণনামৈক জীবাতু কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যের দ্বারা শ্রীনামের মহিমা বর্ণনা করিতেছেন- সর্ব্বমনোহারী শ্রীকৃষ্ণ ঋক্‌যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয়ের হৃদয় হইতে চারিটি বর্ণ আকর্ষণ করতঃ স্পষ্টরূপে"নারায়ণ"এই পদটি

তদেতদ্‌গায়ন্তো বয়মনিশমাত্মানমধুনা
পুনীমো জানীমো ন হরিপরিতোষায় কিমপি ।।১৭।। শিখরিণী।

শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাম্‌

যোগশ্রুত্যুপপত্তিনির্জ্জনবন-ধ্যানাধ্বসম্ভাবিত-
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ ।

অধুনা দশবিধ নামাপরাধ ক্ষয়ানন্তরং আত্মানং চিত্তং শরীরঞ্চপুনীমঃ পবিত্রীকুর্ম্মঃ। যতোঽধুনা নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ ইত্যাদ্যনুভাবো দৃশ্যত ইতি । অতো হরিতোষায়ান্যৎ কিমপি জ্ঞানকর্ম্মাদিকং ন জানীমঃ যতো ভক্ত্যা হরিতোষস্তস্য ফলং চিত্তশুদ্ধিস্তথা চ । অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা । বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীমিতি ।পুনীম ইতি গর্ব্বপ্রতীতিস্তু নবলক্ষণ ভক্তিমদ্ভিঃ স্ববন্ধুভিঃ রহস্যে স্ববৃত্তান্তেপৃষ্টে স্বরূপ কথনাৎ ন দোষানাবহতীতি জ্ঞেয়ম্‌ ।। ১৭।।

অথ শ্রীকৃষ্ণনামরুচিমতাং মুক্তেরপি তৎসেবনসুখাধিক্যং দর্শয়ন্‌ তৎপ্রতিপাদয়তি শ্রীমদীশ্বর পুরীপাদানাং পদ্যেন যোগেতি । যো যো ধ্যানধারণাদ্যষ্টাঙ্গঃ শ্রুত্যুপপত্তিঃ শ্রুত্যনুশীলনং । নির্জনবনং চিত্তৈকাগ্রতা সাধনং তত্র পরমাত্মধ্যানম্‌ । অধ্ব তীর্থপর্য্যটনাদি এতৈঃ সম্ভাবিতং শাস্ত্রশ্রবণাদিনা বিশ্বসিতং স্বারাজ্যং স্বস্বরূপানুভবম্‌ । তত্তু কথম্ভূতং নির্ভয়ং নাস্তি ভয়ং সংসারপরিবর্ত্তো যত্র তৎ ।প্রতিপদ্য সাক্ষাৎকৃত্য দ্বিজা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ, শূদ্রানাং তত্র তত্রানধিকারাৎ মুক্তা ভবন্তু কামচারে লোট্‌ ভবন্তি চেদ্ভবন্ত্বিত্যর্থঃ। নন্বেবং ভবতাস্তু ন মোক্ষেঽভিরুচি র্ব্যজ্যতে তদা কিং প্রার্থ্যমিত্যত আহ অস্মাকন্ত্বিতি তুর্ভিন্নক্রমে এবম্ভূতানামস্মাকং লক্ষাবধি জন্মাস্ত্বিত্যন্বয়ঃ । কথম্ভূতানাং কদম্ব কুঞ্জস্য কুহরে সমীপে । কুহরং কর্ণছিদ্রয়োঃ সমীপে গহ্বরে চেত্যাদি শব্দরত্নাকরাৎ । অত্র

যোজনা করিয়াছেন, অধুনা আমরা সেই শ্রীনারয়ণপদকে গান করতঃ আত্মাকে পবিত্র করিব, আমরা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের নিমিত্ত অন্য কোন সাধন জানি না ।১৭

শ্রীকৃষ্ণনামমহিমা শ্রীমদ্‌ ঈশ্বরপুরী পাদের পদ্যের দ্বারা বর্ণন করিতেছেন- দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ আসন প্রাণায়ামাদিঅষ্টাঙ্গ যোগ, বেদ উপনিষদ্‌প্রভৃতির অনুশীলন , নির্জ্জনবনে বাস, পরমাত্মার ধ্যান, অসংখ্য তীর্থ যাত্রাদি সাধন দ্বারা সম্ভাবিত সংসার ভয়নিবারক স্বরূপানুভব অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করতঃ যদি মুক্ত হয়েন, তবে হউন, কিন্তু আমরা যমুনাতট

অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর-প্রোন্মীলদিন্দীবর
শ্রেণীশ্যামলধাম নাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি ।। ১৮।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

কস্যচিৎ

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্ ।

প্রোন্মীলৎ প্রকর্ষেণোদয়ং প্রাপ্নুবৎ যৎ ইন্দীবরশ্রেণী শ্যামলধাম ইন্দীবর শ্রেণীরিব শ্যামলমূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য নাম যুষতাং সেবমানানামস্মাকং লক্ষাবধি লক্ষসীমা পর্য্যন্তং জন্মাস্তু লক্ষশব্দস্যাসংখ্যেয়ে তাৎপর্য্যং জ্ঞেয়মেতেন ভক্তিরসিকানাং মোক্ষসুখাদপি নাম সেবনসুখাধিক্যং দর্শিতম্।। ১৮ ।।

শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্ব্বগুণাশ্রয়তয়া তন্মাহাত্ম্যং নির্দ্দিশন্ তদ্ভজনাভিলাষিভ্যোঽন্যেভ্যশ্চাশিষং যাচতে । কস্যচিৎ পদ্যেন কল্যাণানামিতি । ভবতাং ভূতয়ে সমৃদ্ধয়ে কৃষ্ণনামপ্রভবতু সমর্থো ভবেদিত্যন্বয়ঃ, প্রার্থনায়াং লোট্ । তৎ কথংভূতং কল্যাণানামিত্যাদি । কল্যাণানাং শুভানামাদিকারণম্ । মন্ত্রতন্ত্রব্রত ইত্যাদি স্মরণাৎ কর্ম্মশুদ্ধ্যভাবেঽপি কর্ম্মফল সম্পাদকত্বাৎ । কলিমলস্য মথনং নাশকং মথ বধে ইতি ধাতোঃ । পাবনানাং পাবনং পরমপবিত্রকারকমিত্যর্থঃ । যন্নাম সপদি মুমুক্ষোঃ প্রোচ্যমানং পরপদ প্রাপ্তয়ে পাথেয়ং ভবতীত্যন্বয়ঃ । সপদি তৎ ক্ষণে মুমুক্ষুঃ ন তস্য মুমুক্ষুতা পূর্ব্বমাসীদিতি ব্যজ্যতে তেন প্রোচ্যমানং প্রকর্ষেণ বাগ্বিষয়ং ভবৎ পরপদং গোলোকাদি তস্য প্রাপ্তয়ে পাথেয়ং পথি নির্ব্বাহকধনম্ । কবিবরবচসাং ব্যাসশুকাদীনাং গিরামেকং বিশ্রাম স্থানম্ । অয়ম্ভাবঃ । যদা যদা যদ্ যৎ কর্ম্মসাফল্যায় নাম স্মর্য্যতে তদা তদা অন্যোপদেশলেখনং ন কৃত্বা নাম মাহাত্ম্যমেব লিখিত্বা বচসো বিরময়ন্তীতি বচসাং বিশ্রামস্থানতা । অতএব সজ্জনানাং সাধূনাং

কদম্বকুঞ্জকুহরে প্রকাশশীল ইন্দীবর শ্রেণী তুল্য শ্যামবর্ণ শ্রীশ্যামসুন্দরের সর্ব্বানন্দদায়ী নাম সেবক, এই নামামৃত সেবনেই আমাদের লক্ষ লক্ষ জন্ম ব্যতীত হউক, আমরা মুক্তানন্দ গ্রহণ করিব না । ১৮ ।

শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকার সর্ব্বাশ্রয় তাঁহার নামও সেই প্রকার সর্বাশ্রয়, তাহা কোন অজ্ঞাত কবির পদ্যে প্রমাণিত করিতেছেন- কল্যাণকারী শুভকর্ম্মসকলের নিধান পরম কারণ, কলিকাল জাত দুর্বাসনাদি মলের নাশক, পবিত্র বস্তুসকলেরও পবিত্র

বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভুতয়ে কৃষ্ণনাম ।। ১৯ ।। স্রগ্ধরা।

কস্যচিৎ

বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে
সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তি শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতী ।

জীবনং জীবনোপায়ং নাম পরায়ণস্য তদেকজীব্যত্বাৎ । ধর্ম্ম এব দ্রুমো বৃক্ষস্তস্য বীজং উৎপত্তিস্থানং অস্যৈব সর্ব্বধর্ম্মাপাদকত্বাৎ নতু ক্রিয়ান্তরবদেকৈক ধর্ম্মপাদকত্বমিতি ।।। ১৯ ।।

নামোচ্চারণস্যানির্ব্বচনীয়ফলজনকত্বে কৈমুত্যং দর্শয়িতুং নাম্নি বদিষ্যমাণেঽপি যদ্‌যৎ ফলং স্যাত্তত্তদ্দর্শয়ন্ সখ্যরসাশ্রয়েণ কেনচিদ্ভক্তেন শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য মঞ্জু বচনং যদুক্তং তদেবাহ কস্যচিৎ পদ্যেন বেপন্ত ইতি । হে ঈশ্বর ! তব নাম্নি বক্তুমভিলষিতে সত্যেবমেব স্যাদন্যৎ পরং কিং ব্রূম ইত্যন্বয়ঃ । বেপন্তে ইতি বেপৃ কম্পনে ধাতুঃ । দুরিতানি পাপানি মহাভীতানি ভূত্বেত্যর্থঃ । মোহশ্চিত্তভ্রান্তিকরঃ দেহ গেহ জায়াত্মজাদৌ মমতা জনকশ্চ তস্য মহিমাঽতিশয়মিত্যর্থঃ স সম্মোহং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনীতিবৎ তত্র কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমশকুবন্ স্বয়ং মূঢ়তামালম্বতে মূঢ়োভবতীত্যর্থঃ । অন্যৎ কিং স্যাৎ তদাহ সাতঙ্কমিতি আতঙ্কঃ শঙ্কা তেন সহ বর্ত্তমানং সাতঙ্কং শ্রীচিত্রগুপ্তঃ শ্রীযমরাজস্য জন্তূনাং পুণ্যপাপ লেখনেঽধিকৃতঃ কৃতী তত্তৎ কর্ম্মণি নিপুণঃ ন পুনর্ভ্রমবশেনাপি অন্যায্যলেখকঃ স সাতঙ্কং যথা স্যাত্তথা নখরঞ্জনীংকলয়তি গৃহ্নাতি কলিহল্যোঃ কামধেনুতুল্যত্বেনানেকার্থত্বাৎ । নখরঞ্জনীমিতি নখান্ রঞ্জয়তি তেষাং সমলবৃদ্ধাং

কারক, মুমুক্ষুগণের পরম পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত উচ্চারণ করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ পরমপাথেয় স্বরূপ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ দিগের বাক্য সমূহের একমাত্র বিশ্রাম স্থান, সাধু সজ্জনগণের জীবন- প্রাণ স্বরূপ, ভাগবতধর্ম্মরূপ কল্পবৃক্ষের বীজ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম আপনাদের পরম সমৃদ্ধির বা ভক্তি সম্পত্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত সমর্থ হউন ।১৯ ।

শ্রীকৃষ্ণনামের অনির্ব্বচনীয় মহামহিমা কোন অজ্ঞাত কবির পদ্যদ্বারা প্রকাশ করিতেছেন- হে সর্ব্বেশ্বর! যদি কোন মানব আপনার নামগ্রহণ করিবার ইচ্ছা করে, তৎক্ষণাৎ তাহার মহাপাপ সকল ভয়েপ্রকম্পিত হয়, পত্নী পুত্রাদি স্বজনগণের প্রতি যে মোহাতিশয় তাহাও মহাভয় অবলম্বন করে, জীবের পাপ পূণ্যাদি

সানন্দং মধুপর্কসম্ভৃতিবিধৌ বেধাঃ করোত্যুদ্যমং
বক্তুং নাম্নি তবেশ্বরাভিলষিতে ক্রমঃ কিমন্যৎপরম্ ।। ২০।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্ ।

আনন্দাচার্য্যস্য

কঃ পরেতনগরীপুরন্দরঃ কো ভবেদথ তদীয়কিঙ্করঃ ।

শছেদনেন শোভয়তীতি তীক্ষ্ণধারা লোহশলাকা নরুণ ইতিপ্রসিদ্ধা তামিতি । অয়ম্ভাবঃ । পাপিগণনামসু মধ্যে এতস্য নাম লিখিতমস্তি অধুনৈব ময়া এতয়া নখরঞ্জন্যা তচ্ছেতব্যমিতি বিভাব্য তত্রাপি সাতঙ্কং যদি বিলম্বঃ স্যাত্তদা মনসা সর্ব্বদর্শী ধর্ম্মরাজো মাং দণ্ডয়িষ্যতীতি । পাপিশ্রেণিনামসু এতস্য নামস্থিতি র্মহাদোষায় স্যাৎ । সর্ব্বপাপ-নিষ্কৃতেরিতি । নন্বেতেন যমস্যানধিকারাদেতস্য কা গতিঃ স্যাত্তত্রাহ সানন্দমিতি । সানন্দং যথা স্যাৎ বিধাতা মধুপর্কস্য সম্ভৃতি ধারণং তস্য বিধৌ বিধানে উদ্যমং করোতি । অয়ং ভাবঃ । অয়ং জনো ভগবন্নাম বদন্নেব বৈকুণ্ঠং যাস্যতি তস্য পন্থা মম ধামাতো ময়া পরমপূজ্যস্য তস্য সপর্য্যাহবশ্যং কর্ত্তব্যা সত্বত্র ভগবদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া বিলম্বং ন করিষ্যত্যতঃ সা শীঘ্রং সম্পাদনীয়েতি। এবঞ্চনামন্যুক্তে সতি কিং কিং ফলং স্যাত্তৎ কেবা জানতে কেবা ব্রবীতুং শকুবন্তি মনোবচসোরগোচর-ত্বাদিতি ব্যজ্যতে ।। ২০ ।।

নামগ্রাহিণো নির্ভয়ত্বমুপপাদয়ন্ মাহাত্ম্যং নির্দ্দিশতিআনন্দাচার্য্যস্যপদ্যেন ক ইতি । চেদ্‌যদি জগদেক মঙ্গলং কৃষ্ণনাম কণ্ঠপীঠ কণ্ঠ এব পীঠ আসনভেদস্তং উররী করোতি অঙ্গীকরোতি তদা পরেতস্য মৃতস্য নরকস্থ প্রাণিবিশেষস্য বা পরেতঃপ্রাণ্যন্তরে মৃতে ইতি কোষাৎ, নগরী সংযমনী তস্য পুরন্দর ইন্দ্রঃ অর্থাদ্রাজা

কর্ম্মলেখনে নিপুণ শ্রীচিত্রগুপ্ত শঙ্কিত হইয়া নখ রঞ্জনী গ্রহণ করেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে পাপিগণের মধ্যে লিখিত শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণ কারীর নাম সম্পূর্ণরূপে কাটিবার জন্য অতিসত্বর নরুণ ধারণ করেন, ব্রহ্মলোক নিবাসী ব্রহ্মা "এই মানব, শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিলেই শীঘ্র বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন" এই নিশ্চয়পূর্ব্বক সম্ভ্রমসহকারে মহানন্দে মধুপর্ক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পরম উদ্যম করেন, হে করুণাময়! আপনার নমোচ্চারণ করিবার ইচ্ছাকারী মানবের এতাদৃশী মহিমা, অপর যিনি উচ্চারণ করেন তাহার মহিমা আর কি বলিব । ২০ ।

শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণকারী ভয়রহিত হয়েন, তাহা শ্রীআনন্দাচার্য্য পাদের পদ্যে প্রতিপাদন করিতেছেন- যদি কোন মানব জগতের একমাত্র মঙ্গল স্বরূপ

কৃষ্ণনাম জগদেকমঙ্গলং কণ্ঠপীঠমুররীকরোতি চেৎ ।। ২১ ।।

রথোদ্ধতা ।

শ্রীশ্রীভগবতঃ-

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।

যমঃ কস্তেনৈব সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ স ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং সমর্থঃ অথ অতস্তচ্ছাসনাতিগত্বাৎ তদীয়ঃ কিঙ্করো ভৃত্যঃ কো বা ভবেৎ অপিতু কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন কোঽপি । তথাচ যষ্ঠে ভৃত্যান্ প্রতি শ্রীযমস্য বচনং তান্নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্নৈষাং বয়ং নচ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ইতি ।।২১।।

অথ জাতরুচীনাং শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণস্য সর্ব্বসুখদাতৃতয়া মাহাত্ম্যং লিখতি কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবদ্‌গৌরচন্দ্রকৃত পদ্যেন চেত ইতি । পরমুৎকৃষ্টং যথাস্যাত্তথা শ্রীকৃষ্ণস্য তন্নাম্নঃ সঙ্কীর্ত্তনং সম্যগুচ্চারণং বিজয়তে বিশিষ্টতয়া সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে । যদ্বা শ্রিয়া রাধাখ্যস্বরূপশক্ত্যাযুক্তস্য কৃষ্ণস্য অতএব পরমিতি। তৎকথম্ভূতং চেত ইত্যাদি । চেত এব দর্পণং ভগবন্মূর্ত্তিপ্রতিবিম্বদর্শকত্বা-ত্তদবিদ্যাসংসর্গেণ মলিনমাসীত্তন্মার্জয়তি শোধয়তীতি তদেতেন পূতজলোপমম্। ভবঃ সংসার এব মহাদাবাগ্নিস্তস্য নির্ব্বাপণং নাশনম্ । নির্ব্বাপণং নাশনে স্যাদিতি শব্দরত্নাকরঃ এতেন মেঘোপমম্ । শ্রেয়ঃ শুভমেব কৈরবং কুমুদং তস্য চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না তাৎপর্য্যাদ্বিকাশস্তাং বিতরতীতি শ্রেয়ঃ কুমুদ প্রফুল্লকারিত্বেন চন্দ্রোপমম্। বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা সৈব সর্ব্বপ্রিয়াচরণশীলত্বাৎ বধূর্বধূরিবাস্বতন্ত্রা চ তস্যা জীবনং আজীবকঃ নামানুগ্রহং বিনা সৈব ন স্ফুরতীত্যর্থঃ নামবশ্যত্বাদেতেন পত্যুপমম্ ।

শ্রীকৃষ্ণের নামকে কণ্ঠপীঠে অর্থাৎ কণ্ঠরূপ আসনে স্থাপন করেন তাহা হইলে প্রেত নগরের পুরন্দর যমরাজ কোথায় ? যমের কিঙ্করগণই বা কোথায় ? অর্থাৎ শ্রীনামগ্রহণ কারিগণের প্রতি যমরাজ বা যমদূতগণের কোন প্রকারই অধিকার থাকে না । ২১ ।

জাতরতি ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণ করাই পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান গৌরাঙ্গচন্দ্র প্রকটিত পদ্যের দ্বারা প্রতি পাদন করিতেছেন- যিনি হৃদয়রূপ দর্পনের বিষয় বাসনারূপ মল বিনাশক, সংসাররূপ মহাদাবানলের নির্ব্বাপক, কল্যাণ রূপ কুমুদের প্রকাশ বিষয়ে চন্দ্রিকা বিস্তারী

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।২২ ।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

কেষাঞ্চিৎ

ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসংখ্যাধিকানা মৈশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ ।
আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ ।। ২৩ ।।

শালিনী ।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনমিতি পুনশ্চন্দ্রোপমম্ । প্রতিপদং পদং শব্দে চ বাক্যে চ ব্যবসায়োপদেশয়োঃ । পদ তচ্চিহ্নয়োঃ স্থান ত্রাণয়োরঙ্গবস্তুনোরিতি মেদনীকোষাৎ। কৃষ্ণেতি নাম্নি ককার ষকার ণকারাঃ শব্দা অবয়বা বা সন্তিপ্রতিশব্দং প্রত্যবয়বং বা পূর্ণামৃতাস্বাদনং পূর্ণং তৃপ্তমমৃতাস্বাদনং যত্র তৎ যদুচ্চারণাদৌ সতি অমৃতাস্বাদনে অলং বুদ্ধিঃ স্যাৎ যদ্বা পূর্ণং পরিতমমৃতাস্বাদনং যত্র তৎ এতেন মোহিন্যুপমম্ । সর্ব্বাত্ম স্নপনং সর্ব্বান্ আত্মনশ্চিত্ত বুদ্ধি দেহান্ স্নপয়তি তাপশান্তি পূর্ব্বক মাদ্রীকরোতীতি তৎ আত্মা পুমান্ স্বভাবে চ প্রযত্নে ধৈর্য্যচিত্তয়োঃ বুদ্ধৌ দেহে ইতি শব্দরত্নাকরাদেতেন সাধুপমম্ ।। ২২।।

নাম্নঃ পরব্রহ্মস্বরূপত্বং দর্শয়ন্ তদেব লিখতি কেষাঞ্চিৎ পদ্যেন ব্রহ্মাণ্ডানামিতি। কোটিসংখ্যাধিকানামর্থাদমিতানাং ব্রহ্মাণ্ডানাং সম্বন্ধে যদৈশ্বর্য্যমস্তি। যা বা চেতনা চৈতন্যমস্তি তৎ সাচ মদংশ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যস্য কলা । অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন । বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি শ্রীভগবদ্‌গীতাবচনাৎ । তন্মহস্তেজশ্চৈতন্যঘনঃ

কুমুদবন্ধু,সকলের প্রিয়সম্পাদয়িত্রী ব্রহ্মবিদ্যারূপা নব বধূর জীবনপতিস্বরূপ, একান্ত ভক্তগণের আনন্দ সমুদ্রের তরঙ্গ বর্দ্ধনকারী, এবং প্রতিপদে পূর্ণমাধুর্য্যামৃত আস্বাদন প্রদ তথা অন্তঃকরণের তাপাদি বিনাশ পূর্ব্বক সেবামৃত ধারায় অবগাহন করান এতাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন । ২২ ।

শ্রীকৃষ্ণনামই পরব্রহ্মস্বরূপ তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে প্রতিপাদন করিতেছেন অনন্তকোটিসংখ্যাধিকব্রহ্মাণ্ডগণের মধ্যে যে ঐশ্বর্য্য আছে, এবং তাহাতে যে চেতন সমূহ যাঁহার অংশ স্বরূপ, সেই মহাজ্যোতিঃ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণনাম হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনামই আমার সাধ্য সাধন ও জীবন স্বরূপ ।২৩ ।

শ্রীভগবদ্ব্যাসপাদানাম্

বিষ্ণোর্নামৈব পুংসঃ শমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ
ব্রহ্মাদিস্থানভোগাদ্বিরতিমথ গুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্বভক্তিম্ ।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহ মৃতিজননভ্রান্তিবীজঞ্চ দগ্ধ্বা
সম্পূর্ণানন্দবোধে মহতি চ পুরুষং স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তম্ ।। ২৪ ।। স্রগ্ধরা ।

মহত্ত্বৎসবতেজসোরিত্যমরাৎ । কৃষ্ণনাম সদাবির্ভূতং প্রকটমভূৎ । অভিন্নত্বান্নাম নামিনোরিতি শ্রীব্যাসবচনাৎ । তৎ কৃষ্ণনাম মে সাধ্যং সাধন বিষয়ম্ । সাধনং স্বস্মিন্ প্রীতি জনকং ন কেবলং তত্তদপি তু জীবনঞ্চ তদ্ব্যতিরেকেণ স্বসত্তাং ন পশ্যামীতি ভাবঃ ।। ২৩ ।।

ভগবন্নামতু ন কেবলং তত্তৎ ফলদানে নিয়ামকং অপিতু তত্তৎ প্রতিপাদকমিতি শ্রীভগবদ্ব্যাসানাং পদ্যেন দর্শয়ন্ মাহাত্ম্যমাহ বিষ্ণোরিতি । বিষ্ণোর্নামৈব পুংসো নরমাত্রস্য শমলং তস্য মলিনতামহরৎ সৎ পুণ্যং শ্রীকৃষ্ণভজন যোগ্যং সুকৃতমুৎপাদয়ৎ। চ শব্দ উত্তরত্রাপি সম্বধ্যতে । ব্রহ্মাদি স্থান ভোগাৎ ব্রহ্মাদীনাং স্থানং সত্যলোকাদি তত্র যো ভোগস্তস্মাদ্বিরতিং তত্র বিতৃষ্ণামুৎপাদয়ৎ গুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্বভক্তিমুৎপাদয়ৎ । যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষ্বপি নিশ্চলা । ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরত ইতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃতবচনাৎ, তৎপদভক্তেরবশ্যং বিধেয়ত্বাৎ । অতস্তদনন্তরং বিষ্ণোস্তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ উৎপাদয়ৎ স ততশ্চ ইহ সংসারে মৃতির্মৃত্যুর্জননং জন্ম তাভ্যাং ভ্রান্তির্ভ্রমণং তস্য বীজমবিদ্যা বাসনা বা তং দগ্ধ্বা দগ্ধবস্তুবৎ কার্য্যাক্ষমং কৃত্বা মহতি অপরিচ্ছিন্নে সম্পূর্ণানন্দবোধে অখণ্ড সচ্চিদানন্দে শ্রীভগবতি তং পূরুষং স্থাপয়িত্বা তদ্দাসত্বেন তমর্পয়িত্বা নিবৃত্তমন্যকার্য্যাভাবাৎ ক্ষান্তং ভবতি । স পুরুষস্তু যেনৈতাদৃশ্যু-পকৃতির্জাতা তং সদা সেবত এব অন্যথা কৃতঘ্নতাপত্তিরতো মোক্ষদশায়ামপি তৎসেবা সিদ্ধেতি দিক্ ।। ২৪ ।।

শ্রীকৃষ্ণের নামই সকল প্রদানকারী তাহা শ্রীভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের পদ্যে প্রতিপাদন করিতেছেন - কেবলমাত্র শ্রীবিষ্ণুর নামই মানবের পাপরাশি হরণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভজন যোগ্য সুকৃত উৎপাদন করেন, সত্যাদি ব্রহ্মালোকে যে সুখভোগ আছে তাহাতে বিতৃষ্ণা উৎপাদন করেন, গুরু আশ্রয়বিহীন মানবের যোগ্য গুরু প্রদানপূর্ব্বক শ্রীগুরু পাদ পদ্মে ভক্তি প্রদান করেন, অনন্তর শ্রীভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান

তেষামেব

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ।। ২৫ ।। অনুষ্টুভ্ ।

অমীষামেব

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্ ।

প্রকৃতি গুণাতীতঃ অতএব নিত্যমুক্তঃ । যদ্বা যতো নিত্যমুক্তোঽতঃ শুদ্ধোঽতঃ পূর্ণশ্চ যদ্বা নাম চিন্তামণিঃ যতস্তদেব কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণস্বরূপমিত্যর্থঃ স কিম্ভূতশ্চৈতন্যেত্যাদি। নম্বক্ষরাত্মকস্য নাম্নঃ কুত এবম্ভূতত্বং অত্রাহ নাম নামিনোরভিন্নত্বাৎ সত্তা সতী ভেদোভিন্ন ইতিবদভেদেঽপি ভেদকল্পনামাত্রমিতিদিক্একমেব সচ্চিদানন্দ রসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতমিতি ফলিতার্থঃ ।। ২৫ ।।

চতুর্ব্বেদানাং সারভূতত্বেঽপি আচণ্ডালাদীনাং সেব্যত্বেন নিস্তারণত্বেন চ পূর্ব্বং মাহাত্ম্যং লিখতি তেষাং পদ্যেন মধুরেতি । ভৃগুবর হে ভৃগুকুল শ্রেষ্ঠ ! সকৃদপ্যেকবারমপি পরিগীতং কৃষ্ণনাম স্বরাদিযোগেন গীতং অত্রাপি শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা শ্রদ্ধা খলু যত্নঃ হেলাতু গিরিরুদ্ধৃত ইতি বৎ যত্নরাহিত্যময়ী সা সাতু কশ্চিদ্ভক্তঃ কৃষ্ণনামাগায়ৎ তৎ শ্রুত্বা কস্যাপি শ্রদ্ধা জায়তে অহো উত্তমং গায়তি অহমপি তথা গায়ামীতি অন্যস্তু তং শ্রুত্বা অয়ং শিক্ষিত্বা কিং গায়তি অহমযত্নেন গায়ামি

উৎপাদন পূর্ব্বক জন্ম মরণ রূপ ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করতঃ সম্পূর্ণানন্দ বোধ স্বরূপ মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নামাশ্রয়ী পুরুষকে স্থাপন করতঃ আর কোন কাজ নাই ভাবিয়া শ্রীনামপ্রভু নিবৃত্ত হয়েন, অর্থাৎ নিজে নামীরূপে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন ।২৪।

পুনঃ শ্রীব্যাসদেবেরপদ্যে শ্রীনাম ও শ্রীনামীর অভেদপ্রতিপাদন করিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণের নাম চিন্তামণির সমান সর্ব্ববাসনা পূর্ণকারী, কৃষ্ণ স্বপর্য্যন্ত সর্ব্বাকর্ষণকারী চৈতন্য স্বরূপ রসবিগ্রহ, পূর্ণ ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি সর্ব্বপরিপূর্ণ, শুদ্ধপরম পবিত্র এবং নিত্যমুক্ত, কারণ শ্রীনাম ও শ্রীনামীতে কোন প্রকার ভেদ নাই । ২৫ ।

বেদ চতুষ্টয়ের সার আচণ্ডালমানবগণের পরমসেব্য সর্ব্বপ্রাণী নিস্তারক রূপে শ্রীব্যাসদেবের পদ্যে নাম মহিমা নিরূপণ করিতেছেন - হে ভৃগুবর ! ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ মহর্ষি শৌনক ! এই শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর গুণাদিকীর্ত্তন হইতেও মহাসুমধুর,

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ।। ২৬ ।। মালিনী ।
কস্যচিৎ-
স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্

শৃণ্বিত্যেবং ভৃতেতি । মধুরাদ্‌গুণকীর্ত্তনাদপি মধুরং যদ্বা মোক্ষদশায়ামপি নামসেবনান্মুক্তেরপি মধুরমাস্বাদ্যম্ । মঙ্গলানি পুরাণশ্রবণাদীনি তেভ্যো মঙ্গলং মঙ্গলজনকম্ । নাম্ন এতদ্রূপত্বে কারণমাহ সকলেতি সকল নিগমশ্চতুর্ব্বেদঃ সএব বল্লী লতাবৎ বিততা তস্যাঃ সৎ প্রশস্তং ফলং ফলত্বেন রূপকে ত্বগষ্ট্যাদি হেয়াংশ যুক্তত্বাপত্তিঃ স্যাত্তন্নিরাকরণায় চিৎস্বরূপং জ্ঞানমাত্রং । ননু নিরবয়বস্য জ্ঞানস্য কথং ফলত্বং সত্যং তেজোময়স্য সূর্য্যাদেঃ করচরণাদ্যবয়ব শ্রবণাৎ 'জ্ঞানময়ে নাম্নি তয়া বাপি নাম্নস্তাদৃশীং শক্তিং তেষাং পদ্যেন লিখতি নামেতি । নাম কৃষ্ণশ্চ চিন্তামণি শ্চিন্তামণিবৎ সর্ব্বফলদাতা এবং চৈতন্যরসবিগ্রহস্তত্র নাম্ন্যক্ষরাত্মকঃ শরীরঃ শ্রীকৃষ্ণে করপাদাদিময়ঃ এবং পূর্ণঃ সর্ব্বব্যাপকঃ দামবন্ধন লীলায়াং তস্য স্পষ্ট প্রতীতে শুদ্ধঃ নরমাত্রং তারয়েৎ সংসার সাগরাদুত্তারয়েৎ । এতৎ কথম্ভূতং মধুরমধুরমিতি অক্ষরাদ্যবয়বত্বং যুজ্যতেঅদ্ভুতায়া বাগ্‌গতায়াঃ ফলমদ্ভুতমেব ভবতি নান্যথা। এবং শ্রীভগবৎ সন্দর্ভেশ্রীবিগ্রহস্য জ্ঞানময়তা সাধিতাস্তি বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ স দৃশ্যতাং নাম অতএব নাম্নঃ পরিগীতত্বং সম্ভবতি যথাবৎ ফলরূপত্বে ভোজনাদীনামেব সম্ভবঃ স্যাৎ । অয়ম্ভাবঃ । যত্র যত্র বৃক্ষাদিষু যা যা স্বাদ্বংশতা স্যাৎ সা সা তত্তদগত পার্থিবাংশেন সহৈকীভূয় ফলত্বায় কল্পতে অতস্ত্বগষ্ট্যাদি হেয়াংশতা সম্ভবতি । অত্র তু বাঙ্ময্যাং নিগম লতায়াং যা জ্ঞানরসতাস্তি সৈবাক্ষরেণ সহৈকীভূয় ফলরূপো ভবতি অতো ন হেয়াংশতা অতএবৈতস্য দর্শন কথন শ্রবণ মননাদি সংগতং স্যাদিতি ধ্যেয়ম্ ।। ২৬।।

অতো দোষযুক্তেষু সাধ্যসা ধনেষু আসক্তিং ত্যক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণনামৈব

অথবামধুর মোক্ষ সুখ হইতেও পরম মধুরাস্বাদ্যবিশেষ, তীর্থপর্য্যটন, দান, পুরাণ শ্রবণাদি মঙ্গল কার্য্য হইতেও মহাসুমঙ্গল দাতা, কারণ সকলনিগম সামাদি চারিবেদ রূপকল্পলতার প্রশস্ত অষ্ঠি বল্কলাদি হেয়াংশ রহিত চিৎ স্বরূপ ফল, সুতরাং শ্রদ্ধা পূর্ব্বকঅথবা অবহেলা ক্রমে যে ভাবেই একবার মাত্র মানবের মুখে কীর্ত্তিত হইলেই শ্রীকৃষ্ণনাম মানব মাত্রকেই উদ্ধার করেন কোন সন্দেহ নাই । ২৬ ।

মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজম্ ।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রৌতু ।। ২৭ ।। মন্দাক্রান্তা

শ্রীধরস্বামিপাদানাম্

সদা সর্ব্বত্রাস্তে ননু বিমলমাদ্যং তব পদং

গেয়মিত্যভিপ্রেত্য কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি স্বর্গার্থীয়েতি । স্বর্গার্থীয়া স্বর্গ এবার্থঃ প্রয়োজনং তৎসম্বন্ধিনী যা লোকানাং ব্যবসিতি স্তস্মিন্ কৃতনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরসৌ লোকান্ দীনয়তি নিঃস্বীকরোতি এবকারোঽবধারণার্থঃ নতু স্বর্গং জনয়তি মন্ত্রাদি বৈগুণ্যছলেন দোষারোপণাৎ । যদি কস্যাপি স্বর্গো জায়তাং নাম স ন চিরস্থায়ী স্বসুখাপেক্ষয়া অন্যস্য সুখাধিক্য দর্শনাত্তাপকশ্চ অতঃ অভীষ্ট সুখ জনকত্বাভাবাৎ তেষাং নির্ধনীকরণমেব কেবলং তস্যাঃ কার্য্যমিতি ভাবঃ । মোক্ষাপেক্ষাতু জনং কেবলং বিফলমেব ক্লেশভাজং জনয়তি তুষাবঘাতিপুরুষানিব অত্র মোক্ষশব্দেন নির্ব্বেদজ্ঞানমুচ্যতে তস্যাপেক্ষায়াং তৎ সাধনান্যপেক্ষ্যন্তে তানি শ্রবণ মননাদীনি তানিতু কষ্টসাধ্যত্বাৎ কষ্টজনকানীত্যর্থঃ । যোগাভ্যাসস্তু পরমবিরসঃ তত্রাহারাসনাদি নিয়মেন বহুতর কষ্টাধিক্যসাধকত্বাৎ । অতস্তাদৃশৈঃ প্রয়াসৈঃ কিং ন কিমপি প্রয়োজনম্ । যদি চ তত্তদর্থং কোঽপি তান্ প্রয়াসান্ কুর্ব্বন্তি কুর্ব্বন্তু নাম এতৎ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা বর্ত্তমানস্য মম তু রসনা হে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রৌতু উচ্চারয়তু দ্বিত্বন্তু পরমমাহাত্ম্যাতিশয়ান্মাধুর্য্যাতিশয়াচ্চেতি ।। ২৭ ।।

স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তথা নাম্নশ্চ মধ্যে নাম্নৈব মুখ্যমিতি নাম্নি পরমৈকান্তিনাং শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদানাং পদ্যেন প্রতিপাদয়তি-সদেতি । হে ভগবন্ !

অতএব নানা বিঘ্ন পরিপূর্ণ অন্যান্য সাধন ও সাধ্য সকল দূর হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণনামই কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য তাহা কোন মহাত্মা কবির পদ্যে বলিতেছেন- মানবের স্বর্গলোকপ্রাপ্তির জন্য যে যাগাদির অনুষ্ঠান তাহা মনুষ্য সকলকে কেবল ধনহীন করে, মোক্ষাপেক্ষা অর্থাৎ 'আমি মুক্তিলাভ করিব' এই প্রকার মুক্তির বাসনা মানবকে ক্লেশ মাত্র ভোগ করায় , অপর যে যোগাভ্যাসাদি যে সুখের সাধন আছে তাহা অতিশয় বিরস, সুতরাং ঐকষ্টপ্রদ প্রয়াস সকল, প্রয়োজন কি ? অতএব তৎসমুদায় সাধ্য সাধনাদি পরিত্যাগ করতঃ আমার রসনা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কীর্ত্তন করুক। ২৭ ।

তথাপ্যেকং স্তোকং নহি ভবতরোঃ পত্রমভিনৎ ।
ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্তং তব নু ভগবন্ নাম নিখিলং
সমূলং সংসারং কষতি কতরৎ সেব্যমনয়োঃ ।। ২৮ ।। শিখরিণী

শ্রীলক্ষ্মীধরাণাম্

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-

শ্রীকৃষ্ণ । যদ্যপি তে তব আদ্যং স্বেতরসর্ব্বকারণং বিমলং প্রাকৃতসম্বন্ধলেশশূন্যং পদং পাদপদ্মং ননু নিশ্চয়মেব সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপকরূপেণ দেশকালাদৌ সদৈব বিরাজতে, তথাপি তৎ ভবতরোঃ সংসার বৃক্ষস্য স্তোকমল্পং কোমলমেকমপি পত্রং নহ্যভিনৎ ন বিদারয়ামাস ভূতনির্দ্দেশেন কদাপি তন্ন কৃতবানিতি ব্যজ্যতে । তব নামতু ক্ষণং ক্ষণকালং ব্যাপ্য জিহ্বাগ্রস্তং জিহ্বয়া রসনয়া ভুক্তমর্থাৎ স্বয়ং স্ফুরৎ ভুক্তবদাস্বাদ্যং সৎ নিখিলং সমগ্রং সমূলং বাসনাসহিতং সংসারং কষতি হন্তি কষ হিংসায়াং ধাতোঃ। অতোঽনয়োর্মধ্যে কতরৎ সেব্যং বদেতি শেষঃ । অন্যৈর্দুরধিগমত্বাৎ অন্যাথা ব্যাখ্যানে বাচ্যবাচক ইতি শ্রীরূপাদীনাং বাক্যং বিরুদ্ধ্যেত।। ২৮ ।।

সাধনাভিনিবেশং বিনাপি সর্ব্বপাপহারিত্বং শ্রীলক্ষ্মীধরাণাং পদ্যেন নির্দ্দিশতি আকৃষ্টীতি । ন আকৃষ্টং আকৃষ্টং কৃতং চেতো যাভিস্তেষামিত্যনেন বাসনারূপত্বং ব্যজ্যতে তত্র সুমহতামিত্যনেন তপোদানাদিভিরনুৎপাটিতত্বং বোধয়তি এবম্ভূতানামংহসাং পাপানামুচ্চাটনং উচ্চাটয়তি উড্ডায়য়তীতি সঃ । মাঘস্নানবৎ সর্ব্বেষামধিকারোঽস্তীত্যাহ আচণ্ডালং চণ্ডালমভিব্যাপ্য অমূক লোক

হে ভগবন ! যদিও আপনার স্বেতর সর্ব্বকারণ প্রাকৃত সম্বন্ধলেশশূন্য পাদপদ্ম নিশ্চয়রূপে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বদা ব্যাপকরূপে বিরাজ করিতেছেন, তথাপি আপনার শ্রীচরণপদ্ম সংসার বৃক্ষের একটি মাত্র পত্রও ছেদন করিতে সমর্থ হয়েন না, কিন্তু হে প্রভো ! যদি ক্ষণকালের জন্যও আপনার শ্রীনাম কোন মানবের জিহ্বাগ্রস্ত অর্থাৎ জিহ্বাকে গ্রহণ করেন, আস্বাদ্য হয়েন, তাহা হইলে ঐ শ্রীনাম মূলের সহিত সংসার বৃক্ষকে উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, সুতরাং হে করুণাময় ! আপনার শ্রীচরণের অথবা শ্রীনামের সেবা করিব ? আপনি স্বয়ং আদেশ করুন । ২৮ ।

যে কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেই মহাফল প্রদান করেন তাহা

মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ ।
নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ।। ২৯ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম।

সুলভঃ মূকা বাগ্রহিতাস্তদ্ভিন্না যে লোকাঃ প্রাণিনস্তৈঃ সুখেন লভ্যতে য ইত্যর্থঃ । ন কেবলং সুলভোহপি তু বশ্যশ্চ নামোচ্চারয়ামীতীচ্ছায়াং জাতায়াং স্বয়মেব স্ফুরতীত্যর্থঃ । অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদগ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ । সেবোম্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদ ইত্যুক্তেঃ । এবম্ভূতত্বেহপি পরমফলদ ইত্যাহ মুক্তি শ্রিয়ঃ, মুক্তয় এব শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যঃ পরমসৌন্দর্য্যাঞ্চিতা ভগবৎ প্রিয়াঃ তাসাং বশীকারকঃ । ননু দশাক্ষরাদি মন্ত্র এবম্ভূতোহস্তি সত্যং তস্মাদপি কিঞ্চিদ্বৈশিষ্ট্যমস্তীত্যাহ নোদীক্ষামিতি শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ সঙ্কল্প পূর্ব্বকং মন্ত্রগ্রহণং দীক্ষা তাং নো মনাগীক্ষতে পর্য্যালোচয়তি যথা কথঞ্চিৎ প্রকারেণ দর্শন শ্রবণাদ্যৈরনুগ্রাহক ইত্যর্থঃ । মনাগীক্ষতে ইতি সর্ব্বত্র সমর্থনীয়ম্ । ন চ সৎক্রিয়াং চিত্তশুদ্ধ্যর্থং নিত্য নৌমিত্তিকাদি কর্ম্ম । নচ পুরশ্চর্য্যাং জপ হোম তর্পণাভিষেক ব্রাহ্মণভোজন রূপপঞ্চাঙ্গীং কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকোহয়ং মন্ত্রঃ রসনাস্পৃগেব ফলতীত্যন্বয়ঃ । শ্রীকৃষ্ণস্য নাম আত্মা স্বরূপং যস্য শ্রীকৃষ্ণনামেত্যর্থঃ । এবকারঃ দেহশুদ্ধ্যাদি নিরাসার্থঃ । নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি হরের্নামানি লুব্ধকেত্যাদি শ্রবণাৎ । ফলতি স্বাত্মগুণং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । দশাক্ষরাদি মন্ত্রাদৌ দীক্ষাদ্যপেক্ষতাস্তীতি বৈশিষ্ট্যং দর্শিতং বস্তুতস্তু মন্ত্রাণাং নামাত্মকত্বাৎ ফলদানে সাম্যমস্তি কিন্তু এতৎ পদ্যকর্ত্তুর্নাম্নি পরমৈকান্তিত্বেন প্রৌঢ়িতয়া এতাদৃশত্বমুক্তম্ । নন্বেবং গুরুকরণপূর্ব্বকদীক্ষায়া বিফলত্বমাপদ্যেত স্বাতন্ত্র্যেণ নাম গ্রহণেন সর্ব্ব ফলসিদ্ধেঃ । অত্রোচ্যতে । দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ । তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ । তথাহদীক্ষিত লোকানামন্নং বিন্মূত্রবজ্জলম্।

শ্রীপাদ লক্ষ্মীধর স্বামীর পদ্যে প্রতিপাদন করিতেছেন-শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্র মহাভাগ্যবানগণকে আকর্ষণ করেন, মহাপাতক সমূহের মূলোৎপাটন পূর্ব্বক তাহাদিগকেবিদুরিতকরেন, মূকঅর্থাৎ বাক্‌শক্তিরহিত(বোবা) মানব বিনা অতিশয় হীন জাতি চণ্ডালাদিরও পরম সুলভ্ মোক্ষলক্ষ্মীর বশীকরণ স্বরূপ, ঐ শ্রীনাম দীক্ষা দক্ষিণা পুরশ্চণের সামান্যও অপেক্ষা রাখেন না , কেবল মাত্র জিহ্বা স্পর্শ করিলেই পূর্ণ ফল প্রদান করেন । ২৯ ।

ভবানন্দস্য

বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি বিচিন্ত্যানি পুনঃপুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু নঃ ।। ৩০ ।। অনুষ্টুভ্

অদীক্ষিত কৃতং শ্রাদ্ধং গৃহীত্বা পিতরস্তথা । নরকেচপতন্ত্যেতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ । সহস্রৈরুপচারৈশ্চ ভক্তিযুক্তো যজেদ্‌যদি । তথাপ্যদীক্ষিতস্যার্চ্চা দেবা গৃহ্ণন্তি নৈব হি । নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাত্তপোভির্নিয়ম ব্রতৈঃ । ন তীর্থ গমনে নাপি নচ শারীর যন্ত্রণৈঃ । সদ্গুরোরাহিত দীক্ষঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি সাধয়েদিত্যাদি বচনৈ দীক্ষায়া নিত্যত্ব শ্রবণাৎ । তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেতেত্যাদ্যুক্ত্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয় ব্রতধারণমিতি শ্রীভগবদুক্ত্যা চ দীক্ষায়া আবশ্যকত্বাচ্চ । কিঞ্চ পদ্যান্তরে নাম্নো গুরুপদদ্বন্দে ভক্ত্যুৎপাদকত্বশ্রবণাৎ দীক্ষানন্তরং নাম গ্রহণাদৌ ফলাধিক্যমিতি প্রতীয়তে । অতঃ কশ্চিন্নদোষ প্রসঙ্গ ইতি । মন্ত্রৈকান্তিনস্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণ- যুগল লীলা দর্শনার্থং শ্রীললিতায়াঃ সকাশাৎ নারদস্য দীক্ষা শ্রবণাৎ শ্রীব্রহ্মা শ্রীব্যাস ধ্রুবাদীনাং মন্ত্রগ্রহণশ্রবণাচ্চ মন্ত্রে বৈশিষ্ট্যমাহুঃ । মন্ত্রৈকান্তিনাস্তু ন কালাদি নিয়মোহস্তি । তথাচ রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং । অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি । মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্‌মনসৈব সদাভ্যসেদিতি । কিন্তু তত্র কীলকবৎ পুরশ্চর্য্যাদ্যপেক্ষাস্তি কেবল নাম্নি তন্নাস্তি অতো দীক্ষানন্তরং নাম সেবনে মহত্ত্বতিশয়ো ধ্যেয় ইত্যলমিতি বিস্তরেণ। বিশেষ জিজ্ঞাসা চেদ্ভক্তিসন্দর্ভো দৃশ্যঃ । যদ্বা শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মকোহয়ং মন্ত্রঃ রসনা স্পৃগেব ফলতি ন ত্বভ্যাসসুস্বরাদ্যপেক্ষাং করোতীতি এবকারেণ অর্থানুসন্ধানাভাবেহপি অজ্ঞাতামৃত ভোজনবৎ স্বফলং দদাতীতি ভাবঃ । মন্ত্রপদেন সর্ব্বোহপি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রোজ্ঞেয়ঃ। ফল প্রকারমাহ আকৃষ্টীত্যাদি শ্রীশ্চ কৃষ্ণশ্চ শ্রীকৃষ্ণৌ তয়োর্নামেত্যেবং ব্যাখ্যানে এতৎ ফলানাং কৈমুত্যং জ্ঞেয়ম্ অত্র ।। ২৯।।

তদৈকান্তীনাং নামৈব জীবনোপায় ইতি ভবানন্দস্য পদ্যেন নির্দ্ধারয়তি বিচেয়ানীতি । পুনঃ পুনরিত্যনেনপ্রীতিদর্শিতা হে ভগবন্ ত্বন্নামানি কৃপণস্য ধনব্যয় কুণ্ঠস্য ধনানীব বিচেয়ানি যত্নেন স্থানাৎ সংগ্রাহ্যাণি প্রাপ্তেষু বিচার্য্যাণি এতানি মনোহরাণি বহুমূল্যানি অতঃ প্রাণেভ্যঃ প্রিয়ত্বেন কেভ্যোহপি ন দেয়ানি বিচিন্ত্যানি বন্ধু কুটুম্বাদয়ো রাজচৌরাদয়ো বা হরন্তীত্যভিপ্রেত্য গোপ্যত্বেন সদা স্মর্য্যমাণানি ভবন্তি । দৃষ্টান্তানি তু মমতাধিক্যাংশে নতু দানাদ্যভাবাংশে বিজ্ঞেয়ানি ।। ৩০ ।।

শ্রীনামৈকান্তী ভক্তের নামই জীবনোপায় শ্রীভবানন্দের পদ্যেরদ্বারা নির্দ্ধারণ করিতেছেন-হে শ্রীকৃষ্ণ! কৃপণ মানবের ধন যে প্রকার নানা স্থান হইতে সংগৃহীত

শ্রীশ্রীভগবতঃ

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ।। ৩১ ।। বসন্ততিলকম্ ।

নাম্নামনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্যং জ্ঞাপয়িতুং তত্রানুরাগহীনতয়েবাত্মানং নিন্দন্নিব তদনুরাগ বৃদ্ধয়ে তৎকর্ত্তারং শ্রীভগবন্তং শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ অন্যানুপশিক্ষয়িতুং প্রার্থয়তে তৎ তদীয়পদ্যেন লিখতি নাম্নামিতি । হে ভগবন্ ! ভবতা করুণয়া নাম্নাং বহুধা বহু প্রকারোঽকারি কস্মিন্ কস্মিন্ কস্য কস্যাভিরুচির্জায়তামিত্যেতদর্থম্ । যদ্বা নিত্যসিদ্ধানাং নাম্নাং করণাসম্ভবাদেবং বা ব্যাখ্যেয়ং ভবতা নাম্নাং বহুধা প্রকাশোঽভূৎ কৃঞঃধাতোরর্থান্তর-বৃত্তিত্বেনাকর্ম্মকত্বাদতো ভাবে প্রত্যয়ঃ । তত্রাপি তস্য তস্যাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং নিজস্য যা সর্ব্বশক্তিরস্তি সা তত্রার্পিতেতি 'সর্ব্বার্থশক্তি যুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েদিতি বিষ্ণুধর্ম্মবচনাৎ। অর্পিতেতি অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বেতি বদর্পিতাদৌ অনাদিসিদ্ধত্বং জ্ঞেয়ম্। অতস্তব কৃপৈতাদৃশী নিরুপমা । মমাপি অপিশব্দাজ্জগতশ্চ দুর্দ্দৈবমীদৃশং মনো বচসোরগোচরং যত ইহ নামসু অনুরাগো নাজনি ন জাতোঽভূৎ যতো রসনাদয়োঽন্যেষাং কথন শ্রবণ স্মরণ পরা অধুনাপি ন সন্তীতি মাং ধিক্ ধিগিতি ব্যজ্যতে ।। ৩১ ।।

হয়, ব্যয় বিষয়ে বিচার যোগ্য হয়, এবং রক্ষার বিষয় বারম্বার চিন্তারকারণ হয়, সেইপ্রকার আপনার শ্রীনামও আমাদের সঞ্চয় বিচার ও রক্ষার বিষয় হউন ।৩০।

শ্রীকৃষ্ণনামের অনির্ব্বচনীয় মহিমা শ্রবণ করিয়াও তাহাতেআমার অনুরাগ হইল না, তাহা ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পদ্যে প্রকাশ করিতেছেন -হে ভগবন্! শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আপনার নাম সকলকে গোবিন্দ, দামোদর, মুকুন্দ, শ্যামসুন্দর ইত্যাদি বহু প্রকারে প্রকট করতঃ ঐ নাম সকলে নিজের সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছেন এবং করুণা বশতঃ নাম সকলের স্মরণ করিবার সময়েরও কোন নিয়ম রাখেন নাই, হেপরমকৃপাময় ! তোমার এতাদৃশী মহতী কৃপা, কিন্তু আমারও এমন মহাদুর্দৈব আপনার নাম সকলে কিঞ্চিৎ মাত্রও অনুরাগ জন্মিল না ।৩১ ।

অথ নামকীর্ত্তনম্

শ্রীশ্রীভগবতঃ

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।। ৩২ ।। অনুষ্টুভ্

শ্রীলক্ষ্মীধরাণাম্

শ্রীরামেতি জনার্দ্দনেতি জগতাং নাথেতি নারায়ণে-

যতো নাম্নৈতাদৃশমহিম বদতঃ সদা কীর্ত্তনীয়মিতিপ্রাপ্তে স শ্রীভগবান্ তস্য মুখ্যাধিকারি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সদা কীর্ত্তনে বিধিং বিদধীতেতি । তৎ কৃত পদ্যেন লিখতি তৃণাদপীতি তৃণজাতিঃ খলু নম্রতাস্বভাবেন সদা ভূমিলগ্নাহস্তি অন্যকর্ত্তৃক পীড়নেনাপি ন কদাচিদাত্মশির উন্নমতে তস্মাৎ সকাশাৎ সুনীচেনেত্যর্থঃ, তরোরপীতি তরু জাতিরপি ফলপুষ্পপত্র ত্বঙ্মূলাদিভিঃ সর্ব্বেষাং হিতং করোতি তৈশ্ছিদ্যমানাদিভিরপি যথাপরাধং সহতে তস্মাদপি সহন শীলেনেত্যর্থঃ । অমানিনেতি যত্র কুত্রাপি গতোঽপ্যন্যৈরনাদৃতোঽপি তেষামাদরং কুর্ব্বতেত্যর্থঃ মানদেন চ যোগ্য মানাদি দাতৃ কর্ত্তৃক । এবম্ভূতেন হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ নতু সাহঙ্কারিণেতি তব্যঙ্ প্রত্যয়ার্থঃ ।। ৩২ ।।

অথ নামকীর্ত্তনং বিনা চিত্ত শুদ্ধির্ন জায়তে তেন তস্যাং সত্যাং রূপকীর্ত্তন যোগ্যতা তেন সম্যগুদিতে রূপে গুণানাং স্ফূর্ত্তিঃ সম্পদ্যেত ততঃ স পরিকরেষু নাম রূপ গুণেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং সুষ্ঠু স্ফূর্ত্তির্ভবতীত্যভিপ্রেত্যাহ অথেতি। তস্যকীর্ত্তনপ্রকারং শ্রীলক্ষ্মীধরাণাং পদ্যেন লিখতি শ্রীরামেতি । রমন্তে

শ্রীশ্রী নামসঙ্কীর্ত্তন

যে হেতু শ্রীনামের মহিমা এই প্রকার সুতরাং সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে হইবে এই বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত পদ্যে অধিকারী নিরূপণ করিতেছেন -যিনি নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও অতিশয় নীচ মনে করেন, এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন, তথা নিজে মান শূন্য হইয়া অন্য মানবকে যথা যোগ্য সম্মান প্রদান করেন, এই প্রকার বৈষ্ণব কর্ত্তৃক শ্রীহরি সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হন এবং এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন কারী বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় । ৩২ ।

শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন বিনা চিত্ত শুদ্ধি হয় না, সুতরাং সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে রূপ কীর্ত্তনের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, রূপের অনুভব হইলে গুণের স্ফূর্ত্তি হয়,

ত্যানন্দেতি দয়াপরেতি কমলাকান্তেতি কৃষ্ণেতি চ।
শ্রীমন্নামমহামৃতাব্ধিলহরীকল্লোলমগ্নং মুহু-
র্মুহ্যন্তং গলদশ্রুনেত্রমবশং মাং নাথ ! নিত্যং কুরু ।। ৩৩ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম।

যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি । অতো রাম পদেনাসৌ পরমাত্মাভিধীয়তে ইতিস্মরণাৎ হেপরমাত্মরূপ । যদ্বা রময়তিঅভীষ্টার্থ দানেন ভক্তান্ সুখয়তীতি হে তথাভূত । অতো জনার্দ্দনেতি জনানাত্মানং যাচয়তিঅর্দ্দ যাচনে ধাতোঃ তৎ কুতঃ জগতাং নাথেতি নাথঃ খলু স্বপাল্যান্ স্নেহেন সুখয়তীতিজগন্নাথঃ তৎ কুতস্তত্রাহ নারায়ণেতি নরসমূহো নারং তস্যায়নমাশ্রয়ঃ সর্ব্বজীবাশ্রয়ঃ । যদ্বা নারীণাং অর্থাৎ ব্রজরমাণাং সমূহো নারং তৎ অয়নমাশ্রয়ো যস্য হে স । তস্য কুতঃ সুখ দাতৃত্বং তত্রাহানন্দেতি আনন্দয়তীত্যানন্দ আনন্দরহিতেভ্যোঽন্যেভ্য আনন্দদাতৃত্বেন স্বয়ং আনন্দরূপ । রসো বৈ স ইত্যাদি শ্রুতেঃ । তান্ প্রতি কৃতস্নেহস্তত্রাহ দয়াপরেতি দয়ার্দ্র এবম্ভূত গুণাক্রান্তত্বেন লক্ষ্ম্যা অপিস্পৃহণীয় ইত্যাহ কমলাকান্তেতি কান্তকমনীয় যদ্বা কমলং পদ্মং শ্রীকৃষ্ণেন সহ ক্রীড়ার্থং তৎ হস্তে যস্যাঃ সা শ্রীরাধা তস্যা রমণ । এবম্ভূতত্বেঽপি-কৃষ্ণশ্রীযশোদাস্তনন্ধয় নাথ হে স্বামিন্ ইত্যেবং শ্রীমন্নাম মহামৃতাব্ধি লহরী কল্লোলমগ্নং শ্রীমন্নাম মহাসুধাসিন্ধুস্তস্য লহরী কল্লোলঃ মহাতরঙ্গস্তত্রমগ্নং অতএব মুহুর্মুহ্যন্তং জগদাবেশরহিতং গলদশ্রুনেত্রং গলৎ ক্ষরৎ অশ্রু যয়োরেবম্ভূতে নেত্রে যস্য তত্র বাবশং কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমশক্তং মাং নিত্যং কুর্ব্বিত্যন্বয়ঃ । এবং প্রতিনাম ব্যাখ্যানে গ্রন্থবাহুল্যং অতঃ পরপরত্র তন্ন করিষ্যতে ।। ৩৩ ।।

এই প্রকার নাম রূপ গুণাদির সম্যক স্ফুর্ত্তি হইলেই লীলার সুষ্ঠু স্ফুর্ত্তি ও অনুভব হয়,, তাহা শ্রীপাদলক্ষ্মীধরস্বামীর পদ্যে নিরূপণ করিতেছেন- হে শ্রীরাম ! হে জনার্দন ! হে জগতের নাথ ! হে নারয়ণ ! হে আনন্দময় ! হে দয়াপর ! হে কমলাকান্ত ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে নাথ ! আপনার এই সকল শ্রীমন্নাম রূপ মহা অমৃতসিন্ধু লহরী কলোলে আমাকে নিত্য মগ্ন করুন, এবং সর্ব্বদা প্রেম মোহযুক্ত সজল নয়ন বিবশতা সম্পন্ন করুন, আর কি প্রার্থনা করিব? ।৩৩ ।

তেষামেব

শ্রীকান্ত কৃষ্ণ করুণাময় কঞ্জনাভ।
কৈবল্যবল্লভ মুকুন্দ মুরান্তকেতি।
নামাবলীং বিমলমৌক্তিকহারলক্ষ্মী-
লাবণ্যবঞ্চনকরীং করবাম কণ্ঠে ।। ৩৪ ।। বসন্ততিলকম্।

কস্যচিৎ

কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ বামন বাসুদেব জগদ্গুরো
মৎস্য কচ্ছপ নারসিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাম্।
দেবদানবনারদাদিমুনীন্দ্রবন্দ্য দয়ানিধে
দেবকীসুত দেহি মে তবপাদভক্তিমচঞ্চলাম্ ।। ৩৫ ।। হরনর্ত্তনম্

নামাবলেঃ কণ্ঠে ধারণাৎ পরমশোভা ভবতীতি তেষাং পদ্যেনাহ শ্রীকান্তেতি। কঞ্জং পদ্মং কৈবল্যবল্লভেতি কৈবল্যং নাম জ্ঞানযোগাৎ প্রকৃতি বিযুক্তস্বাত্মানুভবরূপোঽভবঃ ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদাঃ। তস্য বল্লভ অধ্যক্ষ দাতেত্যর্থঃ। শ্রীকান্তেত্যাদি নামাবলিং বয়ং কণ্ঠে করবাম তাং কথং ভূতাং বিমলো নির্ম্মলো যো মৌক্তিকহারস্তস্য যে লক্ষ্মীলাবণ্যে শোভা চৈক্কণ্যে তয়োর্ব্বঞ্চনকরীং তিরস্কারিণীং পরমশোভাবতীমিত্যর্থঃ অয়ম্ভাবঃ। নির্ম্মল মৌক্তিক হারধারণেন কণ্ঠস্য যাদৃশী শোভা ভবতি। শ্রীগোপীচন্দনেন লিখিতায়াঃশ্রীকান্তেত্যাদি নামাবলের্ধারণেন ততোঽধিকা পরম শোভা ভবতীতি। যদ্বা তাদৃশ হারধারণেন কণ্ঠস্য সৌভাগ্যমিব কণ্ঠমধ্যে সুস্বরেণোচ্চারণেন সৌভাগ্যং ভবতীতি ।। ৩৪ ।।

নাম নামিনোরভেদত্বাৎ নাম্নঃ সর্ব্বশক্তিতাং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি কৃষ্ণেতি দেবকীসুতেতি। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকী চেতি বচনাৎ হে যশোদাসুত! অচঞ্চলাং স্থিরাং অন্যৎ সুগমম্ ।।৩৫ ।।

শ্রীকৃষ্ণ নামাবলী কণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করেণ সুবর্ণ অলঙ্কার নহে, তাহা শ্রীপাদলক্ষ্মীধরের পদ্যে লিখিতেছেন - শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকান্ত করুণাময় পদ্মনাভ কৈবল্য বল্লভ (মুক্তি পতি) মুকুন্দ মুরান্তকইত্যাদি শ্রীগোবিন্দনামাবলী যাহা সুনির্ম্মল মুক্তা হারের অতিশয়লাবন্যের তিরস্কারিনী তাহা আমরা সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণ করিব। ৩৪

শ্রীকৃষ্ণের নামই অচলা ভক্তি প্রদানে সমর্থ তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির বাক্যে লিখিতেছেন -হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে শ্রীরাম ! হে শ্রীমুকুন্দ ! হে শ্রীবামন

শ্রীবৈষ্ণবস্য

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব ।
হে রামানুজ হে জগত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ।। ৩৬ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

তদৈকান্তিনাং কীর্ত্তনপ্রকারং শ্রীবৈষ্ণবস্য পদ্যেন লিখতি হে গোপালকেতি। সিন্ধুকন্যা লক্ষ্মীঃ । হে গজেন্দ্র করুণাপারীণেতি পারীণঃ পারং গত ইত্যর্থে পারাবারাভ্যামীন ইতি শৈষিক ঈনঃ । গজেন্দ্রং প্রতি যা করুণা তস্যাং পারীণ হে গজেন্দ্রমহাদয়ালো ! ইত্যর্থঃ। যদ্বা গজেন্দ্রং প্রতি করুণয়া পারীণ তন্নিকটং গত । পারং প্রান্তে পরতটে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ । আচার্য্য পাদাস্তু গজেন্দ্রকরুণাং পাতি রক্ষতীতি হে তথাভূত অরীণ অগম্য রীঙগতৌ ক্তঃ অজ্ঞেয় ইতি বা সর্ব্বে গত্যর্থা জ্ঞানার্থা ইতি বচনাৎ । যদ্বা গজেন্দ্রে করুণা যস্য হে তথাভূত । নাস্তি পারীণঃ পারগতো যস্য হে তথা ভূত যস্য পারং যাতুং কোঽপি ন শক্ত ইতি ভাব ইত্যাহুঃ । হে রামানুজেতি হে বলভদ্র কনিষ্ঠ ! মাং পালয় রক্ষ । নম্বন্যানাশ্রয়স্ব তে রক্ষেয়ুস্তত্রাহ ত্বাং বিনা ন পরমন্যমুৎকৃষ্টং বা জানীমোঽতঃ কান্ ভজামহে ইতি ভাবঃ । ত্বামিতি । ত্বং কারোঽপি বধস্থানে প্রোক্তঃ পূর্ব্বৈর্মহর্ষিভিঃ । পূজ্যানাস্তু প্রতিশ্রুত্যাঽদানে শাস্ত্রং বিনা বধ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাৎ কথং পরম পূজ্যে ভগবতি ত্বম্পদপ্রয়োগঃ । উচ্যতে। যুষ্মদস্মদোরত্যন্ত ভেদাবগমাৎ মায়াবাদিবদভেদপরিহারার্থং স্বদাস্যত্ব বিজ্ঞাপনার্থঞ্চেতি দিক্ । অন্য শব্দ প্রয়োগে ভগবতঃ সাক্ষাৎ প্রতীত্যর্থাভানং স্যাদিত্যপি ধ্যেয়ং এবং সর্ব্বত্রানুসন্ধেয়ম্ ।। ৩৬ ।।

হে শ্রীবাসুদেব! হে শ্রীজগদ্গুরো ! হে শ্রীমৎস্যদেব ! হে শ্রীকূর্মদেব ! হে শ্রীনারসিংহদেব ! হে শ্রীবরাহদেব ! হে শ্রীরাঘবেন্দ্র ! আমাকে রক্ষাকরুন, হে দেব দানব নারদাদি মুনিগণবন্দ্য ! হে শ্রীদয়ানিধে ! হে শ্রীদেবকী নন্দন ! আপনার শ্রীচরণকমলে আমাকে অচলা ভক্তি প্রদান করুন । ৩৫ ।

শ্রীকৃষ্ণৈকান্তি বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই কর্ত্তব্য তাহা শ্রীবৈষ্ণব নামা কবির পদ্যে দেখাইতেছেন - হে গোপালক ! হে কৃপাজলনিধে ! হে সিন্ধুকন্যাপতে! হে কংসান্তক ! হে গজেন্দ্রকরুণা পারীণ ! গজেন্দ্র করুণা সাগর পারগামী! হে

তস্যৈব

শ্রীনারায়ণ পুণ্ডরীকনয়ন শ্রীরাম সীতাপতে
গোবিন্দাচ্যুত নন্দনন্দন মুকুন্দানন্দ দামোদর ।
বিষ্ণো রাঘব বাসুদেব নৃহরে দেবেন্দ্রচূড়ামণে
সংসারার্ণব কর্ণধারকহরে শ্রীকৃষ্ণ তুভ্যং নমঃ ।। ৩৭ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্ ।

শ্রীগোপালভট্টানাম্

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডন বর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে

কস্যচিৎ পদ্যেন শ্রীকৃষ্ণস্যৈব তন্নাম্নঃ সর্ব্বনাম্নামংশিত্বং ব্যঞ্জয়ন্নাহ শ্রীনারায়ণেতি । কৃষ্ণায় কৃষ্ণনাম্নে তুভ্যং নম ইত্যন্বয়ঃ হে ত্বং কথম্ভূত শ্রীনারায়ণেত্যাদি ।পুণ্ডরীকং পদ্মম্ । দেবেন্দ্রচূড়ামণে ইতি দেবেন্দ্রা ব্রহ্মশিবাদয়ঃ তেষাং চূড়ামণে চূড়ামণিরিব ধার্য্য ।সংসারার্ণবকর্ণধারেতিসংসার এবার্ণবঃ সমুদ্রস্তস্য পারে কর্ণধার নাবিক ইব এতেন কীর্ত্তনাদের্নৌকারূপত্বং ব্যজ্যতে । কুহরেতি কু পাপং হরতীতি হে তথাভূত ।পাপ কুৎসেষদর্থে কু ইতিনানার্থবর্গাৎ ।অথবা সংসারার্ণব কর্ণধারকইতি । হরে ইতিপাঠান্তরং জ্ঞেয়ম্ ।। ৩৭ ।।

শ্রীগোপাল ভট্টানাং পদ্যেন ব্রজবাসিজনপ্রিয় নামানি নির্দিশন্নাহ ভাণ্ডীরেশেতি । এবমেববিশেষ বলাৎ কৃষ্ণেতি বিশেষ্যপদমাক্ষিপ্যতে অতো হে কৃষ্ণ! দীনং ভবদ্দর্শনাভাবেন ক্ষিণ্ণং মামানন্দয় সাক্ষাদ্দর্শনংদত্ত্বা সেবাং গৃহাণেতি

মাধব ! হে বলদেবানুজ! হে জগত্ত্রয়গুরো ! হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! নীলকমলনয়ন! হে শ্রীগোপীজন বল্লভ ! আপনাকে ছাড়িয়া আমি অন্য কাহাকেও জানি না, আমাকে রক্ষা করুন। ৩৬

শ্রীকৃষ্ণনামই সকল ভগবন্নামের অংশী তাহা অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন -হে শ্রীনারায়ণ ! হে শ্রীপুণ্ডরীকনয়ন ! হে শ্রীরাম ! হে শ্রীসীতাপতে ! হে শ্রীগোবিন্দ! হে অচ্যুত ! হে শ্রীনন্দ নন্দন ! হে শ্রীমুকুন্দ ! হে আনন্দময় হে শ্রীদামোদর!হে বিষ্ণো ! হে শ্রীরাঘব ! হে শ্রীবাসুদেব !হে নৃহরে!হে দেবেন্দ্র ! হে সংসারার্ণব কর্ণধার ! হে শ্রীহরে ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনাকেনমস্কার করি , সর্ব্বশেষে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করা হেতু শ্রীকৃষ্ণনামই সকল নামের অংশী । ৩৭ ।

সর্ব্বশেষে ব্রজবাসিজনগণের সাতিশয় প্রিয় নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীপাদ

বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয় ।। ৩৮ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্ ।

অথ শ্রীকৃষ্ণকথামাহাত্ম্যম্

শ্রীভগবদ্ব্যাসপাদানাম্

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ ।।৩৯ ।। অনুষ্টুভ্ ।

স্বসুখেচ্ছা পরিহৃতা । হে ত্বং কথম্ভূত ভাণ্ডীরেশেত্যাদি । ভাণ্ডীর নামা বট স্তস্য স্বামিন্ তত্র তস্যৈব ক্রীড়াধিকারাৎ । শিখণ্ডো ময়ূরপিচ্ছং তেন মণ্ডনং ভূষণং যস্য হে তথাভূত হে বর শ্রেষ্ঠ । যদ্বা শিখণ্ডমণ্ডনেন শ্রেষ্ঠ শ্রীখণ্ডশ্চন্দনং তেন লিপ্তান্যঙ্গানি যস্য বৃন্দারণ্যস্য পুরন্দর স্বামিন্ । স্ফুরদ্দেদীপ্যমানমমন্দমুৎকৃষ্টং যদিন্দীবরং তস্যেব শ্যামল শ্যামকান্তে । কালিন্দী যমুনা পরানন্দ পরমানন্দ অরবিন্দং পদ্মং অন্যৎ স্পষ্টম্।। ৩৮ ।।

সর্ব্বেভ্যো নাম্নঃপ্রাধান্যাদাদৌ তন্মাহাত্ম্যাদি লিখিত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য কথা মাহাত্ম্যং লিখিতুং প্রকরণমারভতে অথেতি । তত্র শ্রীভগবদ্ব্যাসপাদানাং পদ্যেন শ্রুতিপ্রতিপাদিতশ্রবণমননাদিত আধিক্যং দর্শয়তি শ্রুতমিতি । উপনিষদ্বেদশিরোভাগস্তৎপ্রতিপাদ্যং নির্ভেদ ব্রহ্মণঃ শ্রবণমননাদি কথন তন্ময়া শ্রুতমপি হরিকথামৃতাৎ দূরেঽস্ত্বিত্যন্বয়ঃ কথাচরিতমেবপরম স্বাদুত্বাদমৃতং তৎ হরিকথামৃতং

গোপালভট্ট গোস্বামীর পদ্যে প্রকরণ পূর্ণ করিতেছেন - হে শ্রীভাণ্ডীরেশ ! হে ময়ূর পুচ্ছ বিভূষণ ! হে শ্রীব্রজ শ্রেষ্ঠ ! হে চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ ! হে শ্রীবৃন্দারণ্যপুরন্দর ! হে ইন্দীবর শ্যামল ! অর্থাৎ দেদীপ্যমান সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীলকমল তুল্য শ্যামলাঙ্গ ! হে শ্রীকালিন্দীকেলিপ্রিয়! হে শ্রীনন্দ নন্দন ! হে শ্রীব্রজপরমানন্দ ! হে অরবিন্দেক্ষণ! হে গোবিন্দ ! হে শ্রীমুকুন্দ ! হে শ্রীসুন্দরতনো ! আমি অতিশয় দীন আমাকে আনন্দিত করুন ।৩৮।

শ্রীকৃষ্ণ কথা মাহাত্ম্য

সকল সাধনের মধ্যে শ্রীনামকীর্ত্তনের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণের মহিমা ভগবান শ্রীব্যাসদেবের পদ্যে প্রতিপাদন করিতেছেন - আমি

কবিরত্নস্য

নৈব দিব্যসুখভোগমর্থয়ে নাপবর্গমপি নাথ কাময়ে ।
যাস্তু কর্ণবিবরং দিনে দিনে কৃষ্ণকেলিচরিতামৃতানি মে ।। ৪০ ।।

রথোদ্ধতা

তস্যৈব

অহো অহোভির্ন কলের্বিদূয়তে সুধাসুধারা মধুরং পদে পদে ।

প্রাপ্য দূরে নতু তন্নিকটস্থং ভবিতুং যোগ্যমিতি ভাবঃ । কুতস্তত্রাহ যদিতি যচ্ছব্দোঽব্যয়ং সপ্তম্যর্থঃ যত্র নির্ভেদ ব্রহ্ম শ্রবণমননাদিকথনে দ্রবচ্চিত্তং তদনুকম্পাশ্রু পুলকোদ্‌গমাঃ সাত্বিকবিকারা ন সন্তি ন ভবন্তীত্যর্থঃ ।। ৩৯ ।।

সাক্ষান্মুক্তেরপি কথাকীর্ত্তনস্যাধিক্যং কবিরত্নস্য পদ্যেন নির্দ্দিশতি নৈবেতি। নাথ হে ভগবন্ দিব্যং স্বর্গজনিতং সুখভোগং নৈব অর্থয়ে অহমিতি শেষঃ অন্যৎ কিং বক্তব্যং অপবর্গমপীতি অপি শব্দার্থঃ । অয়ে ভক্ত তদা কিং প্রার্থয়সে তত্রাহ দিনে দিনেপ্রতিদিনংপরমোৎকণ্ঠয়া বীপ্সা কৃষ্ণকেলিচরিতামৃতানি কৃষ্ণস্য কেলীনাং পরিহাসেন চরিতান্যাচরিতান্যেবামৃতানি অর্থান্মধুররসসম্বন্ধীনি কৃষ্ণকথা-মৃতানীত্যর্থঃ । কর্ণবিবরং কর্ণছিদ্রং যান্তিতিপ্রার্থয়ে, প্রমাণন্তু- যা নির্বৃতি স্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথা শ্রবণেন বা স্যাৎ । সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূদিত্যাদি শ্রীভাগবতে সুস্পষ্টমস্তি ।। ৪০ ।।

কথামৃতস্য কলিতাপহারিত্বং তস্যৈবপদ্যেনাহ অহো ইতিঅহো ইতিকরুণায়াং অহো ধিগর্থে শোকেচ করুণার্থ বিষাদয়োরিতি শব্দরত্নাকরাৎ । কলেরহোভির্দিনৈ-র্ভবতা ন বিদূয়তে ভবত উপতাপো ন ভবেদিত্যর্থঃ ভাবে প্রত্যয়াৎ । কথং

বেদ-শিরোভাগ উপনিষদ্‌প্রতিপাদিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণ ও মনন করিলাম, কিন্তু ঐ শ্রবণাদি শ্রীকৃষ্ণ কথা রূপ মহামৃত হইতে অতিশয় দূরে রহিয়াছে, কারণ ব্রহ্ম বিষয়ের শ্রবণে চিত্তদ্রব-কম্প-অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণ মাত্রই তাহা হয় । ৩৯ ।

সাক্ষাৎ মুক্তি হইতেও শ্রীকৃষ্ণ কথা কীর্ত্তনের মহিমাধিক্য শ্রীকবিরত্ন মহাশয়ের পদ্যে লিখিতেছেন - হে মুক্তিনাথ ! আমি আপনার নিকটে দিব্য স্বর্গ সুখ ভোগ প্রার্থানা করি না, এবং মুক্তিও কামনা করি না, কেবল শ্রীকৃষ্ণকেলী চরিতামৃতই প্রতিদিন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করুক, আমি এই মাত্র প্রার্থনা করি ৪০।

শ্রীকৃষ্ণ কথাই কলিতাপ হরণে সমর্থ তাহা পুনঃ শ্রীকবিরত্ন মহাশয়ের পদ্যে

দিনে দিনে চন্দনচন্দ্রশীতলং যশো যশোদাতনয়স্য গীয়তে ।। ৪১ ।।

বংশস্থবিলম্

শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীপাদানাম্-

নন্দনন্দনকৈশোরলীলামৃতমহাম্বুধৌ ।

নিমগ্নানাং কিমস্মাকং নির্ব্বাণলবণাম্ভসা ।। ৪২ ।। অনুষ্টুভ্।

শ্রীধরস্বামিপাদানাম্

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ ।

তত্তাপনিবৃত্তিঃ স্যাত্তত্র করুণয়াহ যশোদাতনয়স্য কৃষ্ণস্য যশোগীয়তে ভবতেতি শেষঃ । তৎ কথম্ভুতং পদে পদে প্রতি বাক্যে পদং ক্লীবন্তু বাক্যে স্যাৎ শব্দে চ ব্যবসায়কে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ । যদ্বা প্রতিক্ষণে স্বাদু স্বাদু পদে পদে ইত্যত্র শ্রীস্বামিপাদৈস্তথা ব্যাখ্যানাৎ। সুধায়া অমৃতস্য সুধারা অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ স্তস্যা মধুরং সুস্বাদ্যং দিনে দিনে প্রতিদিবসে চন্দনচন্দ্র শীতলং চন্দনযুক্ত কর্পূরবৎ শীতলম্। যদ্বা চন্দনপঙ্কাৎ চন্দ্রাদপি শীতলং অতস্তাপশান্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ ।।৪১

জ্ঞানিনাং পরমবাঞ্ছিতাৎ সাযুজ্যাদপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ যাদবেন্দ্র পুরীপাদানাং পদ্যেন নন্দনন্দনেতি । কৈশোরেতি কৈশোরোপাসকস্য বচনং তস্য যত্তদবস্থাকৃত লীলায়ামপি জ্ঞেয়ম্। তত্র নিমগ্নানামিতি তস্যা অমৃতসমুদ্রতয়া রূপকেণ নিমগ্নানামিত্যস্যাপি বাচকতা বাচ্যা তেন তদাস্বাদকতয়া পরম সুখিতানাং নির্ব্বাণ লবণাম্ভসা নির্ব্বাণং সাযুজ্যমুক্তিঃ সৈব লবণাম্ভঃ লবণ সমুদ্রজলং তেন কিং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং তস্যাল্পত্বাৎ বিরসত্বাদাচমনেপি নিষিদ্ধত্বাচ্চেতি ভাবঃ অমৃত সমুদ্রতয়া রূপণংদুষ্পারত্বাৎ দুর্জ্ঞেয়ত্বাচ্চেতি জ্ঞেয়ং ।। ৪২ ।।

শ্রীধরস্বামিনাংপদ্যেন তদেব নির্দ্ধারয়তিত্বদিতি ।পাথোধিঃ সমুদ্রঃ চতুর্ব্বর্গং ধর্ম্মার্থ

প্রতিপাদন করিতেছেন-অহো! কি আশ্চর্য্য আপনারা আর কলির দোষে দিনেদিনে অভিভূত হইবেন না, যদি দিনে দিনে চন্দন ও চন্দ্র অপেক্ষা অধিক সুশীতল শ্রীযশোদানন্দনের যশোগান করেন । কারণ শ্রীকৃষ্ণ কথামৃত বৃষ্টি কলিতাপ বিনষ্ট করেন । ৪১ ।

জ্ঞানিগণের পরমবাঞ্ছিত নির্ব্বাণপদ হইতে শ্রীকৃষ্ণ কথামৃত শ্রেষ্ঠ তাহা শ্রীযাদবেন্দ্র পুরীপাদের পদ্যে প্রমাণিত করিতেছেন - ওহে ! আমরা শ্রীনন্দনন্দনের কৈশোর লীলামৃত স্বরূপ মহাসমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছি সুতরাং নির্ব্বাণ বা মুক্তি রূপ সামান্য লবণপূর্ণ জলে আমাদের প্রয়োজন কি ? ৪২ ।.

কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্ ।। ৪৩ ।। অনুষ্টুভ্ ।

কস্যচিৎ

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ ।। ৪৪ ।। ইন্দ্রবজ্রা

শ্রীশঙ্করস্য

যা ভুক্তিলক্ষ্মীর্ভুবি কামুকানাং যা মুক্তিলক্ষ্মীর্হৃদি যোগভাজাম্ ।
যানন্দলক্ষ্মী রসিকেন্দ্রমৌলেঃ সা কাপি লীলাবতু মাধবস্য ।। ৪৫ ।।

ইন্দ্রবজ্রা

কামমোক্ষরূপং তৃণোপমং তৃণবদনাদরণীয়ম্ ।। ৪৩ ।।

ভগবৎ কথাস্থানে সর্ব্বেষাং তীর্থানাং সমাগমো ভবতি রাজাগমনে তৎ পরিকরাণামাগমনবদিতি । যদ্বা আত্ম পবিত্রার্থং তেষামবস্থানং ভবতীতি কস্যচিৎ পদ্যেন নির্দ্দিশতি তত্রৈবেতি । অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উদারা মনোহরা যা কথা তস্যাঃ প্রসঙ্গঃ কীর্ত্তনাদিঃ ।। ৪৪ ।।

তস্যা বিষয়িভেদেন ফলদাতৃত্বং শ্রীশঙ্করস্য পদ্যেন লিখতি যেতি । মাধবস্য সা কাপি ঐশ্বর্য্যময়ী মাধুর্য্যময়ী বা লীলা অবতু রক্ষতু যুষ্মানিতি শেষঃ । যা কামুকানাং বিষয়কামিনাং ভুবি ভুক্তিলক্ষ্মীর্ভোগসম্পত্তিঃ যোগভাজাং যোগিনাং

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামির পদ্যে তাহা দৃঢ় করিতেছেন - হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনার কথামৃত রূপ মহাপারাবারে মহা আনন্দ সহকারে, বিচরণশীল ভক্তি সৌভাগ্যে ভাগ্যবান মানবগণ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে তৃণের সমান অবজ্ঞা করেন । ৪৩ ।

শ্রীকৃষ্ণকথা যে স্থানে কীর্ত্তন হয় তথায় তীর্থ সকল আগমন করেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন -যেস্থানে আত্মদানেও ক্ষয়রহিত শ্রীকৃষ্ণের পরম মনোহর কথাপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন হয়, সেই স্থানেই গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী সরস্বতী ও অন্যান্য নানা তীর্থ সকল সেই স্থানেই নিবাস করেন । ৪৪ ।

শ্রীকৃষ্ণ কথা অধিকারী ভেদে প্রকাশিত হয়েন তাহা শ্রীশঙ্করের পদ্যে প্রতিপাদন করিতেছেন - শ্রীমাধবের যে ঐশ্বর্য্য বা মাধুর্য্যময়ী লীলাকথা, সেই লীলাকথাই পৃথিবীমধ্যে বিষয়াসক্ত কামিমানবগণের ভোগরূপ সম্পত্তি , যাহা বিষয়রস পরিত্যাগি যোগিগণের হৃদয়ে মুক্তিরূপা লক্ষ্মীরূপে অনুভূত হন,

"অথ কৃষ্ণধ্যানম্"

শারদাকারস্য

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ।। ৪৬ ।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্

হৃদি মুক্তিসম্পত্তিঃ। রসিকেন্দ্রমৌলের্ভক্তিরসশেখরস্যানন্দলক্ষ্মীঃ প্রমোদ সম্পত্তিঃ প্রেমময়ী স্যাৎ তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তিরায়ুর্ঘৃতমিতিবৎ ।। ৪৫ ।।

অথ যস্য মহিমাদি নির্দ্ধারিতং তস্য কিং রূপমিত্যপেক্ষায়াং ধ্যানং নির্দ্দিশতি অথ ধ্যানমিতি। তত্র শ্রীশারদাকারস্য পদ্যেনাহ ফুল্লেন্দীতি। অহং গোবিন্দং ভজে ইত্যন্বয়ঃ। তং কথম্ভূতং ফুল্লেন্দীবরেত্যাদি তত্র ফুল্লেতি শোভা বৈশিষ্ট্যার্থং ইন্দুশ্চন্দ্র স্তদ্বদাহ্লাদকং বদনং যস্যেতি তম্ । বর্হা ময়ূরপিচ্ছং তন্নির্ম্মিতো যোঽবতংসঃ শিরোভূষণং স প্রিয়ো যস্য তম্ । শ্রীবৎসো দক্ষিণস্তনোপরি দক্ষিণাবর্ত্ত শুক্ল লোমাবলিঃ সোঽঙ্কঃ চিহ্নং যস্য তং উদারো রম্যো যঃ কৌস্তুভোমণিস্তং ধারয়তীতি কৌস্তুভস্য স্বাভাবিক রম্যত্বেঽপ্যুদারত্বমিতি বিশেষণং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজে পূর্ণতমত্ববৎ তস্যাপি তত্র মাধুর্য্যাধিক্যং জ্ঞেয়ম্ ।পীতাম্বরত্বং শোভা বৈশিষ্ট্যার্থং অতএব সুন্দরম্। পরিকর বৈশিষ্ট্যেন রূপ বৈশিষ্ট্যমাহ গোপীনাং ভাববতীনাং নয়নে এব উৎপলে

এবং যে লীলাকথা ভক্তিরসরসিক ভক্ত শিরোমণিগণের সেবানন্দ লক্ষ্মী স্বরূপা, সেই শ্রীকৃষ্ণের কোন এক অনীর্ব্বচণীয় লীলা তোমাদিগকে রক্ষা করুন । ৪৫ ।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

যাঁহার এই প্রকার মহিমা কীর্ত্তন করা হইল তাঁহার রূপাদি কি প্রকার ? এই অপেক্ষায় শ্রীশারদা তিলক নিবন্ধকারেরপদ্যে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বলিতেছেন-যাঁহার প্রফুল্লিত নীল কমলের সমান অঙ্গকান্তি, শারদ পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় মনোরম বদন সুষমা, ময়ূর চন্দ্রিকা নির্ম্মিত ভূষণে অতিশয় প্রীতি, বক্ষ স্থলে দক্ষিণাবর্ত্ত শ্বেত রোমাবলী রূপ শ্রীবৎস চিহ্ন যুক্ত, পরম মনোহর কৌস্তুভমণি শোভিত বক্ষস্থল, পীতাম্বরপরিধানে অতিশয় সুন্দর, ব্রজগোপী বৃন্দের মনোরম নয়ন কমল দ্বারা পূজিত তনু , গো এবং গোপগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, সুমধুর মুরলীর কল বাদনে

কস্যচিৎ

অংসালম্বিতবামকুণ্ডলধরং মন্দোন্নতভ্রূলতং
কিঞ্চিৎকুঞ্চিতকোমলাধরপুটং সাচিপ্রসারেক্ষণম্ ।

জলজপুষ্পে তাভ্যামর্চ্চিতা পূজিতা তনুর্যস্য তং তয়োরুৎপলতয়া রূপকেণ স্নিগ্ধত্বং কোমলত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতং এতৈনৈতৎ জ্ঞাপিতং দত্তবস্তুনি সত্বাভাবাদন্যত্র দানাসামর্থ্যং কেবলং তৎপ্রীত্যর্থং নির্ম্মাল্যধারণবৎ ধারণমেব । ননু তয়োশ্চঞ্চল স্বভাবাৎ ধারণে পুনঃ পূর্ব্বোক্ত পূজনং স্যাদেব তত্তু বিরুদ্ধং দত্ত বস্তুনা পূজানিষেধাৎ সত্যং রত্নাদি নির্ম্মিতপুষ্পৈঃ পুনঃ পূজা বিধানমস্তি তদিব ন দোষাবহমিতি জ্ঞেয়ম্। পুনঃ কথম্ভূতং গবাং গোপানাঞ্চ সংঘৈঃ সমূহৈ র্বৃতমাবৃতং বেষ্টিতমিতি যাবৎ । এতত্ত্বসাধারণমাবরণং পুনঃ কথম্ভূতং কলং মধুরাস্ফুটং যদ্বেণুবাদনং তেন পরমুৎকৃষ্টং অস্ফুটত্বন্ত ইদং কিমমৃতধারা প্রবাহ উত কিন্নরী গীতমিত্যাদিনা দুর্লক্ষ্যম্ । পুনঃ কথম্ভূতং দিব্যানি মনোজ্ঞা অঙ্গভূষা যস্য তং তাদৃগঙ্গেষু চিন্ময়ত্বেন শোভা কারিত্বাৎ দিব্যত্বমিতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৪৬ ।।

উপাসকানাং ভাবভেদেন ধ্যানভেদং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি অংসেতি । জগন্মোহনং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়েদিত্যন্বয়ঃ । তং কথম্ভূতং অংসালম্বিতেত্যাদি। অংসে স্কন্ধে আলম্বিতং যদ্বামকুণ্ডলং মনোহরকুণ্ডলালঙ্কারঃ তং ধরতীতি । বামঃ সুন্দরে কৃষ্ণবর্ণকেইতিশব্দরত্নাকরঃ । মন্দোন্নতে ঈষদুন্নতে ভ্রূরূপে লতেযস্য তং ভ্রুবোর্লতাত্বেন রূপণং গোপীনাং ভাবদৃষ্টি বায়ুস্পর্শেন নর্ত্তনব্যঞ্জনার্থং যদ্বা তাসাং চঞ্চল চিত্তস্য বন্ধনার্থমিতি চিত্তস্য চাঞ্চল্যে হেতুরয়ং কিং সর্ব্বত্যাগ পূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণসেবা কর্ত্তব্যা কিম্বা লৌকিকধর্ম্মলজ্জাদি রক্ষাকর্ত্তব্যেতি । কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতে মুদ্রিতে কোমলাধরপুটে যস্য তং তত্ত্বন্ত বেণুবাদনার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। সাচি বক্রে প্রসারৌ বিস্তৃতে ঈক্ষণে যস্য তং সাচি চাব্যয়ং বক্রে ইতি শব্দরত্নাকরঃ, তত্ত্বন্ত বামদিগস্থ

পরমাসক্ত, সেই দিব্য অঙ্গ বিবিধ ভূষণ বিভূষিত শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা (ধ্যান) করি । ৪৬।

শ্রীগোবিন্দদেবের ধ্যান বর্ণন করতঃ কোন অজ্ঞাত নামা কবির বাক্যে ত্রিলোক মোহন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বলিতেছেন- যিনি স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত মনোহর মকর-কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন, অথবা মুরলী ধ্বনি করিবার সময় বাম কর্ণের কুণ্ডল বাম স্কন্ধ স্পর্শ করিতেছে, ঈষৎ সমুন্নত বক্র ভ্রূ-লতা শোভিত, বেণ

আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈর্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনম্ ।। ৪৭ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

শ্রীনারদস্য

ব্যত্যস্তপাদকমলং ললিতত্রিভঙ্গী
সৌভাগ্যমংসবিরলীকৃতকেশপাশম্ ।

প্রেয়সীনাং দর্শনার্থমিতি ধ্যেয়ম্ । আলোলা ঈষচ্চঞ্চলা যে অঙ্গুলি পল্লবাস্তৈর্মুদা হর্ষেণ মুরলিকাং বেণুমাপূরয়ন্তং বাদয়ন্তং অঙ্গুলীনাং চালনং বিনা বেণুবাদনাসিদ্ধে স্তেষাং করণত্বং তেষাং পল্লবত্বেন রূপণং শোভার্থং রক্তিমত্বজ্ঞাপনার্থঞ্চ তস্মাদয়মর্থঃ । মুখং শ্যামবর্ণং মুরলিকা স্বর্ণপত্র বেষ্টিতা অঙ্গুলয়ো রক্তবর্ণাস্তেষাং পরস্পর সংসর্গাৎ শোভা বৈশিষ্ট্যং ব্যজ্যতে যথা নীলাব্জং স্বর্ণকর্ণিকা রক্তকেশরৈশ্চ শোভতে তদ্বৎ। বিশেষণানাং তত্তদ্রূপত্বে কারণমাহ কল্পতরোর্মূলে মূলদেশে ত্রিভঙ্গ বপুষং ত্রয়ো ভঙ্গা গ্রীবা কটিচরণেষু যত্র তাদৃশং বপুঃ শরীরং যস্য তম্ । তাদৃশত্বন্তু সর্ব্বেষাং মনোহরণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৪৭ ।।

পুনস্তদেব শ্রীনারদস্য পদ্যেন লিখতি ব্যত্যস্তেতি । কৃপাবিশেষং তাৎপর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণং উপৈমি শরণং গচ্ছামীত্যন্বয়ঃ । কথম্ভূতং ব্যত্যস্তে ব্যতিক্রমেণ ন্যস্তে পাদকমলে যস্য তং অতএব ললিতেতি ত্রয়াণাং গ্রীবাকটিচরণগতানাং ভঙ্গানাং সমাহার স্ত্রিভঙ্গী ললিতা রম্যা চাসৌ ত্রিভঙ্গীচেতি তয়া সৌভাগ্যং সুভগত্বং যস্য তম্। অংসে অর্থাৎ বামস্কন্ধেবিরলীকৃতো মুক্তবন্ধন তয়া লোলিতঃ কেশানাংপাশঃ সমূহো যস্য তম্ । পিঞ্ছা ময়ূরপুচ্ছং তেন কৃতঃ অবতংসঃ শিরোভূষণং যস্য তম্ ।

বাদন নিমিত্ত সুকোমল অধর পুট সামান্য কুঞ্চিত, বক্র ও বিস্তীর্ণ লোচন, অতি চঞ্চল অঙ্গলি পল্লব দ্বারা আকর্ষণ করতঃ মুখমারুতেপূর্ণ করিতেছেন, যিনি আনন্দ সহকারে কল্পতরুমূলে ললিতত্রিভঙ্গ হইয়া শ্রীরাধাদি ব্রজগোপীর মন মোহিত করিতেছেন, সেই জগৎ মোহন শ্রীমদনমোহন দেবকে ধ্যান করি । ৪৭ ।

পুনঃ শ্রীদেবর্ষিপাদ নারদজীর আরাধ্যদেবের ধ্যান লিখিতেছেন- যাঁহার শ্রীচরণ কমল বিপর্য্যয় ক্রমে অর্থাৎ বাম চরণের উপরে দক্ষিণ চরণ বিন্যস্ত আছে, সুতরাং যিনি মনোরম ললিত-ত্রিভঙ্গী, অর্থাৎ গ্রীবা-কটি-চরণ এই অঙ্গত্রয় বক্রতা যুক্ত,স্কন্ধদেশে কেশ সমূহ বন্ধন মুক্ত ভাবে শোভিত, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণ

পিঞ্ছাবতংসমুররীকৃতবংশনাল-

মব্যাজমোহনমুপৈমি কৃপাবিশেষম্ ।। ৪৮ ।। বসন্ততিলকম্

পুরুষোত্তমদেবস্য

অধরে বিনিহিতবংশং চম্পককুসুমেন কল্পিতোত্তংসম্ ।

বিনতং দধানমংসং বামং নমামি সততং জিতকংসম্ ।। ৪৯ ।। আর্য্যাগীতি।

অথ ভক্তবাৎসল্যম্

দাক্ষিণাত্যস্য

অতন্দ্রিতচমূপতিপ্রহিতহস্তমস্বীকৃত-

প্রণীতমণিপাদুকং কিমিতি বিস্মৃতান্তঃপুরম্ ।

উররীকৃতঃ স্বীকৃতো বংশস্য নালোদণ্ডোঽর্থাদ্বেণুর্যেন তম্ । অতএব অব্যাজমোহনং ছলরাহিত্যেন জগতাং মোহকং মুগ্ধতাজনকং তৎ সাধকং বিশেষণমাহ কৃপাবিশেষমিতি কৃপায়াঃ করুণায়া বিশেষো ভেদঃ কৃপাময়মূর্ত্তিমিত্যর্থঃ । যদ্বা কৃপায়া অবিশেষো নাশাভাবো যস্মাৎ কৃপাসাগরমিত্যর্থঃ । বিশেষস্তিলকে ভিদি নাশে চেতি শব্দরত্নাকরঃ ।। ৪৮ ।।

তামেব পুনঃ শ্রীপুরুষোত্তমবেস্য পদ্যেন লিখতি অধর ইতি । জিতকংসং শ্রীকৃষ্ণং সততং নমামীত্যন্বয়ঃ । কথম্ভূতং অধরে ওষ্ঠেবিনিহিতঃ বিশেষেণ নিহিতো যথা যোগ্যতয়া ধৃতো বংশো বেণুর্যেন তম্ । চম্পক পুষ্পেণ কল্পিত উত্তংসঃ শিরোভূষণং যস্য তম্। অংসং স্কন্ধং বিনতং বিশেষেণ নতং বক্রীকৃতং দধানং এতেন ত্রিভঙ্গতা ব্যজ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৪৯ ।।

অথ ভক্তানাং ধ্যেয়ত্বে তদ্বাৎসল্যমেব হেতুরিতি ভক্তবাৎসল্যং লিখতি অত্রচদাক্ষিণাত্যস্য পদ্যেন নির্দ্দিশতি অতন্দ্রিতের্তি । করিপ্রবর বৃংহিতেসতি ভগবত স্ত্বরায়ৈ নম ইত্যন্বয়ঃ । করিপ্রবরো গজেন্দ্রস্তেন বৃংহিতেশব্দে বৃংহিতং করিগর্জিতে

যিনি বংশনাল অর্থাৎ মুরলীকেঅঙ্গীকার করিয়াছেন, আমি সেই অকপটকৃপাবিশেষ কারী গোপীমোহনমূর্ত্তি শ্রীগোপীনাথদেবকে ভজনা করি । ৪৮ ।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে ধ্যান করেন তাহা লিখিতেছেন- যাঁহার অধরে বংশী সমর্পিত , সুবর্ণচম্পক কুসুম দ্বারা বিরচিত শিরোভূষণ এবং মুরলী বাদন হেতু বাম স্কন্ধ বক্র ভাব ধারণ করিয়াছে আমি সেই কংসবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদাই নমস্কার করি । ৪৯ ।

অবাহনপরিষ্ক্রিয়ং পতগরাজমারোহতঃ
করিপ্রবরবৃংহিতে ভগবতস্ত্বরায়ৈ নমঃ ।। ৫০ ।। পৃথ্বী ।

"দ্রৌপদীত্রাণে তদ্বাক্যম্"

শ্রীমদ্ব্যাসপাদানাম্

তমসি রবিরিবোদ্যন্মজ্জতামপ্লবানাং
প্লব ইব তৃষিতানাং স্বাদুবর্ষীব মেঘঃ ।

ইতি কোষাৎ । অত্র তাৎপর্য্যাৎ স্তবে কৃতে সতীত্যর্থঃ, ভগবতঃ কথম্ভূতস্য পতগরাজমারোহতঃ পতগরাজং গরুড়ং তং কথম্ভূতং নবিদ্যতে বাহনস্য পরিষ্ক্রিয়া আসন ভূষণাদির্যত্র তং বাহনযোগ্যাসনাদিরহিতমিত্যর্থঃ । ত্বরা কথম্ভূতা অত্রাহ অতন্দ্রিতো নিদ্রালস্যাদিরহিতো যশ্চমূপতিঃ সেনাপতিস্তমুদ্দিশ্য প্রহিত আকর্ষণার্থং নিক্ষিপ্তো হস্তোযত্র তদ্‌যথাস্যাৎ শীঘ্রমাগচ্ছাগচ্ছেতি বোধনার্থ ইত্যর্থঃ । অস্বীকৃতে নাঙ্গীকৃতে ভৃত্যেন প্রণীতে সমীপং প্রাপিতে অপি মণিপাদুকে যত্র তদযথাস্যাৎ কিমিতি হঠাৎ কো মাং কাতরেণাকারয়তি তত্রৈব শীঘ্রং গচ্ছামীতি তত্রৈব মনোভিনিবেশাৎ বিস্মৃতং অন্তঃপুরং যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ এবং বিশেষেণ ত্রয়েতিব্যগ্রতা সূচিতা ।। ৫০ ।।

মহাকাতরেণ তদা শ্রীকৃষ্ণমাজুহাব তদৈবাগতং শ্রীকৃষ্ণমালোক্য প্রেম গদ্‌গদ কণ্ঠেন যদাহ তৎ শ্রীব্যাসপাদানাং পদ্যেন নির্দ্দিশতি তমসীতি । অত্রোদ্যন্নিতি পদং দীপিকালঙ্কারেণ সর্ব্বত্র দৃষ্টান্তেষু সম্বধ্যন্তে তদায়মর্থঃ । শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণো নোঽস্মাকং

শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বাৎসল্য

ভক্তগণ শ্রীভগবানকে যে ধ্যান করেন, শ্রীভগবানের ভক্ত বাৎসল্যই তাহার একমাত্র কারণ, তাহা দক্ষিণদেশনিবাসী কোন ভক্তের পদ্যে নির্দেশ করিতেছেন- ত্রিকূটপর্ব্বতের পাদদেশস্থ সরোবরে মহাগ্রাহ কর্ত্তৃক গজরাজ আক্রান্ত হইয়া জীবন রক্ষার জন্য শ্রীভগবানকে স্তব করেন, তাহা শ্রবণ করার পর শ্রীভগবান আলস্যরহিত সেনাপতি কর্ত্তৃকপ্রসারিত কর এবং মণিময় পাদুকা প্রদান করিলেও তাহা স্বীকার না করিয়া হঠাৎ কে আমাকে কাতর স্বরে আহ্বান করিতেছে, আমি সত্বর তথায় গমন করিব" এই বলিয়া অন্তঃপুর বিস্মৃত হইয়া, গরুড়পৃষ্ঠেআসন না থাকিলেও তাহার পৃষ্ঠে আরোহনের জন্য শ্রীভগবানের যে ত্বরা (শীঘ্রতা) সেই ত্বরাকে আমি নমস্কার করি । ৫০ ।

নিধিরিব নিধনানাং তীব্রদুঃখাময়ানাং
ভিষগিব কুশলং নো দাতুমায়াতি শৌরিঃ ।। ৫১ ।। মালিনী।

"অথ তদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যম্"

শ্রীবৈষ্ণবস্য

প্রহ্লাদ নারদ পরাশর পুণ্ডরীক

দ্বৈতবনে দুর্ব্বাসসঃ শাপভয়েন মূর্চ্ছিতেষু পাণ্ডবেষু সৎসু অতিভীতা দ্রৌপদী কুশলং ভাবি ব্রহ্মশাপ ত্রাণরূপং মঙ্গলং দাতুমায়াতি আগচ্ছতি কইব তমসি অন্ধকারে মগ্নানাং জনানাং সম্বন্ধে উদ্যন্ উদয়ং প্রাপুবন্ রবির্যথা জীবনোপায়াদিরূপং কুশলং দদাতি, অপ্লবানামর্থাৎ ঘোরস্রোতসি মগ্নানাং প্লবরহিতানাং উদ্যন্ প্লবস্তরণরূপ মঙ্গলমিব । তৃষিতানাং তৃষ্ণাযুক্তানাং উদ্যন্ স্বাদুমিষ্ট জলবর্ষী মেঘস্তৃষ্ণাক্ষয় পূর্ব্বক তৃপ্তিরূপং মঙ্গলমিব । নিধনানাং দরিদ্রাণাং উদ্যন্ নিধিস্তদ্দুঃখনাশনপূর্ব্বক মহাসুখরূপমিব । তীব্রদুঃখাময়ানাং তীব্রং ঘোরং দুঃখং যস্মাদেবম্ভূতআময়ো যেষাং তেষামুদ্যন্ ভিষক্‌উত্তম বৈদ্য ইব ইতি । যথা তত্তৎ কর্ম্মসু তং তং বিনা তেষাং তেষাং ন সিদ্ধিস্তথা ত্বং বিনা এষামস্মাকং ঘোর বিপৎত্রাণস্য ন সিদ্ধিরিতি তস্যা অভিপ্রায়ং বিভাব্যবাৎসল্যেন শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনমিতি দ্রৌপদ্যা তে তে দৃষ্টান্তিতা ইতি জ্ঞেয়ম্ । ৫১ ।

ননু সর্ব্বদেবতা পরিত্যাগেন সাধবঃ শ্রীকৃষ্ণমেব ভজন্তে স তান্ ভজতি ন বেত্যপেক্ষায়াং তস্যাপি তেষাং ভজনং বোধয়িতুং প্রকরণমারভতে । অথ ভক্তানাং

দ্রৌপদীর পরিত্রাণে তদ্বাক্য

দ্বৈতবনে পাণ্ডবগণ দুর্ব্বাসার শাপ ভয়ে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলে অতিশয় ভীতা মহারাণী দ্রৌপদী মহাকাতরে দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করেন, তৎ ক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীদ্রৌপদী বলিলেন, এই শ্রীদ্রৌপদীর বাক্য শ্রীপাদ ব্যাসদেবের পদ্যে লিখিতেছেন- ভয়ঙ্কর অন্ধকার গ্রস্থ মানবের পক্ষে প্রকাশ শীল সূর্য্যের সমান, মহাসাগরে জলমগ্ন নৌকাবিহীন মানবগণের প্রাণ রক্ষক নৌকার তুল্য, নিদাঘ প্রতপ্ত তৃষিত ব্যক্তি গণের নিমিত্ত সুস্বাদু জলবর্ষী মেঘ সদৃশ, ধনহীন মানবগনের নিধি স্বরূপ, এবং তীব্রদুঃখপূর্ণ রোগ সকলের সদ্ বৈদ্য সদৃশ দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমাদের পরমকুশল প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। ৫১।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের মাহাত্ম্য

যাঁহারা সকল দেবতা পরিত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনা করেন, এবং

ব্যাসাম্বরীষ শুক শৌনক ভীষ্ম দাল্‌ভ্যান্ ।
রুক্মাঙ্গদোদ্ধব বিভীষণ ফাল্গুনাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্ নমামি ।। ৫২ ।। বসন্ততিলকম্।

কস্যচিৎ

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ।।৫৩ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

মাহাত্ম্যমিতি । ভক্তঃ খলু দ্বিধা ভবতি। ভজতে ভক্ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সামান্যভজনবানেকঃ, নবলক্ষণয়া ভক্ত্যা বিশিষ্টোঽপরঃ উভাবত্র জ্ঞেয়ৌ । তত্র সামান্যানাং মাহাত্ম্যং শ্রীবৈষ্ণবস্য পদ্যেনাহ প্রহ্লাদেতি । তে তত্তন্নাম্না পুরাণেষু প্রসিদ্ধাঃ পুণ্যান্ অতিশয়োক্ত্যা পুণ্যস্বরূপান্ তেষাং প্রণত্যা পুণ্যমুৎপদ্যত ইতি ভাবঃ । নন্বত্র পদ্যে তেষাং প্রণামমাত্রমভিহিতং কথং প্রতিজ্ঞাতং মাহাত্ম্যমিতি সত্যং তেষাং, মহত্ত্বেনৈব প্রণামোঽভিহিতঃ নতু তত্র কারণান্তরমস্তি অতঃ সুতরাং মহত্ত্বং ফলিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৫২।।

নব লক্ষণ ভক্তিবিশিষ্টানাং মাহাত্ম্যং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি শ্রীবিষ্ণোরিতি। বৈয়াসকিঃ শুকঃ লক্ষ্মীরিতি জগল্লক্ষ্মীরিতি জ্ঞেয়া । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিনঃ শ্রীবৈষ্ণবাস্তু লক্ষ্মীপ্রভৃতীনাং নিত্যানামপি জীবত্বমাহুস্তন্মতেন বা লক্ষ্মীর্নির্দ্দিষ্টা । কপিপতিঃ কপিপ্রধানো হনুমান্ তস্যৈব দাস্যভক্তৌ মুখ্যত্বাৎ ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি তদ্বচনাচ্চ। এষাং পূর্ব্বোক্তানাং নবানাং পরমুৎকৃষ্টং যথাস্যাত্তথা কৃষ্ণাপ্তিঃ কৃষ্ণস্য প্রাপ্তিরভূদিতি শেষঃ তয়ৈব মহত্ত্বমিতি ধ্যেয়ম্ ।। ৫৩ ।।

শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে ভজনা করেন তাহা শ্রীবৈষ্ণবের পদ্যে লিখিতেছেন-প্রহ্লাদ, নারদ, মহর্ষিপরাশর, মহাত্মা পুণ্ডরীক, ভগবান ব্যাসদেব, মহারাজ অম্বরীষ, শুকদেব, মহর্ষি শৌনক, পিতামহভীষ্ম, দাল্‌ভ্য, মহারাজারুক্মাঙ্গদ, উদ্ধব, লঙ্কাপতি বিভীষণ, মহাবীর অর্জ্জুন এই সকল মহাপবিত্র পরম ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণভক্ত) বৃন্দকে নমস্কার করি । ৫২ ।

নববিধা ভক্তির মধ্যে এক একটি ভক্তির আচরণেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়, তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির বাক্যে লিখিতেছেন-শ্রীবিষ্ণুর চরিত্র শ্রবণে পরম ভাগবত শ্রীপরিক্ষীৎ, লীলাকথা কীর্ত্তনে বৈয়াসকি শ্রীশুকদেব, ভক্তরাজশ্রীপ্রহ্লাদ

ঔৎকলস্য

তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্ক-
সংমগ্নমোক্ষণবিচক্ষণপাদুকেভ্যঃ ।
কৃষ্ণেতিবর্ণযুগলশ্রবণেন যেষা-
মানন্দথুর্ভবতি নৃত্যতিরোমবৃন্দঃ ।। ৫৪ ।। বসন্ততিলকম্ ।

সর্ব্বানন্দস্য

হরিস্মৃত্যাহ্লাদস্তিমিতমনসো যস্য কৃতিনঃ

আধুনিকানামপি নাম শ্রবণমাত্রেণ সাত্বিকবিকারদর্শনাত্তেষাং তত্ত্বং ঔৎকলস্য পদ্যেন লিখতি তেভ্য ইতি। তেভ্যো ভক্তেভ্যো মে নমোঽস্তু কথম্ভূতেভ্যঃ ভব এব বারিধিস্তস্য যজ্জীর্ণং বৃদ্ধঃ পঙ্কং অবিদ্যাকার্য্যজাতং তস্মিন্ সম্মগ্নানাংজনানাং মোক্ষণে উদ্ধারণে বিচক্ষণা নিপুণাঃ পাদুকা যেষাং তে ইতি ফলিতার্থঃ, পাদুকা স্বনাম খ্যাতা পঙ্কস্য জীর্ণত্ব বিশেষণং নিমগ্নতায়া দার্ঢ্যায়েতি জ্ঞেয়ম্। যেষাং কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয় শ্রবণেন আনন্দথুরানন্দোভবতি রোমবৃন্দং রোমাণাং সমূহো নৃত্যতিচ ।। ৫৪ ।।

কেচিত্তু ধৌরেয় কশ্চিৎ কৈবল্য পরো মুমুক্ষু র্ভক্তানাং তাদৃগ্ভাবং দৃষ্ট্বা ভক্তিহীনমাত্মানং বহন্তীং ধরিত্রীং প্রতি সখেদমাহ তদর্থমেব সর্ব্বানন্দস্য পদ্যেন

স্মরণকরিয়া, শ্রীচরণ সেবনে শ্রীলক্ষ্মীদেবী, পূজনের দ্বারা আদিরাজ পৃথুমহারাজ, অভিবন্দনে শ্রীঅক্রূরজী, দাস্যভক্তি যোগে কপিপতি শ্রীহনুমান, সখ্যভাবে পাণ্ডু নন্দন অর্জ্জুন, আত্মাসহিত সর্ব্বস্ব নিবেদনে দৈত্যরাজ বলি প্রভৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হইয়াছে, সুতরাং একপ্রকার ভক্তি যাজনেও শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবা লাভ হয় । ৫৩।

ইদানীন্তন ভক্তগণেরও শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ মাত্রই সাত্তিক বিকার উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের মহিমা উৎকলদেশীয় কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- সংসার সাগরমধ্যে যে অতিশয় পুরাতন দুর্গন্ধযুক্ত অবিদ্যার কার্য্যাদি যে পঙ্ক আছে, সেই পঙ্কে নিমজ্জিত মানবগণের উদ্ধার বিষয়ে সাতিশয় বিচক্ষণ, এবং যাঁহাদের শ্রবণে " কৃষ্ণ " এই বর্ণ যুগল প্রবেশ মাত্রই আনন্দ উদ্ভব ও রোমাঞ্চ অর্থাৎ রোমাবলী নৃত্য করে সেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত সকলকে নমস্কার করি । ৫৪ ।

সরোমাঃ কায়ো নয়নমপি সানন্দসলিলম্ ।
তমেবাচন্দ্রার্কং বহ পুরুষধৌরেয়মবনে
কিমন্যৈস্তৈর্ভারৈর্যমসদনগত্যাগতিপরৈঃ ? ।। ৫৫ ।। শিখরিণী।

লিখতি হরি স্মৃতেতি । হে অবনে ! পৌরুষধৌরেয়ং তমেব জনং আচন্দ্রার্কং বহ অন্যৈর্যমসদন গত্যা গতিপরৈর্ভারৈঃ কিমিত্যন্বয়ঃ । আচন্দ্রার্কং চন্দ্রার্কসীমং কল্পান্তমিত্যর্থঃ । ধৌরেয়ো ভারবাহঃ ধুর্ব্বহে ধূর্য্য ধৌরেয় ধুরীণাঃ স ধুরন্ধর ইত্যমরাৎ পুরুষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধৌরেয়ং আজ্ঞারূপভারবাহকং ভক্তমিত্যর্থঃ । যদ্বা অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহমিতি শ্রীভগবদ্‌গীতাস্মরণাৎ পুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণো ধৌরেয়ো যস্য তমিত্যনেনাস্য মহত্ত্বাতিশয়ো ব্যজ্যতে। শব্দস্য শ্রেষ্ঠার্থতামাহুঃ তন্মতে ঢৈয়ণ নদ্যাদেরিতি ভাবার্থে প্রত্যয়ো জ্ঞাতব্যঃ । ধূঃ স্ত্রী স্যাস্তার চিন্তয়োঃ । অগ্রে রথাদ্যগ্রভাগে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ অগ্রবাচিত্বমপ্যস্তি অতোঽগ্র্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ । বহ ইতি বহেঃ প্রাপণার্থত্বেঽপি ধারণার্থে প্রয়োগ প্রাচুর্য্যাদত্র ধারণার্থতা বাচ্যা ধারয়েত্যর্থঃ । ভারৈরিতি অতিশয়োক্ত্যা ভারভূতৈরিত্যর্থঃ । তং কথম্ভূতং হরিস্মরণেন য আহ্লাদ আনন্দস্তেনস্তিমিতআর্দ্রং মনো যস্য তস্য কৃতিনঃ পুণ্যবতঃ । কৃতী বুধে যোগ্যাভিজ্ঞ পুণ্যবৎস্বিতি শব্দরত্নাকরাৎ, কায়ঃ শরীরো রোমাঞ্চৈর্যুক্তো ভবতি । নয়নং নেত্রমপিকারাৎ বদনমপি আনন্দসলিলেনানন্দজাতাশ্রুণা সহিতং ভবতীত্যর্থঃ যস্যেত্যেক বচনং তাদৃশস্য বৈরল্যবোধনার্থম্ ।। ৫৫ ।।

কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ মুমুক্ষু মানব শ্রীকৃষ্ণভক্তের আনন্দ দর্শন করতঃ নিজেকে ভক্তিহীন পৃথিবীর ভারস্বরূপ ভাবিয়া পৃথিবীকে বলিতেছেন- হে পৃথিবীদেবি ! শ্রীহরি স্মরণ জনিত আনন্দ মহাসাগরে যে মহাত্মার মন নিমজ্জিত আছে, শরীর রোমাঞ্চ ভূষিত, আনন্দ সলিল পরিপূর্ণ লোচন, এই রূপ মানব শ্রেষ্ঠ পরমভাগবতকে যাবৎ কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্র অবস্থান করিবেন তাবৎ কাল পর্য্যন্ত আপনি বহন করুন, অপর শ্রীকৃষ্ণচরণ বিমুখ নিত্য যমসদনে গমনাগমন পরায়ণ ব্যক্তিগণকে বহন করিবার প্রয়োজন কি ? ৫৫ ।

সর্ব্বজ্ঞস্য

ত্বদ্ভক্তঃ সরিতাঃ পতিং চুলুকবৎ খদ্যোতবদ্ভাস্করং
মেরুং পশ্যতি লোষ্টবৎ কিমপরং ভুমেঃ পতিং ভৃত্যবৎ ।
চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবৎ কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ
সংসারং তৃণরাশিবৎ কিমপরং দেহং নিজং ভারবৎ ।। ৫৬ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

শ্রীমাধবসরস্বতীপাদানাম্

মীমাংসারজসা মলীমসদৃশাং তাবন্নধীরীশ্বরে

প্রৌঢ়িবাদেন তমেব সর্ব্বজ্ঞস্য পদ্যেন নির্দিশতি তদ্ভক্ত ইতি । আদ্যং কিমপরমিত্যস্য সর্ব্বত্রাম্বয়ঃ । সরিতাং পতিং সমুদ্রমন্যেষাং দুষ্পারমপি চুলুকবৎ গণ্ডূষমিব পশ্যতি। গণ্ড চুলুক ইত্যয়ং ঘন পঙ্কেন দ্বয়োস্তু গণ্ডূষে মাঘমজ্জনে ইতি শব্দরত্নাকরঃ । ভাস্করং সূর্য্যং খদ্যোতবৎ জ্যোতিরিঙ্গণমিব । মেরুং সুমেরুং লোষ্ট্রবৎ মৃৎপিণ্ডমিব ভুমেঃ পতিং দেশাধিপতিং ভৃত্যবৎ ভৃত্যমিব স্বাধীনং চিন্তারত্নচয়ং চিন্তামণিসমূহং শিলাখণ্ডমিব । কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ অকিঞ্চিৎ করং সংসারং তৃণরাশিবৎ তৃণসমূহমিব তুচ্ছং । কিমপরং বক্তব্যং নিজং দেহং ভারবৎ তুলা স্ত্রিয়াং পলশতং ভারঃ স্যাদ্বিংশতি স্তুলা ইতিভারমিব ধারণেন ক্লেশকরমিত্যর্থঃ । সমুদ্রাদিষ্বেবংবিধ দর্শনং কৃষ্ণভক্তস্য ব্যভিচারিভাবত্বান্ন দূষণাবহমিতি জ্ঞেয়ম্ ।৫৬।

ভক্তসঙ্গং বিনা ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং ন স্যাৎ তচ্চ বিনা মুক্তিসুখং ন সিদ্ধ্যতীতীমমর্থং শ্রীমাধবসরস্বতীনাং পদ্যেন নির্দ্দিশতি মীমাংসেতি । অত্র মীমাংসা

পুনঃ শ্রীভক্তগণের মহিমাতিশয় শ্রীসর্ব্বজ্ঞের পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- হে শ্রীগোবিন্দ ! আপনার অন্তরঙ্গ ভক্ত সরিৎ পতি সমুদ্রকে এক গণ্ডূষ জলের সমান মনে করেন, মহা জ্যোতিষ্ক সূর্য্যকে জোনাকীপোকার সমান, সুমেরু পর্ব্বতকে মাটি খণ্ডের সমান, অপর পৃথিবীর রাজাকে ভৃত্যের সমান, চিন্তামণি সমূহকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, কল্প বৃক্ষকে সামান্য কাষ্ঠের সমান, এই বিশাল সংসারকে তৃণরাশির সমান, বিশেষ কি নিজের দেহকেও ভারের সমান অবলোকন করেন ।৫৬ ।

শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গ বিনা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান লাভ সর্ব্বথা অসম্ভব তাহা শ্রীমাধব সরস্বতীপাদেরপদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীরঙ্গী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিতরঙ্গ যাঁহার

গর্ব্বোদর্ককুতর্ককর্কশধিয়াং দূরেঽপি বার্ত্তা হরেঃ।
জানন্তোঽপি ন জানতে শ্রুতিসুখং শ্রীরঙ্গিসঙ্গাদৃতে
সুস্বাদুং পরিবেষয়ন্ত্যপি রসং গুর্ব্বী ন দর্ব্বী স্পৃশেৎ ।। ৫৭ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

কর্ম্মকাণ্ডবোধিকা দর্শন বিশেষঃ সৈব রজঃ নেত্রমালিন্যকরী ধূলীবৎ জ্ঞানমালিন্যকরী তেন মলীমসী মলিনা দৃক্ চক্ষুরিব জ্ঞানং যেষাং তেষাং ধীর্বুদ্ধিরীশ্বরে তাবন্ন ভবতি তাবদ্বাক্যালঙ্কারে। গর্ব্ব উদর্কোঽধিকো যস্মাৎ স চাসৌ কুতর্কঃ কুৎসিত তর্কঃ কারণকার্য্যয়োরভেদ নির্দ্দেশাত্তজ্জনকম্ । কণাদ গৌতমশাস্ত্রং তেন কর্কশা কঠিনা ধীর্যেষাং কাণাদ নৈয়ায়িকানাং সম্বন্ধে হরের্বার্ত্তা অনুশীলনাদি দূরেঽপি, ন কদাপি নিকটবর্ত্তিনী ভবতি। তথা মুখমাদ্যে প্রধানে চেত্যমরাৎ শ্রুতির্মুখং প্রধানং যস্য তদ্বেদান্তাদি তজ্জানন্তো বেদান্তিনোঽপি । বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইত্যেবং তদর্থং ন জানতে অত্র হেতুমাহ শ্রীরঙ্গিসঙ্গাদৃতে ইতি ঋতেঽব্যয়ং বিনেত্যর্থঃ শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা সহ রঙ্গো যস্য স ভগবান্ উপাস্য তয়াঽস্তীতি তদ্ভক্তস্তস্য সঙ্গং বিনা শ্রুত্যাদ্যনুশীলনস্য মুক্ত্যাস্বাদঃ ফলং তস্য সৎসঙ্গাদৃতে অপ্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তমাহ সুস্বাদুমিতি গুর্ব্বী মহতী দর্ব্বী সুস্বাদুং রসং পরিবেশয়ন্ত্যপি তং রসং ন স্পৃশেৎ অর্থাৎ তদ্রসাস্বাদিকা ন ভবতি চৈতন্যাভাবাৎ দর্ব্বী হাতা ইতি লোকোক্তিঃ । অত্র ভক্ত সঙ্গশ্চৈতন্যবদেব জ্ঞেয়ঃ । তথাচ ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ । সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিরিতি শ্রীদশমাৎ ।। ৫৭ ।।

সেই শ্রীরঙ্গী ভক্তগণের সঙ্গ কৃপা বিনা, কর্ম্মাদিপ্রতিপাদক জৈমিনি রচিত মীমাংসা দর্শন রূপ ধূলিতে যাহাদের চক্ষু মলিন তাহাদের বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রবেশ করে না, গর্ব্ব প্রচুর কুতর্কে অতিশয় কর্কশ কঠিন বুদ্ধি যুক্ত নৈয়ায়িকগণের পক্ষে শ্রীহরিকথা অতিশয় দূরে অবস্থান করে, বৈদান্তিকপণ্ডিতগণ উপনিষৎ প্রভৃতির দ্বারা জানিয়াও জানিতে (অনুভব) করিতে পারেনা, যেমন উৎকৃষ্ট দর্ব্বী (হাতা) সুস্বাদু পায়সাদি মধুর রস পরিবেশন করিলেও তাহার রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেই প্রকার । ৫৭ ।

কস্যচিৎ

জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ ।। ৫৮ ।। অনুষ্টুভ্ ।

"অথ ভক্তানাং দৈন্যোক্তিঃ"

সমাহর্ত্তুরেতানি

নামানি প্রণয়েন তে সুকৃতিনাং তন্বন্তি তুণ্ডোৎসবং
ধামানি প্রথয়ন্তি হন্ত জলদশ্যামানি নেত্রাঞ্জনম্ ।
সামানি শ্রুতিশষ্কুলীং মুরলিকাজাতান্যলঙ্কুর্ব্বতে
কামানির্বৃতচেতসামিহ বিভো নাশাপি নঃ শোভতে ।।৫৯ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্ ।

ভক্তানুগ্রহেণ কৃতার্থম্মন্যানামন্যত্রানভিরুচিং কস্যচিৎ পদ্যেন নির্দ্দিশতি জ্ঞানেতি তে তে সন্তি নাম সন্তিত্যর্থঃ । হরিদাসানাং পাদৈশ্চরণৈর্যৎ ত্রাণং সংসারসর্পেভ্যো রক্ষণং তদেবাবলম্বঃ সংশ্রয়ো যেষামিতি ।। ৫৮ ।।

তেষামিতি স্বেষামিত্যর্থঃ । তান্তু গ্রন্থকৃৎ স্বকীয় শ্লোকত্রয়েণ নির্দ্দিশতি তস্যৈব তস্যৈব তস্যৈবেত্যন্তৈঃ । বিভো হে কৃষ্ণ তে তব নামানি সুকৃতিনাং সুপুণ্যবতাং অর্থাৎ নিষ্কামিণাং প্রণয়েন প্রীত্যা তুণ্ডোৎসবং মুখাহ্লাদং তন্বন্তি, তেষাং পুনস্তেজলদ শ্যামানি মেঘবর্ণা ধামানি শ্রীমূর্ত্তয়ো নেত্রাঞ্জনং নেত্রয়ো রঞ্জনমিব শীতলতাং প্রথয়ন্তি অর্থাৎ সুখিনং কুর্ব্বন্তি । মুরলিকাজাতানি সামানি গীতানি শ্রুতিশষ্কুলীং কর্ণরন্ধ্রম্ । শষ্কুলী পিষ্টভেদে কর্ণরন্ধ্র ইতি শব্দরত্নাকরাৎ । অলং কুর্ব্বতে শোভয়ন্তি । ইহ অত্রাত্রাত্র কামানির্বৃত চেতসাং নঃ অস্মাকমাশবাঞ্ছাপি করণং ন শোভতে কিমুত তত্তৎ প্রাপ্ত্যা তুণ্ডোৎসবাদিমিতি ।। ৫৯ ।।

শ্রীকৃষ্ণভক্তের কৃপায় কৃতার্থ মানব জ্ঞানাদিবিষয়ে রুচি রাখেন না, তাহা অজ্ঞাতনামা কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- কোন কোন বিবেকী মানব জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, অপর ভক্তি হীন মনুষ্য কর্ম্ম কাণ্ডের অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমরা জ্ঞান কর্ম্মাদির আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের পাদুকামাত্র অবলম্বন করিয়াছি ।৫৮।

শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের দৈন্যোক্তি

শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের যে দৈন্যোক্তি তাহা শ্রীমদ্গ্রন্থকার প্রভুপাদ স্বরচিতপদ্যে

সংসারাম্ভসি সম্ভৃতভ্রমভরে গম্ভীরতাপত্রয়-
গ্রাহেণাভিগৃহীতমুগ্রগতিনা ক্রোশন্তমন্তর্ভয়াৎ।
দীপ্রেণাদ্য সুদর্শনেন বিবুধক্লান্তিচ্ছিদাকারিণা
চিন্তাসন্ততিরুদ্ধমুর হরে মচ্চিত্তদন্তীশ্বরম্ ।। ৬০ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

সংসারাম্ভসীতি। হে হরে! চিন্তাসন্ততিরুদ্ধং মচ্চিত্ত দন্তীশ্বরমুদ্ধরেত্যন্বয়ঃ। তং কথম্ভূতং সংসারাম্ভসি সংসার এবাম্ভো জলং তস্মিন্ অত্র কথম্ভূতে সম্ভৃতো ভ্রমভরো মোহাতিশয়ো যত্র তস্মিন্ গম্ভীরা যে তাপত্রয়া আধ্যাত্মিক অধিদৈবিকাধিভৌতিক রূপাঃ তে এব গ্রাহঃ কুম্ভীর উগ্রগতিনা তেনাপি গৃহীতং অন্তর্ভয়াৎ চিত্তস্য ভয়াৎ ক্রোশন্তং ত্বামাহ্বয়ন্তং অদ্য ইদানীমেব বিবুধানাং দেবানাং ক্লান্তেশ্ছিদাং গ্লানের্বিদারণং কর্ত্তুং শীলমস্য তেন দীপ্রেণ দীপ্তি শীলেন সুদর্শনেন নিজাস্ত্রেণ যদ্বা স্বস্য শোভন দর্শনেন চিন্তাসন্ততিরুদ্ধং চিন্তায়াঃ সন্ততিঃ পরম্পরা তয়া রুদ্ধমাবৃতং মচ্চিত্তমেব দন্তীশ্বরং হস্তিশ্রেষ্ঠং উদ্ধর কৃপয়েতি শেষঃ ।। ৬০।।

প্রতিপাদন করিতেছেন- হে ভগবন্! আপনার শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি নাম সকল নিষ্কাম বৈষ্ণবগণের অতিশয় প্রীতির সহিত বদনের মহোৎসব বিস্তার করেন, আপনার নবীন জলধর বর্ণ শ্যাম অঙ্গকান্তি বৈষ্ণবগণের লোচনের অঞ্জন নয়নানন্দ বর্দ্ধন করেন, অপর বামলোচনা কর্ষণকারিমুরলী জাত সাম অর্থাৎ গীত সকল কর্ণরন্ধ্রকে সুশোভিত করেন, কিন্তু হে বিভো! নাম রূপ ও বংশী কাকলী দ্বারা সর্ব্বব্যাপক! আমাদের হৃদয় হইতে বিষয় বাসনা অপগত না হওয়ার জন্য পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবগণের দশা আশা করাও শোভা পায় না, অন্যের কথা কি। ৫৯।

শ্রীপাদ গ্রন্থকার নিজেকে অতিশয় সংসারী ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন- হে সর্ব্বতাপহারী শ্রীহরে! আমার চিত্তরূপ মত্ত রাজহস্তী ভয়ানক মোহরূপ জল আবর্ত্তিকা পরিপূর্ণ সংসার মহাসাগরে পতিত হইয়াছে, এবং তাপত্রয়আধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিক রূপ ভীষণ গতি যুক্ত কুম্ভীর কর্ত্তৃক সম্যক রূপে গৃহীত হইয়া মনে অতিশয় ভয় পাইয়া প্রাণান্ত চীৎকার করিতেছে, এবং নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য চিন্তা সমূহদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছে, অতএব হে দেব! আপনি দেবতাগণের সর্ব্বদুঃখ ছেদনকারী দেদীপ্যমান, নিজ চক্র সুদর্শনের দ্বারা উদ্ধার করুন, কিম্বা সম্পূর্ণ ভাবে দর্শন প্রদান করতঃ তাহাকে কৃপা করুন। ৬০।

বিবৃতবিবিধ বাধে ভ্রান্তিবেগাদগাধে
বলবতি ভবপূরে মজ্জতো মে বিদূরে ।
অশরণগণবন্ধো হা কৃপাকৌমুদীন্দো
সকৃদকৃত বিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বম্ ।। ৬১ ।। মালিনী ।

পুনরপ্যতি কাতরেণ তাং লিখতি বিবৃতেতি । ভবপূরে ভবাব্ধৌ মজ্জতো মে অকৃতবিলম্বং যথাস্যাত্তথা সকৃদেকবারং হস্তাবলম্বং দেহীত্যন্বয়ঃ,ত্বমিতি শেষঃ । ত্বং কথম্ভূত হে অশরণগণবন্ধো অশরণগণা ন বিদ্যতে শরণং যেষাং অর্থান্মদ্বিধা-স্তেষাং গণাঃ সমূহাস্তেষাং বন্ধো তথা হে কৃপাকৌমুদীন্দো ইতি কৃপৈব কৌমুদী চন্দ্রিকা তস্যা ইন্দুস্তদবয়বীন্দুশ্চন্দ্রঃ হে কৃপাশ্রয় ইত্যর্থঃ কৃপায়াশ্চন্দ্রিকাভাবেন রূপণং ভবতাপশমনার্থং ভগবতশ্চন্দ্রত্বেন রূপণমাহ্লাদনায়েতি জ্ঞেয়ম্ । হা ইতি বিষাদ শোকবোধকং হা বিষাদ শুগর্ত্তিষ্বিত্যমরাৎ, ভবপূরে ইতি পূরো জলসমূহেনেতি শব্দরত্নাকরঃ ভব এব পূরোজলসমূহস্তাৎপর্য্যাৎ সমুদ্রস্তস্মিন্ তত্র কথম্ভূতে বিবৃতা বিস্তৃতা বাধা পীড়া যত্র তস্মিন্ কথং মগ্ন ইত্যপেক্ষায়াং হেতুং দর্শয়তি । ভ্রান্তি বেগাদগাধে ভ্রান্তির্ভ্রমোমোহ ইত্যর্থঃ তস্য বেগাৎ প্রবাহাৎ । বেগঃ প্রবাহ জবয়োরপীত্যমরঃ । মোহপ্রবাহেণ সীমারহিতেণ ইত্যর্থঃ । বলবতি স্থৌল্যযুক্তে কৈশ্চিদপি জেতুমশক্যে বা । বলং গন্ধরসে রূপে সামর্থ্যে স্থৌল্যসৈন্যয়োরিতি মেদিনীকারঃ । অবিদূরে ইতি সর্ব্বব্যাপকস্য তব নিকটে বর্ত্তমানস্য মে ইতি অতো হা শব্দঃ প্রযুক্তঃ । নম্বশরণেত্যাদি বিশেষণ দ্বয়েন তস্য তত্তদ্দানশীলত্বং ভবতু নাম দেহি হস্তাবলম্বমিতি কথমুক্তমেবম্ভূত সাহসো মহানুচিত এব । সত্যং মহাবিপদগ্রস্তস্য যোগ্যাযোগ্যত্ব বিচারো ন স্যাদেবেতি ভাবঃ ।। ৬১ ।।

শ্রীপাদ পুনঃ অতিশয় কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছেন- যাহাদের কোন আশ্রয় নাই, সেই আশ্রয়হীন মানবগণেব একমাত্র পরম বন্ধু ! যাহাতে নানা প্রকার বিঘ্ন বিস্তৃত আছে এবং ভ্রান্তি বেগ জন্য অগাধ এই প্রকার মহা বলবান সংসার সমুদ্রের মাঝে আমি নিমজ্জিতহইতেছি, আপনি সর্ব্ব ব্যাপকসুতরাং আমার অতিসন্নিকটেঅবস্থান করিতেছেন, হে অশরণগণবন্ধো! হা কৃপা কৌমুদী প্রদানকারি চন্দ্রমা । আপনি ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া একটি বার মাত্র আমাকে আপনার বরদ হস্তের অবলম্বন প্রদান করুন,আমি এক্ষণে মহাবিপদ গ্রস্ত হইয়াছি, আপনি বিনা উদ্ধার কর্ত্তা কেহ নাই ।৬১

শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাম্

নৃত্যন্ বায়ুবিঘূর্ণিতৈঃ স্ববিটপৈর্গায়ন্নলীনাং রুতৈ-
র্মুঞ্চন্নশ্রু মরন্দবিন্দুভিরলং রোমাঞ্চবানঙ্কুরৈঃ ।
মাকন্দোঽপি মুকুন্দ মূর্চ্ছতি তব স্মৃত্যা নু বৃন্দাবনে
ব্রূহি প্রাণসমান চেতসি কথং নামাপি নায়াতি তে ।। ৬২।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

ভগবৎ স্মরণেন বৃন্দাবনস্থস্য স্থাবরস্যাপি সৌভাগ্যমভিনন্দ্য তদ্বিহীনমাত্মানং মত্বা দৈন্যোক্তিমাহ শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাং পদ্যেন নৃত্যন্নিতি । নু ভো মুকুন্দ বৃন্দাবনে তব স্মৃত্যা মাকন্দ আম্রবৃক্ষোঽপি মূর্চ্ছতি প্রেমমোহং প্রাপ্নোতি কিমুতপ্রাণিবর্গঃ কিং কিং কৃত্বা অত্রাহ নৃত্যন্নিত্যাদি বায়ুবিঘূর্ণিতৈরান্দোলিতৈঃ স্ববিটপৈঃ শাখাবিস্তার পল্লবৈর্নৃত্যন্ সপুষ্পমধুলুব্ধানামলীনাং ভ্রমরাণাং রুতৈঃ শব্দৈর্গায়ন্ মরন্দো মকরন্দস্তস্য বিন্দুভিরশ্রু নেত্রজলং মুঞ্চন্ অঙ্কুরৈরভিনবপত্রৈরলমতিশয়ং রোমাঞ্চবান্ সন্নিতি, অত্র বায়ুবিঘূর্ণনাদয়ো লোকচ্ছলনায় ব্যাজা এব জ্ঞেয়াঃ । এবং সতি হে প্রাণসমান কৃষ্ণ ! ত্বং ব্রূহি মে চেতসি কথং তে নামাপি ন আয়াতি আগচ্ছতে কিমুত স্মরণং প্রাণঃ সমানঃ সাধুরুত্তমো যস্মাৎ হে তথাভূত । যদ্বা প্রাণেতি সমান চেতসীতি পদদ্বয়ম্ । প্রাণয়তি জীবয়তীতি প্রাণঃ । তে নাম্নশ্চেতস্যাগতিং বিনা মম জীবনং ন স্যাদিতি ভাবঃ । সমান একশ্চাসৌ চেতশ্চেতি তস্মিন্নেকান্ত চিত্তে ইত্যর্থঃ সমানশ্চ সমৈকয়োঃ । সাধৌ শরীরবায়ৌ নেতি শব্দ রত্নাকরঃ ।। ৬২ ।।

শ্রীকৃষ্ণস্মরণ হেতু বৃন্দাবনের স্থাবরজাতিরও মহা সৌভাগ্য হয়, "তাহাও আমার নাই", এই দৈন্যোক্তি শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদের পদ্যে বলিতেছেন- হে শ্রীমুকুন্দ! এই বৃন্দাবনে আপনার স্মরণ হেতু বিশাল আম্রবৃক্ষও বায়ু বিঘুর্নিত শাখা সমূহ দ্বারা নৃত্য করিতেছে, মধুকর নিকর গুঞ্জন দ্বারা গান করিতেছে, মকরন্দবিন্দু ক্ষরণচ্ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে, নবীন অঙ্কুর প্রকাশ দ্বারা রোমাঞ্চ উদ্গত হইতেছে, কিন্তু হে মম প্রাণসম শ্রীকৃষ্ণ ! আমার কিপ্রকার দুর্ভাগ্য হায় ! আপনার নামটিও এই হৃদয়ে আসিতেছে না কেন ? ৬২ ।

এতৌ জগন্নাথসেনস্য

যা দ্রৌপদী পরিত্রাণে যা গজেন্দ্রস্য মোক্ষণে ।
ময্যার্ত্তে করুণামূর্ত্তে সা ত্বরা ক্ব গতা হরে ।। ৬৩।। অনুষ্টুভ্ ।
দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্ যাদবেন্দ্র পতিতোঽহমুৎসহে ।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে ।।৬৪।।

রথোদ্ধতা।

ধনঞ্জয়স্য

স্তাবকাস্তব চতুর্মুখাদয়ো ভাবকাহি ভগবন্ ভবাদয়ঃ ।
সেবকাঃ শতমখাদয়ঃ সুরা বাসুদেব যদি কে তদা বয়ম্ ? ৬৫ ।।

রথোদ্ধতা ।

ভবসাগর মগ্নতয়া ব্যাকুলস্য জগন্নাথস্য দৈন্যোক্তিং পদ্যদ্বয়েনাহ যেতি সুগমম্ ।। ৬৩।।

হে যাদবেন্দ্র দীনবন্ধুরিতি তে নাম স্মরন্ সর্ব্বাপরাধেন পতিতোঽহমুৎসহে ময়ি ত্বৎ কৃপাভবেদিতি। অন্যমুখাৎ ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে সতি মামকং মদীয়ং হৃদয়মাশু কম্পতে যতো নাহং ভক্তঃ অতো ময়ি কৃপা ন ভবিতেতি ।। ৬৪ ।।

ভগবৎ কৃপায়ামনধিকারিতাং বিভাব্য দীনস্য ধনঞ্জয়স্যোক্তিমাহ স্তাবকা ইতি। শতমখঃ ইন্দ্রঃ । হে বাসুদেব যদি তে তে তে দেবপ্রবরাঃ স্তাবক ভাবক সেবকাস্তদা বয়ং কে কিং কূর্ম্ম কর্ত্তুং যোগ্যা নরাধমত্বাদিত্যর্থঃ ।। ৬৫ ।।

ভবসাগর নিমগ্ন নিজেকে মনে করিয়া মহাব্যাকুল শ্রীল জগন্নাথ পণ্ডিতের পদ্যে দৈন্যোক্তি বলিতেছেন- হে শ্রীহরে ! প্রিয়সখী দ্রৌপদীকে পরিত্রাণের সময় যে ত্বরা শীঘ্রতা, এবং গজেন্দ্রকে গ্রাহ হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে শীঘ্রতা, হে করুণা মূর্ত্তে ! আমি ততোধিক আর্ত্ত সুতরাং আমাকে পরিত্রাণ করিবার সময় সেই ত্বরা কোথায় গেল ? ৬৩ ।

শ্রীজগন্নাথ পুনঃ বলিতেছেন- হে যাদবেন্দ্র ! আমি পতিত, আপনার " দীন বন্ধু" এই নাম শ্রবণ করিয়া আমার অবশ্যই উদ্ধার হইবে মনে করিয়া উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু যখন শুনিলাম আপনি "ভক্ত বৎসল " তখন আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, কারণ আমি দীন, ভক্ত নহি, কোন দিন আপনার নাম কীর্ত্তনাদি ভজন করি না,সুতরাং আমার প্রতি আপনার কৃপা হইবে না । ৬৪ ।

কস্যাচিৎ

পরম কারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে যদুচিতং যদুনাথ তদাচর ।। ৬৬ ।।

দ্রুতবিলম্বিতম্ ।

কস্যাচিৎ

ভবোদ্ভবক্লেশকশাশতাহতঃ পরিভ্রমন্নিন্দ্রিয়কাপথান্তরে ।
নিয়ম্যতাং মাধব মে মনোহয় স্তদঙ্ঘ্রিশঙ্কৌ দৃঢভক্তিবন্ধনে ।।৬৭।।

বংশস্থবিলম্ ।

তামপি পুনঃ কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি পরমেতি । পরমশোচ্যতম ইতি পরম শোকবিষয় মহা শ্রেষ্ঠঃ যদুনাথেতি সম্বোধনং অন্যৎ সুগমম্ ।। ৬৬ ।।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োরিত্যনুস্মৃত্য পরম চঞ্চলস্য তস্য নিগ্রহায় দৈন্যোক্তিমাহ ভবোদ্ভবেতি । হে মাধব ! দৃঢ ভক্তিবন্ধনে ত্বদঙ্ঘ্রিশঙ্কৌ মেমনোহয়ো নিয়ম্যতামিত্যন্বয়ঃ । ত্বদাঙ্ঘ্রিশ্চরণমেব শঙ্কুঃ কীলস্তস্মিন্ । তত্র কথম্ভুতে দৃঢং ভক্ত্যা বন্ধনং যত্র তস্মিন্ মনসো হয়ত্বেন রূপণমদম্যত্বাভি প্রায়েণ । নিয়ম্যতামিতি অন্যত্র গতিনিগ্রহ পূর্ব্বকং তত্র বদ্ধা রক্ষ্যতাম্ । নম্বয়ং স্বেচ্ছাচারী সর্ব্বত্র ভ্রাম্যতু নাম কিমিতি বন্ধক্লেশেন দয়ালুনা ময়া স্থীয়তাং তত্রাহ পরিভ্রমন্নিন্দ্রিয়কাপথান্তরে ইতি । বিষয় বিষয়িণোরভেদাদিন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়বিষয়াণি । কাপথঃ কুৎসিতঃ পন্থাঃ তস্যান্তরে মধ্যেপরি ভ্রমন্ পরিশ্রমং প্রাপ্নুবন্ সন্ ভবোদ্ভব

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় নিজেকে অযোগ্য ভাবিয়া শ্রীধনঞ্জয়ের দৈন্য পূর্ণ পদ্য লিখিতেছেন- হে ভগবন্ ! চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাপ্রভৃতি যদি আপনার স্তুতি করিয়া থাকেন, শঙ্কর প্রভৃতি যোগীশ্বর গণ যদি আপনার মহিমাদির চিন্তার কারক হয়েন, অপর একশত অশ্বমেধ যাগকারী দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যদি আপনার আদেশপালক সেবক হয়েন, হে বাসুদেব ! আমাদের সমান নরাধম আপনার কে ? । ৬৫ ।

ভক্তের অযোগ্যতাই কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সর্ব্বতাপহারি শ্রীহরে ! আপনার তুল্য পরম করুণাময় আর ত্রিজগতে কেহ নাই, এবং আমা হইতে পরম শোচ্যতম মানব কেহ ত্রিভুবনে আর নাই, হে যদুনাথ ! এই প্রকার বিচার ও নিশ্চয় করিয়া এই পামর নরাধমের প্রতি আপনার যাহা করা উচিৎ হয় তাহাই আচরণ করুন । ৬৬ ।

শ্রীশঙ্করস্য

ন ধ্যাতোঽসি ন কীর্ত্তিতোঽসি ন মনাগারাধিতোঽসি প্রভো
নো জন্মান্তরগোচরে তব পদাম্ভোজে চ ভক্তিঃ কৃতা ।
তেনাহং বহুদুঃখভাজনতয়া প্রাপ্তো দশামীদৃশীং
ত্বং কারুণ্যনিধে বিধেহি করুণাং শ্রীকৃষ্ণ দীনে ময়ি ।। ৬৮ ।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

ক্লেশ কশাশতাহতঃ ভবো জন্মতস্মাদুদ্ভব উৎপত্তির্যেষাং তে ক্লেশা এব কশা অশ্বতাড়নী তস্যাঃ শতেন শম্পরিমাণেন আহতোঽতোমহা দুঃখভাক্ । অয়ম্ভাবঃ তত্তাদৃশ দুঃখেন মমাপি মহা দুঃখং ভবতি তস্যাশ্রয়ত্বাৎ অতঃ স্বদাসত্বেন মাং বিভাব্য কৃপয়া তং নিয়ম্য মন আদৃশ জন্ম প্রণাশয়েতি দৈন্যোক্তিঃ ।। ৬৭ ।।

শ্রীভগবদ্ভজনাভাবঃ দুঃখপ্রাপ্তি হেতুরিতি শ্রীশঙ্করস্য পদ্যেন নির্দ্দিশতি ন ধ্যাতোঽসীতি। হে কৃষ্ণ তেন হেতুনা বহু দুঃখভাজনতয়া উপলক্ষিতাং ঈদৃশীং পরম শোচ্যাং দশাং প্রাপ্তোঽহমতস্ত্বাং শরণং গতোঽস্মি হে কারুণ্যনিধে দীনে ময়ি করুণাং বিধেহীত্যর্থঃ। তেনেতি যত এতজ্জন্মনি ত্বং ন ধ্যাতশ্চিন্তিতোঽসি ন কীর্ত্তিতোঽসি ন মনাগল্পং যথাস্যাদারাধিতঃ পূজিতোঽপি নো জন্মান্তরগোচরে তব পাদাম্ভোজে ভক্তিঃ কৃতা নো জন্মান্তরস্য জন্মভেদস্য গোচরঃ প্রত্যক্ষো যস্মাত্তস্মিন্

মানবের মনই বন্ধন এবং মুক্তির কারণ সুতরাং এই চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করিবার জন্য কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন- হে করুণাময় ! আমার মনোরূপ অদম্য অশ্ব ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ভোগ্যরূপাদিবিষয় স্বরূপ অতিশয় কুৎসিতপথের মধ্যে বারম্বার ভ্রমণ করিতে করিতে সংসার হইতে উৎপন্ন রোগ শোক জরা মরণাদি যে ক্লেশ সমূহ তাহা দ্বারা কশার ন্যায় (অশ্বতাড়নীরজ্জু) শতপ্রকারে নির্ম্মম ভাবে আহত হইতেছে, অতএব হে শ্রীমাধব! আমার দুর্দান্ত মনো ঘোটককে আপনার শ্রীচরণরূপ শঙ্কুতে (অশ্ববন্ধন কারী গোঁজ) সুদৃঢ় ভক্তি রূপরজ্জু দ্বারা বন্ধন করুন, যাহাতে কুপথে গমন করিয়া কশাঘাত ভোগ করিতে না হয় ।৬৭ ।

শ্রীকৃষ্ণভজনের অভাবই সংসার দুঃখ প্রাপ্তির মুখ্য কারণ তাহা শ্রীশঙ্করের পদ্যে নির্দ্দেশ করিতেছেন- হে প্রভো ! আমি দেবদুর্লভ এই মানবদেহ পাইয়া আপনার রূপ ধ্যান করি নাই, আপনার পরম পাবন নাম কীর্ত্তন করি নাই, এবং আপনার অভয় শ্রীচরণারবিন্দ সামান্যও আরাধনা করি নাই, এমন কি অন্য কোন জন্মেও

কস্যাচিৎ

শরণমসি হরে প্রভো মুরারে জয় মধুসূদন বাসুদেব বিষ্ণো
নিরবধি কলুষৌঘকারিণং মাং গতিরহিতং জগদীশ রক্ষ রক্ষ।। ৬৯।।

পুষ্পিতাগ্রা ।

পদাম্ভোজে নো নিষেধার্থে সর্ব্বত্র ময়েত্যধ্যাহার্য্যম্ । হে প্রভো ! ইতি পরম পূজ্যস্য তব ধ্যানাদিরবশ্যং কার্য্যস্তদকরণ প্রত্যবায়েন মম দুঃখ ভাজনতেতি ব্যজ্যতে । কারুণ্যনিধে ইতি হে করুণা সমুদ্র সম্প্রতি তং তং দোষং স্ব স্বভাবেন পরিহৃত্য ময়ি করুণাং বিধেহি তয়ৈব বহু ক্লেশদায়িনীং স্বদাসীং মায়াং নিবারয়েতি দৈন্যোক্তিঃ ।। ৬৮ ।।

পাপিষ্মন্যত্বেন গতিরহিত তয়া কশ্চিদ্দৈন্যোক্ত্যা শ্রীভগবন্তং প্রার্থয়তে তাং কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি শরণমিতি । হে মধুসূদন ! হে বাসুদেব ! হে বিষ্ণো ! ত্বং জয় সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তস্ব অত্রাপোৎকর্ষে মদ্বিধানাং ত্রাণমেব হেতুরিতি ধ্বনিস্তদভাবে তদভাব ইত্যনুধ্বনিঃ । সম্বোধন ত্রয়েণ তদ্যোগ্যতা তস্য সূচিতা । জয়ি বৈশিষ্ট্যেন মম পূজ্যত্বাদহং নতোস্মীতি ব্যজ্যতে । ননু কিমিতি মাং নমস্করোষি তত্রাহ হে প্রভো! হরে ! মুরারে! অপি ত্বং শরণং ভবেতি শেষঃ তত্রাপি সম্বোধন ত্রয়েণ শরণযোগ্যতাপিসূচিতা । ননু কিমপেক্ষয়া মাং শরণং প্রার্থয়সে তত্রাহ হে জগদীশ! নিরবধি নিরন্তরং কলুষৌকারিণং পাপসমূহ কারিণং অতএব গতি রহিতং মাং রক্ষ রক্ষ স্বভক্তিং দত্বা মাং পালয় । স এব পাপ সমূহো রাক্ষসো ভূত্বা অদ্য মাং গ্রসিতুমুদ্যত ইতি ভয়াৎ ত্বরায়াং দ্বিত্বম্ ।। ৬৯ ।।

আপনার শ্রীপদাম্ভোজে অল্পও ভক্তি বা সেবা করি নাই, হে করুণা সাগর ! আপনার স্মরণাদি না করার কারণেই আমি এই প্রকার বহু দুঃখের পাত্র হইয়া এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি অতিশয় দীন সংসার সাগর নিমগ্ন, আমার প্রতি করুণা বিধান করুন । ৬৮ ।

অজ্ঞাতনামা কোন কবি নিজেকে মহাপাপী মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা করিতেছেন- হে শ্রীহরে ! হে মুরারে ! হে প্রভো ! আপনি আমার একমাত্র আশ্রয়, হে শ্রীমুধুসূদন ! আপনার জয় হউক, হে শ্রীবাসুদেব ! হে শ্রীবিষ্ণো ! আমি নিরন্তব রাশি রাশি মহাপাপ করিতেছি, আমার আর কোন গতি নাই , হে শ্রীজগদীশ্বর ! আমাকে রক্ষা করুন । ৬৯ ।

দাক্ষিণাত্যস্য

দিনাদৌ মুরারে নিশাদৌ মুরারে দিনার্দ্ধে মুরারে নিশার্দ্ধে মুরারে
দিনান্তে মুরারে নিশান্তে মুরারে ত্বমেকো গতির্নস্ত্বমেকো গতির্নঃ ।। ৭০।।

ভুজঙ্গপ্রয়াতম্।

শ্রীশ্রীভগবতঃ

অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ- স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ।। ৭১ ।।

বিয়োগিনী ।

দিনরাত্র্যোস্ত্রিকালেঽপি ত্বমস্মাকমেকো গতিরিতি দৈন্যোক্ত্যা কশ্চিৎ প্রার্থয়তে তাং দাক্ষিণাত্যস্যপদ্যেন লিখতিদিনাদাবিতি। হে মুরারে ! ইতিসম্বোধনং গতি ভবনযোগ্যত্বায় অত্র দ্বিত্বমপ্যবধারণে অন্যৎ সুগমম্ ।। ৭০ ।।

যথাকথঞ্চিদ্রূপেণ তচ্চরণ সম্বন্ধ প্রাপ্ত্যর্থ্যং দৈন্যেনাচেতনত্বমপি প্রার্থয়তে তৎ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোঃ পদ্যেন লিখতি অয়ীতি সানুনয় কোমল সম্বোধনে হে নন্দতনূজ ! ভবাম্বুধৌ বিষয়ে আশ্রয়ে পতিতং কিঙ্করং তদ্দাসং মাং কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিভাবয়েত্যন্বয়ঃ । বিষয় আশ্রয়ার্থঃ তথাচ বিষয়ো গৌড়াদিদেশে গোচরে চাশ্রয়ে পুমানিতি শব্দরত্নাকরঃ । বিষমে ইতি পাঠে পতিতং বিষয়েষ্বাসক্তমিত্যর্থঃ । পাদপঙ্কজে স্থিতা যা ধূলী রজঃ পরাগস্তস্যাঃ সদৃশং নিত্যলগ্নতয়া পরাগতুল্যতাং বিশেষেণ প্রাপয় ভূপ্রাপ্তাবিতি ধাতোস্তদেকনিষ্ঠং কুর্ব্বিতি ফলিতার্থঃ ।। ৭১ ।।

দিবা রাত্রি সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র গতিএই প্রকার দীন বাক্যদ্বারা দাক্ষিণাত্য কোন কবির বাক্যে বলিতেছেন- হে মুরারে! প্রাতঃ কালে আপনার নাম কীর্ত্তন করিব, (হে মুরারে!) সন্ধ্যাকালে হে শ্রীমুরারে! দিনের মধ্যাহ্নে, রাত্রির মধ্যসময়ে, দিবসের শেষে, রাত্রির শেষকালে, হে শ্রীমুরারে! আপনার নাম কীর্ত্তন করিব, কারণ আপনি আমার এক মাত্র গতি, অন্য কেহ নহে । ৭০।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তভাবে বিভাবিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজ দৈন্য নিবেদন করিতেছেন- অয়ি শ্রীনন্দনন্দন ! আমি আপনার নিত্য সেবক , আমি পারহীন বিষম্ সংসার সাগরে নিপতিত হইয়াছি, আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমাকে নিজ শ্রীচরণপদ্ম সংলগ্ন ধূলির সমান বিবেচনা করুন। ৭১।

"অথ ভক্তানাং নিষ্ঠা"

কস্যচিৎ

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নো বা বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।। ৭২ ।। মন্দাক্রান্তা।

অথ ভক্তানাং মাহাত্ম্যে ভগবতি নিষ্ঠৈব হেতুরিতি তাং লিখতি অথ তেষাং নিষ্ঠেতি। স্বলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচর ইতি শ্রীভগবদ্বচনানুসারেণ প্রবর্ত্তমানঃ কশ্চিদন্যেন সাধুনা জাত্যাশ্রমধর্ম্মান্ পরিপৃষ্টঃ স্ববৃত্তান্তং দৈন্যেনাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি নাহমিতি। নরপতিঃ ক্ষত্রিয়ঃ বর্ণী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবান্ গৃহপতি গৃহস্থঃ বনস্থো বানপ্রস্থঃ যতিঃ সন্ন্যাসী এষাং মধ্যে কোঽপি নাহং কিন্তু প্রোদ্যন্ প্রকর্ষেণোদয়ং প্রাপ্নুবন্ যো নিখিল পরমানন্দঃ স এব পূর্ণামৃতাব্ধিঃ পরিপূর্ণ সুধাসাগরঃ সদোদিত সমস্ত পরমানন্দ পূর্ণরসসাগর ইত্যর্থঃ। তস্য গোপীভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদকমলয়ো র্যে দাসা স্তেষামপিযে দাসাস্তেভ্যস্তেষামিতি বা অনুহীনো দাসোঽস্তি নিকৃষ্টোঽহমিত্যর্থঃ অব্যয়ং ত্বনু। হীনে সহার্থে সাদৃশ্যে পশ্চাদর্থেচ লক্ষণে। ইত্থম্ভাবায়াম ভাগ বীপ্সা সন্নেষ্বনুক্রমে ইতি শব্দরত্নাকরঃ ।। ৭২ ।।

"শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের নিষ্ঠা"

শ্রীভগবানে অনন্য নিষ্ঠার জন্যই ভক্তগণের এই প্রকার মহিমা, সুতরাং অজ্ঞাত নামা কোন কবির পদ্যে বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবনিষ্ঠা নিরূপণ করিতেছেন- হে মানবগণ! আমি ব্রাহ্মণ নহি, নরপতি ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য এবং শূদ্রও নহি, আমি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পালনকারী ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থাশ্রমী ও সন্ন্যাসীও নহি, কিন্তু আমার যথার্থ পরিচয় এই প্রকার-শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণরূপে প্রকাশিত নিখিল পরমানন্দ পরিপূর্ণ অমৃত সাগর স্বরূপ, শ্রীরাধা নাম্নী গোপীর প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের চরণ কমলের যে দাস তাহারও যিনি দাস তাঁহার অনুদাস হই। ৭২।

"শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাণাম্"

ন বয়ং কবয়ো ন তার্কিকা ন চ বেদান্তনিতান্তপারগাঃ ।
ন চ বাদিনিবারকাঃপরং কপটাভীরকিশোরকিঙ্করাঃ ।।৭৩ ।।

বিয়োগিনী।

কস্যচিৎ

পরিবদতু জনো যথা তথায়ং ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ ।

স্ববিদ্যা গৌরবং দৃষ্টা কেনচিদ্ভক্তেন পৃষ্টঃ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যঃ শ্রীভগবতি স্বনিষ্ঠাং ভঙ্গ্যা যাং প্রাকাশয়ৎ তাং তৎপদ্যেনাহ ন বয়মিতি । কবয়ঃ কাব্যরচনা নিপুণাঃ তার্কিকাঃ তর্কবিদ্যাকুশলাঃ বেদান্ত নিতান্ত পারগাঃ বেদান্তস্য নিতান্ত পারমেকান্তপারং ভগবৎসাক্ষাৎকার সাধকতাং গচ্ছন্তীতি যে তে তথা যে ষড়দর্শননিষ্ঠাঃ স্ব স্ব মতং স্থাপয়িতু মন্যেষাং মতানি দূষয়ন্তি তে বাদিনঃ তেষাং স্ব স্ব মতস্থাপনে নিবারকাঃ তে বয়ং ন কিন্তু পরং কেবলং কপটাভীর কিশোরকিঙ্করা ইতি আভীরস্য গোপস্য তাৎপর্য্যাৎ শ্রীনন্দগোপস্য কিশোরঃ শিশুঃ, কপটানাং ছদ্মযুক্তানাং নৃপব্যাজাসুরাণাং শিশুপালাদীনামাভীরকিশোরঃ কপটাভীরকিশোরঃ । তেষাং সম্বন্ধে গোপশিশুত্বেনৈব প্রতীয়মানঃ নত্বয়মীশ্বর ইত্যেবং রূপেণেত্যর্থঃ । নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত ইতি শ্রীভগবদগীতাতঃ কপটোঽস্ত্রী ছদ্মনিচ কপটধার্য্যপি ত্রিষ্বিতি। কিশোরো দশবর্ষোর্দ্ধমাপঞ্চদশবর্ষকে । সূর্য্যে হয়ে শিশৌ তৈলপর্ণ্যাং নায়ূনি তু ত্রিষ্বিতি চ শব্দরত্নাকরঃ । তস্য কিঙ্করাঃ সেবকাঃ ব্যাখ্যান্তরন্তু ন সঙ্গতং স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৭৩ ।।

হে সাধো ! ভবদাচরণং পরমসাধু তথাপি বিদূষকাস্তন্নিন্দন্তি তৎশ্রুত্বাস্মাকং

নবদ্বীপে নব্যন্যায় শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক পশ্চাৎ নীলাচলনিবাসী শ্রীপাদ বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কোন বৈষ্ণব তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজের নিষ্ঠা বলিতেছেন, তাহা পদ্যে লিখিতেছেন-আমরা কাব্য রচনা নিপূণ কবি নহি, তর্কবিদ্যাপারঙ্গম তার্কিক নহি, অপর বেদান্ত শাস্ত্রে নিতান্ত পারগামী ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগ্যও নহি, এবং যাহারা ষড়দর্শনে পাণ্ডিত্য লাভ করতঃ নিজ নিজ মত স্থাপনে ব্যগ্র তাহাদের নিবারণ কারী পণ্ডিত ও নহি, কিন্তু আমরা নানারূপ কপট করিয়া শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়াকারী গোপরাজপুত্র শ্রীনন্দকিশোরের সেবক মাত্র হই । ৭৩।

কোন সজ্জন কোন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত সাধুকে বলিলেন- হে সাধো!

হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম ।। ৭৪ ।।

পুষ্পিতাগ্রা ।

শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাম্

ধন্যানাং হৃদি ভাসতাং গিরিবরপ্রত্যগ্রকুঞ্জৌকসাং
সত্যানন্দরসং বিকারবিভবব্যাবর্ত্তমন্তর্মহঃ ।

মহাদুঃখং স্যাদতো রহস্যে এব ভবান্ তত্ত উদ্ধরতামিতি কেচিদ্বান্ধবাঃ কঞ্চিৎ সাধুং প্রতি ব্রুবন্তি তান্ প্রতি স যথা ব্রূতে তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতিপরিবদন্ত্বিতি । ননু ভোঃ সাধো অয়ং মুখরোদুর্মুখোজনো যথা তথাস্মান্ পরিবদতিনিন্দতি চেৎ পরিবদতু পরিবাদং দদাতু তৎপরিবদনং বয়ং ন বিচারয়ামঃ ন্যায্যেঽস্মৎকৃত্যেঽয়মন্যায্যং বদত্যেবং রূপং তদ্বিচারণে ভগবতি চিত্ত শৈথিল্যাৎ । কিন্তু হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তাঃ হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রসাঃ শৃঙ্গারাদয় স্তএব স্বাদুত্বাৎ মদিরা সাচ মদজনকত্বাৎ মদঃ অত্যন্তাতিশয়োক্ত্যা তদাস্বাদো ব্যজ্যতে তেনাতিমত্তা ইত্যর্থঃ । এবম্ভূতাঃ সন্তো ভুবি ভূমৌ বিলুঠাম লোঠনং করবাম নটাম নৃত্যং করবাম নির্বিশাম মূর্চ্ছাং প্রাপ্নুবাম নির্বেশ উপভোগে স্যাৎ মূর্চ্ছায়াং বেতনে পুমানিতি শব্দরত্নাকরঃ ।। ৭৪ ।।

কশ্চিন্নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানী কশ্চিদ্ভক্তশ্রেষ্ঠং ব্রূতে হে সাধো ! মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্য সংঘট্টে লোকসমাজে আদ্যরস গীতিং কথং গায়সে অস্মাকমিব শ্রবণ মননাদিকুরুতাং তং প্রতি স যথাহ তৎ শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাং পদ্যেন লিখতি ধন্যানামিতি । গিরিবরপ্রত্যগ্র-কুঞ্জৌকসাং ধন্যানাং সুকৃতিনাং হৃদি অন্তর্মহঃ প্রত্যক্

আপনার আচরণ অতি সুন্দর তথাপি মূঢ়জন নিন্দা করে, তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদের মনে মহা দুঃখ হয়, সুতরাং অপানি একান্তে প্রেম প্রকাশ করিবেন, এই বাক্য শ্রবণ করতঃ সাধুর নিষ্ঠা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে বলিতেছেন-এই অপ্রিয়বাদী মুখর মানব যাহা মনে আসে তাহা বলুক , যেখানে সেখানে নিন্দা করে করুক, কিন্তু আমরা তাহা বিচার করিব না, বা করিবার সময়ও নাই, কারণ আমরা শ্রীকৃষ্ণের ধীর ললিত স্বভাব জাত শৃঙ্গার রস রূপ মদিরা পানে অতিশয় প্রমত্ত হইয়াছি, সুতরাং পৃথিবীতে গড়াগড়ি দিব, উদ্দণ্ড নৃত্য করিব, আনন্দে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইব, আমাদের কোন ভয় নাই ।৭৪।

কোন একজন নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত সঙ্কীর্ত্তনরত বৈষ্ণবকে বলিলেন-হে সাধো ! মৃদঙ্গ করতাল বাদ্য যুক্ত লোক কোলাহলের

অস্মাকং কিল বল্লবীরতিরসো বৃন্দাটবীলালসো
গোপঃ কোঽপি মহেন্দ্রনীলরুচিরশ্চিত্তে মুহুঃ ক্রীড়তু ।। ৭৫।
শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্।

শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীপাদানাম্

রসংপ্রশংসন্তু কবিত্বনিষ্ঠা ব্রহ্মামৃতং বেদশিরোনিবিষ্টাঃ ।

চৈতন্যং ভাসতাং প্রত্যক্ষীভূয়তামিত্যন্বয়ঃ । গিরিবরঃ শ্রীশৈলাদিঃ তস্মিন্ প্রত্যগ্রমভিনবঃ শোধিতো বা কুঞ্জ ওকো ব্রহ্মাধ্যানযোগ্যনিবাসস্থানং যেষামিতি তেষাং তৎ কথম্ভূতং সত্যানন্দরসং নিত্যসুখরূপং পুনঃ কথম্ভূতং বিকারবিভবব্যাবর্ত্তং বিকারা অহঙ্কার তন্মাত্র ভূতাদয়ঃ তেষাং বিভবাদ্যৈশ্বর্য্যাৎ নানা রূপেণ ভানাৎ ব্যাবর্ত্তং তন্ন তন্নেতি নিষেধাবধিভূতং নির্ব্বিকারমিত্যর্থঃ । যদ্বা বিকারাস্ত এব বিভবা ঐশ্বর্য্যাণি যস্যাঃ প্রকৃতেঃ সা ব্যাবর্ত্ত্যা নিবর্ত্তিতা যস্মাৎ তৎ । কিল প্রসিদ্ধৌ অস্মাকং চিত্তে কোঽপি গোপো মুহুঃ ক্রীড়তু প্রার্থনায়াং লোট্। স কথম্ভূতঃ মহেন্দ্রনীল রুচিরঃ মহেন্দ্র ইন্দ্ররত্নস্তস্যযোনীলো নীলবর্ণস্তস্মাদ্রুচিরঃ সুন্দরঃ মহেন্দ্ররত্ন রুচির ইতি পাঠঃ সুগমঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ বল্লবী রতিরসঃ বল্লবীনাং সম্বন্ধে মূর্ত্তঃ শৃঙ্গার ইব । বল্লব্যো গোপ্যস্তাসাং রতিঃ প্রীতিঃ সা রস আস্বাদ্যো যস্য সঃ । তদর্থং বৃন্দাটবীলালসঃ বৃন্দাটব্যাং বৃন্দাবনে লালসোমহাকামো যস্য স ইতি ।। ৭৫ ।।

কেচিদ্বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠাঃ স্বশিষ্যান্ ভগবন্নিষ্ঠাং শিক্ষয়তি তাং শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীণাং পদ্যেন লিখতি রসমিতি । কবিত্বনিষ্ঠা আলঙ্কারিকা রসং শৃঙ্গারাদি দ্বাদশ রসং

মাঝে কামোদ্দীপক শৃঙ্গাররস যুক্ত গান গাহিতেছেন কেন ? আমাদের মত বেদান্ত শ্রবণ ও আমি ব্রহ্ম ইত্যাদি মনন করুন, তদুত্তরে শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদের বাক্যে স্বনিষ্ঠা বলিতেছেন- মহান পর্বতরাজ শ্রীশৈলাদি পর্ব্বতের শোভাময় কুঞ্জে নিবাসকারী ভাগ্যবান পুরুষদিগের বিশুদ্ধহৃদয়ে বিকার ও ঐশ্বর্য্যাদি রহিত অন্তরের মহামহোৎসব স্বরূপ সত্য ও আনন্দ স্বরূপ নিরাকার ব্রহ্ম প্রকাশিত হউক , কিন্তু আমাদের হৃদয়ে নিশ্চিন্তভাবে ব্রজগোপীগণের রতিরস স্বরূপ বৃন্দাবন নিকুঞ্জবিলাসী ইন্দ্রনীলমনি কান্তিশালী কোন গোপকুমারবর নিরন্তর ক্রীড়া করুন । ৭৫ ।

কোন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ নিজ শিষ্যগণকে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা শিক্ষা প্রদান

বয়ন্তু গুঞ্জাকলিতাবতংসং গৃহীতবংশং কমপি শ্রয়ামঃ ।। ৭৬ ।। উপজাতিঃ

কবিরত্নস্য

ধ্যানাতীতং কিমপি পরমং যে তু জানন্তি তত্ত্বং
তেষামাস্তাং হৃদয়কুহরে শুদ্ধচিম্মাত্র আত্মা ।
অস্মাকন্তু প্রকৃতিমধুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ পঙ্কজাক্ষোঽয়মাত্মা ।। ৭৭।। মন্দাক্রান্তা।

প্রশংসন্তি কাব্যালোচনেন চতুর্বর্গ সিদ্ধেঃপ্রশংসন্তু নাম তথাচসাহিত্যদর্পণে ।ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসুচ । করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণং ইতি। তথা বেদশিরঃ শ্রুতিস্তস্মিন্নিবিষ্টাঃ শ্রুতিশাস্ত্রপারগা অমৃতমমৃতবদাস্বাদ্যং ব্রহ্ম প্রশংসন্তি-প্রশংসন্তু, বয়ন্তু গৃহীতবংশং কমপি প্রাকৃতিকাগোচরমপি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণং শ্রয়ামঃ সেবামহে , বিশেষণাভ্যাং বিশেষ্যং নিগময়তি গুঞ্জা কলিতাবতংসং গৃহীতবংশমিতি। গুঞ্জাভিঃ কলিতোঽবতংসঃ শিরোভূষণং যস্য তং গৃহীতো বংশো বংশী যেন তঞ্চ।। ৭৬

তাং পুনঃ কবিরত্নস্য পদ্যেন নির্দ্দিশতি ধ্যানাতীতমিতি, যেতু বেদান্তিনো ধ্যানাতীতংপরমং কিমপি বাঙ্মনসোরগোচরং তত্ত্বং বস্তু জানন্তি তেষাং হৃদয় কুহরে হৃদয়াকাশে শুদ্ধ চিন্মাত্রং তত্ত্বং পদার্থ শোধিত তুরীয়মাত্মা আস্তাং সাক্ষাদ্ভাবেন তিষ্ঠতু। অস্মাকন্তু অয়ং ধ্যাননির্দ্দিষ্ট আত্মা অপ্রাকৃত সগুণং ব্রহ্মাস্তামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ধ্যাননির্দ্দিষ্টত্বং ত্বাহ মেঘশ্যাম ইতি কনকপরিধিরিতি কনকং সুবর্ণ খচিতং বস্ত্রং তৎ পরিধির্বেষ্টনমণ্ডলমিব পরিধিরধরোত্তরীয়ং যস্য সঃ পরিবেশস্তু পরিধিরুপসূর্য্যকে মণ্ডলে ইত্যমরাৎ । যদ্বা পরিপূর্ব্ব ধাত্রুধাতোর্ব্রত্রাদেরিরিতী প্রত্যয়ান্তঃ । তেন কনকখচিতং বস্ত্রং পরিধানং যস্য সঃ ।পঙ্কজবদক্ষি চক্ষুর্যস্য সঃ

করিতেছেন, তাহা শ্রীযাদবেন্দ্র পুরীপাদের পদ্যে বলিতেছেন- কবিত্বনিষ্ঠ আলঙ্কারিকগণ শৃঙ্গারাদি রসের প্রশংসা করুন, বেদশিরো ভাগ বেদান্তনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীগণ ব্রহ্মস্বরূপ অমৃতের প্রশংসা করুন, আমরা কিন্তু গুঞ্জাবতংসশোভিত চূড়া বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিব ।৭৬ ।

শ্রীকবিরত্নের পদ্যে পুনঃ তাহাই নিশ্চয় করিতেছেন- যে বৈদান্তিকগণ ধ্যানাতীত অবাঙ্মনসগোচর কোন এক অনির্ব্বচনীয় পরমতত্ত্ব জানেন, তাঁহাদের হৃদয়াকাশে শুদ্ধ চিন্মাত্র তত্ত্বং পদার্থ শোধিত তুরীয়াত্মা প্রকাশিত হউন, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে স্বভাবতঃ মধুর মধুর রসের অধিদেবতা ঈষৎ হসিতযুক্ত বদন

তস্যৈব

জাতু প্রার্থয়তে ন পার্থিবপদং নৈন্দ্রে পদে মোদতে
সন্ধত্তে ন চ যোগসিদ্ধিষু ধিয়ং মোক্ষঞ্চ নাকাঙ্ক্ষতি।
কালিন্দীবনসীমনি স্থিরতড়িন্মেঘদ্যুতৌ কেবলং
শুদ্ধে ব্রহ্মণি বল্লবীভুজলতাবদ্ধে মনো ধাবতি।। ৭৮ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

বক্ত্রমেবারবিন্দং পদ্মং বক্ত্রারবিন্দং স্মেরোমন্দহাস্যস্তদযুক্তং বক্ত্রারবিন্দং যস্য সঃ। অতএব প্রকৃত্যা স্বভাবেন মধুরঃ সৌম্যঃ ।। ৭৭ ।।

সহৃদয়ং প্রতি কশ্চিৎ সাধুঃ স্বনিষ্ঠাং ব্রূতে তাং তস্যৈব পদ্যেন লিখতি জাত্বিতি। জাত্বিতিপদং সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। মে মনঃ জাতু কদাপি পার্থিবপদং রাজ্যং ন প্রার্থয়তে। তথা ঐন্দ্রে পদে স্বর্গরাজ্যে নমোদতে তথা যোগ সিদ্ধিষু অণিমাদিষু ধিয়ং মতিমর্থাদিচ্ছাং ন সন্ধত্তে অনুসন্ধানং ন করোতি, কিম্বক্তব্যং মোক্ষং নচাকাঙ্ক্ষতি, কিন্তু কেবলং শুদ্ধে ব্রহ্মণি মনো ধাবতি মমেত্যধ্যাহার্য্যম্। শুদ্ধে ইত্যত্র শ্যামে ইতি পাঠান্তরমস্তি শ্যামবর্ণে ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ কথম্ভূতে কালিন্দীবনসীমনি কালিন্দ্যা যমুনায়া বনং কালিন্দীবনং তস্য সীমনি ক্ষেত্রে সীমা ঘাটা সীময়োঃ স্ত্রী ক্ষেত্রে বৃদ্ধাণ্ডকোষয়োরিতি শব্দরত্নাকরঃ। তত্র বর্ত্তমানে স্থির তড়িন্মেঘদ্যুতৌ স্থিরা তড়িদ্বিদ্যুদযত্র সচাসৌ মেঘশ্চেতি তস্য দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য তস্মিন্ পীতাম্বরাবৃত শ্যামবর্ণে পুনঃ কথম্ভূতে বল্লবীভুজলতাবদ্ধে বল্লবীনাং গোপীনাং ভুজা এব লতাঃ তাভির্বদ্ধে প্রেমালিঙ্গিতে এবম্ভূতেঽপি শুদ্ধব্রহ্ম ত্বং পরম বিচিত্রং অত স্তদাকৃষ্টং মনস্তত্র ধাবতীতি ।।৭৮ ।।

কমল, নবীন মেঘেব ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতাম্বর ধারী প্রফুল্ল পদ্মদল লোচন এই আত্মা সর্ব্বদাই স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করুন। ৭৭।

শ্রীকৃষ্ণচরণৈক নিষ্ঠ কোন বৈষ্ণব নিজ নিষ্ঠা শ্রীকবিরত্নের পদ্যে বলিতেছেন- আমার মন কখনও পৃথিবীর রাজপদ প্রার্থনা করে না, ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য পাইবার জন্যও আমোদ প্রকাশ করে না, এবং যোগসিদ্ধি বিষয়েও কোন অনুসন্ধান রাখে না, সর্ব্বজন কাম্য মুক্তিরও আকাঙখা করে না, কিন্তু কেবলমাত্র যমুনাতীরে অবস্থিত বন কুঞ্জাদি সীমায়স্থির বিদ্যুতে নবমেঘকান্তি স্বরূপ বল্লবী শ্রীরাধিকার ভুজলতানিবদ্ধ অর্থাৎ শ্রীরাধিকা আলিঙ্গিত শুদ্ধ পরব্রহ্মের প্রতি বিধাবিত হইতেছে। ৭৮।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাম্

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পনবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্ ।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ।। ৭৯।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

ভক্তিনিষ্ঠাপ্রৌঢ়িং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং পদ্যেন নির্দিশতি সন্ধ্যেতি । বন্দনং মুখে নতাবিতিশব্দরত্নাকরাৎ হে সন্ধ্যাবন্দন হে সন্ধ্যামুখ নিত্য কর্ম্ম ভবতঃ সকাশান্মম ভদ্রমস্তু ত্বদকরণেঽপি মা কুপ্যতাং প্রত্যুত কৃপয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজননিষ্ঠায়াং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বেত্যর্থঃ । যদ্বা ভবতো ভদ্রং শ্রৈষ্ঠ্যং মঙ্গলং বস্তু অন্যৈরাদরেণাচরণাৎ, যদ্বা বন্দন সন্ধ্যাঙ্গ সূর্য্য প্রণামঃ সন্ধ্যয়া সহ বন্দনেত্যর্থঃ । তথা ভোঃ স্নান তুভ্যং নমোঽস্তু স্নানকরণাশক্তয়ে মহ্যং মা কুপ্যতাং ভো দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ পিতরশ্চাগ্নিস্বত্তাদয়ো যুষ্মভ্যং নমোঽস্তু ভবতাং তর্পণ বিধৌ হব্যকব্যাদিনা সন্তোষণ বিধৌ নাহং ক্ষমঃ সমর্থঃ । চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ সাধকস্য মমান্যকর্ম্ম করণে অবকাশাভাবাদতঃ ক্ষম্যতামকরণ জন্য প্রত্যবায়ো ন গৃহ্যতামিত্যর্থঃ । ননু ভোঃ সাধো ভগবদারাধনেন বয়ং সন্তুষ্টাঃ স্নাতস্তব কমপি দোষং ন গৃহ্নামঃ কিন্তু সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগেন ভবতা সহ কেঽপি ন ব্যবহরন্তি তত্র বয়ং কিং কুর্ম্মস্তত্রাহ যত্রেত্যাদি যত্র ক্বাপি অহমমুকোঽমুকজাতিরিত্যাদি পরিচয় রহিতে স্থানে নিষদ্য নিবিশ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ স্মৃত্যর্থ ধাতুযোগে কর্ম্মণি ষষ্ঠী তং পুনঃ পুনঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা অঘং সর্ব্বপাপং সংসার দুঃখং বা হরামি তৎস্মরণমঙ্গলং পর্য্যাপ্তং মনো মে মমান্যেন কর্ম্মণা কিং ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ এতেন বান্ধবাদি যোগো ধ্বনিঃ স তু মদতিলঙ্ঘিত এবেত্যর্থঃ ।। ৭৯ ।

শ্রীকৃষ্ণভক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকৃত্য না করিলেও পাপাদি স্পর্শ করে না, তাহা শ্রীপাদমাধবেন্দ্র পুরীর পদ্যে নিশ্চয় করিতেছেন- হে সন্ধ্যাবন্দন ! আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনার সম্মান করিতে পারিব না, সুতরাং আপনি ক্রোধ করিবেন না, হে স্নান ! আপনাকে নমস্কার করি, হে দেবতাবৃন্দ ! হে পিতৃগণ ! আপনাদের নিমিত্ত জল তিলাদিদ্বারা তর্পণ করিতে আমার ক্ষমতা নাই, অতএব আপনারাও আমাকে ক্ষমা করিবেন, কারণ আমি যে কোন জাতি গোত্রাদি রহিত স্থানে অবস্থান করিয়া যাদব বংশের শিরোভূষণ কংসের প্রাণঘাতী শত্রু শ্রীকৃষ্ণকে

কস্যচিৎ

স্নানং ম্লানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়া সন্ধ্যা চ বন্ধ্যা ভব
দ্বেদঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী সংপুটিতাস্তঃ স্ফুটা ।
ধর্ম্মো মর্ম্মহতো হ্যধর্ম্ম নিচয়ঃ প্রায়ঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্
চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণাম্ভোজে মমাহর্নিশম্ ।। ৮০।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

ভক্তিনিষ্ঠত্বেন নিত্যাদীনাং ত্যাগং কার্য্যদ্বারা কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি স্নানমিতি পামরস্যাধমস্য মম সম্বন্ধি স্নানং ম্লানমভূৎ যথাবিধ্যনাচরণাৎ ক্রিয়াদিষু বিভক্তি বিপরিণামাৎ অন্বয়ঃ কার্য্যঃ । তেনচক্রিয়া ক্রিয়া নাভূৎ । সন্ধ্যাচবন্ধ্যাভবৎ স্বস্যা অনাচরণ হেতুনা স্বফল প্রকাশনাভাবাৎ বেদঃ কর্ম্মমার্গঃ ক্লেদং মলিনতামবাপ । ভক্তিনিষ্ঠৈরনাদরণাৎ । তথৈব অন্য শাস্ত্র পটলী সংপুটিতোঽন্তর্মনো মধ্যে স্ফুটো ব্যক্তো যস্যাস্তথাভূৎ অভবৎ অকৃত যাজনত্বাৎ । তথা ধর্ম্মো মর্ম্মহতঃ স্বরূপেণ বিনষ্টোঽভবৎ অনুপাসনাৎ । তথৈব ধর্ম্ম সমূহঃ কর্ম্মাক্ষমং প্রাপ্তবান্ । স্বদেয় ক্লেশকর্ম্মণি অশক্তোঽভূৎ, ননু ভোঃ যদ্যেবং সর্ব্বং তৎ কথং চিন্তা তিষ্ঠতীত্যত আহ মম চিন্তা ইষ্টালাভানিষ্ট লাভাভ্যাং নির্ম্মিতং ধ্যানং ত্বং যাদবেন্দ্রস্য চরণাম্ভোজেঽনিশং নিরন্তরং সংবিশ নিশ্চল তয়া প্রবিশেত্যন্বয়ঃ ।। ৮০ ।।

পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সন্ধ্যাস্নানাদি রহিত জন্য পাপরাশি নিবারণ করিব, সুতরাং সন্ধ্যা স্নানাদিতে আমার প্রয়োজন মনে করি না, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তন মাত্রই করিব ।৭৯ ।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠ ভক্তগণের স্নানসন্ধ্যা বন্দনাদিতে আসক্তি রাহিত্য অজ্ঞাত নামা কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- আমার স্নানক্রিয়া মলিন হইয়া যাউক, সৎক্রিয়া সকল অসৎ ক্রিয়া হউক, সন্ধ্যা অকরণ হেতু স্বফল প্রদানে বন্ধ্যা হউক, বেদ সকল খেদ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করুন, শাস্ত্র সকল আমার হৃদয়ে অবস্থান করুন, জ্ঞানাদি বিস্তার করিয়া বাহিরে নহে, ধর্ম্ম মর্ম্মাহত হইয়া বিনষ্ট হউন, অধর্ম্ম সমূহ সমূলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কারণ আমার চিত্ত শ্রীযাদবেন্দ্র চরণ কমলের মধু নিরন্তর লেহন করিতেছে ।৮০ ।

কস্যাচিৎ

দেবকীতনয়সেবকীভবন্ যো ভবানি স ভবানি কিং ততঃ ?
উৎপথে ক্বচন সৎপথেঽপি বা মানসং ব্রজতু দৈবদেশিতম্ ।। ৮১ ।।

রথোদ্ধতা

মাধবস্য

মুগ্ধং মাং নিগদন্তু নীতিনিপুণা ভ্রান্তং মুহুর্বৈদিকা
মন্দং বান্ধবসঞ্চয়া জড়ধিয়ং মুক্তাদরাঃ সোদরাঃ ।
উন্মত্তং ধনিনো বিবেকচতুরাঃ কামং মহাদাম্ভিকং
মোক্তুং ন ক্ষমতে মনাগপি মনো গোবিন্দপাদস্পৃহাম্ ।।৮২।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

বা দৈবদেশিতং পূর্ব্ব কর্ম্মাধীনং মানসং চিত্তং ব্রজতি চেৎ ব্রজতু ততঃ কিমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। জীবনস্য তস্মিন্ বিক্রীতত্বাৎ নিকৃষ্ট ভবনাদিতি তু দৈন্যেনোক্তং নতু স্বরূপতঃ ভক্ত্যা তদনুপযোগাৎ ।। ৮১ ।।

পুনরপি তস্য তাং মাধবস্যপদ্যেন লিখতিমুগ্ধমিতি। নীতিনিপুণাঃ শাস্ত্রাভিজ্ঞা মাং মুগ্ধং মূঢ়ং নিগদন্তি চেৎ নিগদন্তু বদন্তুনিগদন্ত্বিতি ক্রিয়া সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। বৈদিকাঃ কর্ম্ম নির্ব্বেদ জ্ঞান নিষ্ঠা ভ্রান্তং ভ্রমব্যাপ্তং বান্ধব সমূহা মন্দং নিকৃষ্টং সোদরাঃ সহোদর ভ্রাতরঃ মুক্তাদরাঃ স্নেহশূন্যাঃ মাংপ্রতি আদরং স্নেহং পরিত্যজ্য জড়ধিয়ং গার্হস্থ কার্য্যাক্ষমং ধনিন উন্মত্তং স্বাভিপ্রেতং ধনং প্রার্থয়স্বেত্যুক্তেঽপি তদগ্রহণাৎ ক্ষিপ্তং বিবেকচতুরা বস্তু স্বরূপ নিশ্চয় কুশলা বিবেকো মিথো ব্যাবৃত্ত্যা বস্তু স্বরূপ নিশ্চয়ে। প্রকৃতিপুরুষ জ্ঞানে পৃথগ্ভাব বিচারয়োরিতি শব্দরত্নাকরাৎ। কামং যথেচ্ছং মহাদাম্ভিকং মহাকাপটিকং তে সর্ব্বে নিগদন্তু নাম তথাপি মে মনঃ

আমি শ্রীদেবকীনন্দনের সেবক হইয়া উত্তম বা অধম যাহা হই না কেন তাহা হইব, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার মন অসৎপথে বাসৎ পথে গমন করুক তাহাতে আমার কি ক্ষতি অথবা লাভ হইবে? ।৮১।

ভগবদ্বহির্ম্মুখ মানব যা ইচ্ছা হয় বলুক কিন্তু আমার নিষ্ঠা এই প্রকার, ঐ নিষ্ঠা শ্রীমাধবের পদ্যে লিখিতেছেন- নীতিশাস্ত্রনিপুণ পণ্ডিতগণ আমাকে মহামূঢ় বলেন বলুন তাহাতে আমার ক্ষতি কি ? বেদ প্রতিপাদিত কর্মনিষ্ঠ বৈদিকগণ বারম্বার ভ্রান্তমতি বলেন বলুন, বান্ধবগণ মন্দবুদ্ধি বলেন বলুন, সহোদর ভ্রাতা সকলে স্নেহমমতা শূন্য ও আদর পবিত্যাগ করতঃ জড় বুদ্ধি অর্থাৎ গৃহস্থ কার্য্যে

শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়স্য

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা ।

বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ।। ৮৩ ।। অনুষ্টুভ্ ।

পুরুষোত্তমাচার্য্যস্য

পুরতঃ স্ফুরতু বিমুক্তিশ্চিরমিহ রাজ্যং করোতু বৈরাজ্যম্ ।

পশুপালবালকপতেঃ সেবামেবাভিবাঞ্ছামি ।। ৮৪ ।। আর্য্যা ।

মনাগপি ঈষৎ কালমপি গোবিন্দপাদস্পৃহাং মোক্তুং ন ক্ষমতে ইতি স্বাতন্ত্র্যং পরিহৃতং তেন চ চঞ্চলস্য মনসস্তদপি তুল্যা নিষ্ঠা পর্য্যাপ্তিস্তস্য চ মনো মোহনত্বঞ্চ ব্যজ্যতে ।। ৮২

ভগবন্নিষ্ঠায়ামপি অধিকারিভেদেন বৈশিষ্ট্যং রঘুপত্যুপাধ্যায়স্য পদ্যেন লিখতি শ্যামমেবেতি । বয় ইতি বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্ব ভক্তিরসাশ্রয়ঃ কৈশোর ধর্ম্মী এবাত্র নিত্য নানা বিলাসবানিতি রসামৃতসিন্ধাবস্য মুখ্যত্ব বর্ণনাৎ । আদ্যো মধুরঃ ।।৮৩

পুরুষোত্তমাচার্য্যস্য পদ্যেন পুনস্তাং নিদিশতিপুরত ইতি, ইহ সংসারে নির্ব্বেদ জ্ঞানোপাসকস্য পুরতোঽগ্রে বিমুক্তিঃ সাযুজ্যং চিরং স্ফুরতি চেৎ স্ফুরতু । কর্ম্মী জনো রাজ্যং করোতু চেৎ করোতু হিরণ্যগর্ব্ভোপাসকো বৈরাজ্যং সত্যলোকাধিপত্যং করোতি চেৎ করোতু তত্র তত্র ন মমাকাঙ্ক্ষেতি, ননু তদা ভবান্ কিং প্রার্থয়তে তত্রাহ পশুপালবালকপতেঃ গোপসুতানাং পালকস্য কৃষ্ণস্যাহং সেবামেব বাঞ্ছামি নান্যৎ ।। ৮৪ ।।

অক্ষম বলিয়া তিরস্কার করেন করুন, ধনবান ব্যক্তিগণ আমাকে উন্মাদ বলেন তাহাতেও আমার কোন ক্ষতি নাই, অপর প্রকৃতি পুরুষাদি জ্ঞানে অভিজ্ঞ বিবেক চতুরব্যক্তিগণ আমাকে মহাকপটি বলিয়া ঘৃণা করেন করুন, তথাপি আমার মন অতি সামান্য ক্ষণমাত্রও অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দদেবের পাদপদ্মের সেবা বাসনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না । ৮২ ।

অধিকারী ভেদে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠাও বৈশিষ্ট্যভাব ধারণ করে, তাহা শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের পদ্যে বলিতেছেন- শ্রীভগবানের বহুরূপের মধ্যে নবীন নীরদ শ্যাম রূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য, মুক্তিদায়িকা বহু পুরী ভগবানের লীলাক্ষেত্রের মধ্যে মথুরা পুরীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সুতরাং তাহার আশ্রয় গ্রহণই মানব মাত্রের কর্ত্তব্য, শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার বয়ঃ ক্রমের মধ্যে ধর্ম্মী কৈশোর যাহাতে রাসাদি বিলাস হয় তাহাই ধ্যান করিবার যোগ্য এবং শান্তাদি মুখ্যপঞ্চরসের মধ্যে আদ্য শৃঙ্গার রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস, সুতরাং শৃঙ্গাররসাশ্রয়ী ভক্তগণের আশ্রয় গ্রহণ করাই সাধকগণের কর্ত্তব্য । ৮৩ ।

শ্রীগর্ত্তকবীন্দ্রস্য

ক্ষৌণীপতিত্বমথ বৈকমকিঞ্চনত্বং নিত্যং দদাসি বহুমানমথাপমানম্ ।
বৈকুণ্ঠবাসমথ বা নরকে নিবাসং হা বাসুদেব মম নাস্তি গতিস্ত্বদন্যা ।।৮৫।।

বসন্ততিলকম্।

শ্রীকবিরাজমিশ্রস্য

দিশতু স্বারাজ্যং বা বিতরতু তাপত্রয়ং বাপি ।
সুখিতং দুঃখিতমপি মাং ন বিমুঞ্চতু কেশবঃ স্বামী ।। ৮৬ ।। উপগীতিআর্য্যা

শ্রীভগবন্তং প্রতি কশ্চিৎ স্বনিষ্ঠাং নিবেদয়তি তৎ গর্ত্তকবীন্দ্রস্য পদ্যেন লিখতি ক্ষৌণীতি ,হে বাসুদেব (হা বাসুদেবেতি পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে) মম সম্বন্ধে ক্ষৌণীপতিত্বং ভূমিরাজ্যং অথবা একমকিঞ্চনত্বং দারিদ্র্যমাত্রং দদাসি অথ বহুমানং নিত্যং দদাসি অপমানং বা তথা বৈকুণ্ঠবাসং অথবা নরকে বাসং তথাপি ত্বদন্যা গতি র্নাস্তি মমান্য সেব্যত্বাভাবাৎ ।। ৮৫ ।।

কবিরাজমিশ্রস্য পদ্যেন তাং লিখতি দিশত্বিতি । কেশবঃ স্বামী প্রভু র্মম স্বারাজ্যং স্বর্গাধিপত্যং দিশতু তাপত্রয়ং আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়ং বাপি বিতরতু

পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠাই শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যের পদ্যে নির্দ্দেশ করিতেছেন- আমার সম্মুখে বিমুক্তি (মুক্তিদেবী) বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য অবস্থান করুন, আমি কিন্তু তাঁহাকে অঙ্গীকার করিব না, অপর বৈরাজ্য অনিমাদি সিদ্ধিসকল আসিয়া আমার নিকটেউপস্থিত রাজ্য করিতে বলেন তথাপি আমি তাহা করিব না, অন্যে করে করুন, আমি কিন্তু ব্রজে যে সকল গোপালক ব্রজবাসকগণ আছেন তাঁহাদের যিনি রাজা অর্থাৎ রাখালরাজা শ্রীশ্যামসুন্দরদেবের প্রেমসেবাই বাঞ্ছা করি । ৮৪ ।

কোন একান্তী ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজের নিষ্ঠা শ্রীগর্ত্তকবীন্দ্রের পদ্যে নিবেদন করিতেছেন-হে প্রভো ! আপনি আমাকে পৃথিবীর রাজ সিংহাসনের আধিপত্য প্রদান করুন, অথবা পূর্ণরূপে দরিদ্রতাই প্রদান করুন, নিত্যই সকলের নিকট অনেকপ্রকার সম্মান প্রদান করুন, অথবা নিদারুণ অপমান প্রাপ্তকরান, আপনি দিব্য বৈকুণ্ঠে বাস প্রদান করুন, অথবা যাতনা পূর্ণ নরকেই বাস দেন, হে শ্রীবাসুদেব! আপনি বিনা আমার আর কোন গতি নাই । ৮৫ ।

সর্ব্বপ্রকারে সকল অবস্থায় ভক্তের শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা শ্রীকবিরাজ মিশ্রের পদ্যে

"অথ ভক্তানাং সৌৎসুক্যপ্রার্থনা"

শ্রীকরাচার্য্যাণাম্ -

নন্দনন্দনপদারবিন্দয়োঃ স্যন্দমানমকরন্দবিন্দবঃ ।
সিন্ধবঃ পরমসৌখ্যসম্পদাং নন্দয়ন্তু হৃদয়ং মমানিশম্ ।। ৮৭ ।।

রথোদ্ধতা ।

তেন তেনচ সুখিতং দুঃখিতমপি মাং ন বিমুঞ্চত্বিত্যর্থঃ। অয়ং ভাব তেনতেনচ মে কষ্টং ন কিন্তু কেশবেনপরিত্যক্তস্য সতো মম মহৎকষ্টমিত্যর্থঃ । যতঃ স স্বামীপ্রভুঃ স্বামিনা পরিত্যক্তায়াঃ সাধ্ব্যাঃ কিমপি গত্যন্তরং নাস্তি অথচ মহদ্দুঃখঞ্চতদ্বদিত্যর্থঃ ।৮৬।

ভক্তানামেব ভক্তিনিষ্ঠানন্তরং জাত ভাবত্বাত্তেষাং সৌৎসুক্য প্রার্থনাং লিখতি অথ তেষামেব সৌৎসুক্যপ্রার্থনেতি। লালসৌৎসুক্য তৃষ্ণাতিরেকযাচ্ঞাসুচদ্বয়োরিতি মেদিনীকরকোষাদত্র ঔৎসুক্যং লালসা তন্ময়ী প্রার্থনেত্যর্থঃ । ঔৎসুক্য লক্ষণঞ্চৈবং কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তি স্পৃহাদিভিরিতি কালাক্ষমত্বং কালাযাপনায়া-মসমর্থত্বমিতি । শ্রীকরাচার্য্যাণাং পদ্যেন তাং দর্শয়তি নন্দেতি । নন্দনন্দন পদারবিন্দাভ্যাং স্যন্দমান মকরন্দবিন্দবঃ । অর্থাৎ ভক্তিরসাঃ স্যন্দুক্ষরণে ইতিধাতোঃ মম হৃদয়মনিশং সন্ততং নন্দয়ন্তু তে কথম্ভূতাঃ পরমসৌখ্য সম্পদাং সিন্ধবঃ সমুদ্রাঃ সমুদ্র বৎ পরম সুখানাং আশ্রয়াঃ ।। ৮৭ ।।

নিশ্চয় করিতেছেন-হে শ্রীকেশব ! আপনি আমাকে স্বর্গলোকের আধিপত্য প্রদান করুন, অথবা তাপত্রয় আধ্যাত্মিক -আধিদৈবিক -আধিভৌতিক এই ত্রিতাপজ্বালা প্রদান করুন, এবং স্রক্ চন্দন বনিতাদি দ্বারা পরমসুখেই রাখুন,অথবা জরা ব্যাধিপীড়াদি দ্বারা ভয়ানক দুঃখেই রাখুন, তহাতে আমার কোনই দুঃখ নাই কিন্তু আমাকেত্যাগ করিবেন না যেহেতুআপনি আমার স্বামী,স্বামী কর্ত্তৃক ত্যক্তা সাধ্বীস্ত্রীর কোন গত্যন্তর নাই ইহা হইতেও ভয়ঙ্কর দুঃখে নিপতিত হয় । ৮৬ ।

"শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের ঔৎসুক্য প্রার্থনা "

ভক্তগণের ভক্তিনিষ্ঠা হইতে জাত ঔৎসুক্য প্রার্থনা শ্রীকরাচার্য্যের পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীনন্দগোপরাজ নন্দনের পদারবিন্দ যুগল হইতে ক্ষরিত হইতেছে যে মকরন্দ বিন্দু তাহাপরমানন্দ সম্পদের মহাসাগর, সেই মহাসাগর সকল আমার হৃদয়কে দিবানিশি আনন্দিত করুন । ৮৭ ।

শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়স্য

ইহ বৎসান্ সমচারয়দিহ নঃ স্বামী জগৌ বংশীম্ ।
ইতি সাস্রং গদতো মে যমুনাতীরে দিনং যায়াৎ ।। ৮৮ ।।

উপগীতি আর্য্যা

শ্রীগোবিন্দস্য

অনুশীলিত কুঞ্জবাটিকায়ং জঘনালম্বিতপীতশাটিকায়াম্ ।
মুরলীকলকূজিতে রতায়াং মম চেতোঽস্তু কদম্বদেবতায়াম্ ।।৮৯।।

ঔপচ্ছন্দসিকম্।

রঘুপত্যুপধ্যায়ো যথা কাঙ্ক্ষতাং তত্তৎ পদ্যেন লিখতি ইহেতি, ইহ স্থানে নোঽস্মাকং স্বামী কৃষ্ণঃ বৎসান্ সমচারয়ৎ । ইহ বংশীং জগৌ বাদয়ামাস ইতি সাস্রং নেত্র জল ক্ষরণ সহিতং যথাস্যাত্তথা গদতো মে যমুনাতীরে দিনং যায়াৎ গচ্ছেৎ প্রার্থনায়াং লিঙ্ ।। ৮৮ ।।

গোবিন্দস্য পদ্যেন তৎ প্রার্থনাং লিখতি অনুশীলিতেতি ,কদম্বদেবতায়াং কদম্ব বৃক্ষস্য দেবতেব সদাধিষ্ঠাত্র্যাং মম চেতোঽস্ত্বিত্যন্বয়ঃ । তস্যাং কথম্ভুতায়াং অনুশীলিত কুঞ্জবাটিকায়াং অনুশীলিতা ক্রীড়ার্থ পরিষেবিতা কুঞ্জ বাটিকা কুঞ্জগৃহো যয়েতি, তথা জঘনে স্ত্রীকট্যা অগ্রভাগে অলঙ্কৃতা পীতশাটিকা যস্যা স্তস্যাং । তথা মুরলী কলকূজিতে বংশীমধুরধ্বনৌরতায়াং তদ্বাদন ব্রতপরায়ামিতি ।। ৮৯ ।।

কোন এক ভক্তের কামনা শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের পদ্যে লিখিতেছেন- আমাদের স্বামী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে ধেনুবৎসগণকে চারণ করিয়াছিলেন এই বংশী বটে বংশী বাদন করিয়াছিলেন । অশ্রুবিগলিত নয়নে এই প্রকার বলিতে বলিতে শ্রীযমুনা তীরে ভ্রমণ করতঃ দিন বিগত হউক ।৮৮ ।

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন বিনা ক্ষণকাল যাপনে অসমর্থ ভক্তের প্রার্থনা শ্রীগোবিন্দের পদ্যে লিখিতেছেন -যিনি যমুনাতীরে নিকুঞ্জবাটিকায় রহঃ ক্রীড়ার জন্য ভ্রমণ করিতেছেন, যাঁহার জঘনদেশ পীতবসনে অলঙ্কৃত, যিনি শ্রীরাধার সঙ্কেত রূপ মুরলী বাদনে তৎপর , সেই কদম্ববন নিবাসী দেবতা শ্রীকৃষ্ণে আমার মন অবস্থান করুক ।৮৯।

শ্রীভবানন্দস্য

আরক্তদীর্ঘনয়নো নয়নাভিরামঃ কন্দর্পকোটিললিতং বপুরাদধানঃ ।
ভূয়াৎ স মেহদ্য হৃদয়াম্বুরুহাধিবর্ত্তী বৃন্দাটবীনগরনাগরচক্রবর্ত্তী।।৯০।।

বসন্ততিলকম্ ।

শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাণাম্

লাবণ্যামৃতবন্যা মধুরিম লহরী পরীপাকঃ ।
কারুণ্যানাং হৃদয়ং কপটকিশোরঃ পরিস্ফুরতু ।। ৯১ ।।

উপগীতি আর্য্যা

ভবানন্দরায়ো যদাকাঙ্ক্ষতাং তৎপদ্যেন লিখতিআরক্তেতি। বৃন্দাটবী নগর নাগর চক্রবর্ত্তী সমেত্য অর্থান্মে মানসং সংগত্য হৃদয়াম্বুরুহাধিবর্ত্তী ভূয়াদিত্যন্বয়। স কথম্ভূতঃ আরক্তে ঈষদ্রক্তে দীর্ঘে নয়নে যস্য সঃ । পুনঃ কথম্ভূতঃনয়নে অভিসর্ব্বতোভাবেন রময়তীতি সঃ । কন্দর্পকোটীভ্যো ললিতং রম্যং বপুঃ শরীরং দধানঃ । হৃদয়েতি হৃদয়ং বক্ষঃস্থলমেব অম্বুরুহং পদ্মং তত্র অধি আধিক্যেন বর্ত্তিতুং শীলমস্য সঃ বৃন্দাটবী বৃন্দাবনং সৈব নগরং শ্রীনন্দরাজপুরং তত্র যে নাগরা বিদগ্ধাস্তেষাং চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌমঃ ।। ৯০ ।।

সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যা যৎপ্রার্থয়ন্তি তত্তেষাংপদ্যেন লিখতি লাবণ্যেতি। কারুণ্যং কৃপাবিষয় স্তেষাং হৃদয়ে কপটকিশোরঃ পরিস্ফুরত্বিত্যন্বয়ঃ । কপটেন ছলেন কিশোরঃ শিশু স্তস্য নিত্য নবকৈশোরত্বাৎ । শিশুত্বমেব কাপট্যং । স কথম্ভূতঃ লাবণ্যমেবামৃতবন্যা অমৃতপ্রবাহঃ মধুরিমা মধুরত্বং তস্য লহরী তরঙ্গস্তয়োঃ পরীপাকঃ পরিণতি রূপঃ ।। ৯১ ।।

শ্রীভবানন্দ রায় যাহা কামনা করেন তাহা পদ্যে প্রকাশ করিতেছেন- যাঁহার সুদীর্ঘ লোচন, ও প্রান্তভাগ ঈষৎ রক্তবর্ণ, যিনি নয়নদ্বয়ের মহানন্দদাতা, যিনি কোটি কোটিমদন অপেক্ষাও রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই বৃন্দাকানন রূপ নগরের নাগর চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্যামসুন্দর আজ আমার হৃদয় কমলের মধ্যবর্ত্তী হউন ।৯০।

শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যাহা প্রার্থনা করেন তাহা লিখিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণের করুণার বিষয় যে বৈষ্ণববৃন্দ তাঁহাদের হৃদয়ে লাবণ্যামৃত বন্যার যে মাধুর্য্য পরিপূর্ণ লহরী তাহার পরীপাক স্বরূপ সেই কপট গোপকিশোর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে স্ফুরিতহউন ।৯১ ।

তেষামেব

ভবন্তু তত্র জন্মানি যত্র তে মুরলীকলঃ।
কর্ণপেয়ত্বমায়াতি কিং মে নির্ব্বাণবার্ত্তয়া ।। ৯২ ।। অনুষ্টুভ্

কেষাঞ্চিৎ

আস্বাদ্যং প্রমদারদচ্ছমিব শ্রব্যং নবং জল্পিতং
বালায়া ইব দৃশ্যমুত্তমবধূলাবণ্যলক্ষ্মীরিব ।

বিবিধক্লেশোদ্ভব স্থানানি স্বীকৃত্যাপি ভগবন্মুরলী গানং প্রার্থয়ন্তে ভক্তি রসিকাস্তত্তেষামেব পদ্যেন লিখতি ভবন্তিতি । তাৎপর্য্যাৎ হে ভগবন্ যত্র জন্মসু তে মুরলীকলঃ মুরলীমধুরস্বরঃ কর্ণপেয়ত্বং কর্ণাভ্যামাস্বাদ্যত্বং আয়াতি আগচ্ছতি তত্র মে জন্মানি ভবন্তু প্রার্থনায়াং লোট্ । অন্যেষাং বাঞ্ছিতা নির্ব্বাণ মুক্তির্মে ন প্রার্থ্যা ইত্যাহ কিং মে ইতি ।। ৯২ ।।

কেচিৎ সখ্যরসভক্তাস্তন্মহাপ্রসাদাদিষু সলালসঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থয়ন্তি তৎ কেষাঞ্চিৎ পদ্যেন লিখতি আস্বাদ্যমিতি, হে কৃষ্ণ তে নৈবেদ্যং নিবেদিতান্নং চরিতং লীলারূপং সৌন্দর্য্যং নাম নন্দনন্দনেত্যাদি মে অনিশং নিরন্তরমেবমেবং ভবতু । রূপং স্বভাবে সৌন্দর্য্যে নানকে পশুশব্দয়োঃ । গ্রন্থাবৃত্তে নাটকাদাবাকার শ্লোকয়োরপীতি শব্দরত্নাকরঃ । তত্তৎ কিমিব তৎ ক্রমেণ বেদয়তি, নৈবেদ্যং প্রমদা উত্তমা রমণী তস্যা রদচ্ছদ ওষ্ঠ ইব স যথা কামুকেন লালসয়া স্বাদ্যো ভবতি তদিবাস্বাদ্যং, চরিতং বালায়া নব বধ্বা নবং জল্পিতং লজ্জাভরেণ মৃদু কথিতমিব শ্রাব্যং ভবতু । তদ্‌যথা তাদৃশেনাদরাৎ শ্রূয়তে । তথা রূপং উত্তম বধূলাবণ্য লক্ষ্মী উৎকৃষ্টয়া বধ্বা লাবণ্যং মুক্তাহারবচ্চারু চিক্কং তল্লক্ষণন্তু মুক্তাফলানাং

পুনঃ শ্রীপাদভট্টাচার্য্য যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা লিখিতেছেন- হে শ্রীশ্যামসুন্দর! যে স্থানেই আপনার সর্ব্বজন মনোহর মুরলীর মধুর কলতান আমার কর্ণের পরম পানীয় বা আস্বাদনীয় হইবে, সেই স্থানেই আমার বারম্বার অথবা যে কোন শরীর ধারণ করিয়া জন্ম হউক। আমার নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তির কথায় প্রয়োজন কি ? ৯২ ।

কোন সখ্যরসান্তঃকরণ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা কোন এক অজ্ঞাতনামা কবির পদ্যে বলিতেছেন-হে পরম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার নৈবেদ্য আমার সম্বন্ধে উত্তমা রমণীর অধরাসব আস্বাদনের ন্যায় আস্বাদ্য হউক, তোমার পবিত্রচরিত্র নবযুবতী রমণীর লজ্জাজড়িত কথার ন্যায় শ্রবণীয় হউক,

প্রোদ্‌ঘোষ্যং চিরবিপ্রযুক্তবনিতাসন্দেশবাণীব মে
নৈবেদ্যং চরিতঞ্চ রূপমনিশং শ্রীকৃষ্ণ নামাস্তু তে।। ৯৩ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

এতৌ শ্রীশ্রীভগবতঃ

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ।। ৯৪।। সুন্দরী।
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ।। ৯৫ ।। সুন্দরী

ছায়য়াস্তরলত্বমিবান্তরেত্যাদি পূর্ব্বমেবোক্তং তস্য লক্ষ্মীঃ শোভেব দৃশ্যং ভবতু সা তেনাদরেণ দৃশ্যত ইতি নাম । চিরবিপ্রযুক্তবনিতাসন্দেশ বাণীব চিরকালং ব্যাপ্য বিপ্রযুক্তা বিরহিণী যা বনিতা জনিতানুরাগা তস্যাঃ সম্বন্ধে সন্দেশ বাণী । তস্য নায়কস্য সম্বাদ ইব প্রোদ্‌ঘোষ্যং স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্ত্তেতিশ্রীশুকবাক্যানুসারাৎ সা যথা নায়ক সন্দেশং পুনঃ পুনরাবৃত্ত্য প্রোদ্‌ঘুষ্যতি তথৈব মে নামেতি দৃষ্টান্ত চতুষ্টয়েন তত্র তত্রাত্মাসক্তির্ব্যজ্যতে ইতি ভাবঃ ।। ৯৩ ।।

অথ শ্রীভগবান্ শচীনন্দনঃ সৌৎসুক্য প্রার্থনাং স্বভক্তান্ শিক্ষয়িতুং স্বয়মেব পদ্য দ্বয়েন যামাহ তাং দর্শয়তি নয়নমিতি । হে ভগবন্ তব নাম গ্রহণে কালে কদা মে নয়নং গলদশ্রু ধারয়া উপলক্ষিতং ভবত্বিতথা বদনং গদগদ রুদ্ধয়া গিরা উপলক্ষিতং তথা বপুঃ শরীরং পুলকৈ রোমাঞ্চৈর্নিচিতং ব্যাপ্তং ভবিষ্যতীতি বদেতিপ্রার্থয়ামি ।। ৯৪ ।।

হে জগদীশ ! ধনাদিকমহং ন কাময়ে বাশব্দাশ্চার্থঃ মোক্ষাদিকমপি । ননু

তোমার রূপ আমার উত্তমভামিনীর লাবণ্য লক্ষ্মী আস্বাদনের সমান দর্শনীয় হউক, এবং হে প্রিয়তম ! তোমার নাম চিরকাল পতিবিরহিনী বনিতার পতিসন্দেশ বাক্যের ন্যায় আমার সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয় হউক। ৯৩ ।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজে প্রার্থনা করতঃ নিজ ভক্তগণকে শিক্ষা দিবার জন্য পদ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থকার লিখিতেছেন- হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনার নাম গ্রহণ করিলে কখন বা কতকালে নয়ন গলদম্বু ধারার দ্বারা শোভিত হইবে, গদ্ গদ্ রুদ্ধ বাক্যদ্বারা বদন পরিপূর্ণ হইবে এবং দেহ পুলকাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে, তাহা আপনি কৃপা করতঃ বলুন ইহাই আমার প্রার্থনা । ৯৪ ।

গৌড়ীয়স্য

গোবর্দ্ধনপ্রস্থনবাম্বুবাহঃ কলিন্দকন্যানবনীলপদ্মম্ ।
বৃন্দাবনোদারতমালশাখীতাপত্রয়স্যাভিভবং করোতু ।। ৯৬ ।।

উপজাতিঃ ।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাম্

অনঙ্গরসচাতুরীচপলচারুনেত্রাঞ্চল
শ্চলম্মকরকুণ্ডলস্ফুরিতকান্তিগণ্ডস্থলঃ

তদা হে সাধো কিং কাময়সে বদ তদেব দদামীত্যত্রাহ মমেত্যাদি হে জগদীশ। সর্ব্বাদাভীষ্টদানসমর্থ ঈশ্বরে ত্বয়ি মম জন্মনি জন্মনি প্রতি জন্মনি অহৈতুকী ফলানুসন্ধান রহিতা ভক্তির্ভবতাৎ তোস্তাদ্বা শিবীতি তুণ্ডস্তাদাদেশঃ ।। ৯৫ ।।

কশ্চিদ্গৌড়ীয়ো ভক্তঃ স্বাভিমতপ্রার্থনাং বিধত্তে তাং তৎপদ্যেন লিখতি গোবর্দ্ধনেতি। এবম্ভূতো ভগবান্ মে তাপত্রয়স্যাভিভবংপরাজয়ং করোত্বিতি প্রার্থয়ামি স কথম্ভূতঃ গোবর্দ্ধনপ্রস্থনবাম্বুবাহঃ গোবর্দ্ধনাখ্য পর্ব্বতস্য প্রস্থ একদেশস্তস্মিন্ নবাম্বুবাহো নবমেঘঃ । তথা কলিন্দকন্যা যমুনা তস্যাং নব নীলপদ্মং তথা বৃন্দাবনে উদারো মনোহরস্তমালশাখী তমাল বৃক্ষঃ । তত্তৎ স্থানে ক্রীড়নেন তত্তচ্ছোভাপ্রকাশক তয়া বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ । তথাচ তে চ তাপস্য নিবর্ত্তকা ভবন্তি শ্রীকৃষ্ণস্য তত্তদ্রূপেণ বর্ণনাৎ। আধ্যাত্মিকাদি তাপ শমকতা সুতরাং সিদ্ধেরেতি ধ্যেয়ম্ ।। ৯৬ ।।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং পদ্যেন তদভিমতাং প্রার্থনাং লিখতি অনঙ্গেতি । মে মম মানসে সপদি শীঘ্রং স কোঽপিগোপালকঃ স্বার্থে কঃ প্রত্যয়ঃ তাৎপর্য্যাৎ

পুনঃ প্রার্থনা করিতেছেন-হে জগদীশ ! আমি আপনার নিকটে ধন গো ধান্যাদি কামনা করি না, জন দাস দাসী সেবকাদি মানব বাসনা করি না, রূপ গুণবতী সুন্দরী যুবতী রমণীও কামনা করি না, রীতি অলঙ্কার সুশোভিতা কবিতা (পাণ্ডিত্য) কামনা করি না। যদি বলেন হে ভক্ত ! তুমি কি চাও ? তদুত্তরে বলি হেপ্রভো ! আপনি সর্ব্বসমর্থ ঈশ্বর, আমার জন্মে জন্মে কেবল আপনাতেই অহৈতুকী ভক্তি হউকএই কামনা করি । ৯৫ ।

কোন গৌড় দেশবাসী ভক্ত নিজের অভিমত প্রার্থনা করেন তাঁহার পদ্যে লিখিতেছেন- গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সানু প্রদেশের নবীন জলধর সদৃশ, কলিন্দ নন্দিনী যমুনার নীল সলিলে নবীন নীল শতদল সমান, বৃন্দাবনে সর্ব্বদাতা পরমোদার শ্যাম বর্ণ তমাল বৃক্ষ আমার ত্রিতাপ জ্বালা পরাজিত করুন । ৯৬ ।

ব্রজোল্লসিতনাগরীনিকররাসলাস্যোৎসুকঃ
স মে সপদি মানসে স্ফুরতু কোঽপি গোপালকঃ ।। ৯৭ ।। পৃথ্বী

"অথ ভক্তানামুৎকণ্ঠা"

শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়স্য

শ্রুতয়ঃ পলালকল্পাঃ কিমিহ বয়ং সাম্প্রতং চিনুমঃ ।
অহ্রিয়ত পুরৈব নয়নৈরাভীরীভিঃ পরং ব্রহ্ম ।। ৯৮ ।। উপগীতিআর্য্যা

শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতু, স কথম্ভূতঃ অনঙ্গরস চাতুর্য্যা কামক্রীড়া নৈপুণ্যেন চপলং চঞ্চলং চারুরুচিরং শোভনং নেত্রয়োরঞ্চলং কটাক্ষো যস্য স ইত্যর্থঃ । পুনঃ কথম্ভূতঃ চলতী যে মকর কুণ্ডলে তাভ্যাং সকাশাৎ স্ফুরিতা কান্তির্যত্র এবম্ভূতে গণ্ডস্থলে যস্য স নীলমুকুরোপরিস্বর্ণ ভূষণান্দোলনে যাদৃশী শোভা ভবতিস তেন তদ্বচ্ছোভিত ইত্যর্থঃ । পুনঃ কথম্ভূতঃ ব্রজস্য মধ্যে যা উল্লসিতাঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গেনাহ্লাদিতাঃ নাগর্য্য শ্রীরাধাপ্রভৃতয়ঃ তাসাং নিকরঃ সমূহস্তেন সহ রাসলাস্যে রাসলীলায়াং নর্ত্তনে উৎসুকস্তৎসাধনে উদ্যতঃ প্রযত্নবান্ উৎসুকস্ত্বিপ্সিতোদ্যতে ইতি শব্দরত্নাকরঃ ।। ৯৭ ।।

শ্রীভগবতি নিষ্ঠানন্তরং তৎ প্রাপ্তৌ সমুৎকণ্ঠা ভবতি অতস্তামাহ অথ তেষামুৎকণ্ঠেতি। সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় গুরু লুব্ধতেতি লক্ষণাক্রান্তা জ্ঞেয়া । তত্র শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়ঃ শ্রুতিকদম্বানুশীলনেনাপি শ্রীভগবন্তমপ্রাপ্য সমুৎকণ্ঠিতো যদাহ তত্তদ্বাক্যেন নির্দ্দিশতি শ্রুতয় ইতি । ইহ শ্রুতিষু বয়ং সাম্প্রতমধুনা কিং বস্তু চিনুমশ্চয়নং কুর্ম্মঃ । তৎ প্রতিপাদ্যংপরং ব্রহ্মপুরৈব দ্বাপরান্তে আভীরীভির্গোপীভি-নয়নৈরহ্রিয়ত হৃতোঽভূৎ । অতএব তাঃ শ্রুতয়ঃ পলালকল্পাঃ পলালং নিষ্ফল তৃণকাণ্ডং তৎ সদৃশাঃ পরম ব্রহ্মফল রহিতা ইত্যর্থঃ । গোপ্যাশ্রয়ং বিনা তদলাভার্দতি-শয়োক্তিরিয়ং জ্ঞাতব্যা ।। ৯৮ ।।

শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরীপাদের অভীষ্ট প্রার্থনা তাঁহার পদ্যে লিখিতেছেন- যিনি অনঙ্গ রসের কামক্রীড়ার চাতুরী নিপুণতা বিশেষ, কন্দর্পরসাবেশে যাঁহার মনোহর নয়ন প্রান্ত চঞ্চল, মদনাবেশ হেতু দোদুল্যমান মকরাকৃতি কুণ্ডলের জ্যোতিদ্বারা নীলমনিকান্তি বিজয়ী গণ্ডস্থল অতিশয় কান্তিযুক্ত, ব্রজের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গনে উল্লসিতা শ্রীরাধাদিব্রজনাগরী নিকরের সহিত রাসনর্ত্তনে সমুৎসুক, সেই কোন শ্রীগোপাল আমার মনোমধ্যে শীঘ্রই স্ফুরিত হউন । ৯৭ ।

তস্যৈব

কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু ।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম ।। ৯৯ ।। আর্য্যা ।

তদেবার্থং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি কং প্রতীতিকং জনং প্রতি কথয়িতুমহমীশে সমর্থো ভবামি অসম্ভবাৎ যদি প্রৌঢ়ি বলাৎ কথয়ামি তদা মৎপ্রতি কো বা জনঃ প্রতীতিমায়াতুপ্রাপ্নোতু অয়ং সত্যবাদী যথার্থং বদতীতি । সংপ্রতীতি পাঠে শ্রুতেঽপি কোবা জনঃ সত্যত্বে প্রতীতিঃ প্রাপ্নোতু তাদৃশ জন বৈরল্যাৎ ভোঃ সাধো কুত্র তদা তদ্ব্রহ্ম আস্তে বদেতি বিভাব্যাহ গোপতেস্তনয়ায়াঃ সূর্য্যস্য কন্যায়া যমুনায়াঃ কুঞ্জে লতাদি পিহিতোদরে স্থানে গোপানাং বধূটী অল্পা বধূর্বধূটী স্যাদিত্যমরাৎ । নব বধূস্তস্যা বিট উপপতিঃ সৎ ব্রহ্ম বর্ত্ততে ইতি পরমং বিচিত্রমিতি ।। ৯৯ ।।

"শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের উৎকণ্ঠা"

ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণচরণে নিষ্ঠার পর তাঁহার সেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয় , সুতরাং শ্রীরঘুপতিউপাধ্যায় নিজ আরাধ্যদেবের সেবালাভের জন্য গুরুতর লোভবশতঃ যাহা বলিতেছেন তাহা পদ্যে লিখিতেছেন- আমি শ্রুতিসকল অনুশীলন করিয়া দেখিলাম তাহারা পলাল (শস্য রহিততৃণ খড়ের) সমান সারহীন সুতরাং শ্রুতিসকলে আর আমরা কি অন্বেষণ করিব, আমরা শুনিলাম বহুদিন পূর্ব্বেই ব্রজপুরের শ্রীরাধাদি আভীর রমণীগণ তাঁহাদের চঞ্চল নয়নদ্বারা শ্রুতির পরব্রহ্মাকে হরণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের কৃপায়ই ব্রহ্মলাভ হইবে অন্যথা নহে । ৯৮ ।

শ্রীব্রজললনাবৃন্দ পরব্রহ্মাকে হরণ করতঃ কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন তাহা অন্বেষণ ক্রমে শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় বলিতেছেন- হায় ! হায় ! কি আশ্চর্য্য, আমি কাহাকে এই কথা বলিতে সমর্থ হইব, আমার কথা কাহাকে বলিব সম্প্রতি বিশ্বাস করিবে, কারণ যাহা দেখিলাম তাহা সম্পূর্ণ বলারও অযোগ্য, প্রতীতিরও যোগ্য নহে, তাহা এই- উপনিষৎ প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম সূর্য্যকন্যা যমুনার তীরে লতাদি নির্ম্মিত কুঞ্জগৃহে গোপকুলোদ্ভূতা প্রথমযৌবনা বধূ শ্রীমতীরাধিকার উপপতি স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন । ৯৯ ।

শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাণাম্

জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈরান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণির্যোগে বিতীর্ণা মতিঃ ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিন্তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি ।। ১০০ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্ ।

কশ্চিদ্ভক্তো ভাবাবেশেন বংশীধ্বনিং প্রত্যক্ষীকৃত্য তদ্বাদকং শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠতে তৎ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাণাং পদ্যদ্বয়েন লিখতি জ্ঞাতমিতি । কাণভুজং কাণাদং কণাদমুনিরচিতং মতং জ্ঞাতম্ । আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা পরিচিতা বিজ্ঞাতা মীমাংসা কর্ম্মকাণ্ডীয়শিক্ষাবিশেষঃ সা শিক্ষিতা শ্রীগুরূপদেশেন গৃহীতা সাংখ্যসরণি সাংখ্যশাস্ত্রমার্গঃ প্রকৃতিপুরুষ বিবেকঃ বিদিতৈব যোগে যোগশাস্ত্রসাগরে মতির্বুদ্ধির্বিতীর্ণা বিপ্লুতাঃ বিশোষেণ মগ্নাভূৎ তৃ তরোঽভিভাবে প্লুত্যামিতি বোপদেবঃ । বেদান্তাঃ সরভসং গাঢ়ং পরিশীলিতাঃ পরি সর্ব্বতোভাবেন সমাধিং প্রাপিতঃ তথাপি কাচন অনির্বাচ্যা নন্দসূনুমুরলী মুরলীভবো ধ্বনির্মচ্চিত্তমাকর্ষতি সা কথভূতা স্ফুরন্তী স্ফুর্ত্তিং প্রাপুবতী মাধুরী ধারা যয়া সেতি, অয়ম্ভাবঃ ষড়দর্শনাভিজ্ঞস্য মম মতিস্তেষাং তেষাং মর্ম্মার্থে পূর্ব্বং নিবিষ্টা আসীৎ যদা ভাগ্যোদয়েন শ্রীকৃষ্ণ মুরলীং শুশ্রাব তদা সা তত্র বলাৎ বিতৃষ্ণামুৎপাদ্য স্বাত্মনি লালসাং জনয়তীতি কিমুত তদ্বাদকঃ সাক্ষাদ্ভুত ইতি তদ্দর্শনে সমুৎকণ্ঠা ।। ১০০ ।।

কোন এক রসিক ভক্ত ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করতঃ তদ্বাদক শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছেন, তাহা শ্রীমৎ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পদ্যে লিখিতেছেন- আমি তণ্ডুলকণা ভোজনকারী মহর্ষি কণাদের ন্যায় দর্শনের মত জানিয়াছি, মহর্ষিগৌতম প্রণীত আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা তার্কিক গণের নিকটে শিক্ষা করিয়াছি, মীমাংসা মহর্ষি জৈমিনি রচিত কর্ম্ম বিচার শাস্ত্র সম্পূর্ণ জানিয়াছি, অপর মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্য দর্শন যাহাতে প্রকৃতিপুরুষের বিবেক হয় তাহাও অবগত হইয়াছি, মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শন আসন প্রাণায়ামাদি বিষয়ে বুদ্ধিপারগামিনী হইয়াছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব প্রণীত বেদান্ত দর্শন পরব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র উত্তম রূপে পরিশীলন করিয়াছি, তথাপি আমার চিত্ত ঐ সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু প্রস্ফুরিত মাধুরী ধারাময়ী শ্রীনন্দনন্দনের মুরলী ধ্বনি বলপূর্ব্বক আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে । ১০০ ।

তেষামেব

অমরীমুখসীধুমাধুরীণাং লহরী কাচন চাতুরী কলানাম্ ।
তরলীকুরুতে মনো মদীয়ং মুরলীনাদপরম্পরা মুরারেঃ ।। ১০১।।

ঔপচ্ছন্দসিকম্

কস্যচিৎ

অপহরতি মনো মে কোঽপ্যয়ং কৃষ্ণচৌরঃ
প্রণতদুরিতচৌরঃ পূতনাপ্রাণচৌরঃ।

মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুরলীনাদপরম্পরা বংশীরাব সন্ততিঃ মদীয়ং মনস্তরলী কুরুতে অচঞ্চলং চঞ্চলং কুরুতে সা কথম্ভূতা কলানাং মধুরাব্যক্ত ধ্বনীনাং কাচন অনির্বচনীয়া চাতুরী নৈপুণ্যং সৈব লহরী তরঙ্গঃ তেষাং কথম্ভূতানাং অমরী মুখসীধুমাধুরীণাং অমরী দেবতারমণী তস্যা মুখসীধুর্মুখামৃতং তস্মান্মাধুরী যেষামিতি সুস্বাদ মাদকানামিতি যাবৎ যদ্বা মুখমাদ্যে প্রধানেচ ইত্যমরাৎ । শচী প্রভৃতীনাং যা ভোগ্যা সীধুরমৃতং তস্যা মাধুরীণাং লহরী যাং শ্রুত্বা শচ্যাদয়োঽমৃতে ঘৃণাং কুর্বন্তীতি ভাবঃ ।। ১০১ ।।

তস্য মুরল্যা মনোহরণাদিকং ন চিত্রং তদ্বাদকস্য চৌররাজত্বাদিত্যাহ কস্যচিৎ পদ্যেন অপহরতীতি । কোঽপি অলৌকিকো ঽপ্যয়ং কৃষ্ণরূপশ্চৌরঃ মে মনোঽন্তঃকরণবৃত্তিং অপহরতি। অয়মিতি মহোৎকণ্ঠয়া দৃষ্টত্ব মননাৎ । স কথম্ভূতঃ প্রণতানাং ভক্তানাং যানি দুরিতানি পাপানি তেষাং চৌরোঽপহারকঃ । তথা পূতনায়া রাক্ষস্যাঃ প্রাণস্য জীবস্য চৌরস্তথা বালগোপীজনানাং ব্রজকুমারীণাং কাত্যায়নীব্রতপরাণাং বলয় বসনয়োশ্চৌরঃ বলয়ো বালা ইতিপ্রসিদ্ধঃ । তথা

শ্রীপাদ ভট্টাচার্য্য পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীনাদের মাধুর্য্যাস্বাদনে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন- অমরপুর বাসিনী ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেববধূগণের অধরাসবের মাধুরী সকলের তিরস্কারিনী শ্রীমুরারির চতুষষ্টী কলার মধ্যে কোন এক মুরলীনাদ পরম্পরা চাতুরী লহরী আমার মনকে অতিশয় চঞ্চল করিতেছেন । ১০১ ।

যাঁহার মুরলী নাদ সকলের মনপ্রান হরণ করে যে চোরচূড়ামনি তাহা কোন অজ্ঞাত কবির পদ্যে লিখিতেছেন- যিনি প্রণত ভক্তগণের সকল পাপ হরণ করেন, যিনি বালঘাতিনী পুতনা রাক্ষসীর প্রাণ হরণ কারী, কুমারী গোপীজন সকলের বলয় ও বসন হরণ কারী এবং যে সকল সজ্জন বৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করিলে

বলয়বসনচৌরো বালগোপীজনানাং
নয়নহৃদয়চৌরঃ পশ্যতাং সজ্জনানাম্ ।। ১০২ ।। মালিনী ।

হরিদাসস্য

অলং ত্রিদিববার্ত্তয়া কিমিতি সার্ব্বভৌমশ্রিয়া
বিদূরতরবর্ত্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি ।
কলিন্দগিরিনন্দিনীতটনিকুঞ্জপুঞ্জোদরে
মনো হরতি কেবলং নবতমালনীলং মহঃ ।। ১০৩ ।।পৃথ্বী

পশ্যতামর্থাদাত্মানং আলোকয়তাং সজ্জনানাং অনুকূলানাং নয়ন হৃদয়য়োশ্চৌরঃ। অতো মম নেত্র চিত্তয়োরপহরণাৎ। অন্যত্র কুত্রাপি মে রতির্ন ভূয়তে কেবলং তং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যর্থঃ ।।১০২।।

হরিদাসো যদা ধ্যায়তি তত্তস্য পদ্যেন লিখতি অলমিতি কলিন্দগিরি নন্দিনীতট নিকুঞ্জপুঞ্জোদরে বর্ত্তমানং নব তমাল নীলং মহস্তেজঃ পরমতিশয়ং যথা স্যাত্তথা মনোহরতি অতোঽলমিত্যাদি । কলিন্দগিরিনন্দিনী যমুনা তস্যাস্তটে যো নিকুঞ্জপুঞ্জঃ কুঞ্জসমূহস্তস্যোদরে কুক্ষৌ শ্রীরাধাদিভিঃ সহ ক্রীড়ার্থং বর্ত্তমানমিতি শেষঃ । ত্রিদিব বার্ত্তয়েতি ত্রিদিবঃ স্বর্গস্তস্য বার্ত্তয়া বৃত্তান্তেনালং নিরর্থকং তথা সার্ব্বভৌম শ্রিয়া ভূম্যধিকারেণ কিং ন কিমপি । তথা নির্গুণে ব্রহ্মণি সমাধ্যভাবান্মুক্তিলক্ষ্মীর্মুক্তি সম্পত্তিরপিকারাৎ অন্যৎ প্রার্থনীয়মপি বিদূরতরবর্ত্তিনী ভবতি চেত্তবতু তয়াঽন্যে নচ নালমিতি ।। ১০৩ ।।

তাঁহাদের নয়ন ও হৃদয় হরণ কারী সেই কোন এক শ্যাম বর্ণ চোর শ্রীকৃষ্ণ আমার মন হঠতা পূর্ব্বক চুরি করিতেছেন । ১০২ ।

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের প্রবল উৎকণ্ঠায় কোন ভক্ত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেছেন শ্রীহরিদাসের পদ্যে তাহা লিখিতেছেন- যাগ যজ্ঞাদির দ্বারা স্বর্গলাভের কথার আর প্রয়োজন নাই, সুতরাং সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথিবীর আধিপত্য কি হইবে ? অপর মুক্তিলক্ষ্মী আমার অনেক দূরে অবস্থান করুক, তাহার আদৌ প্রয়োজন নাই, কলিন্দ পর্ব্বত নন্দিনী যমুনার তটবর্ত্তী যে কুঞ্জ সমূহ আছে তাহাদের অভ্যন্তরে নবীন তমালসদৃশ নীলবর্ণ জ্যোতি আছে সেই কেবল আমার মন হরণ করিতেছে । ১০৩।

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাম্

অবলোকিতমনুমোদিত-মালিঙ্গিতমঙ্গনাভিরনুরাগৈঃ ।
অধিবৃন্দাবনকুঞ্জং মরকতপুঞ্জং নমস্যামঃ ।। ১০৪ ।। আর্য্যা ।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাম্

কদা দ্রক্ষ্যামি নন্দস্য বালকং নীপমালকম্ ।
পালকং সর্ব্বসত্ত্বানাং লসত্তিলকভালকম্ ।। ১০৫ ।। অনুষ্টুভ্ ।

সর্ব্ববিদ্যা বিনোদো হৃদি যদা ধ্যায়তি তত্তেষাং পদ্যেন লিখতি-অবলোকিতমিতি। অধি বৃন্দাবনকুঞ্জং বৃন্দাবনমধিকৃত্য বর্ত্তমানবয়মিত্যর্থঃ । যদ্বা বয়মধি বৃন্দাবনকুঞ্জং বৃন্দাবনস্থকুঞ্জং অধিকৃত্য বর্ত্তমানং মরকতপুঞ্জং ইন্দ্রনীলমণিরাশিংঅতিশয়োক্ত্যা তদ্বর্ণং শ্রীকৃষ্ণং নমস্যামঃ । অত্র কদেত্যধ্যাহার্য্যং অন্যথা উৎকণ্ঠা প্রতীত্যভাবঃ স্যাৎ । তৎ কথম্ভূতং অঙ্গনাভি রর্থাৎ গোপীভিরনুরাগৈর্হেতুভিরবলোকিতং দৃষ্টং অনুমোদিতং স্বেচ্ছাপূরণেঽভিমন্ত্রিতং আলিঙ্গিতং পরম প্রিয়তয়া আশ্লিষ্টঞ্চ ।১০৪।

তাং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী পাদানাং পদ্যেন লিখতি । কদেতি কদাহং নন্দস্য নন্দনং দ্রক্ষ্যামি তং কথম্ভূতং নীপমালকং নীপস্য কদম্বপুষ্পস্য মালা যস্য তম্ । পুনঃ কথম্ভূতং সর্ব্বসত্ত্বানাং সর্ব্ব প্রাণিনাং পালকং লসদ্দীপ্যমানং তিলকং যত্র এবম্ভূতো ভালো ললাটং যস্য তম্ ।। ১০৫ ।।

শ্রীপাদ সর্ব্ববিদ্যাবিনোদ যাহা ধ্যান করেন তাহা পদ্যে লিখিতেছেন- যাহাকে শ্রীরাধাদি ব্রজাঙ্গনা অনুরাগ ভরে অবলোকন করেন, নিজ বাসনা পুরণের নিমিত্ত অনুমোদন করেন, পরম প্রিয়তম রূপে আলিঙ্গন করেন, সেই বৃন্দাবনকে অধিকাব করিয়া রাখিয়াছে যে কুঞ্জগৃহ তাহার মধ্যবর্ত্তী মরকতপুঞ্জ কে (বর্ণ শ্রীশ্যামসুন্দর) নমস্কার করি । ১০৪ ।

শ্রীবৃন্দাবনীয় কুঞ্জে মরকতপুঞ্জ জ্যোতি কে ? তাহা শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর পদ্যে বলিতেছেন - যিনি নব প্রস্ফুটিত কদম্বপুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছেন, যিনি সকল প্রাণীগণের পালন কর্ত্তা , যাঁহার ললাটে মনোরম তিলক শোভিত, সেইশ্রীনন্দগোপের বালক শ্রীকৃষ্ণকে কবে অবলোকন করিব । ১০৫ ।

সমাহর্ত্তুরেতৌ

কদাবৃন্দারণ্যে মিহিরদুহিতুঃ সঙ্গমহিতে
মুহুর্ভ্রামং ভ্রামং চরিতলহরীং গোকুলপতেঃ ।
লপন্নুচ্চৈরুচ্চৈর্নয়নপয়সাং বেণিভিরহং
করিষ্যে সোৎকণ্ঠো নিবিড়মুপসেকং বিটপিনাম্ ।। ১০৬ ।।

শিখরিণী।

দুরারোহে লক্ষ্মীবতি ভগবতীনামপি পদং
দধানা ধম্মিল্লে নটতি কঠিনে যোপনিষদাম্ ।

গ্রন্থকৃৎ শ্লোকদ্বয়েন স্বোৎকণ্ঠা লিখতি কদেতি । মিহিরদুহিতুঃ সূর্য্য কন্যায়া যমুনায়াঃ সঙ্গেন মহিতে পূজিতে পরম রুচিরে বৃন্দারণ্যে মুহুঃ পুনঃ পুনঃ ভ্রামং ভ্রামং ভ্রান্ত্বা ভ্রান্ত্বা গোকুলপতেস্তাৎপর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য চরিত লহরীং লীলা মহাতরঙ্গং উচ্চৈর্লপন্ বদন্ চরিতস্য লহরীত্বেন রূপণং তৎ সঙ্গেন তাপত্রয় শান্ত্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্। তথা উচ্চৈরধিকাভির্নয়ন পয়সাং বেণিভির্বেগৈরহং সোৎকণ্ঠং অধুনাপি শ্রীকৃষ্ণো মাং ন কৃপয়তীতি নয়ন জল পূরৈর্বিটপিনাং নিবিড়ং সান্দ্রমভিষেকং করিষ্যে। বেণির্বেণী কেশবন্ধ বিশেষে দেবতাড়কে জলবেগে নদীভেদে মেধ্যামিতি শব্দরত্নাকরঃ ।। ১০৬ ।।

কদা মধুরিপোঃ সা বংশীজন্মা রুতিঃ শব্দঃ অকস্মাৎ হঠাৎ কেন ভাগ্যোদয়েনাস্মাকং শ্রুতিশিখরং কর্ণছিদ্রাগ্রমারোক্ষ্যতীত্যন্বয়ঃ । সা কথম্ভূতা বংশ্যা জন্ম যস্যাঃ সা ধৃতো মধুরিমা মধুরত্বং যয়া সা পুনঃ কথম্ভূতা যা উপনিষদাং শ্রুতীনাং ভগবতীনাং , " উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্ । বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানি"ত্যুক্তেঃ ষড়্‌ভির্ভগৈর্বিশিষ্টানামপি কঠিনে পদংদাতুমক্ষমে ধম্মিল্লে বদ্ধকচে অর্থাৎ শিরো দেশস্থ মুকুটে পদং দধানা পদদান

শ্রীপাদ গ্রন্থ কার প্রভু নিজের উৎকণ্ঠা দুইটিপদ্যে প্রকাশ করিতেছেন- হায় ! আমি কখন সূর্য্যকন্যা শ্রীযমুনার সহিত পূজিত পরম রমনীয় শ্রীবৃন্দাবনে বারম্বার ভ্রমণ করতঃ গোকুল পতি শ্রীকৃষ্ণের লীলার মহাতরঙ্গ উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিয়া নয়ন বারি ধারায় বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষসকলের উৎকণ্ঠা সহকারে সেচন করিব । ১০৬ ।

শ্রীপাদ গ্রন্থকার পুনঃ মুরলীনিনাদ শ্রবণের উৎকণ্ঠায় বলিতেছেন- অন্য সকলের দুরারোহ ভগবতী শ্রুতিগণের যে শোভাসম্পন্ন কঠোর কেশের খোঁপা

রুতির্বংশীজন্মা ধৃতমধুরিমা সা মধুরিপো-
রকস্মাদস্মাকং শ্রুতিশিখরমারোক্ষ্যতি কদা ।। ১০৭।।

শিখরিণী ।

কস্যচিৎ

উৎফুল্লতাপিঞ্ছমনোরমশ্রীর্মাতুঃ স্তনন্যস্তমুখারবিন্দঃ ।
সঞ্চালয়ন্ পাদসরোরুহাগ্রং কৃষ্ণঃ কদা যাস্যতি দৃক্পথং মে।।১০৮।।

ইন্দ্রবজ্রা ।

কস্যচিৎ

রোহিণীরমণমণ্ডলদ্যুতি দ্রোহিণীং বদনকান্তিসন্ততিম্ ।
কৃষ্ণ নূতনতমালকোমলাং কোহমলাং তব তনুঞ্চ বিস্মরেৎ ।।১০৯।।

রথোদ্ধতা

স্থানমিব তং তুচ্ছং কুর্ব্বতী নটতিনৃত্যং করোতীত্যর্থঃ । ধম্মিল্লে কথম্ভূতেদুরারোহে দুঃখেন আরোহো যস্য সর্ব্বাধিক্যাৎ পুনঃ কথম্ভূতে লক্ষ্মীবতিঐশ্বর্য্য বিশিষ্টে অনেন বংশীধ্বনের্মুক্তিশ্রেষ্ঠ পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমপর্য্যন্ত দাতৃত্বমুক্তমিতিধ্বনিতম্ ।। ১০৭।।

কস্যচিৎ পদ্যেন উৎকণ্ঠাবিশেষং লিখতি উৎফুল্লেতি কৃষ্ণঃ কদা মে মম দৃক্পথং নেত্রমার্গং যাস্যতি নেত্রগোচরী ভবতীতি । স কথম্ভূতঃ উৎফুল্লাৎ নির্দোষ শাখা পল্লব যুক্তাৎ তাপিঞ্ছাত্তমালাৎ মনোহরো রম্যা শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ । পুনঃ কথম্ভূতঃ মাতুর্যশোদায়া স্তনে ন্যস্তং স্তন্যপানার্থং নিঃক্ষিপ্তং মুখারবিন্দং যেন সঃ। তৎকালেপি বাল্য ভাবদ্যোতনায় পাদসরোরুহাগ্রং মুখারবিন্দং যেন সঃ । তৎকালেহপি বাল্য ভাবদ্যোতনায় পাদসরোরুহাগ্রং চরণপদ্মাগ্রং সঞ্চালয়ন্ তত্তু স্তন্যপান কালে সুখিনো বালকস্য স্বভাবএব জ্ঞেয়ঃ ।। ১০৮ ।।

তাহাতে যে চরণ রাখিয়া নৃত্য করে, মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের বংশী হইতে সমুদ্ভূত মাধুর্য্যপূর্ণ সেই ধ্বনি কবে আমাদের কর্ণবিবরে অকস্মাৎ আরোহণ করিবে । ১০৭।

অপর কোন বাৎসল্য ভাবাবিষ্ট ভক্তের প্রার্থনা পদ্যে লিখিতেছেন- শাখাপল্লবাদি দ্বারা প্রফুল্লিত তরুণ তমালের সমান মনোরম কান্তি, যিনি জননী যশোমতীর স্তনে স্তন্য পানের নিমিত্ত বদনারবিন্দ বিন্যস্ত করিয়া শ্রীচরণের অগ্রভাগ সামান্য রূপে সঞ্চালন করিতেছেন, সেই শ্রীযশোদাস্তনন্ধয় কৃষ্ণ কবে আমার লোচন পথের গোচর হইবেন । ১০৮ ।

শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টস্য

বর্হাপীড়ং মৌলৌ বিভ্রদ্বংশীনাদানাতন্বন্
নানাকল্পশ্রীসম্পন্নো গোপস্ত্রীভিঃ সম্বীতঃ।
নেত্রানন্দং কুর্ব্বন্ কৃষ্ণ ত্বং চেদস্মান্ বীক্ষেথাঃ
সর্ব্বে কামাঃ সম্পদ্যেরন্নস্মাকং হৃদ্যাসীনাঃ ।। ১১০ ।। লীলাখেলঃ

কশ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিস্য নিজোৎকণ্ঠাং নিবেদয়তি তত্তৎ পদ্যেন লিখতি রোহিণীতি। হে কৃষ্ণ কো জন স্তব ত্বাং তনুং শরীরঞ্চ বিস্মরেদিত্যন্বয়ঃ স্মৃত্যর্থস্য চেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী তনুং কথম্ভূতাং রোহিণীরমণস্য চন্দ্রস্য মণ্ডলং চাকচিক্যযুক্ত সুধাময়ং তস্য যা দ্যুতিঃ কান্তিঃ তস্যাদ্রোহিণীধিক্কারিণীবদনকান্তির্মুখশোভায়াঃ সন্ততিঃ শ্রেণিপরম্পরা যস্যা স্তাং পুনঃ কথম্ভূতাং নূতন তমালাৎ কোমলাং অনেন শ্যামলতা ব্যজ্যতে তত্রাপ্যমলাং দোষরহিতাম্ ।। ১০৯

শ্রীকৃষ্ণ মুদ্দিশ্যাকাঙ্ক্ষা বিশেষং কশ্চিন্নিবেদয়তি তৎ সার্ব্বভৌম ভট্টস্য পদ্যেন লিখতি বর্হাপীড়মিতি। হে কৃষ্ণ এবম্ভূতশ্চেদযদি অস্মাকং নেত্রানন্দং কুর্ব্বন্ অস্মান্ বীক্ষেথাঃ পশ্যেস্তদাস্মাকং হৃদ্যাসীনাঃ হৃদিস্থাঃ সর্ব্বে কামাঃ সাক্ষাৎ মনোভিলষিত সেবনাদয়ঃ সম্পদ্যেরন্ সিদ্ধা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ। কথম্ভূতঃ সন্ মৌলৌ মস্তকে বর্হাপীড়ং ময়ূরপিচ্ছা রচিতচূড়াং বিভ্রৎ ধারয়ন্ অথচ বংশীনাদান্ আতন্বন্ বংশীং রণয়ন্ তথা নানা বিধৈরাকল্পৈর্গুঞ্জাদি কৃত বেশৈর্যা শ্রীঃ শোভা তয়া সম্পন্নো যুক্তঃ সন্ গোপ স্ত্রীভিঃ শ্রীরাধাদিভিঃ সম্বীতো বেষ্টিতঃ ।। ১১০ ।।

শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য্যাকৃষ্ট কোন অজ্ঞাত নামা কবির উৎকণ্ঠা বলিতেছেন- হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার রোহিণী রমণ পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণমণ্ডলের দ্যুতি রোহিনী অর্থাৎ তিরস্করিণী বদন সুষমা এবং নবীন তরুণ তমাল হইতেও সুকোমল অমল অঙ্গ শোভা, কে বিস্মৃত হইবে ? ১০৯।

কোন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণদর্শণের প্রবল উৎকণ্ঠা শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টের বাক্যে লিখিতেছেন- হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি যদি মস্তকের চূড়ার উপরে মত্তময়ূর পুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক অধরে মুরলী ধারণ করিয়া তাহার ধ্বনি বিস্তার করিয়া ধাতু গুঞ্জা বনমালা প্রভৃতি নানাবিধ বন্য বেশে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধাদিগোপরমণীগণে পরিবৃত হইয়া নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেকরিতেআমারদের প্রতিদৃষ্টিপাতকরেন, তাহা হইলেই আমাদের হৃদয়স্থিত সকল কামনাই পরিপূর্ণ হইবে। ১১০।

"অথ মোক্ষানাদরঃ"

শিরমৌলিনাম্

ভক্তিঃ সেবা ভগবতো মুক্তিস্তৎপদলঙ্ঘনম্ ।
কো মূঢো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি ।। ১১১।। অনুষ্টুভ্

শ্রীহনুমতঃ

ভববন্ধচ্ছিদে তস্যৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে ।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ।। ১১২।। অনুষ্টুভ্ ।

ননু পরমবিজ্ঞা বিবেকিনস্তে শ্রীভগবদ্দর্শনাদৌ সমুৎসুকাশ্চেষ্টন্তে ইত্যুক্তং তন্ন সাম্প্রতং সাক্ষান্মুক্তের্বরণস্যৌচিত্যাৎ যতঃ শ্রুত্যাদৌ তস্যাএব সাধ্যত্বাদত স্তস্যা স্তুচ্ছতাং দর্শয়িতুমাহ অথ মোক্ষেহনাদর ইতি। তত্র শিরোমৌলীনাং পদ্যেন যুক্তি পূর্ব্বকং তদনাদরং লিখতি ভক্তিরিতি। ভগবতঃ সেবা আনুকুল্যেনপরিচর্য্যাদি ভক্তির্ভবতি, তৎপদ লঙ্ঘনং তস্যাঃ সেবায়াঃ পদস্য স্বরূপস্য লঙ্ঘনং অর্থাত্ত্যজনং মুক্তিঃ। উভয়োরেবং রূপত্বে সতি দাসতাং দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচনেতি বচনাৎ স্বভাব দাসতাং প্রাপ্য কো মূঢ়ো হিতাহিতানভিজ্ঞঃ প্রাভবং প্রভু সম্বন্ধিপদং স্বরূপং অর্থাৎ সাযুজ্যমিচ্ছতি য ইচ্ছতি স মূঢ় এব। দাসত্বেন প্রাপ্তিস্তু অদৃষ্টবদনাদি সিদ্ধৈব জ্ঞেয়া ।। ১১১ ।।

শ্রীমদ্ধনূমদ্বাক্যেন তং দ্রঢ়য়তি ভববন্ধেতি। তস্যৈ মুক্তয়ে তাং মুক্তিং অহং ন স্পৃহয়ামি কথম্ভূতায়ৈ ভবাৎ সাংসারিক ব্যাপারাদেৰ্যোবন্ধঃ জন্ম মৃত্যু পরম্পরা তস্য চ্ছিদে চ্ছেদনকর্ত্র্যৈ। ননু মুক্তিরত্যন্ত দুঃখোপরতি পূর্ব্বকাত্যন্ত সুখ প্রাপিকা ভবতি তস্যৈ কথং ন স্পৃহয়সি তত্রাহ যত্র মুক্তৌ ভবান্ ভগবান্ শ্রীরামঃ ত্বং প্রভুরহং

"শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের মোক্ষে অনাদর"

যদি বলেন- ওহে ! আপনারা পরম বিবেকী তথাপি শ্রীভগবানের দর্শনের নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিতহইতেছেন কেন ? কারণ শ্রুতিশাস্ত্রে মুক্তিকেইপরমসাধ্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, সুতরাং আপনারা তাহা গ্রহণ করিতেছেন না কেন ?তদুত্তরে ভক্তগণের মুক্তির প্রতি অনাদর শ্রীশিবমৌলির বাক্যে লিখিতেছেন- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনুকুল্য পুর্ব্বক সেবার নাম ভক্তি, এবং ভক্তিস্বরূপ সেবা লঙ্ঘনের নাম মুক্তি, শ্রীকৃষ্ণের দাস্যপদ লাভকরিয়া এমন মূঢ় মানব কেআছে ? ঐ মুক্তিপদ লাভ করিবার জন্য ইচ্ছা করে ? ১১১ ।

কেষাঞ্চিৎ

হন্ত চিত্রীয়তে মিত্র স্মৃত্বা তান্ মম মানসম্ ।
বিবেকিনোঽপি যে কুর্য্যুস্তৃষ্ণামাত্যন্তিকে লয়ে ।। ১১৩ ।। অনুষ্টুভ্

কস্যচিৎ

কা ত্বং মুক্তিরুপাগতাস্মি ভবতী কস্মাদকস্মাদিহ
শ্রীকৃষ্ণস্মরণেন দেব ভবতো দাসীপদং প্রাপিতা ।

দাস ইতি ভেদো বিলুপ্যতেবিনষ্টো ভবতিঅতঃ ত্বৎ সেবনসুখাভাবাৎ স্বরূপপ্রণাশাচ্চ সা ত্যাজ্যৈবেতি তথাচ সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত । দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনা ইতি শ্রীকপিলদেবোক্তেঃ । অত্রায়মভিসন্ধিঃ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং ভগবৎ সেবনং বিনা ভূতধ্বেত্তর্হি তে ন গৃহ্নন্তি একত্বন্তু ঈশ্বরে ব্রহ্মণি চ সাযুজ্যং তত্তু নিত্যং তদ্বিনা ভূতত্বান্ন গৃহ্নন্ত্যেবেত্যর্থঃ । তথাচ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেম সেবোত্তরেত্যপি । সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাযুষাং মতেতি ।। ১১২ ।।

কেষাঞ্চিৎ পদ্যেন তত্রাক্ষেপেণানাদরং লিখতি হন্তেতি । হন্তেতি খেদোক্তৌ হে মৈত্র তান্ জনান্ স্মৃত্বা মম মানসং চিত্রীয়তে কিমিদমিতি আশ্চর্য্যং করোতি তান্ কানিতি তত্রাহ যে বিবেকিনঃ সারাসার বিবেচকা অপি আত্যন্তিকে লয়ে সাযুজ্য মুক্তৌ তৃষ্ণামিচ্ছাং কুর্য্যুরতঃ খেদবিষয়ান্ তানিতি ।। ১১৩ ।।

সাক্ষাদাগতাং মুক্তিং প্রতি কস্যচিদ্ভক্তস্যোক্ত্যা তদনাদরং স্পষ্টং নির্দিশতি কা ত্বামিতি। মুক্তিং প্রতি স আহ কাত্বমিতি সাহ মুক্তিরূপাহং উপ তব সমীপে আগতাস্মি পুনঃ স আহ কস্মাদ্ধেতোরকস্মাৎ অনাহূতৈব ইহ স্থানে ভবতী পূজ্যা

দাসভক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমানের পদ্যে তাহা দৃঢ় করিতেছেন- জন্ম মৃত্যুরূপ ভববন্ধন ছেদনের নিমিত্ত সেই প্রসিদ্ধা মুক্তির বাসনা আমি করি না, হে শ্রীরাম ! যে মুক্তি গ্রহণ করিলে আপনি আমার নিত্য সত্য প্রভু' এবং আমি নিত্য দাস, এই যথার্থ সত্য সম্বন্ধ বিলোপ হইয়া যায় । ১১২ ।

কোন এক অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে মুক্তিকামি-মানবকেও অনাদর করিতেছেন- অহো কি আশ্চার্য্য ! হে বন্ধো ! যে সকল বিবেকশীল মানব আছেন তাঁহারাও আত্যন্তিকলয় রূপ মুক্তির প্রতি অতিশয় বাসনা করেন, তাঁহাদের এই কামনা স্মরণ করিয়াও আমার মন সাতিশয় বিস্ময় যুক্ত হইতেছে । ১১৩ ।

দূরে তিষ্ঠ মনাগনাগসি কথং কুর্য্যাদনার্য্যং ময়ি
ত্বদ্গাদ্ধান্নিজ নামচন্দনরসালেপস্য লোপো ভবেৎ ।। ১১৪ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

"অথ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বম্"

দাক্ষিণাত্যস্য

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-

ত্বমাগতা, সাহ হে দেব শ্রীভগবন্মূর্ত্ত্যা ক্রীড়নশীল অতো মৎ পূজ্যভবতা শ্রীকৃষ্ণস্মরণেন ভবতো দাসীপদং দাসীত্বং প্রাপিতা শ্রীভগবতা প্রযোজকেনেতি শেষঃ । স আহ দূরে ত্বং তিষ্ঠ কস্মাত্তদাহ মনাক্ ঈষদনাগসি ত্বয্যনপরাধিনি ময়ি কথং অন্যায্যং অন্যায়াচরণং ভবতী কুর্য্যাৎ অনার্য্যমিতি পাঠে গর্হিতমিত্যর্থঃ । অন্যায্যত্বং দর্শয়তি ত্বন্নাম্না নিজনাম্নঃ শ্রীভগবদ্দাসভিধ স্বনাম্নশ্চন্দন রসেন শ্রীভগবচ্চরণাদৌ য আলেপঃ লেখনং অমুকো ভক্ত ইতি তস্য লোপো ভবেৎ । মুক্তৌ সত্যাং দেহাভাবেন দেহোপাধিকৃত নাম বিনাশাদিতি ভাবঃ । অতো ময়ি ত্বন্নাম সম্বন্ধো মাভূদিতি বিনয়েন প্রার্থয়ামি ।। ১১৪ ।।

অত্র গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ তন্মহিমেত্যাদিষু অথ মোক্ষানাদর ইত্যন্তেষু বিবক্ষিতঃ ক্রমশ্চায়ম্ । তত্রাজাতভবান্ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ তদ্ভজনয়োর্মাহাত্ম্য কীর্ত্তনং

শ্রীকৃষ্ণভক্ত সাক্ষাৎ মুক্তিকে সামনে দেখিয়া অনাদর করিতেছেন, তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণভক্ত মুক্তিকে নিকটে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- হে দেবি ! আপনি কে ? মুক্তি বলিলেন- আমি মুক্তি, আপনার নিকটে আসিয়াছি, ভক্ত বিস্মিত ও সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন- আপনি হঠাৎ কোথা হইতে আসিলেন ? মুক্তি বলিলেন- আপনি যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্মরণ করেন, হে দেব ! সেই স্মরণই আমাকে আপনার দাসী বা সেবিকা পদ প্রাপ্ত করাইয়াছে, ভক্ত কহিলেন- আমি আপনার সামান্যও অপরাধ করি নাই, তথাপি আমার প্রতি কুটিল আচরণ করিতেছেন কেন ? আপনি দূরে থাকুন, কারণ আমার যে "শ্রীকৃষ্ণদাস" এই নাম আছে তাহা সুগন্ধি চন্দন রসের সমান শীতল ও সদানন্দপ্রদ, আপনার নাম গ্রহণমাত্রই তাহা বিলুপ্ত হইবে । ১১৪ ।

শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম তত্ত্ব বর্ণন

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিনা ভগবত্তোষণী ভক্তি সিদ্ধ হয় না, এই অভিপ্রায়ে

বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-

প্রসঙ্গাৎ প্রেমসৌভাগ্য কীর্ত্তনঞ্চ। অনন্তর মন্তঃকরণ শুদ্ধেঃ পরমাদিকারণস্য ভগবন্নাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তনম্ । নাম কীর্ত্তনপ্রকার শিক্ষা চ অনন্তরং তস্য কীর্ত্তনোপদেশঃ । ততঃ শ্রীকৃষ্ণ কথামাহাত্ম্য কীর্ত্তনম্ । ততঃ শ্রবণ কীর্ত্তনাভ্যাং শুদ্ধান্তঃ করণান্ প্রতি ভগবদ্ধ্যানোপদেশঃ । ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তবাৎসল্য কীর্ত্তনম্ । ততো ভক্তানাং সঙ্গকারণং তেষাং মাহাত্ম্যকীর্ত্তনঞ্চ। ততো ভগবতি বিজ্ঞপ্ত্যুদেশঃ । এবং সর্ব্বতো অনর্থ নিবৃত্তাবেব নিষ্ঠা ভবেদিত্যভিপ্রায়েণ নিষ্ঠা কীর্ত্তনম্ । সত্যামেব নিষ্ঠায়ামনন্তরং ভগবতি রুচির্জায়তে তদনন্তরং অদাসক্তিশ্চ। ততো ভাবশ্চজায়তে। জাত ভাবানামেব লালসোৎপদ্যতে । ইত্যভিপ্রেত্য সর্ব্বানন্তরং সৌৎসুক্য প্রার্থনা কীর্ত্তনং । লালসায়াং জাতায়াং মোক্ষানাদরঃ । সুতরাং ঘটেত ইতি । তথাচ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ । আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া । ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ। অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতীতি । ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং শ্রীভাগবত ভক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্। জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তি সুখশ্রিয়াং প্রেমান্তরঙ্গ ভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্। ভক্তানাং হৃদি ভাজন্তী সংস্কার যুগলোজ্জ্বলা । রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানাতু রস্যতামিতি চ । অত্রাপি বিশেষ জিজ্ঞাসায়াং ভক্তিসন্দর্ভো দৃশ্যঃ ।। শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানং বিনা শ্রীভগবৎ সন্তোষিকা ভক্তির্নসিদ্ধ্যতীত্যভিপ্রেত্যাহ অথ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বমিতি । তত্র দাক্ষিণাত্যস্য পদ্যেন নিষেধ মুখেন তদ্দর্শয়তি অর্চ্চ্যে ইতি । অর্চ্চ্যে অর্চ্চনীয়ে বিষ্ণৌ শালগ্রামে শ্রীমূর্ত্তৌ বা শিলাধীঃ প্রস্তর বুদ্ধিঃ । শিলেতি মণিরত্নাদীনামুপলক্ষণম্ । অর্চ্চায়া অষ্টাবিধত্ব শ্রবণাৎ। গুরুষ্বিতি গৌরবে বহুবচনম্। দীক্ষাগুরৌ নরমতিঃ মনুষ্য বুদ্ধিঃ । যদ্বা শিক্ষাগুরূণামপি শ্রীনারদাদীনামবতারত্বাত্তেষু সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি রতো বহুবচনং বহুত্ব বোধকমিতি। বষ্ণবৈর্বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাং কৃত্বা তৎ সেবন পরে জনে জাতিবুদ্ধিঃ । পূর্ব্বকালেঽয়ং

নিষেধমুখে কোন দাক্ষিনাত্য ভক্তেরপদ্যে ভগবদ্ধর্ম্ম তত্ত্ব বর্ণন করিতেছেন । যাহার অর্চ্চনীয় শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহে বা শালগ্রামে শিলা বুদ্ধি অর্থাৎ ইহা শিলা দারু মনি ধাতু ইত্যাদিদ্বারা নির্ম্মিতমাত্র এই রূপ বুদ্ধি, ভগবানের কৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবে সামান্য মানব বুদ্ধি, ইনি শুদ্রকুলে জাত, ইনি ব্রাহ্মণকুলে জাত এইপ্রকার বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি, বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবগণের কলিমলহারী পাদ তীর্থ অর্থাৎ পদধৌত

বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ।। ১১৫ ।। স্রগ্ধরা

আগমস্য

হত্যাং হন্তি যদঙ্ঘ্রিসঙ্গতুলসী স্তেয়ঞ্চ তোয়ং পদে
নৈবেদ্যং বহুমদ্যপানদুরিতং গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজম্ ।

হীনজাতিরাস অতোঽস্মাকং ন পূজ্য ইতি বুদ্ধিঃ। তথাচ শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা । বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতীতিহাসসমুচ্চায়াৎ । বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাং বা পাদতীর্থে চরণপ্রক্ষালনজলে জলসামান্য বুদ্ধিঃ তদর্থং সামান্য জলাৎ বিশেষমাহ । কলিমলমথনে কলিমল বিনাশকে। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি শ্রীকৃষ্ণ রামাদৌ মন্ত্রে অষ্টাক্ষরাদৌ ঘটপটেত্যাদিবৎ শব্দ সামান্য বুদ্ধিঃ নতু তৎ স্বরূপ বুদ্ধিঃ। শব্দ সামানাদসাধারণতামাহ সকল কলুষহে সমস্ত পাপ হন্তরি কৃষ্ণে যশোদানন্দনে তদিতর সমধীস্তস্মাদিতরে ভিন্না ব্রহ্ম শিবাদয়ঃ তৈঃ সহ তুল্য বুদ্ধিঃ। তথাচ যেতু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ । সমত্বেনৈব জানন্তি তেঽপি পাষণ্ডিনো মতা ইতিপদ্মপুরাণাৎ । তেভ্যো বিশেষমাহ সর্ব্বেশ্বরে ইতি সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাগুবর্ত্তিনাং দেবাদীনামীশ্বরে প্রভৌ কৃষ্ণ ইতি । তদবতারাণাং শ্রীনৃসিংহরামাদীনামুপলক্ষণং বিষ্ণোরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ । তথাহি যস্যৈবমেবং বুদ্ধির্ভবতি স নরো নারকী নরকভোগী ভবতীত্যর্থঃ । অতঃ স্বহিতাভিলাষী জনঃ অর্চ্চাদৌ শিলাবুদ্ধ্যাদিকং ন কুর্য্যাদিতি ফলিতার্থঃ ।। ১১৫ ।।

আগম বাক্যেন বিধিমুখেন তন্নির্দিশতি হত্যামিতি । এষ কোঽপ্যসাধারণঃ শালগ্রাম শিলা নৃসিংহ মহিমা শালাগ্রামশিলারূপস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমা মহত্ত্বং লোকোত্তরোলোকাতীতঃ । তং দর্শয়তি যদিতি যদব্যয়ং ষষ্ঠ্যর্থঃ অস্য সর্ব্বত্রৈবান্বয়ঃ কার্য্যঃ । যস্যাঙ্ঘ্রিসঙ্গতুলসী যচ্চরণার্পিততুলসী হত্যাং ব্রাহ্মণাদি হত্যাং হত্যাজনিত পাপং হন্তি । হত্যায়া হননাসম্ভবাজ্জনিতপাপে লক্ষণা, যস্যাঃ পদে শ্রীচরণে তোয়ং

জলে জল সামান্য বুদ্ধি, শ্রীবিষ্ণুর সকল পাপ হারী রাম কৃষ্ণাদিনাম ও অষ্টাদক্ষরাদি মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি, তথা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদীয় দাসভূত ব্রহ্মা শিবাদির সহিত সমান বুদ্ধি, তিনি নারকী অর্থাৎ নরকে গমন করে । ১১৫ ।

মানবের পাঁচ প্রকার কর্মে পাঁচপ্রকার মহাপাপ হয়, ব্রহ্মহত্যা, স্বর্ণচুরি, মদ্যপান, গুরুপত্নী গমন, এবং এই কর্ম্মকারি মানবগণের সহিত সঙ্গ করা, শ্রীশালগ্রাম রূপী শ্রীকৃষ্ণ এই সকল পাপাদি হরণ করেন, তাহা আগম

শ্রীশাধীনমতিঃ স্থিতির্হরিজনৈস্তৎসঙ্গজং কিল্বিষং
শালগ্রামশিলানৃসিংহমহিমা কোহপ্যেষ লোকোত্তরঃ ।। ১১৬।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

"অথ নৈবেদ্যার্পণে বিজ্ঞপ্তিঃ"

শ্রীরামানুজস্য

দ্বিজস্ত্রীণাং ভক্তে মৃদুনি বিদুরান্নে ব্রজগবাং
দধিক্ষীরে সখ্যুঃ স্ফুটচিপিটমুষ্টৌ মুররিপো ।

পদসংসর্গি তোয়ং চরণোদকং স্তেয়ং চৌর্য্যং দোষাধিক্যাৎ সুবর্ণচৌর্য্য জনিত পাপঞ্চ হন্তি । যস্যা নৈবেদ্যং মহাপ্রসাদঃ বহু অসকৃৎ মদ্যপানেন জাতং দুরিতংপাপং হন্তি শ্রীশঃ স এব তস্যাধীনা আয়ত্তা তত্রৈব প্রসক্তা মতিঃ বুদ্ধিঃ গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজং গুরুস্ত্রী গমনজং প্রকরণাৎ তৎ কৃতপাপং হন্তি হরিঃ স এব তস্য জনৈর্বৈষ্ণবৈঃ সহস্থিতির্বাসস্তৎ সঙ্গজং কৃতবত্তজ্জন সঙ্গস্যাপি পাপ জনকত্বাৎ । তেষাং মহাপাতকিনাং সঙ্গজং কিল্বিষং পাতকং হন্তি । অতএব লোকাতীতঃ শালগ্রামশিলেতি শ্রীমূর্ত্তীনামুপলক্ষণম্ । তথাহি যদি দৈবাত্তদা পততি তদা তত্তৎসেবনেনৈব তেষাং তেষাং নাশঃ স্যাৎ মহিম বলেন কদাপি তত্তন্ন কুর্য্যাৎ তথাত্বে নামাপরাধাপত্তেঃ । সাবধানেন শ্রীচরণার্পিত তুলস্যাদীনাং সেবনং সদা কর্ত্তব্যমিতি ফলিতার্থঃ ।। ১১৬ ।।

শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্ব মধ্যে প্রসজ্জিতস্য নৈবেদ্যস্য সমর্পণে বিজ্ঞাপনমাহ অথেতি। শ্রীরামানুজাখ্যঃ কশ্চিৎ ভক্তো ভক্ত্যা ভগবন্তং সবিনয়ং বিজ্ঞাপয়তি তল্লিখতি । দ্বিজস্ত্রীণামিতি হে মুররিপো কৃষ্ণ তত্র তত্র যথা তে তবামোদঃ সুখবিশেষ

বাক্যে দেখাইতেছেন- যাঁহার শ্রীচরণ সঙ্গতা তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যা জনিতপাপ বিনষ্ট করেন,শ্রীচরণযুগল বিধৌত জল পান করিলে স্বর্ণচুরিজাতপাপ বিনাশ করেন, যাঁহাকেনিবেদিতঅন্নপানাদি প্রসাদ ভোজন করিলে বহুকাল মদ্যপান জাত মহাপাপ বিদূরিত হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে অধীনা অর্থাৎ একাগ্রতা প্রাপ্তা বুদ্ধি বা মতি গুরুপত্নীগমন জন্য মহাপাপ ক্ষয় করে, অপর শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের সহিত সঙ্গ করিলে ঐ চারপ্রকার পাপাচরণ কারির সঙ্গজাত মহাপাপ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, অতএব শালগ্রাম শিলাস্বরূপ শ্রীনৃসিংহ দেবের কোন অনির্বচনীয় লোকোত্তর মহা মহিমা এই জগতে আছে । ১১৬ ।

যশোদায়াঃ স্তন্যে ব্রজযুবতিদত্তে মধুনি তে
যথাসীদামোদস্তময়মুপহারেঽপি কুরুতাম্ ।। ১১৭ ।। শিখরিণী
কস্যচিৎ
যা প্রীতির্বিদুরার্পিতে মুররিপো কুন্ত্যর্পিতে যাদৃশী
যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধ্নি যা চ পৃথুকে স্তন্যে যশোদার্পিতে।

আসীৎ তথামন্দদত্তে উপহারে উপঢৌকন দ্রব্যে অয়ং ধ্যানোদ্দিষ্টো ভবান্ তমামোদং করুতাং প্রার্থনায়াং লোট্ । তত্রেতি কথম্ভূতো দ্বিজস্ত্রীণাং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীনাং ভক্তে চতুর্বিধান্নে তথা মৃদুন্যন্নে বিদুরদত্তান্নে তথা ব্রজগবাং ব্রজাশ্রিত গবাং দধ্নি ক্ষীরে চ তথা সখ্যুঃ শ্রীদামাখ্য ব্রাহ্মণস্য স্ফুট চিপিট মুষ্টৌ স্ফুটা ভিক্ষালব্ধত্বাৎ স্ফুটিতা ভগ্নাঃ যদ্বা স্বাদুদ্রব্যান্তর রহিতাঃ কেবলা যে চিপিটাঃ সহজেন ন রম্যা স্তেষাং মুষ্টৌ ,তথা যশোদায়া মাতুস্তন্যে স্তনক্ষীরে তথা ব্রজযুবতীভিঃ শ্রীরাধাদিভির্দত্তেমধুনি মধুরসা স্বাদ্যে যৎকিঞ্চিদ্বস্তুনীতি তথাচ কেবলং ভক্ত্যা তস্য সন্তোষো ভবতি । নতূপচার বৈশিষ্ট্যেনেতি দ্যোতিতম্ ।। ১১৭ ।।

বিজ্ঞপ্তিভেদং কস্যচিৎ শ্লোকে.ন লিখতি যেতীত্যাদি । হে মুররিপো অত্রাপ্যন্নে তাং প্রীতিমর্পয়েত্যন্বয়ঃ । সা কথম্ভূতা বিদুরার্পিতেঽন্নে যা প্রীতি রভূদিতি সর্ব্বত্রেবাধ্যাহার্য্যং, তথা কুন্ত্যা যুধিষ্ঠিরমাত্রা অর্পিতেঽন্নে যাদৃশী তথা গোবর্দ্ধনস্য মুর্দ্ধ্নি শিরোদেশে ফল মুলাদি রূপান্নে অর্থাৎ গোবর্দ্ধনেন দত্তে যা প্রীতিঃ যাচ যশোদার্পিতে পৃথুকে স্থুলে প্রচুরে স্তন্যে যা বা শ্রীরামরূপস্য তব ভারদ্বাজেতি স্বার্থে টন্ ভরদ্বাজেন মুনিনা সমর্পিতেঽন্নে তথা শবরিকয়া শবর কন্যয়া দত্তেঽন্নে

"শ্রীকৃষ্ণকে নৈবেদ্যার্পণে বিজ্ঞপ্তি "

শ্রীভাগবদ্ধর্ম্ম মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে নৈবেদ্য সমর্পণে সবিনয় বিজ্ঞাপন শ্রীরামানুজ নামা কোন ভক্ত লিখিতেছেন- হে মুররিপু শ্রীকৃষ্ণ । যজ্ঞনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের পত্নী সকলের প্রদত্ত চতুর্বিধ অন্নে, মহাত্মা বিদুরের পরম কোমল অন্নে, নন্দ ব্রজে অবস্থিত পদ্মগন্ধিনী গাভীবৃন্দের দুগ্ধে ও দধিঘৃতাদি বস্তুতে, পরমদরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রিয়সখা শ্রীদামার স্বাদ রহিত চিপিটকমুষ্টিতে, ব্রজেশ্বরী জননী যশোমতীর স্তনদুগ্ধে, শ্রীমতীরাধাদি ব্রজদেবীগণের প্রদত্ত আনন্দদায়ক বস্তু সকলে আপনার যে প্রকার অতিশয় আমোদ হইয়াছিল, সেই প্রকার আমোদ আমার প্রদত্ত এই সামান্য উপহারে ও প্রকাশ করুন । ১১৭ ।

ভারদ্বাজসমর্পিতে শবরিকাদত্তেঽধরে যোষিতাং
যা বা তে মুনিভাবিনীবিনিহিতেঽন্নেঽত্রাপি তামর্পয় ।। ১১৮।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্

সমাহর্ত্তুঃ

ক্ষীরে শ্যামলয়ার্পিতে কমলয়া বিশ্রাণিতে ফাণিতে
দত্তে লড্ডুনি ভদ্রয়া মধুরসে সোমাভয়া লম্ভিতে।

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যাহ যোষিতাং ব্রজস্ত্রীণাং অধরে অধরামৃতে তথা মুনীনাং যাজ্ঞিকব্রাহ্মণানাং যা ভাবিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ তাভির্বিনিহিতে সমীপানীতে দত্তেঽন্নে যা বা প্রীতিরভূদিতি । অত্র শ্রীরামরূপস্য প্রীত্যুল্লেখনং বিপ্রর্ষি চণ্ডালান্নং যো ভক্ত্যার্পিতয়োরবিশেষ জ্ঞাপনার্থং তচ্চ খলু স্বার্পিতান্নস্য যোগ্যাযোগ্য পরিহারার্থমিতি জ্ঞেয়ম্ ।। ১১৮ ।।

পূর্ব্ব শ্লোকেন সামান্যাং প্রীতিং প্রার্থ্য স্বভাবনাং প্রীতিং প্রার্থয়তে ক্ষীরে ইতি শ্যামলেত্যাদি গোপী বিশেষাণাং সংজ্ঞা । অর্পিতং দত্তং ফাণিতং গুড় বিকারঃ ফেণি বাতাসা ইতি প্রসিদ্ধং, বিশ্রাণিতে দত্তে সোমাভা চন্দ্রাবলী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকায়াং শ্রীজীবপাদৈস্তথা ব্যাখ্যানাৎ তথা লম্ভিতে তয়া প্রাপিতে ডুলভষ

শ্রীভগবানকে নৈবেদ্যাদি নিবেদন করতঃ তৎ গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তেরসোৎকণ্ঠা প্রার্থনা কোন অজ্ঞাত নানা ভক্তের পদ্যে উদ্ধৃত করিতেছেন মহাত্মাবিদুরের অর্পিত শাক অন্নে আপনার যে প্রকার প্রীতি উপন্ন হয় এবং শ্রীকুন্তীদেবীর নিবেদিত বস্তুতে, শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাকালে ব্রজ বাসীদিগের দ্বারা সমর্পিত বিবিধ ব্যঞ্জনাদিতে, তব সখা সুদামাবিপ্রের চিপিটক কণাতে, মাতা যশোদার অর্পিত স্নেহক্ষরিত স্তন্যদুগ্ধে, শ্রীভরদ্বাজ মুনির দ্বারা নিবেদিত ছাপ্পান্ন ভোগে- শবরীর অর্পিত বদরিকা ফলে ব্রজযুবতীগণের অধরামৃতপানে, মথুরার যাজ্ঞিকপত্নী দিগের দ্বারা সমর্পিত চতুর্ব্বিধ অন্নে যে প্রকার আপনার প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই প্রকার প্রীতিপূর্ব্বক আমার প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করুণ । ১১৮ ।

পূর্ব্বে সামান্য রূপে প্রার্থনা করিয়া শ্রীপাদ গ্রন্থকার বিশেষভাবে প্রার্থনা করিতেছেন- হে শ্রীগোবিন্দ ! শ্রীশ্যামলা প্রদত্ত ক্ষীরে আপনার যে প্রকার তুষ্টি হয়, শ্রীকমলাগোপিকার বাতাসা ভোজনে, শ্রীভদ্রাগোপীর প্রদত্ত লাড্ডুতে, শ্রীচন্দ্রাবলী যুথেশ্বরী প্রদত্ত সুমধুর পুষ্পরসাদি পান করিয়া আপনার যে আনন্দ ও

তৃপ্তি তুষ্টির্যা ভবতস্ততঃ শতগুণাং রাধানিদেশান্ময়া
ন্যস্তেঽস্মিন্ পুরতস্ত্বমর্পয় হরে রম্যোপহারে রতিম্।।১১৯।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

"অথ শ্রীমথুরা মহিমা"

কস্যচিৎ

হে মাতর্মথুরে ত্বমেব নিয়তং ধন্যাসি ভূমীতলে
নির্ব্যাজং নতয়ঃ শতং সবিধয়স্তুভ্যং সদা সন্তু নঃ ।

প্রাপ্তাবিতি ধাতোঃ। হে হরে । তত্র তত্র ভবতো যা তুষ্টিঃ প্রীতিরভূত্তস্যাঃ সকাশাৎ শতগুণাং রতিংপ্রীতিং অস্মিন্ পুরতোঽগ্রে ময়া ন্যস্তে নিক্ষিপ্তে রম্যোপহারে মনোরম ভোজ্য দ্রব্যে ত্বং অর্পয় । ননু পরম প্রেয়সীভির্মচ্ছক্তিত্বান্মদভিন্নাভিস্তাভির্দত্তেভ্যঃ সকাশাৎ ত্বদ্দত্তে কথং শত গুণা প্রীতিঃ স্যাৎ পরমা যোগ্যৈষা অত্রাহ রাধায়া নিদেশাদাজ্ঞায়া হেতোর্ময়েতি অন্যথা রাধাজ্ঞা হেলনং স্যাদিতি তত্তু ন ভবদভীষ্টম্। অতো মদ্দত্তে উপহারেঽবশ্যং রতির্ভবত্যেবেতি বিজ্ঞাপনম্ ।। ১১৯ ।।

তাদৃশস্য শ্রীভগবতঃ সুখবিলাসাশ্রয়ত্বাৎ শ্রীমথুরামহিমানং লিখতি অথেতি যস্মিন্ শ্রুতেঽজাতরতীনামপি তন্মণ্ডলমাশ্রয়িতুং মতির্ভবেদিত্যভিপ্রায়াৎ । তত্র কশ্চিদ্ভক্তো মথুরামুদ্দিশ্য স্তৌতি তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি হে মাতরিতি । হে মাতঃ! মথুরে! মাতৃবদপরাধসহনশীলে ভূমিতলে ত্বমেব নিয়তং সদা ধন্যাসি নান্যা পুরী অতস্তুভ্যং নোঽস্মাকং নির্ব্যাজং নিষ্কপটং যথাস্যাত্তথা শতং সবিধয়ঃ বিধি সহিতা অষ্টাঙ্গাদয়ো নতয়ঃ প্রণামাঃ সদা সন্ত্বিত্যন্বয়ঃ । ননু কুতোঽন্যাঃ পরিত্যজ্য মুহুর্মাং প্রণমসি মম কিং মহত্ত্বং দৃশ্যতে অত্রাহ স ত্বম্ভোজবিলোচনো ভগবান্ হরিরুৎকণ্ঠয়া জন্মাদিলীলাসুরবধাদিনা পরকীয়ারসাস্বাদনেষু অত্যন্ত লালসয়া যত্র

হইয়াছে, তাহা হইতে শতগুণ আমা কর্তৃক আপনার সমীপে সমুপস্থিত এই পরম মনোরম পানকলড্ডুকপায়সাদি ভোগ্য বস্তুতে প্রীতি বিধান করুন, কারণ এই সকল দ্রব্য শ্রীমতী রাধিকার আদেশানুসারে আমি আপনাকে সমর্পন করিয়াছি । ১১৯ ।

"শ্রীমথুরা মহিমা"

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুখবিলাসের আশ্রয়হেতু শ্রীমথুরাপুরীর মহিমা বর্ণন করিতেছেন, যাহা শ্রবণ করিয়া সাধারণ মানবেরও তাঁহার আশ্রয়ে মতি হয়, সুতরাং কোন এক অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে শ্রীমথুরার স্তব করিতেছেন- হে

হিত্বা হন্ত নিতান্তমদ্ভুতগুণং বৈকুণ্ঠমুৎকণ্ঠয়া
ত্বয্যম্ভোজবিলোচনঃ স ভগবান্ যত্রাবতীর্ণো হরিঃ ।। ১২০।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

কবিশেখরস্য

অত্রাসীৎ কিল নন্দসদ্ম শকটস্যাত্রাভবদ্‌ভঞ্জনং
বন্ধচ্ছেদকরোঽপি দামভিরভূদ্‌বদ্ধোঽত্র দামোদরঃ।

ত্বয়ি অবতীর্ণো বভূবেতি শেষঃ । কথং তত্রাহ হন্তেতি হর্ষে নিতান্তমদ্ভুতগুণং অদ্ভুতাশ্চিদ্বিলাসা গুণা যত্র তং বৈকুণ্ঠং ধামাস্য দ্বিবিধং প্রোক্তং মাথুরং দ্বার্ব্বতী তথা । মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহুর্গোকুলং পুরমেব চ । যত্তু গোলোক নামা স্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবম্ । ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদেত্যনুসারাৎ । সামান্য বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণস্যাবস্থানাভাবেন তস্য ত্যজনাসম্ভবাচ্চাত্র বৈকুণ্ঠপদেন গোলোকাখ্যং ধামোচ্যতে তং হিত্বা প্রকাশান্তরেণেতি জ্ঞেয়ম্ । নন্বযোধ্যায়াং শ্রীরামোঽবতীর্ণোঽভূৎ সা কথং ন ধন্যেতি ন বাচ্যং অত্র স্বয়ং ভগবতোঽবতারাভাবাৎ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তেরতঃ সুষ্টূক্তং ত্বমেব ধন্যেতি ।। ১২০

কশ্চিদ্ভক্তঃ স্বাভিলাষ ব্যঞ্জনেন তন্মাহাত্ম্যং ব্যরচয়ত্তৎ কবিশেখরস্য পদ্যেন লিখতি অত্রাসীদিতি । কিলেতি বার্ত্তায়াং মথুরামণ্ডল মধ্যে অত্র স্থানে নন্দসদ্ম শ্রীব্রজরাজ গৃহমাসীৎ অত্র স্থানে শকটস্য শকটাসুরস্য ভঞ্জনমভবৎ । অত্র সর্ব্বেষাং জীবানাং বন্ধচ্ছেদকরোঽপি কৃষ্ণো মাত্রা দামভীরজ্জুভির্বদ্ধো দামোদরো দামোদর নামাভূৎ । ইত্থমেবম্ভূতা মাথুরবৃদ্ধবক্ত্রবিগলৎ পীযূষধারা মথুরানিবাসিনো যে বৃদ্ধা জনা স্তেষাং বক্ত্রেভ্যোবিগলন্ত্যঃ ক্ষরন্ত্যো যা অমৃত প্রবাহান্ অমৃতবদ্বাচঃ পিবন্

মাতঃ শ্রীমথুরে ! আপনি পৃথিবীতলে সর্ব্বদাই পরমধন্যা, অতএব আমাদের কপটাদিরহিত বিধিপূর্ব্বক শত শত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম স্বীকার করুন, অহো কি আশ্চর্য্য! পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত অদ্ভুতগুণাবলী যুক্ত বৈকুণ্ঠধাম পরিত্যাগ করিয়া কমললোচন ভগবান শ্রীহরি অতিশয় উৎকণ্ঠা অর্থাৎ জন্মলীলা পুতনা বধাদি রাসাদিবিলাসের লালসায় আপনাতেই অবতীর্ণ হয়েন । ১২০ ।

শ্রীমথুরা মণ্ডল দর্শনের জন্য কোন ভক্তের প্রবলউৎকণ্ঠা শ্রীকবিশেখরের পদ্যে লিখিতেছেন- এই স্থানে ব্রজরাজ শ্রীনন্দগোপের গৃহছিল, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শকটভঞ্জন করিয়াছিলেন, যিনি সকল জীবের সংসার বন্ধন ছেদন করেন সেই

ইত্থং মাথুরবৃদ্ধবক্ত্র বিগলৎপীযূষধারাং পিব-
ন্নানন্দাশ্রুধরঃ কদা মধুপুরীং ধন্যশ্চরিষ্যাম্যহম্ ।। ১২১।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্ ।

কস্যচিৎ

যত্রাখিলাদিগুরুরম্বুজসম্ভবোঽপি
স্তম্বাত্মনা জনুরনুস্পৃহয়াম্বভূব ।
চক্রধ্বজাঙ্কুশলসৎপদরাজিরম্যা
সা রাজতেঽদ্য মথুরা হরিরাজধানী । ।১২২ ।।বসন্ততিলকম্।

কর্ণ রন্ধ্রাভ্যামাস্বাদয়ন্ আনন্দাশ্রুধরঃ প্রেমোদয়েনানন্দাৎ ক্ষরিতং যদশ্রু নেত্রজলং তদ্ধ্রিয়তে ইতি অদ্রাপঃ সন্ কদাহং ধন্যঃ সন্ মধুপুরীং চরিষ্যামি ভ্রমণং করিষ্যামীতি ভগবৎ ক্রীড়াভূম্যাস্তস্যাদর্শনাভাবেনাধন্যতা ব্যঞ্জনয়া মহত্ত্বং গম্যতে ।। ১২১ ।।

কশ্চিদ্ভক্তো মথুরায়া অসাধারণতাং স্মরন্ মাহাত্ম্যমবর্ণয়ৎ তদাহ যত্রেতি হরিরাজধানী শ্রীকৃষ্ণনগরী সা মথুরা অদ্যাপি রাজতেদীপ্তিংপ্রাপ্নোতি, কেন রাজতে তদাহ চক্র চিহ্ন ধ্বজ চিহ্নাঙ্কুশ চিহ্নৈর্লসন্তৌ যৌ পাদৌ অর্থাৎ তস্য হরে স্তয়ো রাজিঃ ইতস্ততো গমনেন যা পঙ্ক্তি স্তয়া রম্যা । প্রকারান্তরেণাহ যত্র মথুরায়াং অখিলস্য ব্রহ্মাণ্ডস্যাদিগুরুঃ পূজ্যঃ অম্বুজসম্ভবোঽপি ব্রহ্মাপি স্তম্বাত্মনা তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদেগাকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকমিতি শ্রীদশমস্কন্ধীয় তদ্বচনানুসারেণ স্তম্বাত্মনা তৃণাদিগুচ্ছ স্বরূপেণ জনুর্জ্জন্ম অনু লক্ষী কৃত্য স্পৃহয়াম্বভূব স্পৃহামকরোৎ ।। ১২২ ।।

শ্রীদামোদর জননী যশোদা কর্ত্তৃক স্বয়ং বন্ধন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এই প্রকার মথুরা নগর নিবাসী বৃদ্ধ মানবগণের বদন হইতে বিগলিত অমৃতধারা পান করিয়া আনন্দাশ্রু ধারণকরতঃ ধন্য হইয়া কবে আমি শ্রীমথুরাপুরীতে পরিভ্রমণ করিব । ১২১ ।

কোন এক অজ্ঞাত নামা কবি শ্রীমথুরার মহিমা বিশেষ রূপে বর্ণনা করিতেছেন- যে শ্রীমথুরা মণ্ডলে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদিগুরু কমল সম্ভব ব্রহ্মাও তৃণ গুল্ম সমূহ মধ্যে জন্মগ্রহণের অভিলাষ করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী মথুরা এখনও ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দ্বারা পরমরমণীয় হইয়া সুশোভিত হইতেছেন । ১২২ ।

সমাহর্ত্তুঃ

বীজং মুক্তিতরোরনর্থপটলীনিস্তারকং তারকং
ধাম প্রেমরসস্য বাঞ্ছিতধুরাং সম্পাদকং পারকম্ ।
এতদ্যত্র নিবাসিনামুদয়তে চিচ্ছক্তিবৃত্তিদ্বয়ং
মথ্নাতু ব্যসনানি মাথুরপুরী সা বঃ শ্রিয়ং চ ক্রিয়াৎ । ।১২৩।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

তস্যৈব

বিতরতি মুরমর্দ্দনঃ প্রভুস্তে ন হি ভজমানজনায় যং কদাপি ।
বিতরসি বত ভক্তিযোগমেতং তব মথুরে ! মহিমা গিরামভূমিঃ ।। ১২৪ ।।

পুষ্পিতঅগ্রা

গ্রন্থকৃৎ শ্রীভগবৎ স্বরূপাভেদেন মথুরায়াস্তত্বং লিখতি বীজমিতি সা মাথুরপুরী মথুরা বোযুষ্মাকং ব্যসনানি দুঃখানি মথ্নাতু বিলোড়য়তু নাশয়তু প্রিয়ং সুখঞ্চক্রিয়াৎ করোত্বিত্যন্বয়ঃ । সা কথাভূতা যত্র নিবাসিনাং প্রাণিনাং এতচ্চিচ্ছক্তি বৃত্তিদ্বয়ং জ্ঞান বৃত্তিরূপং উদয়তে তদ্দ্বয়ত্বং বিবৃণোতি তারকং পারকমিতি । তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেম ভক্তিস্তু পারকাদিতি পাদ্মাৎ তত্র তারকত্বমাহ মুক্তি তরোর্বীজং বীজবদুৎপাদকং তৎ কুত ইত্যত আহ অনর্থ পটল্যা অনর্থ সমূহস্য নিস্তারকম্ । পারকত্বমাহ প্রেমরসস্য ধাম আশ্রয়ং যথা জলাশ্রয়ে জলাস্বাদো ভবতি তথা তদাশ্রয়ে সতি প্রেমাস্বাদ্যত ইতি তৎকুত ইত্যত আহ বাঞ্ছিতায়া ধুরাভাব অতিশয় ইতি যাবৎ । তস্যাঃ সম্পাদকং এবম্ভূতায়াঃ শক্তেঃ প্রকাশকত্বাৎ মহিমাতিশয়ো দর্শিতঃ ।। ১২৩ ।।

মথুরা প্রাপ্তি মাত্রেণ প্রেমভক্তিং প্রাপ্য গ্রন্থকৃত্তামুদ্দিশ্যাহ বিতরতীতি মথুরে হে মথুরে তে প্রভুর্মুরমর্দ্দনোদেব আত্মানং ভজমানায় জনায় যং ভক্তিযোগং কদাপি

সর্ব্বদাত্রী শ্রীমথুরা মহিমা শ্রীপাদ গ্রন্থকার নিজপদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীমথুরা মুক্তি বৃক্ষের বীজ স্বরূপ, অনর্থ জন্ম মৃত্যুপরম্পরা অনর্থ সমূহের নিস্তারকারী তারকস্বরূপ সংসার হইতে মুক্তি প্রদায়ক, শ্রীকৃষ্ণসেবা বাঞ্ছাকারিগণের প্রেমরসের আশ্রয় এবং পারক সর্ব্ববাঞ্ছা পূর্ণকারী, এই চিৎ শক্তির বৃত্তি দুইটি যে স্থানে নিবাসকারি মানবগণের হৃদয়ে উদয় হয় , সেই শ্রীমথুরা পুরী আপনাদের সকল প্রকার দুঃখ বিনাশ করিয়া ভক্তি সম্পৎ বিধান করুন অর্থাৎ প্রদান করুন । ১২৩ ।

শ্রীগোবিন্দমিশ্রাণাম্

শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরাবদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা ।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরামধুরা মধুরা মথুরা মথুরা ।।১২৫ ।।

তোটকম্।

নহি বিতরতি দদাতি । মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাদেঃ । বিমুক্তাখিল তর্ষৈর্যামুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে । সা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোপি নদীয়তে ইত্যাদি শ্রবণাচ্চ। বতেতি হর্ষে এতং ভক্তিযোগং একরাত্র বাসেন ত্বং বিতরসি ন ভজনমপেক্ষসে । একরাত্র নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ইতি স্মরণাৎ । অতস্তব মহিমা গিরাং বাচামভূমিরগোচরং স্থানাতীতং বা অতঃ কো বক্তুং শক্নুয়াদিতিভাবঃ ।১২৪ ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিভিঃ সেব্যত্বেন তত্ত্বং গোবিন্দমিশ্রাণাং পদ্যেনাহ শ্রবণে ইতি মথুরা মথুরাপুরী মম শ্রবণাদৌ অস্তিতিক্রিয়েত্যধ্যাহার্য্যা সা কথম্ভূতা মধুরা মনোহরা পুনঃকিম্ভূতা মধুর্মধুদৈত্য স্তেন রাঃ শব্দোনাম যস্যাঃ কৈগৈরৈ শব্দে ইতি ধাতোঃ মধুদৈত্যেন নির্ম্মাণাদিতি ভাবঃ । পুনঃ কথম্ভূতা আমধুরা অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আমো ভজনং তস্য ধুরা অতিশয়ো যস্যাঃ সা যদ্বা মধুরো মধুরভক্তি রসস্তস্যামোগতিঃপ্রাপ্তি স্তস্য ভারোঽতিশয়ো যয়া সা অমগতৌ ভজনে শব্দে ইতি বোপদেবঃ । আচার্য্যপাদাস্তু মধুনা বসন্তেন রামস্য রমণীয়তায়া ধুরাভারো যত্র সা । যদ্বা বসন্তস্য রামঃ ক্রীড়া তস্যা ভারো যত্র যদ্বা বসন্তরামস্য ধুরা ভারেণ মধুরা পুনঃ কিম্ভূতা নাস্তি মধুঃ অসুর বিশেষো যস্মাৎ স মধুসূদন স্তং রাতি দদাতীতি সা যদ্বা তং লাতি আদত্তে ধারয়তীতি যাবৎ তথা ভূতা যদ্বা মধুপদেনাতিশয়োক্ত্যা তদ্বন্মধুরং প্রেমোচ্যতে তৎ রাতি দদাতীতি অলং বিস্তরেণেতি ব্যাচক্রুঃ ।। ১২৫ ।।

শ্রীমথুরা প্রাপ্তিমাত্রই প্রেমভক্তি লাভ হয় তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থকার নিজ পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- হে মথুরে ! আপনার প্রভু মুরমর্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভজনকারী ভক্তজনকে কদাপি প্রদান করেন না, অহো ! হে জননি ! আপনি সেই শ্রীকৃষ্ণ- বশীকারিনী প্রেমভক্তি একরাত্রি নিবাসকারী ভক্তকে প্রদান করেন, সুতরাং হে মথুরে ! আপনার মহিমা বাক্যের অগোচর, কেহই বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে না । ১২৪ ।

কর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীমথুরা সেবনীয়া তাহা শ্রীগোবিন্দ মিশ্রপাদের পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রবণদ্বয় আমার সর্ব্বদাই শ্রীমথুরার নাম শ্রবণ করুক, আমার

অথ শ্রীবৃন্দাটবীবন্দনম্

কস্যচিৎ

ত্বং ভজ হিরণ্যগর্ভং ত্বমপি হরং ত্বঞ্চ তৎপরং ব্রহ্ম।
বিনিহিতকৃষ্ণানন্দামহং তু বৃন্দাটবীং বন্দে ।। ১২৬ ।। আর্য্যা

"অথ শ্রীনন্দপ্রণামঃ"

শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়স্য

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে **যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ।। ১২৭ ।।** আর্য্যা।

শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষঃস্থান তুল্যায়া বৃন্দাটব্যাঃ প্রণামং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি ত্বং ভজেতিহিরণ্যগর্ভং ব্রহ্মাণং ব্রহ্ম নির্দ্দেশং স্বরূপং পরশব্দ সম্বন্ধাৎ সগুণ ব্রহ্ম চ তেতে তত্তদ্ভজন্তু নাম। অহন্তু বৃন্দাটবীং বৃন্দাবনং বন্দে তদ্বন্দনমাত্রেণ যো ভবামি স ভবামীতি ভাবঃ। তাং কথম্ভূতাং বিনিহিতঃ কৃষ্ণস্যাপি আনন্দো যয়া তাং পূর্ণতমানন্দদাত্রীমিত্যর্থঃ ।। ১২৬ ।।

যস্য ভক্তি বলেন বশীকৃতে ভগবানপি গুরুং মত্বা সর্ব্বদা তৎ প্রাঙ্গণাদি বর্ত্তী বভূব সঃ শ্রীনন্দঃ সর্ব্বেষাং পূজনীয় ইত্যভিপ্রায়েণাহ অথ শ্রীনন্দপ্রণাম ইতি। শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়স্য পদ্যেন তং লিখতি শ্রুতিমিতি। ইতরে বৈদিকাঃ শ্রুতিং বেদশিরো ভাগং ভজন্তি চেৎ ভজন্তু অপরে কর্ম্মিণঃ স্মৃতিং মন্বাদিপ্রণীতাং সংহিতাং ভজন্তি ভজন্তু অন্যে ভবভীতাঃ ভারতং মহাভারতং ভজন্তি চেৎ ভজন্তু অহন্তু ইহ

লোচন দুইটি সকল সময়ই শ্রীমথুরাকে দর্শন করুক, বদন আমার শ্রীমথুরার নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করুক, অপার করুণাময়ী শ্রীমথুরা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউক, আমার অগ্রে শ্রীমথুরা পশ্চাতে শ্রীমথুরা পরম মধুময় শ্রীমথুরা শ্রীমথুরা শ্রীমথুরা শ্রীমথুরাই আমার জীবন সর্ব্বস্ব হউক। ১২৫।

শ্রীবৃন্দাবনের বন্দনা

শ্রীকৃষ্ণের রমণীয় কেলী কানন শ্রীবৃন্দাবনের প্রণাম কোন অজ্ঞাত কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে ভ্রাতঃ! তুমি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে ভজনা কর, অপর তুমি শঙ্করকে আরাধনা কর, এবং তুমিও পরম ব্রহ্মের ভজনা কর, আমি কিন্তু যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ সমর্পিত আছে সেই শ্রীবৃন্দাটবীকে বন্দনা করি, অথবা শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দ যে কাননে অর্পিত আছে সেই শ্রীবৃন্দাবনকে সর্ব্বদা বন্দনা করি। ১২৬।

সমাহর্ত্তুঃ

বন্ধু কারুণবসনং সুন্দরকূর্চ্চং মুকুন্দহৃতনয়নম্ ।
নন্দং তুন্দিলবপুষং চন্দনগৌরত্বিষং বন্দে ।।১২৮।। আর্য্যা ।

ভবভীহরণবিষয়ে নন্দং বন্দে যতো যস্যালিন্দে প্রাঙ্গণে পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আস্তে অয়ং ভাবঃ প্রণত্যা যদি শ্রীনন্দস্য কৃপা ভবতি তদা তদ্দাসঃ সন্ তং সাক্ষাৎ ভজিষ্যে ইতি ।।১২৭ ।।

গ্রন্থকৃৎ ধ্যান সাহিত্যেন তং প্রণমতি বন্ধুকেতি অহং নন্দং বন্দে তং কথম্ভূতং বন্ধুকারুণ বসনং বন্ধুকো বাঁদুলী পুষ্পং তদ্বদরুণং রক্তং বস্ত্রং যস্য তম্ । পুনঃ কথম্ভূতং সুন্দরকূর্চ্চং মনোরমং কূর্চ্চং ভ্রূ মধ্যস্থানং যস্য তম্ । মুকুন্দে শ্রীকৃষ্ণে কৃতে নয়নে যস্য তত্তু পোষণাদ্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্ । মুকুন্দ হৃন্নয়নমিতিপাঠে মুকুন্দে হৃৎ চিত্তং নয়নে চ যস্য তং তত্র পরমাবিষ্ট মিত্যর্থঃ । তথা তুন্দিলবপুষং স্থূলশরীরং চন্দনগৌরত্বিষং চন্দনবৎ গৌরবর্ণা ত্বিট্ কান্তির্যস্য তম্ ।। ১২৮ ।।

শ্রীশ্রীনন্দ মহারজের প্রণাম

যাঁহার ভক্তিবলে বশীভূত হইয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাঙ্গনাদি স্থানে ক্রীড়া করিয়াছেন সেই শ্রীব্রজরাজনন্দ সকলের বন্দনীয় অতঃ শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের পদ্যে লিখিতেছেন- বৈদিকগণ বেদশিরোভাগ শ্রুতি অর্থাৎ শ্রুতিপ্রতিপাদিত বস্তুর ভজনা করুন, স্মার্ত্ত কর্ম্মিগণ মন্বাদি স্মৃতি নিশ্চিত বস্তুর ভজনা করুন, অপর ভবভয় নিবারণের জন্য শ্রীমহাভারতের আশ্রয় গ্রহণ করুন, কিন্তু আমি সংসারভয় নিবারণের জন্য যাঁহার গৃহপ্রাঙ্গনে পরমব্রহ্ম রিঙ্গনলীলা করিতেছেন সেই ব্রজরাজ শ্রীনন্দকে বন্দনা করি । ১২৭

শ্রীপাদ গ্রন্থকার ধ্যানের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন- যাঁহার বসনের শোভা বান্ধুলি কুসুমের ন্যায় অরুণবর্ণ, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ অতিশয় সুন্দর, লোচন দুইটি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি শ্বেতচন্দনের সমান গৌরবর্ণ, এবং স্থূল শরীর বিশিষ্ট ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দ মহারাজকে বন্দনা করি । ১২৮।

"অথ শ্রীযশোদাবন্দনম্"

সমাহর্ত্তুঃ

অঙ্কগপঙ্কজনাভাং নব্যঘনাভাং বিচিত্ররুচিসিচয়াম্ ।
বিরচিতজগৎপ্রমোদাং মুহুর্যশোদাং নমস্যামি ।। ১২৯।। আর্য্যা ।

"অথ শ্রীকৃষ্ণশৈশবম্"

কস্যচিৎ

অতিলোহিতকরচরণং মঞ্জুলগোরোচনাতিলকম্ ।
হঠপরিবর্ত্তিতশকটং মুররিপুমুত্তানশায়িনং বন্দে।। ১৩০ ।।

উদ্‌গীতি আর্য্যা।

যস্যা ভক্তি বলেন জগদ্বন্ধমোচকোঽপি দাম্না বদ্ধোবভূব সৈব জগন্নমস্যেত্যভিপ্রেত্যাহ অথ শ্রীযশোদাবন্দনমিতি । রূপসাহিত্যেন তন্নমস্কারং গ্রহকৃৎ স্বপদ্যেনাহ অঙ্কগেতি। অহং মুহুঃ পুনঃ পুনর্যশোদাং নমস্যামি তাং কথম্ভূতাং অঙ্কগ পঙ্কজনাভাং অঙ্কং ক্রোড়ং গচ্চতীতি অঙ্কগঃ পঙ্কজনাভঃ শ্রীকৃষ্ণো যস্যা স্তাং নব্যঘনস্য নবমেঘস্যেবাভা কান্তি র্যস্যা স্তাং বিচিত্রা রুচিঃ কান্তির্যস্য এবম্ভূতং সিচয়ং বস্ত্রং যস্যা স্তাং পুনঃ কিম্ভূতাং বিরচিতঃ প্রকটিতো জগতঃ প্রমোদো যয়া তাম্ ।। ১২৯ ।।

বাৎসল্য রসাশ্রয়ালম্বন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণস্য শৈশবাবস্থাবর্ণনং যুজ্যত ইত্যভিপ্রেত্যাহ অথেতি । কস্যচিৎ পদ্যেন তাং লিখতি অতীতি অহং মুররিপুং বন্দে তং কথম্ভূতং অতিলোহিতে অত্যন্ত রক্তবর্ণে করচরণে যস্য তম্ । পুনঃ কথম্ভূতং মঞ্জুলং গোরোচনাকৃতং তিলকং যস্য তম্ । হঠেন বলাৎ কারেণ পরিবর্ত্তিতং বৈপরীত্যং নীতং শকটং যেন তম্ ।। ১৩০ ।।

শ্রীযশোদার বন্দনা

যাঁহার ক্রোড়ে পঙ্কজনাভ শ্রীকৃষ্ণ সুশোভিত, যাঁহার অঙ্গকান্তি নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ , যিনি মনোরম বিচিত্র বসন পরিধান করিয়াছেন, যিনি জগতের পরমপ্রমোদ সম্পাদন করিয়াছেন সেই শ্রীব্রজেন্দ্রপট্টমহিষী শ্রীকৃষ্ণজননী ব্রজেশ্বরী যশোদাকে বারম্বার নমস্কার করি, শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই প্রকার শ্রীযশোদার বন্দনা করিতেছেন । ১২৯ ।

শ্রীমঙ্গলস্য

অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনস্য পিবতঃ পর্য্যাপ্তমেকং স্তনং
সদ্যঃ প্রস্নুতদুগ্ধমপরং হস্তেন সম্মার্জতঃ ।
মাত্রা চাঙ্গুলিলালিতস্য বদনে স্মেরায়মাণে মুহু-
র্বিষ্ণোঃ ক্ষীরকণোরুধাম ধবলাদন্তদ্যুতিঃ পাতু বঃ ।। ১৩১ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

বাল্যাবেশাৎ প্রাকৃতজনবৎ তস্য শৈশবচেষ্টাং মঙ্গলস্য পদ্যেন নির্দিশতি অর্দ্ধোন্মীলিতেতি । মাত্রাঙ্গুলিলালিতস্য স্মেরায়মানে ঈষদ্ধাস্য যুক্তে বদনে বিষ্ণোর্দন্তদ্যুতি র্বো যুষ্মান্ মুহুঃ পাত্বিত্যন্বয়ঃ । সা কথম্ভূতা ক্ষীরকণায়া দুগ্ধবিন্দোর্যদুরুধাম অধিক প্রকাশ স্তস্মাৎ ধবলা শুক্লা বিষ্ণোঃ কথম্ভুতস্য পর্য্যাপ্তং তৃপ্তিজনকমেকং স্তনং পিবতঃ সতো অর্দ্ধোন্মীলিতে লোচনে যস্য বাল্যস্বভাবদ্যোতকস্যেত্যর্থঃ । পুনঃ কথম্ভুতস্য অপরং অপীতং স্তনং হস্তেন সংমার্জ্জতঃ অঙ্গুলীনাং চালনেন মুহুঃ স্পৃশতঃ । তৎ কথম্ভুতং সদ্যঃ অপর স্তনপান কালএব স্নেহেন প্রস্নুতং যদ্দুগ্ধং তেন দিগ্ধং লিপ্তং পুনঃ কথম্ভুতস্য মাত্রা কর্ত্র্যা প্রত্যঙ্গে অঙ্গুলীভির্লালিতস্য স্নেহেন প্রত্যঙ্গং পরিস্পৃষ্টস্য ইত্যর্থঃ ।। ১৩১ ।।

শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা

বাৎসল্যরসের আশ্রয়ালম্বন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরম মনোরম শৈশবলীলা কোন অজ্ঞাত নামা কবিরপদ্যে লিখিতেছেন- যাঁহার হস্ত ও চরণ অতিশয় রক্ত বর্ণ ও কোমল, ললাটে নব গোরচনা দ্বারা মনোরম তিলক সুশোভিত, যিনি প্রচুর বল প্রকাশী শকট নামক অসুরকেপদাঘাতে পরিবর্ত্তিত ও বিনাশ করিয়াছেন সেই উত্তানশয়নকারী মুররিপু শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি । ১৩০ ।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবেশে সাধারণ বালকের ন্যায় আচরণ শ্রীমঙ্গলের পদ্যে লিখিতেছেন- যিনি অর্দ্ধ নিমীলিত লোচনে জননী যশোদার একটি স্তন পান করিতেছেন, যাঁহার উদর পূর্ত্তির জন্য যথেষ্ট হইয়াছে, বাৎসল্যভাব বশতঃ অপর স্তন সদ্য নিঃসরিত দুগ্ধদ্বারা প্রলিপ্ত সেই দুগ্ধদ্বারালিপ্ত স্তনকে কেবল হস্তদ্বারা মার্জন করিতেছেন, জননী ব্রজেশ্বরী শ্রীগোপালকে অঙ্গুলিদ্বারা স্নেহভরে প্রত্যঙ্গে স্পর্শ করিলে পুলকভরে যাঁহার বদন মূহুর্মুহুঃ ঈষৎ হাস্য যুক্ত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্তন দুগ্ধের কণায় অতিশয় শ্বেতবর্ণ নবীন দন্তসকলের শুভ্রকান্তি আপনাদিগকে রক্ষা করুন । ১৩১ ।

শ্রীরঘুনাথদাসস্য

গোপেশ্বরীবদনফুৎকৃতিলোলনেত্রং জানুদ্বয়েন ধরণীমনু সঞ্চরন্তম্ ।
কঞ্চিন্নবস্মিতসুধামধুরাধরাভং বালং তমালদলনীলমহং ভজামি ।।১৩২।।

বসন্ততিলকম্

কবিসার্ব্বভৌমস্য

ক্বাননং ক্ব নয়নং ক্ব নাসিকা ক্ব শ্রুতিঃ ক্ব চ শিখেতি দেশিতঃ ।
তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলীদলো বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ ।। ১৩৩ ।। রথোদ্ধতা ।

শ্রীরঘুনাথ দাসস্য পদ্যেন পুনস্তদাহ গোপীশ্বরীতি তমালদলনীলং বালমহং ভজামীত্যন্বয়ঃ । ভজামীতি তৎ সন্তোষ ফলার্থত্বাৎ কর্ত্রর্থক্রিয়া ফলার্থাভাবেন আত্মনে পদাভাবঃ । তং কথম্ভূতং গোপেশ্বর্য্যা যশোদয়া কর্ত্র্যা বদনে যা ফুৎ কৃতিঃ ফুৎকার স্তেন লোলে চঞ্চলে নেত্রে যস্য তম্ ।পুনঃ কথম্ভূতং কদা জানুদ্বয়েন ধরণীং পৃথিবীং অনু লক্ষীকৃত্য সঞ্চরন্তং গচ্ছন্তং পুনঃ কথম্ভূতং কিঞ্চিদ্‌যন্নবস্মিতং নবীন মন্দহাস্যং তদেব সুধা তয়া মধুরা মনোহরা অধরাভা ওষ্ঠকান্তির্যস্য তং নবস্মিতত্বস্তু তাং প্রতিপ্রতিক্ষণে নবনবায়মানত্বেন প্রতীয়মানত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্ ।। ১৩২ ।।

চেষ্টাবিশেষেণ শৈশবং কবি সার্ব্বভৌমস্য পদ্যেন লিখতি কাননেতি । দেশিত আজ্ঞপ্তঃ সন্ প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তত্র তত্রাঙ্গে নিহিতং অঙ্গুলিদলং যেন স এবম্ভূতঃ সন্ বল্লবীকুলং গোপীসমূহমনন্দয়ৎ হর্ষয়ামাস ।। ১৩৩ ।।

রিঙ্গণ লীলায় চঞ্চল গোপালের প্রতি জননী যশোদার চেষ্টা শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদের পদ্যে লিখিতেছেন -গোপেশ্বরী শ্রীমতী যশোদার বদন ফুৎকারে যাঁহার লোচনদ্বয় অতীব চঞ্চল হইয়াছে, যিনি জানুদ্বয় ও হস্তদ্বয় দ্বারা ভূমিতে সঞ্চরণ (হামাগুড়ি) লীলা করিতেছেন, যাঁহার বদন সামান্য নবীন হাস্য সুধার ধারায় সাতিশয় মধুব হইয়ছে, সেই নবীন তমাল সমূহ সদৃশ নীলকান্তি বালক শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করি । ১৩২ ।

শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা বিশেষ দ্বারা শৈশবলীলা শ্রীকবি সার্ব্বভৌমের পদ্যে লিখিতেছেন- কোন একদিন ব্রজগোপীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে আসিলে কৌতুক সহকারেমাতা যশোমতী গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন-শ্রীমান্ গোপাল ! তোমার বদন কোথায় ? নয়ন কোথায় ? কোথায় তোমার সুন্দর নাসিকা ? গোপালের শ্রবণ কোথায় ? তোমার শিখা দেখাও কোথায় ? জননী এই প্রকার আদেশ

শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাণাম্

ইদানীমঙ্গমক্ষালিরচিতং চানুলেপনম্ ।
ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলিধূসরিতং বপুঃ ।। ১৩৪ ।। অনুষ্টুভ্।

আগমস্য

পঞ্চ বর্ষমতিলোলমঙ্গনে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণম্ ।
কিঙ্কিনী বলয় হার নূপুরৈ রঞ্জিতং নমত নন্দনন্দনম্ ।। ১৩৫ ।।

রথোদ্ধতা ।

শ্রীযশোদানুশাসনাশ্রিতং তৎ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাণাং পদ্যেন লিখতি ইদানীমিতি । অক্ষালি ক্ষাল্ শৌচে ইতি ধাতোঃ কর্ম্মণি লুঙি সিদ্ধং ধূলিভির্ধূষরিতং ব্যাপ্তম্ ।। ১৩৪ ।।

উপাসনালম্বনত্বেন তৎ আগম বাক্যেন লিখতি পঞ্চবর্ষমিতি যূয়ং গোপাল বালকং নমতেত্যন্বয়ঃ । তং কথম্ভূতং পঞ্চবর্ষং পঞ্চবর্ষ পরিমিত বয়সং, পুনঃ কথম্ভূতং অতিদীপ্তং লাবণ্যেন জাজ্বল্যমানং অঙ্গনে অজিরে ধাবমানং বেগেন গচ্ছন্তং অলকৈশ্চূর্ণকুন্তলৈরাকুলে ঈক্ষণে নয়নে যস্য তং কিঙ্কিণ্যাদিভি রঞ্জিতং ম্রক্ষিতং ভূষিতমিত্যর্থঃ অঞ্জুম্রক্ষণকান্তি গতিম্বিতি ধাতোঃ । তত্র কিঙ্কিণী ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বলয়ো বালা ইতিপ্রসিদ্ধঃ হারঃ প্রসিদ্ধ এব ।। ১৩৫ ।।

করিলে প্রভুবর শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই স্থানে কোমল অঙ্গুলিদল নিহিত স্থাপন করিয়া সমাগতা ব্রজগোপীগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন । ১৩৩ ।

ধূলিকেলী নিমগ্ন হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পদ্যে লিখিতেছেন- গৃহকর্ম্মেব্যগ্রা যশোমতী বলিলেন-হে চপলকৃষ্ণ ! এখনি তোমার অঙ্গ সুন্দর ভাবে প্রক্ষালন করতঃ গোরচনা চন্দনাদিদ্বারা অনুলেপন করিয়া দিলাম, কি আশ্চর্য্য ! এখনই তোমার স্বচ্ছ শরীর ধূলায় ধূসরিত হইল ? ১৩৪ ।

বাৎসল্য রস পোষক শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী আগমবাক্যে স্পষ্ট করিতেছেন- যাঁহার বয়সঃ পঞ্চবর্ষ পরিমিত, অতিশয় চঞ্চল, যিনি গৃহাঙ্গনে সর্ব্বদা বেগে ধাবিত হইতেছেন, যাঁহার লোচন ভ্রমর সদৃশ অলকা বলির দ্বারা ব্যাকুল যিনি কটিতেকিঙ্কিনী, হস্তে বলয়, বক্ষে হার চরণে নূপুরাদি অলঙ্কার বিভূষিত সেই শ্রীনন্দনন্দনকে তোমরা নমস্কার কর । ১৩৫ ।

অথ শৈশবেঽপি তারুণ্যম্

দিবাকরস্য

অধরমধরে কণ্ঠং কণ্ঠে স চাটুদৃশোর্দৃশা-
বলিকমলিকে কৃত্বা গোপীজনেন সসম্ভ্রমম্ ।
শিশুরিতি রুদন্ কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে নিহিতশ্চিরা-
ন্নিভৃতপুলকঃ স্মেরঃ পায়াৎ স্মরালসবিগ্রহঃ ।।১৩৬।।হরিণী

অথ যদযদ্ধিয়াথ উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়েতিস্মরণাৎ কেচিৎ শৈশবেঽপি নবতারুণ্যং মন্যন্তে তান্ সুখয়িতুং স্বানভিপ্রেতমপি তল্লিখতি অথেতি। স্বানভিপ্রায়ত্বে হেতুস্তারুণ্যস্য শৈশবয়োর্মধ্যপাতিত্বেন নির্দেশো জ্ঞেয়ঃ। অতএব রসামৃতসিন্ধৌ বাল্যেঽপি নবতারুণ্য প্রাকট্যং শ্রূয়তে কচিৎ। তন্নাতিরসবাহিত্বান্নর সজ্ঞৈরুদাহৃতমিতি। কিঞ্চ তথাত্বে বাৎসল্য রসস্য কাপট্যময়তৈব স্যাৎ। বস্তুতো বাল্যভাবাভাবাৎ গুরুবর্গাগ্রে কাপট্যস্যানৌচিত্যাচ্চ। কিঞ্চশ্রীভাগবতাদ্যনুসারেণ ক্রমলীলা প্রকটনেনৈব রসপোষঃ স্যাৎ, ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেদিতি ন্যায়াৎ। তস্য প্রপঞ্চলীলা প্রকটনে ভক্তানাং স্বপরত্বকরণমেব হেতুঃ। তচ্চ ক্রমলীলা শ্রবণাদিভির্ভবতি। অতো ভগবান্ ক্রমেণৈব তত্তৎপ্রকটয়তি, নহিপাচকঃ অন্নং পরিবেশ্য শাকদানানন্তরং পায়সং দত্বা সূপাদিকং পরিবেষয়তে ইতি অলমতি বিস্তরেণেতি। তদ্ভাবাক্রান্তস্য দিবাকরস্য পদ্যেন তদ্দর্শয়তি অধরমিতি। কেনচিৎ গোপীজনেন কৃষ্ণস্যাধরে স্বস্য অধরং কণ্ঠে কণ্ঠং চাটুপ্রিয় বাক্যং তেন সহ দৃশোর্দৃশৌ অলিকে কপোলে অলিকং কৃত্বা স সম্ভ্রমং

"শ্রীকৃষ্ণের শৈশবে তারুণ্য প্রকাশ"

শ্রীকৃষ্ণের শৈশব কালে তারুণ্যের প্রকাশ ভবিষ্যপুরাণাদি শাস্ত্রে শোনা যায়, তাহা নাতি রসবাহি বলিয়া রসিকাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উদাহৃত হয় নাই, তথাপি ভক্ত বিশেষের হৃদয়ে কদাচিৎ প্রকাশপায়, এই আশঙ্কায়া শ্রীদিবাকরের পদ্যে লিখিতেছেন-" এই গোপাল নিতান্ত শিশু " এই রূপ মনে করিয়া গোপীজনেরা নিজের অধরে শ্রীকৃষ্ণের অধর, কণ্ঠদেশে কণ্ঠ, প্রিয়বাক্যের সহিত নয়নে নয়ন, ললাটে ললাট সমর্পণ করিয়া সম্ভ্রম পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলে যিনি বহুসময় পর্য্যন্ত গোপন ভাবে পুলক সহাস্য বদন কন্দর্পাবেশে আলস যুক্ত হইয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করুন। ১৩৬।

চন্দ্রাবলী সখীবচনম্

বনমালিনঃ-

ক্রমস্ত্বচ্চরিতং তবাভি জননীং ছদ্মাতিবালাকৃতে
ত্বং যাদৃগ্‌গিরিকন্দরেষু নয়নানন্দঃ কুরঙ্গীদৃশাম্ ।
ইত্যুক্তঃ পরিলেহ নচ্ছলতয়া ন্যস্তাঙ্গুলিঃ স্বাননে
গোপীভিঃ পুরতঃ পুনাতু জগতীমুত্তানসুপ্তো হরিঃ ।।১৩৭ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

সসম্মানং যদ্বা অন্তর্ভয়েন সত্বরং শিশুরিতি বদন্ বক্ষঃস্থলে চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য নিহিতঃ কৃষ্ণঃ স্মরালসবিগ্রহঃ কন্দর্পেণাবশাঙ্গঃ সন্ পায়াৎ রক্ষতু । পুনঃ কথম্ভূতঃ সন্ নিভৃতৌ নিতরাং ধৃতৌ স্মের পুলকৌ যেন সঃ ।। ১৩৬ ।।

বনমালিনঃ পদ্যেন তচ্চপুনর্দর্শয়তি ক্রম ইতি । উত্তানসুপ্তো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জগতীং ভুবনং পুনাত্বিত্যন্বয়ঃ । স কিম্ভূতঃ পুরতো মাতুরগ্রে সম্মুখে পরিহাস পরাভির্গোপীভিরিত্যেবং প্রকারেণোক্তঃ সন্ তৎ প্রকারো যথা হে ছদ্মাতিবালাকৃতেচ্ছলেন বালক মূর্ত্তি দর্শিন্ তব জননীমভিলক্ষীকৃত্য ত্বচ্চরিতং ক্রমঃ কথয়ামঃ। ননু ময়া কিমাচরিতং যৎ যূয়ং ব্রূথ অত্রাহ ত্বং গিরিকন্দরেষু গোবর্দ্ধন গুহাসু কুরঙ্গীদৃশাং মৃগীণাং নেত্রাণাং সম্বন্ধী যাদৃগ্নয়নানন্দ আসীঃ শ্লেষেণ মৃগীলোচনানাং অর্থাদ্গোপীনাং নয়নানি যাদৃগানন্দয়তীতি । তচ্ছ্রুত্বা শিশুত্ব দ্যোতনায় পরিলেহনচ্ছলতয়া চোষণচ্ছলেন স্বাননে ন্যস্তা নিক্ষিপ্তা অঙ্গুলির্যেন তথা ভূতো বভূবেতি তদ্রসিকানামতি শয়োক্তিরিয়মিতি জ্ঞেয়া ।। ১৩৭ ।।

শ্রীচন্দ্রাবলীর কোন সখীর বাক্য-

উত্তানশায়ী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়া গোপীগণ শ্রীযশোমতীর নিকটে পরিহাস করিতেছেন- হে শ্যামল ! তুমি এখন উত্তান ভাবে শয়ন করতঃ অতিশয় বালকাকৃতি প্রকাশ করিতেছ, কিন্তু গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গুহা সকলে যে প্রকার হরিণনয়না গোপাঙ্গনাদিগের আনন্দ প্রদানকারী হও, তাহা তোমার জননী ব্রজেশ্বরীর নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি” গোপীগণ এই কথা বলিলে যিনি চোষনের ছলে নিজবদনে অঙ্গুলী অর্পণ করিয়া ছিলেন সেই উত্তানশায়ী শ্রীহরি যশোদানন্দন সকল জগৎ পবিত্র করুন । ১৩৭ ।

শ্রীমুকুন্দভট্টাচার্য্যস্য

বনমালিনি পিতুরঙ্কে রচয়তি বাল্যোচিতং চরিতম্ ।
নবনবগোপবধূটী-স্মিতপরিপাটী পরিস্ফুরতি ।। ১৩৮ ।। উপগীতিআর্য্যা

সারঙ্গস্য

নীতং নবনবনীতং কিয়দিতি কৃষ্ণো যশোদয়া পৃষ্টঃ ।
ইয়দিতি গুরুজনসবিধে বিধৃত ধনিষ্ঠাপয়োধরঃ পায়াৎ ।। ১৩৯ ।। গীতিআর্য্যা

ব্যঙ্গার্থত্বেন তচ্চ বনমালিনঃ পদ্যেন লিখতি বনমালিনীতি । পিতুর্ব্রজরাজস্যাঙ্কে ক্রোড়ে বাল্যোচিতং চরিতং লুণ্ঠনাদি রচয়তি সতি নব নব গোপ বধূটীনাং নব নবাল্পবয়স্থানাং বধূনাং স্মিতপরিপাটী মন্দহাস্য শ্রেণী পরিস্ফুরতি রহস্যে এব যুবৈব তাদৃগ্ব্যবহরতি পিতুরঙ্কে শিশুরেবেতি মন্দহাস্য স্ফুরণমিতি ব্যজ্যতে ।। ১৩৮ ।।

সারঙ্গস্য পদ্যেন তল্লিখতি নীতমিতি, ধনিষ্ঠয়া নীতং তদ্ভোজনার্থং প্রাপিতং নব নবনীতং দৃষ্টা কিয়ৎ কিং পরিমাণং নবনীতমিতি যশোদয়া পৃষ্টঃ কৃষ্ণ ইয়ৎ ধনিষ্ঠাস্তনসদৃশমিতি গুরুজনা যশোদা রোহিণ্যাদয় স্তেষাং সবিধে নিকটে বিধৃতো বিশেষেণ মর্দ্দন রূপেণ ধৃতো ধনিষ্ঠায়াঃ পয়োধরো যেন সঃ তস্যাঃ পয়োধর বর্ণনমপি তাদৃগ্ভক্তানাং ভাব কল্পিতং জ্ঞেয়ং তদা তস্যাং তস্যাযোগ্যত্বাৎ বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ বৈষ্ণবতোষণী দৃশ্যা ।। ১৩৯ ।।

ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দের ক্রোড়ে শ্রীগোপালকে দেখিয়া কোন গোপী বলিতেছেন- ওহে চতুর ! তুমি পিতৃদেব ব্রজরাজ শ্রীনন্দের ক্রোড়ে বাল্যোচিত রোদন লুণ্ঠনাদি লীলা করিলেও নবযৌবনা গোপবধূটীর মৃদুমন্দ হাস্য নিপুণতা প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ গোপবধূটী দুকূলচোর শ্রীকৃষ্ণের পিতৃক্রোড়ে শিশুজনোচিত লীলা দেখিয়া নববধূর স্মিত হাস্য বদনশোভা বিস্তার করিয়াছিল । ১৩৮ ।

শ্রীযশোদা প্রভৃতি গুরুজনগণের নিকটে শৈশবে তারুণ্যলীলা শ্রীসারঙ্গের পদ্যে লিখিতেছেন- ধনিষ্ঠা নাম্নী শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের নিমিত্ত নবনীত আনিলে শ্রীমতীযশোদা জিজ্ঞাসা করিলেন- হে গোপাল ! কিপরিমাণ নবীন নবনীত গ্রহণ করিয়াছ ? জননী কর্ত্তৃক এইপ্রকার জিজ্ঞাসিত হইলে শ্রীযশোদা রোহিনী প্রভৃতি গুরুজন সকাশে ধনিষ্ঠার স্তন ধারন করতঃ দেখাইয়া বলিলেন মাতঃ ! 'এইপরিমাণ নবনীত লইয়াছি' সেই শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে রক্ষা করুন ।১৩৯ ।

দীপকস্য

ক্বযাসি ননু চৌরিকে প্রমুদিতং স্ফুটং দৃশ্যতে
দ্বিতীয়মিহ মামকং বহসি কঞ্চুকে কন্দুকম্ ।
ত্যজেতি নবগোপিকাকুচযুগং নিমথ্নন্‌বলা
ল্লসৎপুলকমণ্ডলো জয়তি গোকুলে কেশবঃ ।। ১৪০।।পৃথ্বী

অথ গব্যহরণম্

কস্যচিৎ

দূরদৃষ্টনবনীতভাজনং জানুচংক্রমণজাতসম্ভ্রমম্ ।
মাতৃভীতিপরিবর্ত্তিতাননং কৈশবং কিমপি শৈশবং ভজে ।১৪১।

রথোদ্ধতা ।

তদপি দীপকস্য পদ্যেন লিখতি ক্ব যাসীতি । এবম্ভূতঃ কেশবো গোকুলে জয়তীত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতঃ ননু ভোঃ চৌরিকে প্রমুদিতং যথাস্যাত্তথা ক্বযাসি পলায়সে নন্বহং নাপরাধিনী অতঃ স্বেচ্ছয়া যামীতি চেৎ তত্রাহ ইহ কঞ্চুকে স্তনাচ্ছাদক বস্ত্রে মামকং দ্বিতীয়ং কন্দুকং স্ফুটং দৃশ্যতে অতো দণ্ডায়মানা তত্ত্যজেতি বলাৎ নবগোপিকায়াঃ কুচযুগং নিমথ্নন্ মর্দ্দয়ন্ তেন কামোদ্রেকাৎ লসৎ দীপ্যৎ পুলক মণ্ডলং রোমাঞ্চসমূহো যত্র স ইতি ।। ১৪০ ।।

প্রাকরণিক শৈশবে ক্রমলীলা প্রাপ্তং গব্যহরণমাহ অথেতি । কস্যচিৎ পদ্যদ্বয়েন তদাহ দূরেত্যাদি । কিমপি অনির্বাচ্যং কৈশবং কেশব সম্বন্ধি শৈশবং বাল্যাবস্থাং ভজে ইত্যন্বয়ঃ । তৎ কথম্ভূতং দূরদৃষ্ট নবনীতস্য ভাজনং পাত্রমুদ্দিশ্য

শ্রীকৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে কোন নবগোপবধূকে দেখিয়া তাহার নিকটে গমন পূর্ব্বক সদর্পে বলিলেন- অয়ি চৌরিকে ! অতিশয় আনন্দ সহকারে কোথায় পলায়ন করিতেছে ? আমি স্পষ্টরূপে দেখিতেছি তুমি আমার দ্বিতীয় কন্দুকটি চুরি করিয়া নিজ বক্ষস্থ কঞ্চুকমধ্যে গোপন করিয়া রখিয়াছ, "তাহা তুমি সত্বর পরিত্যাগ কর " এই প্রকার বলিয়া কঞ্চুক অপসারণ করতঃ নবগোপিকার কুচযুগ বলপূর্ব্বকমর্দন করিয়া প্রোদ্দীপ্ত পুলকাবলী শোভিত শ্রীকেশব গোকুলে জয়যুক্ত হইতেছেন । ১৪০।

শ্রীকৃষ্ণের গব্য হরণ

শৈশব লীলার অন্তর্গত ক্রমপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের গব্য হরণ লীলা কোন অজ্ঞাত

কেষাঞ্চিৎ

সংমুষ্ণন্নবনীতমন্তিকমণিস্তম্ভে স্ববিম্বোদ্‌গমং
দৃষ্ট্বা মুগ্ধতয়া কুমারমপরং সঞ্চিন্তয়ন্ শঙ্কয়া ।
মন্মিত্রং হি ভবান্ ময়াত্র ভবতো ভাগঃ সমঃ কল্পিতো
মা মাং সূচয় সূচয়েত্যনুনয়ন্ বালো হরিঃপাতু বঃ ।। ১৪২ ।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

জানুভ্যাং চংক্রমণে বক্রগমনে জাতঃ সম্ভ্রম ত্বরা যস্য তৎ । পুনঃ কিম্ভূতং নবনীত ভোজনে মাতা মাং তাড়য়িষ্যতীতি তস্য ভীত্যা ভয়েন পরিবর্ত্তিতং পশ্চান্নিহিতং আননং মুখং যস্য তৎ। অত্র শোণো বৎ শৈশব বিশিষ্টে কেশবে লক্ষণা জ্ঞেয়া শৈশবস্য ব্যাপারাসম্ভবাৎ যদ্বা উভয়ত্র সপ্তম্যন্যপদার্থ বহুব্রীহিণা সঙ্গমনীয়ম্ ।। ১৪১ ।।

অহো লীলাশক্তেরবিচিন্ত্যো মহাপ্রভাবঃ যেন সর্ব্বজ্ঞস্যাপি স্বয়ং ভগবতঃ পরম মুগ্ধতেতি বিশদয়ন্ কেষাঞ্চিৎ পদ্যেনাহ সংমুষ্ণন্নিতি । বালোহরির্বোযুষ্মান্ পাত্বিত্যন্বয়ঃ । স কথম্ভূতঃ নবনীতং সংমুষ্ণন্ চোরয়ন্ তস্য নিকটস্থ মণিস্তম্ভে স্ববিম্বোদগমং নিজমূর্ত্তিপ্রতিচ্ছবিং দৃষ্ট্বা বাল্য ভাবেন মুগ্ধতয়া তং অপরং কুমারং সংচিন্তয়ন্ অয়ং মাতরং বক্তীতি শঙ্কয়া এবং য আহ কিমাহ ভবান্ মন্মিত্রং হিতকারীঅতোঽত্র নবনীতে ভবতো ময়া সহ সমস্তুল্যোভাগঃ কল্পিতঃ । মা শব্দো নিষেধার্থঃ ন মাতরং প্রতি মাং সূচয় সূচয়েতি অনুনয়ন্ বিনয়ং কুর্ব্বন্নিতি ভয়েন ত্বরায়াং দ্বিত্বম্ ।। ১৪২ ।।

নামা কবির বাক্যে বর্ণনা করিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে নবনীতপূর্ণ পাত্র দেখিয়া লোভবশতঃ হামাগুড়ি দিয়া অতিসত্বর গমন করিতেআরম্ভকরিলেন,পরে জননীর ভয়ে ভীত হইয়া পশ্চাতে বদন ফিরাইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, এই প্রকার অপূর্ব্ব শৈশবলীলা মণ্ডিত শ্রীকেশবকে ভজনা করি । ১৪১ ।

লীলা শক্তির অবিচিন্ত্য মহাপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধোচিত বাল্যলীলা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- যশোদাকুমার শ্রীকৃষ্ণ শূন্যগৃহে নবনীতচুরি করিতেকরিতেনিকটস্থমনিস্তম্ভেনিজপ্রতিবিম্ব দেখিয়া গৃহমধ্যে কোন অন্য বালকমনে করিয়া মুগ্ধ ভাবে বলিলেন- ওহে বন্ধো ! তুমি আমার মিত্র আমি যে মাখন চুরি করিতেছি তাহাতে তোমার সমান ভাগ রহিয়াছে, "আমি

শ্রীভগবতঃ

দধিমথননিনাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ ।
মুখকমলসমীরৈরাশু নির্ব্বাপ্য দীপান্
কবলিত নবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ ।। ১৪৩।। মালিনী ।

শ্রীভগবতঃ

সব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কিণীদাম ধৃত্বা
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্য ।

শ্রীভগবতঃ শচীনন্দনস্য পদ্যদ্বয়েন আবেশাম্বিতং তন্নির্দিশতি দধীতি বালকৃষ্ণো মাং পাত্বিত্যন্বয়ঃ । স কিম্ভূতঃ প্রভাতেঽত্র রাত্রিশেষে ইতি ব্যাখ্যেয়ং তদা দীপানাং বর্ণনাৎ দধিমথন নিনাদৈর্দধিমথন শব্দৈস্ত্যক্তনিদ্রো জাগরিতঃ সন্ চৌর্য্যেণ নবনীতাদি ভক্ষণার্থং নিভৃতপদং সংযতপদং যথাস্যাত্তথা বল্লবীনাং গোপীনামগারং গৃহং প্রবিষ্টো মুখকমল সমীরৈর্মুখ পদ্ম বায়ুভিরাশু শীঘ্রং দীপান্নির্বাপ্য নির্বাণং কৃত্বা কবলিতং ভুক্তং নবনীতং যেন সঃ ।। ১৪৩ ।।

হরিঃ শ্রীকৃষ্ণো জাতু কদাচিৎ মাতুঃ পশ্চাদ্দেশে স্থিতং হৈয়ঙ্গবীনং সদ্যো জাত গোদোহোদ্ভব ঘৃতং নবনীতং বা অহরৎ কিম্ভূত সন্ তত্রাহ সব্যে বামে পাণৌ বামহস্তে নিয়মিতো যন্ত্রিতো রবো ধ্বনির্যস্য যন্ত্রেতিক্রিয়া বিশেষণং বা তৎ কিঙ্কিণী

নবনীত চুরি করিতেছি” এই ব্যাপার জননীর নিকটে প্রকাশ করিও না, করিও না এই ভাবে যিনি নিজের প্রতিবিম্বকে বার বার অনুনয় করিতেছেন সেই ব্রজবাসীজন মনোহারী শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে রক্ষা করুন ।১৪২ ।

শ্রীযশোদানন্দনের গব্যহরণ লীলা শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গদেবের দুইটিপদ্যে লিখিতেছেন- যিনি প্রভাতে অর্থাৎ শেষরাত্রিতে গোপীগণের দধিমন্থনের ঘর্ ঘর ধ্বনিতে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দপদ সঞ্চারে ব্রজগোপিকাগণের গৃহেপ্রবেশ করতঃ বদন কমলের বায়ুদ্বারা গৃহের প্রদীপ শীঘ্র নির্ব্বাপিত করিয়া চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া নবনীত ভক্ষণ করিয়াছিলেন সেই নবনীতচোর শ্রীবালকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন । ১৪৩ ।

কোন একদিন ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী যশোদা দধি মন্থনের পরে সমাগতা গোপীগণের সহিত আলাপে নিমগ্না আছেন- সেই অবসরে শ্রীগোপালের মাখন

অক্ষ্ণোর্ভঙ্গ্যা বিহসিতমুখীর্বারয়ন্ সম্মুখীনা
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্ ।। ১৪৪।। মন্দাক্রান্তা।

সমাহর্তুঃ-

পদন্যাসান্ দ্বারাঞ্চলভুবি বিধায় ত্রিচতুরান্
সমন্তাদালোলং নয়নযুগলং দিক্ষু বিকিরন্ ।
স্মিতং বিভ্রদ্ব্যক্তং দধিহরণলীলাচটুলধীঃ
সশঙ্কং গোপীনাং মধুরিপুরগারং প্রবিশতি ।। ১৪৫।। শিখরিণী ।

দাম ধৃত্বা কুব্জীভূয় চৌররীত্যনুসারেণানতশরীরঃ প্রপদগতিভিঃ পাদাগ্রেণ গমনৈরুপলক্ষিতঃ মন্দমন্দং বিহস্য তত্তু তাসাং মোহনায়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্ । তত্তদ্ব্যাপারং দৃষ্ট্বা সংমুখীনাঃ সংমুখস্থিতা বিহসিতমুখ্যো যা গোপ্যস্তা অক্ষ্ণোর্নেত্রয়োর্ভঙ্গ্যা বারয়ন্ মাতরং মা বদতেতি বাল্যচাতুর্য্যং দ্যোতয়ন্নিতি ।। ১৪৪ ।।

গ্রন্থকৃৎ স্বয়মপি তদ্বর্ণয়তি পদন্যাসমিতি, মধুরিপুঃ সশঙ্কং শঙ্কা সহিতং যথাস্যাত্তথা গোপীনামগারং প্রবিশতীত্যন্বয়ঃ । কথম্ভূতঃ সন্ দধিহরণ লীলায়াং চটুলা চঞ্চলা ধী বুদ্ধি র্যস্য সঃ । তস্যাগারস্য দ্বারাঞ্চলভুবি দ্বার প্রদেশ ভূমৌ ত্রিচতুরান্ পাদন্যাসান্ বিধায় সমন্তাৎ সর্ব্বতো ভাবেন আলোলং চঞ্চলং নয়নযুগং দশসু দিক্ষু বিকিরন্ স্মিতং মন্দহাসবিশিষ্টং মুখং বিভ্রৎ সন্ শঙ্কায়ামপি স্মিতং মুখস্য তাদৃক্ স্বভাবাৎ । যদ্বা যদি কোঽপি পশ্যতি তদা তং হাস্যেন মোহয়ামীতি । হাসো জনোন্মাদকরীহ মায়েতি শ্রীভাগবতাৎ । তত্র শঙ্কাতু লজ্জা হেতুকেতি জ্ঞেয়া ।। ১৪৫ ।।

চুরি লীলা বর্ণন করিতেছে- জননীর পশ্চাতে স্থিত মাখন চুরির নিমিত্ত বামহস্তে কিঙ্কিণীর রজ্জু সাবধানে ধরিয়া যাহাতে শব্দ না হয় এই ভাবে শরীর সঙ্কুচিত করিয়া চরণের অগ্রভাগ দ্বারা নিঃশব্দে আসিয়া মৃদু মন্দ হাস্য তথা নয়ন সঞ্চালন ভঙ্গীতে সম্মুখস্থিতা স্মিত হাস্যমুখী গোপীগণকে নিবারণ অর্থাৎ তাঁহারা যেন জননীকে বলিয়া না দেন, তাহা লোচনের ইঙ্গিত দ্বারা জানাইয়া জননীর পশ্চাৎদিকে গমন করিয়া গোপীজনমনোহর শ্রীকৃষ্ণ নবনীত হরণ করিয়াছিলেন । ১৪৪ ।

শ্রীকৃষ্ণের নিজগৃহে মাখনচুরির বর্ণনা করতঃ গোপীগণের গৃহে মাখনচুরি লীলা গ্রন্থাকার স্বয়ং বর্ণনা করিতেছেন - দধিহরণ লীলায় চঞ্চল হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের গৃহের দ্বারদেশের ভূমিতে তিন চারিপদ অগ্রসর হইয়া চতুর্দ্দিকে

কস্যচিৎ

মৃদ্নন্ ক্ষীরাদিচৌর্য্যান্মসৃণসুরভিণী সৃক্কণী পাণিঘর্ষৈ-
রাঘ্রায়াঘ্রায় হস্তং সপদি পরুষয়ন্ কিঙ্কিণীমেখলায়াম্ ।
বারং বারং বিশালে দিশি দিশি বিকিরঁল্লোচনে লোলতারে
মন্দং মন্দং জনন্যাঃ পরিসরময়তে কূটগোপালবালঃ ।। ১৪৬ ।।

স্রগ্ধরা

কস্যচিৎ পদ্যেন স চাতুর্য্যং তল্লিখতি মৃদ্নন্নিতি । ধূর্ত্ত গোপাল বালঃ কপটো গোপপুত্রো জনন্যাঃ পরিসরং নিকটস্থানং মন্দং মন্দময়তে গচ্ছতীত্যন্বয়ঃ, স কথম্ভূতঃ ক্ষীরাদি চৌর্য্যাদ্ধেতোমসৃণসুরভিণী কোমল সুগন্ধ বিশিষ্ট সৃক্কণী ওষ্ঠ প্রান্তভাগৌ পাণিঘর্ষৈঃ পাণিভ্যাং ঘর্ষা ঘর্ষণানি তৈর্মৃদ্নন্ মার্জ্জয়ন্ তদগন্ধোঽস্তি নবেতি হস্তং আঘ্রায়াঘ্রায় তত্রাপি গন্ধসদ্ভাবাৎ কিঙ্কিণী মেখলায়াং কিঙ্কিণী ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা মেখলা অষ্ট যষ্টিকা ভূষণবিশেষঃ কিঙ্কিণী সহিতা মেখলা তস্যাং সপদি তৎক্ষণাৎ পরুষয়ন্ কঠিনী কুর্ব্বন্ লোক দর্শন ভয়াৎ দিশি দিশি বিশালে বিস্তৃতে লোচনে বিকিরন্ ভ্রাময়ন্ লোচনে কথম্ভূতে বিশালে সুন্দর তয়া পৃথুলে তথা ভয়েন লোলতারে লোলা চঞ্চলা তারা যত্র তে ।। ১৪৬ ।।

অতিশয় চঞ্চল লোচন যুগল নিক্ষেপ করিতে করিতে মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে সঙ্কিতমনে গোপীগণের গৃহে প্রবেশ করিতেছেন । ১৪৫ ।

কোন একদিন চোর চূড়ামণি গোপাল নিজগৃহে মাখন চুরি করিয়া অন্বেষণ পরায়ণা জননীর নিকটে আগমন করিতেছেন, তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- ধূর্ত্তগোপাল মাখন চুরি করিয়া ভোজন সমাপন পূর্ব্বক জননী সমীপে আগমন করিতেছেন, মাখন ভোজনে সৃক্কণী অর্থাৎ ওষ্ঠদ্বয়ের প্রান্তভাগদ্বয় মসৃণ ও সুগন্ধযুক্ত হওয়ায় তাহা হস্তদ্বারা বারম্বার মার্জনা করিলেন , তাহাতে করদ্বয় সুগন্ধিযুক্ত হইল, তখন হস্তদ্বয় বহুবার ঘর্ষণ আঘ্রাণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে গন্ধের স্থিতি আশঙ্কায় কটি স্থিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার রজ্জুতে ঘর্ষণ করিয়া বিশাল চঞ্চল লোচনদ্বয় চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে জননীর নিকটে আগমন করিতেছেন ।১৪৬ ।

অথ হরেঃ স্বপ্নায়িতম্

ময়ূরস্য

শম্ভো স্বাগতমাস্যতামিত ইতো বামেন পদ্মোদ্ভব
ক্রৌঞ্চারে কুশলং সুখং সুরপতে বিত্তেশ নো দৃশ্যসে।
ইত্থং স্বপ্নগতস্য কৈটভরিপোঃ শ্রুত্বা জনন্যা গিরঃ
কিং কিং বালক জল্পসীত্যনুচিতং থূথূকৃতং পাতু বঃ।। ১৪৭।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

শৈশব প্রসঙ্গে স্বপ্নায়িতং লিখতি অথ হরেঃ স্বপ্নায়িতমিতি স্বপ্নবিশিষ্ট জনবদাচরিতম্। ময়ূরস্য পদ্যেন তল্লিখতি শম্ভো ইতি। জনন্যা যশোদায়াঃ থূথূৎকৃতং সুতবক্ষসি থূৎকারং বো যুষ্মান্ পাতু ইত্যন্বয়ঃ। জনন্যাঃ কথম্ভূতায়াঃ কৈটভরিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গিরঃ কথাঃ শ্রুত্বা হে বালক! কিং কিমনুচিতং জল্পসীতি ব্যগ্রায়া ইত্যর্থঃ। অতঃ কিং কিমিতি ভয়ে বীপ্সা তস্য কথম্ভূতস্য হে শম্ভো স্বাগতং তব সুখেনাগমনং ইত ইহ সপ্তম্যাস্তসি আস্যতাং উপবিশ্যতাং পদ্মোদ্ভব হে ব্রহ্মন্ স্বাগতং মম বামেন ইতইহ আস্যতাং ক্রৌঞ্চারে হে কার্ত্তিকেয় তে কুশলং সুরপতে হে ইন্দ্র তে সুখং বিত্তেশ হে কুবের ত্বং নো ওকারান্তোঽপি নো শব্দো নিষেধার্থঃ নো দৃশ্যসে কথমিতি শেষঃ। ইত্থং স্বপ্নগতস্য স্বপ্নাবস্থাং প্রাপ্তস্য ।। ১৪৭ ।।

"শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন দর্শন"

শ্রীকৃষ্ণ জননী যশোমতীর সহিত শয়ন করিয়া যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা শ্রীময়ূর কবির পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্ন অবস্থায় বলিতেছেন হে শম্ভো! তোমার মঙ্গল ত? এস এই স্থানে উপবেশন কর, হে ব্রহ্মন্! এস! এস! এই শিবের বামদিকের আসন গ্রহণ কর, ওহে কার্ত্তিকেয়! তুমি কুশলে আছ ত? হে দেবরাজ ইন্দ্র! তুমি সুখে আছ ত? ওহে কুবের! তোমাকে অনেক দিন দেখিতে পাই না কেন হে? এই প্রকার স্বপ্নগত কৈটভরিপু শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া মাতা যশোমতী -এ কি! এ কি! বালক এইরূপ অনুচিত বাক্য বলিতেছে কেন? এই বলিয়া পুত্রের বক্ষস্থলে থূ থূ করিয়াছিলেন, শ্রীমতী যশোদার কৃষ্ণবক্ষে এই থূ থূ শব্দ তোমাদিগকে রক্ষা করুক। ১৪৭।

বসুদেবস্য

ধীরা ধরিত্রি ভব ভারমবেহি শান্তং নম্বেষ কংসহতকং বিনিপাতয়ামি ।
ইত্যদ্ভুতস্তিমিতগোপবধূশ্রুতানি স্বপ্নায়িতানি বসুদেবশিশোর্জয়ন্তি ।। ১৪৮।।

বসন্ততিলকম্

অথ পিত্রোর্বিস্মাপনশিক্ষণাদি

উমাপতিধরস্য

কালিন্দীপুলিনে ময়া ন ন ময়া শৈলোপশৈল্যে ন ন
ন্যগ্রোধস্য তলে ময়া ন ন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাঙ্গণে ।

বসুদেবস্য পদ্যেন তল্লিখতি ধীরেতি । বসুদেব শিশোঃ বসুভিঃ রত্ন ধন স্বর্ণৈ র্দীব্যতীতি বসুদেবঃ যদ্বা বসুষু সাধুষু দীব্যতীতি যদ্বা বসুষু অষ্টবসুষু মধ্যে যো ভক্ত্যা দীব্যতি দ্রোণ নামা তদ্বিশিষ্ট স্তস্য শ্রীনন্দে প্রবেশাৎ । যদ্বা সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতমিতি স্মরণাত্তদ্বিশিষ্টো যো নন্দ স্তস্য শিশো র্বালকস্যেত্যর্থঃ, শূরপুত্রস্য বসুদেবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শৈশবাবস্থায়াং পুত্রতায়াং অপ্রকটনাৎ, তস্য স্বপ্নায়িতানি স্বপ্ন বাক্যানি জয়ন্তি তানি কথম্ভূতানি হে ধরিত্রি ভূমে ত্বং ধীরা স্থিরা ভব । ননু কংসেন পীড়নাৎ কথং ধৈর্য্যং প্রাপ্নোমি তত্রাহ ননু ভো এবোঽহং কংস হতকং রূপ নীচলোকং বিনিপাতয়ামি অতো ভারং শান্তমবৈহি অবগচ্ছ ইত্যদ্ভুতেনাশ্চর্য্য বাক্যেন স্তিমিতা আদ্রা যা গোপবধ্ব স্তাসাং শ্রুতানি শ্রবণ গোচরাণি ।। ১৪৮ ।।

শৈশব প্রসঙ্গে পিত্রাদীনাং কৃষ্ণেণ কর্ত্রা বিস্মাপনং তেভ্যঃ শিক্ষাদি চ রস পোষায় ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ অথেতি । তত্রোমাপতিধরস্য পদ্যেন বিস্মাপনমাহ

পুনঃ কবিবর শ্রীবসুদেবের পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীবসুদেবপুত্র ; বসুরত্ন স্বর্ণ ধনাদিরদ্বারা যিনি সুশোভিত তিনি, বা ক্রীড়া করেন তিনি বসুদেব, অথবা যিনি অষ্ট বসুর মধ্যে দ্রোণ, এই দ্রোণ শ্রীনন্দে প্রবেশ করা হেতু যিনি বসুদেব সেই বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে বলিতেছেন- “হে ধরণি ! তুমি স্থির হও, তোমার ভার প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে জানিবে, অয়ি পৃথিবি ! পাপিষ্ঠ কংসকে ভয় করিও না, কারণ নীচাশয় কংশকে সত্বর বিনাশ করিব” ; এই রূপ শ্রীবসুদেব নন্দনের স্বপ্নগত আশ্চর্য্য বাক্য যাহা গোপবধূগণ শ্রবণ করিয়াছিলেন সেই বাক্যসকল জয়যুক্ত হউক ।১৪৮ ।

দৃষ্টঃ কৃষ্ণ ইতীরিতে সনিয়মং গোপৈর্যশোদাপতে-
র্বিস্মেরস্য পুরোঽসন্নিজগৃহান্নির্যন্ হরিঃ পাতু বঃ ।।১৪৯ ।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

কালিন্দীতি শ্রীকৃষ্ণস্য সখায়ো গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণমদৃষ্ট্বা তস্মাৎ সত্বরং ব্রজরাজ নিকটমাগত্য পপ্রচ্ছুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কিং গৃহমাগতবান্ তদা স গৃহে নায়াতঃ কালিন্দী পুলিনাদৌ যূয়ং তং মার্গয়তেতিব্রজরাজেনোক্তে সতি তদা কশ্চিদাহ কালিন্দীপুলিনে ময়া কৃষ্ণো ন ন দৃষ্টঃ ত্বরায়াং নস্য দ্বিঃ । কশ্চিদাহ শৈলোপশৈল্যে গোবর্দ্ধনস্য নিকটস্থলে ন ন দৃষ্টঃ কশ্চিদাহ ময়া ন্যগ্রোধস্য বটবৃক্ষস্য ভাণ্ডীরস্য তলে ময়া ন ন দৃষ্টঃ কশ্চিদাহ রাধাপিতুর্বৃষভানোঃ প্রঙ্গণে ময়া ন ন দৃষ্টঃ ইতি গোপৈঃ কৃষ্ণসখিভিঃ সনিয়মং সশপথমীরিতে কথিতে সতি বিপদ্ভাবনয়া বিস্মেরস্য হাস রহিতস্য যশোদাপতেঃ শ্রীনন্দস্য পুরোঽগ্রে নিজ গৃহাৎ হসন্ সন্ নির্যন্ নির্গচ্ছন্ হরির্বোযুষ্মান্ পাতু রক্ষতু ।। ১৪৯ ।।

"শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক জনক জননী বিস্মাপন লীলা "

কোন এক দিন শ্রীকৃষ্ণ কোন গোপিকার গৃহে গমন করিলে ব্রজবাসীদেব শ্রীউমাপতি ধরের পদ্যে লিখিতেছেন- গোচারণ লীলায় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে না দেখিয়া অতি সত্ত্বর ব্রজরাজ শ্রীনন্দের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পিতঃ ! প্রাণসখা গোপাল গৃহে আসিয়াছে কি ? শ্রীব্রজরাজ বলিলেন- না, গোপাল গৃহে আসে নাই, তোমরা সত্ত্বর যমুনা পুলিনাদি নানা স্থানে অন্বেষণ কর, গোপবালকগণ বলিল- আমরা শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি- আমি যমুনার পুলিনে অন্বেষণ করিয়াছি কিন্তু সখাকে পাইলাম না, আমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে, আমি গ্রামের প্রান্তভাগে, আমি ভাণ্ডীরাদি বটবৃক্ষের তলে, আমি শ্রীরাধার পিতৃদেব শ্রীবৃষভানুর প্রাঙ্গণে অন্বেষন করিলাম কিন্তু কোথাও প্রাণসখা গোপালকে দেখিতে পাইলাম না, এইরূপ শপথ করিয়া গোপশিশুগণ বলিলে, পুত্রের বিপদ সম্ভাবনায় শ্রীমতী যশোদা পতি ব্রজরাজ শ্রীনন্দ অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে যিনি পিতৃদেবের সন্নিকটে নিজগৃহ হইতে হঠাৎ বহির্গত হইলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন । ১৪৯ ।

অভিনন্দস্য

বৎস স্থাবরকন্দরেষু বিচরন্ দূরপ্রচারে গবাং
হিংস্রান্ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধ্যাস্যসি ।
ইত্যুক্তস্য যশোদয়া মুররিপোরব্যাজ্জগন্তি স্ফুরদ্-
বিম্বোষ্ঠদ্বয়গাঢ়পীড়নবশাদব্যক্তভাবং স্মিতম্ ।। ১৫০ ।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

কস্যচিৎ

রামো নাম বভুব হুং তদবলা সীতেতি হুং তাংপিতু-
র্বাচা পঞ্চ বটীবনে নিবসতস্তস্যাহরদ্রাবণঃ ।

তাং শিক্ষামভিনন্দস্য পদ্যেন শিক্ষামাহ বৎসেতি । বৎস হে কৃষ্ণ গবাং দূরে প্রচারে সতি স্থাবর কন্দরেষু স্থাবরো বৃক্ষজাতি রর্থাদ্বনং কন্দরাঃ পর্ব্বত গুহাস্তেষ গবাং রক্ষণায় বিচরন্ পুরোহগ্রে হিংস্রান্ জন্তূন্ বীক্ষ্য পুরাণ পুরুষং নারায়ণং ধ্যাস্যসি চিন্তাং কুর্ব্বিতি প্রকারেণ যশোদয়া স্নেহেনোক্তস্য মুররিপোঃ স্ফুরদ্বিম্বোষ্ঠ দ্বয় গাঢ় পীড়ন বশাৎ হেতোরব্যক্ত ভাবস্মিতং ন ব্যক্তো ভাবঃ প্রকাশো যস্য তচ্চাদঃ স্মিতং মন্দহাস্যং চেতি স্মিতমিতি পুতনাদীনাং মারণং দৃষ্ট্বাপি স্নেহবশেন মচ্ছক্তিমনালোচ্য মাতামামেবমুপদিশতীত্যভিপ্রায়াৎ । তজ্জগন্তি ভুবনানি অব্যাৎ রক্ষতু ।। ১৫০ ।।

তত্রোপন্যাস শ্রবণং লিখতি রাম ইতি । উপন্যাসশ্রবণে শ্রোতুরভিনিবেশ দ্যোতকো হুং শব্দঃ রামো নাম বভূব হুমিত্যুক্তে সাহ তদবলা তৎ পত্নী সীতেতি এবং পরপরত্র পিতুর্দশরথস্য বাক্যাৎ পঞ্চবটী নাম বনে নিবসত স্তস্য রামস্য তাং

কোন একদিন গোচারণ গমন কালে শ্রীমতীযশোদা গোপালকেশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীঅভিনন্দকবির পদ্যে লিখিতেছেন- জননী বলিলেন হে বৎস ! তুমি গাভীচারণ উ পলক্ষেবহুদূরে বন পর্ব্বত গুহা প্রভৃতিস্থানে বিচরণ সময়ে কোন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রপশু দৃশ্য হইলে পুরাণপুরুষ "শ্রীনারায়ণকে ধ্যান করিও" ব্রজেশ্বরী যশোদা এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ উচ্চহাস্য অবরোধ করালে বিম্ব সদৃশ ওষ্ঠদ্বয়ের নিপীড়ন জন্য অব্যক্ত ভাব সমন্বিত মৃদু মন্দ হাস্য জগৎকে রক্ষা করুন । ১৫০ ।

জননী যশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে পুরাকাহিনী শ্রবণ করাইয়ছিলেন তাহা কোন অজ্ঞাতনামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন-শ্রীযশোমতী বলিলেন- রে গোপাল !পূর্ব্বে

কৃষ্ণস্যেতিপুরাতনীং নিজকথামাকর্ণ্য মাত্রেরিতাং
সৌমিত্রে! ক্বধনুর্ধনুর্ধনুরিতি ব্যগ্রা গিরঃ পান্তু বঃ ।। ১৫১।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

সর্ব্বানন্দস্য

শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষি ন শিশো নৈতি মামম্ব নিদ্রা
নিদ্রাহেতোঃ শৃণু সুত কথাং কামপূর্ব্বাং বদস্ব ।

সীতাং রাবণো অহরৎ ইতিমাত্রা যশোদয়েরিতাং কথিতাং পুরাতনীং অবতারান্তরস্য নিজস্য কথামাকর্ণ্য শ্রুত্বা ক্রোধাবেশাৎ সৌমিত্রে হে লক্ষ্মণ ক্ব কুত্র মম ধনুর্ধনুরস্তীতি কৃষ্ণস্য ব্যগ্রা বাচো বো যুষ্মান্ পান্তু রক্ষন্তু ।। ১৫১ ।।

পুনঃ সর্ব্বানন্দস্য পদ্যেন তল্লিখতি শ্যামেতি তত্র যশোদাহ নু হে শিশো ত্বং উদধিকং যথাস্যাত্তথা গতা নিদ্রা যস্য এবম্ভূতো মাস্যা ন ভব মা শব্দো নিষেধার্থঃ স্বপিষি শয়নং কুরু শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষি নেতি কচিৎ পাঠো দৃশ্যতে তত্র শ্যামা রাত্রিঃ সা উদুদিতশ্চন্দ্রোযস্যা এবম্ভূতা বভূব এতেন কৃষ্ণপক্ষীয়া তৃতীয়া তিথিরবগম্যতে হে শিশো তথাপি ন যৎ স্বপিষি তন্মম মহদ্দুঃখং শ্রীকৃষ্ণ আহ অম্ব হে মাতঃ মাং নিদ্রা নৈতি নাগচ্ছতি কিং করোমি পুনঃ স আহ হে সুত নিদ্রাহেতোঃ কাম পূর্ব্বাং

রাম নামে একজন অযোধ্যার রাজা ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিলে-হুঁ, জননী কহিলেন- তহার সীতা নামে পত্নী ছিল, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেনহুঁ, যশোদা কহিলেন তিনি নিজ পিতা দশরথের বাক্যে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ক্রমে পঞ্চবটী বনে বাস করিতে ছিলেন, সেই কালে লঙ্কাপতি রাবণ রাম পত্নী সীতাকে হরণ করে। শ্রীকৃষ্ণ জননীযশোদা বর্ণিত নিজ পুরাতন রাম অবতারের কাহিনী শ্রবণ করিয়া- হে সৌমিত্র! হে লক্ষণ ! আমার ধনু কোথায় ? আমার ধনু কোথায় ? এই প্রকারে ব্যগ্র হইয়া যে বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্য সকল আপনাদিগকে রক্ষা করুন । ১৫১ ।

শ্রীনৃসিংহাবতারের কাহিনী শ্রবণ লীলা শ্রীসর্ব্বানন্দের পদ্যে বর্ণন করিতেছেন- জননী কহিলেন- বৎস গোপাল ! দেখ জ্যোৎস্নাময়ী রজনী কি সুন্দর, তথাপি তুমি নিদ্রা যাইতেছ না কেন ? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন- হে মাতঃ ! কোন প্রকারে আমার নিদ্রা আসিতেছেনা, শ্রীযশোদা বলিলেন- হে পুত্র ! নিদ্রার নিমিত্ত কোন অপূর্ব্ব কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করা শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে মাতঃ ! সত্বর

ব্যক্তঃ স্তম্ভান্নরহরিরভূদ্দানবং দারয়িষ্য-
ন্নিত্যুক্তস্য স্মিতমুদয়তে দেবকীনন্দনস্য ।। ১৫২।। মন্দাক্রান্তা ।

অথ গোরক্ষাদি-লীলা

যোগেশ্বরস্য-

দেবস্ত্বামেকজঙ্ঘাবলয়িতলগুড়ীমূর্দ্ধ্নি বিন্যস্তবাহু-
র্গায়ন্ গোযুদ্ধগীতীরুপরচিতশিরঃশেখরঃ প্রগ্রহেণ ।
দর্পস্ফূর্জন্মহোক্ষদ্বয়সমরকলাবদ্ধদীর্ঘানুবন্ধঃ
ক্রীড়াগোপালমূর্ত্তির্মুররিপুরবতাদাত্তগোরক্ষলীলঃ ।। ১৫৩।। স্রগ্ধরা

কথাং রম্যমুপন্যাসং শৃণু পুনঃ স আহ হে অম্ব তাং বদ ক্বচিৎ কুরুষ্বেতি পাঠো দৃশ্যতে তত্র পক্ষে কামপূর্ব্বামিত্যেকং পদং কথাং শৃণুতাঞ্চ কামপূর্ব্বাং কামো নিদ্রাপ্রাপ্তিঃ পূর্ব্বঃ প্রধানং যত্র তাং কুরুষ্ব নিদ্রার্থং শৃণ্বিত্যর্থঃ । তামাহ দানবং হিরণ্যকশিপুং দারয়িষ্যন্ বিদারয়িতুং স্তম্ভান্নরহরিঃ ব্যক্তংপ্রকটোহভূৎ ইতিমাত্রা উক্তে সতি অস্য দেবকীনন্দনস্য স্মিতং মন্দহাস্যমুদয়তে প্রকাশো ভবতি দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতিচেতি স্মরণাৎ দেবকীত্যত্র যশোদৈব বাচ্যা বসুদেব পত্ন্যা স্তস্যা ব্রজে অবস্থিত্যভাবৎ । শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যলীলা সুখাস্বাদাভাবাচ্চ ।১৫২।

এবং ক্রমেণ পৌগণ্ড প্রাপ্তে তত্র সঙ্গতাং গোরক্ষণাদিলীলাং লিখিতুং প্রক্রমতেঅথ গোরক্ষণাদি লীলেতি। তত্র যোগেশ্বরস্য পদ্যেন গোরক্ষণে বিনোদমাহ দেব ইতি ক্রীড়াগোপাল মূর্ত্তিঃ ক্রীড়য়তি ভক্তান্ সুখয়তীতি ক্রীড়া লীলা তদর্থং গোপাল রূপঃ । যদ্বা ক্রীড্যতে যয়া সা লীলাশক্তিস্তয়া গোপাল রূপঃ অতো নিত্যগোপালরূপত্বং স মুররিপুর্দেবস্ত্বামবতাৎ রক্ষতু ইত্যন্বয়ঃ । স কথম্ভূত আপ্তা গোরক্ষলীলা যেন সঃ তদ্ভাবত্বমাহ একজঙ্ঘায়াং বলয়িতা বক্রভাবেন সংযোজিতা যা লগুড়ী গোবশীকারী দণ্ডস্তস্যামূর্দ্ধ্নি শিরসি বিন্যস্তো বাহু র্যেন এবম্ভূতঃ সন্ গোযুদ্ধ গীতি র্গবাং যুদ্ধং সংগ্রামো যাভি স্তা গীতী র্গায়ন্ পুনঃ কথম্ভূতঃ প্রগ্রহো গবাদি যন্ত্রণ রজ্জুস্তেনোপরচিতো বেষ্টনমাল্যত্বেন কল্পিতঃ শিরসি শেখরশ্চূড়া

সেই কথা বলুন । জননী যশোমতী বলিলেন-পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু নামে এক ভয়ঙ্কর দানব ছিল, সেই দানবের বক্ষ বিদীর্ণ করিবার জন্য নরসিংহ ভগবান স্তম্ভ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, জননী এই পুরাতন কাহিনী শ্রবণ করাইলে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বদনে মৃদু মন্দ হাস্যের উদয় হইল ।১৫২ ।

শ্রীকেশবচ্ছত্রিণঃ-

যাবদ্‌গোপা মধুরমুরলীনাদমত্তা মুকুন্দং
মন্দস্পন্দৈরহহ সকলৈর্লোচনৈরাপিবন্তি ।।
গাবস্তাবন্মসৃণযবসগ্রাসলুব্ধা বিদূরং
যাতা গোবর্দ্ধনগিরিদরীদ্রোণিকাভ্যন্তরেষু ।। ১৫৪ ।। মন্দাক্রান্তা ।

যেন সঃ । পুনঃ কথম্ভূতঃ যুদ্ধগীতি শ্রবণেন দর্পৈঃ স্ফূর্জ্জতো র্মহোক্ষদ্বয়য়ো র্মহাবৃষয়োঃ সমর কলায়াং যুদ্ধপরিপাট্যাং আবদ্ধো দীর্ঘোঽতিশয়োঽনুবন্ধো যেন সঃ বিস্মৃতান্যকৃত্য ইত্যর্থঃ ।। ১৫৩।।

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুধ্বনিনা মোহিতানাং গোপানাং গবাঞ্চকৃত্যং শ্রীকেশব চ্ছত্রিণঃ পদ্যেন লিখতি যাবদিতি । মুকুন্দস্য মধুর মুরলীনাদেন মত্তাঃ পরমাবিষ্টতয়া বিস্মৃতান্য কৃত্যা গোপা যাবৎ কালং ব্যাপ্য মন্দস্পন্দৈ র্নিমেষ রহিতৈঃ সকলৈঃ সম্পূর্ণৈ র্নয়নৈরহহ হর্ষে মুকুন্দমাপিবন্তি অত্যাসক্ত্যা পশ্যন্তি তাবদগাবঃ গোবর্দ্ধনগিরিদরী দ্রোণিকাভ্যন্তরেষু গোবর্দ্ধন গুহাদেশ মধ্যেষু মসৃণ যবসগ্রাস লুব্ধাঃ কোমলতৃণগ্রাস লোভযুক্তাঃ সন্তঃ বিদূরং যাতা বভূবুরিতি শেষঃ ।। ১৫৪ ।।

"শ্রীকৃষ্ণের গোরক্ষণাদি লীলা বর্ণনা"

জন্মের পর হইতেপাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শৈশব, পর দশবৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড বয়স, শ্রীকৃষ্ণের শৈশব লীলা বর্ণনা করিয়া পৌগণ্ড বয়সে সঙ্গত গোচারণাদি লীলা শ্রীযোগেশ্বরের পদ্যে বর্ণন করিতেছেন- দেব-গোরক্ষণাদিক্রীড়া শীল শ্রীকৃষ্ণজঙ্ঘায় অর্থাৎ হাঁটু হইতে গোড়ালী পর্য্যন্ত দেহের অংশ, সেই স্থানে গোচারণের লগুড়ীটি বলয়াকারে, অর্থাৎ বামজঙ্ঘাটি লগুড়ীতে বক্রভাবে স্থাপন করিয়া সেই লগুড়ীর মস্তকেবাম বাহুটিবিন্যস্ত করতঃ যিনি গো যুদ্ধের গান করিতে করিতে গোবন্ধন রজ্জু দ্বারা স্বীয় মস্তকেমাল্য রচনা করিতেছেন, যুদ্ধের গান শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের মহাবৃষভদ্বয় দর্প সহকারে ভীষণগর্জ্জন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের যুদ্ধ বিষয়ে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, সেই লীলাকারী মধুরিপুর গোচারণাদি ক্রীড়া বহুল গোপাল মূর্ত্তি তোমাকে রক্ষা করুন ।১৫৩ ।

শ্রীকৃষ্ণেব বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপবালক ও ধেনুগণের অবস্থা শ্রীকেশব ছত্রির পদ্যে লিখিতেছেন- গোবর্দ্ধন শিলায় বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাদন

অথ গোপীনাং প্রেমোৎকর্ষঃ

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাম্-

ধৈর্য্যং মানপরিগ্রহেঽপি জঘনে যচ্চাংশুকালম্বনং
গোপীনাঞ্চ বিবেচনং নিধুবনারম্ভে রহোমার্গণম্ ।
সাধ্বীসচ্চরিতং বিলাসবিরতৌ পত্যুর্গৃহান্বেষণং
তত্তদ্গৌরবরক্ষণং মুররিপোর্বংশীরবাপেক্ষণম্ ।। ১৫৫ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

বাৎসল্য সখ্যরস পাত্রাণাং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাণং নির্দ্দেশ্য মধুর রস পাত্রাণাং ব্রজরামাণাং তত্র প্রেমাণং নির্দিশতি অথেতি । অত্র প্রেমপদেন স্নেহ মান প্রণয় রাগানুরাগ ভাবানাং গ্রহণং জ্ঞাতব্যম্ । অতঃ প্রেম বিলাসাঃ স্যুর্ভাবা স্নেহাদয়স্তু ষট্ । প্রায়ো ব্যবহ্রিয়ন্তেঽমী প্রেম শব্দেন সূরিভি রিত্যুজ্জ্বলনীলমণৌ তদনুগামিত্ববর্ণনাৎ। তং সর্ব্ববিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্যস্য পদ্যেন লিখতি ধৈর্য্যমিতি । গোপীনামিতিপদং সর্ব্বত্র যোজ্যং, তাসাং মানপরিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণে মানরক্ষণে ধৈর্য্যং ধীরতা, জঘনে নিতম্বে রম্যাংশুকস্য মনোহরবস্ত্রস্যালম্বনং সংসর্গঃ । নিধুবনারম্ভে শ্রীকৃষ্ণেন সহ রতি ক্রীড়ায়াং বিবেচনং লোকা নিন্দিষ্যন্তীতি বিচারণং রহোমার্গণং কুলবধ্বো বয়ং কৃষ্ণদর্শনার্থং কথং রাজপথে বর্ত্তামহে রহস্যেঽবস্থানং যুজ্যত ইতি সাধ্বী সচ্চরিতং সাধ্বীধর্ম্মরক্ষণং এতদেব যৎ বিলাসবিরতৌ বিলাসঃ শ্রীকৃষ্ণেন সহালাপাদিঃ তস্য বিরতৌ বিরামার্থং বিরামে সতি বা পত্যুঃ পতিম্মন্যস্য গৃহান্বেষণং তত্তৎ গৌরব রক্ষণং ধৈর্য্য কুল ধর্ম্মাদি রক্ষণং যত্তৎ মুররিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বংশীরবাপেক্ষণং যাবৎ বংশীরবো ন জনিষ্যতে তাবৎ বংশীরবে শ্রুতে সতি ধৈর্য্যাদিকং কিমপি ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ অতঃ প্রেম পরাকাষ্ঠেতি জ্ঞেয়া ।। ১৫৫ ।।

করিতেছেন, সেই মুরলী নিনাদ শ্রবণ করতঃ গোপবালকগণ প্রমত্ত হইয়া নিমেষরহিত লোচন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যামৃত পান করিতেছেন, ওহো আশ্চর্য্য! এই অবসরে গো সকল কোমল তৃণগ্রাসের লোভে প্রলুব্ধ হইয়া সুদূরবর্ত্তি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গুহায় প্রবেশ করিল । ১৫৪ ।

"শ্রীগোপীগণের প্রেমোৎকর্ষ"

শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড শেষে কৈশোরের প্রারম্ভে শ্রীগোপীগণের প্রেমোৎকর্ষ

কস্যচিৎ

বিলোক্য কৃষ্ণং ব্রজবামনেত্রাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং নয়নত্বমেব ।
আকর্ণ্য তদ্বেণুনিনাদভঙ্গীমৈচ্ছন্ পুনস্তাঃ শ্রবণত্বমেব ।। ১৫৬ ।। উপজাতিঃ

অথ গোপীভিঃ সহ লীলা

শ্রীপুরুষোত্তমদেবস্য

কালিন্দীজলকেলিলোলতরুণীরাবীতচীনাংশুকা
নির্গত্যাঙ্গজলানি সারিতবতীরালোক্য সর্ব্বা দিশঃ ।

কস্যচিৎ পদ্যেন তং নির্দ্দিশতি বিলোক্যেতি । ব্রজবামনেত্রাঃ ব্রজজাতাঃ সুন্দর নয়না গোপ্যঃ কৃষ্ণং বিলোক্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং নাসা কর্ণেন্দ্রিয় প্রভৃতীনাং নয়নত্বমেবৈচ্ছন্ ইচ্ছাং চচক্রুঃ নেত্রদ্বয়েন দর্শনে তৃপ্ত্যভাবাৎ । তথা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুনিনাদ ভঙ্গীমাকর্ণ্য শ্রুত্বা পুনস্তাস্তেষাং শ্রবণত্বমেব কর্ণত্বমেবৈচ্ছন্ শ্রোত্রদ্বয়েন শ্রবণে তৃপ্ত্যভাবাৎ ইতি ভাবঃ ।। ১৫৬ ।।

গোপীনাং তত্র প্রেমোৎকর্ষং বর্ণয়ন্ তাভিঃ সহ তস্য পরিহাসং বর্ণয়তি অথেতি। পুরুষোত্তমস্য পদ্যেন তাং লিখতি । কালিন্দীতি এবম্ভূতস্য শৌরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সাকূত বেণুধ্বনির্বিজয়তে ইত্যন্বয়ঃ । সাকূতেতি মন্নাদং শ্রুত্বা গোপ্যঃ

শ্রীসর্ব্ববিদ্যা বিনোদের পদ্যে লিখিতেছেন- মানিনী গোপিকাগণের মান পরিগ্রহণ বিষয়ে যে ধৈর্য্য, নিতম্ব প্রদেশের আচ্ছাদনের নিমিত্ত বস্ত্রাদি ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের আরম্ভে সতীত্ব লোকনিন্দাদির বিবেচনা, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের নিমিত্ত নির্জ্জন স্থান, অন্বেষণ, সতী সাধ্বী পতীব্রতা রমণীগণের নিজ চরিত্র রক্ষা, অপর কৃষ্ণের সহিত আলাপাদি করিব না, সুতরাং পতিগৃহেই অবস্থান করিব, এই জন্য পতিগৃহ অন্বেষণ প্রভৃতি, এবং কুলমর্য্যাদা সতীধর্ম্ম ইত্যাদির রক্ষাদি করিবার জন্য যে ধৈর্য্য, তাহা যাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি কর্ণপথে প্রবেশ না করিত তাবৎকাল পর্য্যন্তই তাহাদের অপেক্ষা থাকিত । ১৫৫ ।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীগণের মনোভাব কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন-বামনয়না ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া নাসিকা কর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়কে নয়ন রূপে পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের বেণুনিনাদ কৌশল শ্রবণ করতঃ সকল ইন্দ্রিয়গণের শ্রবণত্ব বাসনা করিয়াছিলেন । ১৫৬ ।

তীরোপান্তমিলন্নিকুঞ্জভবনে গূঢ়ং চিরাৎপশ্যতঃ
শৌরেঃ সম্ভ্রময়ন্নিমা বিজয়তে সাকৃতবেণুধ্বনিঃ ।। ১৫৭ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

অথ তাসু কৃষ্ণস্য ভাবঃ

চিরঞ্জীবস্য

স্বেদাপ্লাবিতপাণিপদ্মমুকুলাৎপ্রক্রান্তকম্পোদয়াদ্-
বিস্রস্তামবিজানতো মুরলিকাং পাদারবিন্দোপরি ।

কৃষ্ণে অনুরাগিণ্যো ভবন্তিত্যভিপ্রায় সহিতস্য বেণোঃ শব্দ ইত্যর্থঃ, কথং বিজয়তে তত্রাহ ইমা গোপীঃ সংভ্রময়ন্ বস্ত্রপরিধানে ত্বরা বিশিষ্টাঃ কুর্ব্বন্ শৌরেঃ কথভূতস্য কালিন্দী জলকেলিলোলতরুণীঃ যমুনাজল খেলায়াং চঞ্চলা রমণীঃ আবীতচীনাংশুকা আবীতানি আ সম্যক্ নীতানি পরিত্যক্তানি চীনাংশুকানি যাভিস্তাঃ চীনো বস্ত্রবিশেষঃ ক্রীড়ানন্তরং নির্গত্য জলাদুত্থায় সর্ব্বাদিশোবিলোক্য নগ্নাঃ সত্যোঽঙ্গানাং গাত্রাণাং জলানি সারিতবতীঃ ক্ষয়ংপ্রাপয়তীঃ সৃ হিংসায়ামিতি ধাতোঃ প্রযোজকণিঙন্তস্য রূপং তাঃ পশ্যত কথভূত তয়া অত্রাহ তীরোপান্ত মিলন্নিকুঞ্জবনে যমুনাতীর সমীপস্থ কুঞ্জ গৃহে গূঢ়ং গুপ্তং যথাস্যাত্তথা আত্মানমপবার্য্যেত্যর্থঃ । চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য বর্ত্তমানস্য অতো বেণুনাদশ্রাবণেন ত্বরাকরণাৎ পরিহাসো ব্যজ্যতে ।। ১৫৭ ।।

স্বস্মিন্ তাসাং ভাবং মনসি বিভাব্য শ্রীকৃষ্ণ স্তাস্বপি প্রেমানুবন্ধংপ্রকটয়ামাস অন্যথা রসাভাসাপত্তে রতঃ তং নির্দিশতি অথেতি । চিরঞ্জীবস্য পদ্যেন তং লিখতি

"শ্রীগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা"

গোপীগণের সহিত গোবিন্দের লীলা বিশেষ শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পদ্যে লিখিতেছেন- কোন দিন ব্রজতরুণীগণ অতি সূক্ষ্ম বসন পরিধান করিয়া যমুনায় জলকেলি লীলায় চঞ্চল হইয়া স্নান সমাধান করতঃ জল হইতেউত্থিতহইয়া অনাবৃত অঙ্গে অঙ্গের জল সকল অপসারিত করিতেছিলেন, এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরের নিকুঞ্জ ভবনে লুকাইয়া বহু কাল পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া গোপীগণের প্রতি আসক্তিযুক্ত হইয়া নিজঅভিপ্রায় অনুসারে মুরলী ধ্বনি করেন, যে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিবসনা ব্রজতরুণীগণ অতিশয় সম্ভ্রম যুক্তা হয়, সেই সাকৃত মুরলী ধ্বনি জয় যুক্ত হউক। ১৫৭।

লীলাবল্গিত বল্লবীকবলিতস্বান্তস্য বৃন্দাবনে
জীয়াৎ কংসরিপোস্ত্রিভঙ্গবপুষঃ শূন্যোদয়া ফুৎকৃতিঃ।।১৫৮।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথমদর্শনে শ্রীরাধাপ্রশ্নঃ

কস্যচিৎ

ভ্রূবল্লিতাণ্ডবকলামধুরাননশ্রীঃ
কঙ্কেল্লিকোরককরম্বিতকর্ণপূরঃ ।

স্বেদেতি। কংসরিপোর্বৃন্দাবনে শূন্যোদয়া ফুৎকারাধার বেণুরহিতে আকাশে উদয়ো যস্যাঃ সা ফুৎকৃতির্জীয়াদিত্যন্বয়ঃ । তস্য কথম্ভূতস্য গোপীদর্শনেন সাত্বিকবিকাব স্বেদেনাপ্লাবিতে সম্যগার্দ্রে যে পাণিপদ্ম মুকুলে হস্তপদ্মকোরকে তয়োঃ প্রক্রান্ত উদ্ভূটো যঃ কম্পস্তস্য উদয়স্তস্মাদ্ধেতোঃ পাদারবিন্দোপরি বিশ্রস্তাং ক্ষরিতামর্থাৎ পতিতাং মুরলিকাং অবিজানতঃ পাদপতনেঽপি তাং কথং ন জ্ঞাতবান্ তত্রাহ লীলায় বল্গিয়া নৃত্যবৎ গতি বিশিষ্টা যা বল্লব্যো গোপ্য স্তাভিঃ কবলিতং গ্রস্তং স্বান্তং চিত্তং যস্য তস্য পুনঃ কথম্ভূতস্য ত্রিভঙ্গবপুষস্তাসাং মোহনার্থং কৃতত্রিভঙ্গ শরীরস্য ।। ১৫৮ ।।

"গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব"

শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতি গোপিকাগণের ভাব অবলোকন করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিজের ভাবপ্রকাশ করেন তাহা শ্রীচিরঞ্জীবের পদ্যে লিখিতেছেন- ব্রজতরুণীগণ যমুনায় স্নান সমাপ্ত করিয়া লীলা সহকারে নৃত্যতুল্য গমন বিশিষ্টা হইয়া গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, তাহা দর্শন করতঃ শ্রীশ্যামসুন্দর তাহাদিগকে নিজের অভিমুখী করিবাব নিমিত্ত ললিতত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় বংশী ধ্বনি করেন, কিন্তু ব্রজতরুণীগণেব গতিবিলাসে শ্রীগোবিন্দের অন্তঃকরণ কবলিত হওয়ায় শরীরে কম্পের উদয় হয় এবং স্বেদ পূর্ণ হইয়া উঠে, সুতরাং স্বেদপ্লাবিত করকমল মুকুল হইতে অজ্ঞাত অবস্থায় মুরলিকা স্খলিত হইয়া চরণারবিন্দের উপরে পতিত হইয়াছে তাহা তিনি জানিতেপারেন নাই, কেবল ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে মুরলীবাদন মুদ্রায় শূন্য হাতে ফুৎকার মাত্র করিতেছেন, সেই ত্রিভঙ্গভঙ্গ বিগ্রহ কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণের ফুৎকার জয় যুক্ত হউক। ১৫৮

কোঽয়ং নবীননিকষোপলতুল্যদেহো
বংশীরবেণ সখি মামবশীকরোতি ।। ১৫৯ ।। বসন্ততিলকম্

কিমুক্তং পুনরুচ্চ্যতামিতি বদন্তীং সখীং প্রতি

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাম্

ইন্দীবরোদরসহোদরমেদুরশ্রী-
র্বাসোদ্রবৎকনকবৃন্দনিভং দধানঃ ।
আমুক্তমৌক্তিকমনোহরহারবক্ষাঃ
কোঽয়ং যুবা জগদনঙ্গময়ং করোতি ।। ১৬০ ।। বসন্ততিলকম্ ।

গোপীনাং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমোৎকর্ষেঽপি তত্র শ্রীরাধায়া বৈশিষ্ট্যমস্তি তদ্দর্শয়িতুং প্রথমদর্শনে বৃত্তান্তমাহ অথেতি । সা স্বসখীং প্রতি যদাহ কস্যাচিৎ পদ্যেন তল্লিখতি । ভ্রূবল্লীতি তত্র সখীতি স্বাত্মনোঽপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বাণান্যোন্যমচ্ছলম্ । বিশ্রম্ভিনীব যা বেশাদিভিস্তুল্যা সখী মতেত্যুক্ত লক্ষণা । সখি হে ললিতে বংশী রবেণ যো মাং অবশী করোতি ন বিদ্যতে কিঞ্চিদপি বশং যস্যা স্তাদৃশী করোতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদাং করোতীত্যর্থঃ । অভূত তদ্ভাবে চ্বিঃ । অয়ং কঃ বদেতি শেষঃ । ননু প্রিয়তমে বংশীবাদনমনেকাঃ কুর্ব্বন্তি বাদকস্য কিঞ্চিদ্বৈশিষ্ট্যং কথয়েতি বিভাব্যাহ । নবীন নিকষোপলেন নব স্বর্ণজাতিজ্ঞাপকশিলয়া তুল্যস্তৎ সজাতীয়ঃ কৃষ্ণবর্ণো দেহোযস্য সঃ তত্রাপি ভ্রূবল্ল্যা ভ্রূলতায়াস্তাণ্ডব কলাভির্নৃত্যি পরিপাটীভির্ম্মধুরা রম্যা আননে মুখে শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ, পুনঃ কথম্ভূতঃ কঙ্কেল্লেরশোকস্য কোরকৈঃ করম্বিতো মিলিতঃ কর্ণপূরঃ কর্ণাবতংসো যস্য সঃ । তস্য ভ্রূলতা নর্ত্তনাদিকং সাধ্বীব্রত গর্ব্বধ্বংসনার্থমিতি ময়াবগম্যতে তথাপি তস্মিন্ মম স্নেহাতিশয়ো জায়তে অতঃ স কো ভবেৎ বদেতি তাৎপর্য্যার্থঃ ।। ১৫৯ ।।

"শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শনে শ্রীরাধার প্রশ্ন"

গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষের বৈশিষ্ট্য কোন একঅজ্ঞাতকবির পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- শ্রীরাধা কোন একদিন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নিজসখী ললিতাকে বলিতেছেন হে সখি ! ললিতে ! যাহার ভ্রূলতার চঞ্চল নৃত্যে বদনের শোভা অতিশয় মধুর, অশোক কুসুমের কলিকায় নির্ম্মিত কর্ণভূষণ ধারণকারী, এই যুবকটি কে গো ? যাহার অঙ্গ শোভা নিকষশিলা (কেষ্টিপ্রস্তর) সদৃশ, নবীন নীলমণি সমান, এই নবীন যুবা মুরলী ধ্বনি দ্বারা আমাকেব্যাকুল করিতেছে,।১৫৯।

"অথ সখ্যা উত্তরম্"

কস্যাচিৎ

অস্তি কোঽপি তিমিরস্তনন্ধয়ঃ কিঞ্চিদঞ্চিতপদং স গায়তি।
যন্মনাগপি নিশম্য কা বধূ- র্নাবধূতহৃদয়োপজায়তে ।। ১৬১ ।। রথোদ্ধতা।

সর্ব্ববিনোদানাং পদ্যেন তচ্চ নির্দ্দিশতি ইন্দীবরেতি যো যুবা পুরুষঃ জগৎ ভুবনং অনঙ্গময়ং কামপ্রচুরং করোতি কিমুত মাং অয়ং ক ইতি তেন সহ ক্রীড়ায়াং কস্যা লালসা ন ভবেদিতি ব্যঙ্গার্থঃ । স কিং রূপ ইত্যভি প্রেত্যাহ ইন্দীবরস্য নীলশুন্ধীতি প্রসিদ্ধ পুষ্পস্য যদুদরং মধ্যং তস্য সহোদরা সজাতীয়া মেদুরা স্নিগ্ধা শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ পুনঃ কথম্ভূতঃ দ্রবৎ গলিতং কণক বৃন্দনিভং গলিত সুবর্ণ সমূহমিব বাসঃ সুপীত বস্ত্রং দধানঃ । আমুক্তং বদ্ধং মৌক্তিকমনোহর হারেণ বক্ষো যস্য সঃ ।। ১৬০ ।।

উৎকণ্ঠা বৃদ্ধয়ে সপ্রকাশং শ্রীকৃষ্ণং ন প্রকাশ্য ভঙ্গ্যা সখী উত্তরং যৎ দদাতি তত্তু কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি অস্তীতি । তিমিরস্তনন্ধয়ঃ অন্ধকার পুত্রঃ অর্থাৎ কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ কোঽপ্যস্তি স কিঞ্চিদঞ্চিত পদং সর্ব্বেষাং মনোহরত্বাৎ পূজিতগীতং গায়তি যদ্গীতং মনাগীষদপি নিশম্য শ্রুত্বা কা বধূরবধূত হৃদয়া কম্পিতহৃদয়া নোপজায়তে অতঃ সর্ব্বাসাং বধূনাং তত্র রতির্জায়তে ইতি ধ্বনিঃ ।। ১৬১ ।।

"কিকথা বলিলে পুনরায় বল ? এইপ্রকার জিজ্ঞাসা কারিণী সখীর প্রতি"

শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিয়া শ্রীরাধা নিজ সখীকে যাহা বলিতেছেন তাহা শ্রীসর্ব্ববিদ্যা বিনোদের পদ্যে বলিতেছেন- হে সখি ! যাহার নব প্রস্ফুটিত ইন্দীবর (নীলশুন্ধী) পুষ্পের অভ্যন্তর ভাগ তুল্য মনোহর সুনীল স্নিগ্ধ অঙ্গ কান্তি, যিনি বিগলিত সুবর্ণরাশি সদৃশ বসন (পীতাম্বর) পরিধান করিয়াছেন, যাহার পরিহিত মুক্তহারে বক্ষস্থল পরম মনোহর সেই এই যুবা কে হে ? এই যুবক আমাকে কেন, সমস্ত জগৎকে অনঙ্গময় করিতেছে । ১৬০ ।

"শ্রীরাধার প্রতি সখীর উত্তর"

শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে গোপন করিয়া সখী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! শ্রীরাধে! এই ব্রজমণ্ডলে কোন এক জন তিমিরবর্ণ বালক আছে, সেই বালক সকলের মনোহর পদগান করে, সেই গান যৎ সামান্যও শ্রবণ করিলে এমন কে কুলবধূ আছে যাহার হৃদয় কম্পিত না হয় । ১৬১।

অথ শ্রীরাধায়াঃ পূর্ব্বরাগঃ

শ্রীপুরুষোত্তমদেবস্য

মনোগতাং মন্মথবাণবাধা- মাবেদয়ন্তীব তনোর্বিকারৈঃ ।
দীনাননা বাচমুবাচ রাধা তদা তদালীজনসম্মুখে সা ।।১৬২ ।।

উপজাতিঃ

কবিচন্দ্রস্য

যদবধি যামুনকুঞ্জে ঘনরুচিরবলোকিতঃ কোঽপি ।
নলিনীদল ইব সলিলং তদবধি তরলায়তে চেতঃ ।। ১৬৩।।

উপগীতি আর্য্যা ।

কা বধূর্নাবধূত হৃদয়েতি শ্রুত্বা শ্রীরাধা সপ্রকাশং শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিং বিবৃতবতী অত স্তস্যাঃ পূর্ব্বরাগং লিখতি অথেতি । পূর্ব্বরাগ লক্ষণং যথোজ্জ্বল নীলমণৌ । রতি র্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা । তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে । তত্র শ্রীপুরুষোত্তমদেবস্য পদ্যেন তং নির্দ্দিশতি মনোগতামিতি। তদা তস্মিন্ কালে সা রাধা দীনাননা দুঃখিতবদনা সতী তদালীজনসম্মুখে তাসাং প্রসিদ্ধানামালীনাং ললিতাদীনাং সখীনাং সম্মুখে বাচং বক্ষ্যমাণামুবাচ, কথম্ভূতা সতী তদাহ তনোঃ শরীরস্য বিকারৈঃ সাত্ত্বিক স্তম্ভাদিভাবৈর্মনোগতাং মনসি লগ্নাং মন্মথবাণ বাধাং কৃষ্ণবিষয়াং কন্দর্পপীড়ামাবেদয়ন্তীব যাদৃগ্বিকারদর্শনেন মনঃপীড়া বোধ্যতে শরীরে তাদৃগ্বিকারা বভূবুরিতি ভাবঃ ।। ১৬২ ।।

কবিচন্দ্রস্য পদ্যেন বাচাপি তদুক্তিং লিখতি যদবধীতি । যৎ সময়মধিকৃত্য যামুনকুঞ্জে যমুনাসম্বন্ধিনি কুঞ্জে শ্যামকান্তিঃ কোঽপি অনিরূপণীয়োঽপি অবলোকিতো দৃষ্টস্তদবধি মে চেতো নলিনীদলে পদ্মপত্রে জলমিব তরলায়তে চঞ্চলং ভবতি কিং করোমি বদেত্যুপায়মিতি শেষঃ ।। ১৬৩ ।।

"শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ."

প্রিয় সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধা আসক্তি প্রকাশ করিলে তাঁহার পূর্ব্বরাগ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীরাধা কম্প রোমাঞ্চাদি দেহ বিকারের দ্বারা হৃদয়গত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক মন্মথশরের বাধা প্রকাশ করিয়া শ্রীললিতাদি সখীগণের নিকটে ম্লান বদনে অতিশয় দীনভাবে মনের কথা বলিতে লাগিলেন । ১৬২ ।

জয়ন্তস্য

অকস্মাদেকস্মিন্ পথি সখি ময়া যামুনতটং
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টোঽয়ং নবজলধরশ্যামলতনুঃ ।
স দৃগ্‌ভঙ্গ্যা কিং বাকুরুত নহি জানে তত ইদং
মনো মে ব্যালোলং ক্বচন গৃহকৃত্যে ন লগতে ।। ১৬৪ ।। শিখরিণী ।

কস্যচিৎ

পুরো নীলজ্যোৎস্না তদনু মৃগনাভীপরিমল-
স্ততো লীলাবেণুক্বণিতমনু কাঞ্চীকলরবঃ ।

তত্রানুরাগং জয়ন্তস্য পদ্যেন লিখতি অকস্মাদিতি হে সখি একস্মিন্‌পথীত্যত্র প্রতিদিনমিতি চাধ্যাহার্য্যং যামুনতটং যমুনা সম্বন্ধিতীরং ব্রজন্ত্যা ময়া অকস্মাৎ হঠাৎ নবজলধর শ্যামলতনুরয়ং দৃষ্টঃ বুদ্ধিবৃত্তি সন্নিকৃষ্টত্বাদয়মিতি নির্দ্দেশঃ স কেবলং ময়া দৃষ্টো ন অপিতু স দৃগ্‌ভঙ্গ্যা চক্ষুশ্চালনেন কিম্বা মোহনাদি অকুরুত তন্নহি জানে ন জ্ঞাতুং শক্তাস্মি ততস্তদনন্তরং মে মনঃ ব্যালোলমতি-চঞ্চলং সৎ ক্বচন কস্মিন্ গৃহকৃত্যে ন বসতি কিং করোমীতি বদ ।। ১৬৪ ।।

শ্রীরাধা ম্লানমুখে সখীগণের নিকটে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীকবিচন্দ্রের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখীগণ ! আমি যে সময় অবধি যমুনা তীরবর্ত্তী কুঞ্জে কোন এক নবীন মেঘকান্তি যুবাকে অবলোকন করিয়াছি, সেই সময় হইতেই যেমন পদ্মপত্রে জল চঞ্চল হয় আদৌ স্থির থাকে না, সেই প্রকার আমার মনও অতীব চঞ্চল হইতেছে, অর্থাৎ নবজলধর কান্তি যুবা আমায় চঞ্চল করিয়াছে সুতরাং তার দর্শনের উপায় বল । ১৬৩ ।

শ্রীরাধিকা অন্য কোন একদিনের ঘটনা সখীগণের নিকটে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীজয়ন্তের পদ্যে বলিতেছেন- হে সখীগণ ! আমি কোন এক দিন যমুনার তীরদেশে গমন করিতেছিলাম হঠাৎ পথের মাঝে অতি নিকটে নবীন জলধরের সমান মনোরম কোন এক শ্যাম বর্ণ মূর্ত্তি আমার দৃষ্টি পথের পথিক হইল, তাহাকে আমি কেবল দেখিলাম না, সেই শ্যামলও চঞ্চল লোচন ভঙ্গি দ্বারা কি যে ইঙ্গিত করিল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সেই দিন হইতেই আমার মন এমন চঞ্চল হইয়াছে যে, রন্ধনাদি কোন গৃহকাজে স্থির হইতেছে না বা লাগিতেছে না । ১৬৪ ।

ততো বিদ্যুদ্বল্লীবলয়িত-চমৎকার লহরী -
তরঙ্গাল্লাবণ্যং তদনু সহজানন্দ উদগাৎ ।। ১৬৫ ।। শিখরিণী

কস্যচিৎ

অদ্য সুন্দরি কলিন্দনন্দিনী- তীরকুঞ্জভুবি কেলিলম্পটঃ ।
বাদয়ন্ মুরলিকাং মুহুর্ম্মুহু- র্মাধবো হরতি মামকং মনঃ ।। ১৬৬ ।।

রথোদ্ধতা ।

হে সখি প্রিয়তমে স কিম্প্রকারেণ ত্বয়া দৃষ্টো বদেত্যভিপ্রেত্য সা যদবর্ণয়ৎ কস্যচিৎ পদ্যেন তদাহ পুর ইতি । উদগাদিতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ পুরোহগ্রে নীলজ্যোৎস্না উদগাদুদয়ং প্রাপ্তঃ তদনু তস্য পশ্চান্মৃগনাভ্যাঃ কস্তূর্য্যাঃ পরিমলঃ সুগন্ধ উদগাৎ তত স্তদনন্তরং লীলয়া শৃঙ্গার ভাবচেষ্টয়া বেণুরণিতং বেণোর্বাদনং যদ্বা লীলার্থং বেণুরণিতম্ । অনু অনন্তরং কাঞ্চ্যাঃ ক্ষুদ্রঘণ্ট্যাঃ কলরবো রম্য শব্দস্ততস্তদনন্তরং বিদ্যুদ্বল্ল্যা বিদ্যুল্লতয়া বলয়িতো বেষ্টিতো যশ্চমৎকার লহরী তরঙ্গ শ্চমৎকারাতিশয় স্তস্মাদ্ধেতোর্লাবণ্যং মুক্তাহার বচ্চাকচিক্যং এতেন পীতপট্টবসনং ব্যজ্যতে তদনুসহজানন্দং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিরুদগাদিতি ।। ১৬৫ ।।

সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণনামোদ্দিশ্য তত্র পূর্ব্বরাগং যমপ্রকটয়ত্তং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি অদ্যেতি সুন্দরি হে সখি অদ্য কলিন্দনন্দিনীতীর কুঞ্জভুবি কেলিলম্পটঃ ক্রীড়াকামুকো মাধবোমুহু র্মুরলিকাং বাদয়ন্ মামকং মদীয়ং মনো হরতি অতো গৃহকৃত্যাদৌ তন্ন সজ্জ্যতে ইতি ।। ১৬৬ ।।

কুতূকিনী শ্রীললিতা জিজ্ঞাসা করিলেন-হে শ্রীরাধে ! এমন কি দেখিয়াছ ? যাহাতে তোমার মন গৃহকাজে লাগে না ? শ্রীরাধার উত্তর কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! যমুনাতীরে ভ্রমণ কালে আমি মনোরম নীলবর্ণ জ্যোৎস্না দেখিলাম, তাহার পর মৃগনাভীর সুন্দর পরিমল, অনন্তর শৃঙ্গার ভাব ও চেষ্টা পূর্ণ মুরলীধ্বনি শুনিলাম, পরে সুন্দর কাঞ্চী অর্থাৎ ক্ষুদ্রঘুণ্টিকার সুমধুর রব, তাহার পর সৌদামিনী লতা বিজড়িত চমৎকারকারী লাবণ্যের তরঙ্গ, অনন্তর এক অনির্ব্বচনীয় সহজ আনন্দময় মূর্ত্তি আমার নিকটে প্রকট হইল, তাহা দর্শন করিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়াছে । ১৬৫ ।

শ্রীরাধা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সখী ললিতাকে যাহা বলিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সুন্দরীললিতে ! অদ্য আমি

কবিচন্দ্রস্য

যদবধি যমুনায়াস্তীরবানীরকুঞ্জে
মুররিপুপদলীলা লোচনাভ্যামলোকি।
তদবধি মম চিত্তং কুত্রচিৎ কার্য্যমাত্রে
ন হি লগতি মুহূর্ত্তং কিং বিধেয়ং ন জানে ।। ১৬৭ ।। মালিনী

সঞ্জয়কবিশেখরস্য

যদবধি যদুনন্দনাননেন্দুঃ সহচরি লোচনগোচরীবভূব ।
তদবধি মলয়ানিলেঽনলে বা সহজবিচারপরাঙ্মুখং মনো মে ।। ১৬৮।।
পুষ্পিতাগ্রা

কবিচন্দ্রস্য পদ্যেন পুনরপি তমাহ যদবধীতি । যং কালং প্রাপ্য যমুনায়াস্তীরবানীরকুঞ্জে নিত্যাপেক্ষত্বাৎ তীরস্য যমুনয়া সহ সম্বন্ধস্তেন যমুনা সম্বন্ধি তীরস্থ বেত্রকুঞ্জে মুররিপু পদলীলা মুররিপোঃ পদেন মহিম্না চরণেন বা সহ লীলা বিলাসো লোচনাভ্যামলোকি ময়া দৃষ্টা তদবধি মম চিত্তং ক্বাপি কার্য্যমাত্রে মুহূর্ত্তমপি নহি লগতি নিমগ্নো ন ভবতি ইতি মহদাশ্চর্য্যং কিং বিধেয়ং অধুনা কিং কর্ত্তব্যং তদহং ন জানে যদি ত্বং বেৎসি তদা কথয়েতি ব্যজ্যতে ।। ১৬৭ ।।

সঞ্জয় কবিশেখরস্য পদ্যেন পুনস্তং লিখতি যদিতি । হে সহচরি যদবধি যদুনন্দনস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাননেন্দুর্মুখচন্দ্রো লোচন গোচরীবভূব নেত্রয়োরবিষয়ভূতোঽপি বিষয় আসীত্তদবধি মে মনঃ মলয়ানিলে অর্থাৎ সুশীতল সুগন্ধ বায়ৌ অনিলেঽগ্নৌ বা সহজবিচারপরাঙ্মুখং নিসর্গজাতবিবেচনাবিমুখং জাত মিতি শেষঃ । মলয় অনিলস্যাপি অগ্নিবদ্দাহনাৎ ।। ১৬৮ ।।

সূর্য্যনন্দিনী যমুনার তীরবর্ত্তী কুঞ্জভূমিতে ব্রজগোপী ক্রীড়া কামুক মাধবকে দেখিলাম, সে বারম্বার মোহন মুরলী বাদ্য করিয়া আমার মন হরণ করিতেছে, সুতরাং আমার চঞ্চল মন গৃহকার্য্যে যুক্ত হইতেছে না । ১৬৬ ।

শ্রীরাধা প্রকাশ্যভাবে শ্রীললিতাকে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীকবিচন্দ্রের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! আমি যে অবধি যমুনা তীরস্থ বেতসকুঞ্জে মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের পদলীলা অর্থাৎ অপূর্ব্ব পদচালনভঙ্গী লোচনদ্বয়ে অবলোকন করিয়াছি, সেই সময়হইতেআমার মন একমুহূর্ত্ত কোন স্থানে কোন কার্য্যমাত্রেই লাগিতেছে না,সখি হে ! এখন কিকরিব, তহা জানি না, যদি তুমি জান দয়া করিয়া আমাকেবল ত ! । ১৬৭

শরণস্য

অসমঞ্জসমসমঞ্জসমসমঞ্জসমেতদাপতিতম্ ।
বল্লবকুমারবুদ্ধ্যা হরি হরি হরিরীক্ষিতঃ কুতুকাৎ ।। ১৬৯ ।।

উপগীতি আর্য্যা

মুকুন্দভট্টাচার্য্যস্য

শুষ্যতি মুখমূরুযুগং পুষ্যতি জড়তাং প্রবেপতে হৃদয়ম্ ।
স্বিদ্যতি কপোলপালী সখি বনমালী কিমালোকি ।। ১৭০ ।। আর্য্যা।

শরণস্য পদ্যেন ব্যাজস্তুত্যা তং নির্দিশতি । অসমঞ্জসমিতি বীপ্সা অতিকাতরে অসমঞ্জসং ময্যনুপযুক্তং কিং তত্তদাহ বল্লবকুমার বুদ্ধ্যা গোপপতি বালক বুদ্ধ্যাপ্রিয়ত্বেন কুতুকাৎ কৌতুকাৎ হরিহরীতি খেদে হরিঃ শ্রীকৃষ্ণো বীক্ষিতো দৃষ্টঃ তেন চ মমৈতাদৃশী লাঞ্ছনেত্যসমঞ্জসম্ ।। ১৬৯ ।।

শ্রীরাধাং শ্রীকৃষ্ণেঽনুরাগবতীং দৃষ্ট্বা কাচিৎ সখী পৃচ্ছতি তৎ শ্রীমুকুন্দ ভট্টাচার্য্যস্য পদ্যেন লিখতি শুষ্যতীতি । হে সখি রাধে তে মুখং শুষ্যতি মলিনী ভবতি উরুযুগলং জড়তাং পুষ্যতি চলনে শক্তিহীনং ভবতি হৃদয়ং প্রবেপতে প্রকম্পিতং ভবতি কপোলপালী গণ্ডশ্রেণী স্বিদ্যতি ঘর্ম্মাক্তা ভবতি এতন্নানা সাত্ত্বিকবিকারবৃন্দং দৃশ্যতে তৎ কিং বনমালী ত্বয়ালোকি দৃষ্টোঽস্তি ।। ১৭০ ।।

শ্রীসঞ্জয় কবিশেখরের পদ্যে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতেছেন- হে সহচরি ! যে অবধি যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বদন চন্দ্রমা নয়ন পথের গোচর হইয়াছে সেই কাল হইতেই শীতল সুগন্ধ মলয় পবন এবং প্রজ্বলিত অনলে সুখ ও দুঃখের বিষয়ে বিচার করিতে আমার মন পরাঙ্মুখ হইয়াছে, অর্থাৎ মলয়ানিল আনন্দপ্রদ এবং অনল দাহকারী এই দুইটির সামান্য ভেদ ও অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে না । ১৬৮ ।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ শ্রীশরণের পদ্যে ব্যাজস্তুতির দ্বারা বর্ণন করিতেছেন- হে সখি ! আমি কি অনুচিত কার্য্য করিয়াছি, আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি হায় ! আমার এ কি অসমঞ্জস উপস্থিত হইল, হরি ! হরি ! কৌতুক বশতঃ আমি কেন গোপরাজ শ্রীনন্দের রাজকুমার মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলাম । ১৬৯ ।

শ্রীমতী রাধাকে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ অনুরাগিণী জানিয়া কোন সুচতুরা সখীর জিজ্ঞাসা শ্রীমুকুন্দ ভট্টাচার্য্যের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! তোমার বদন শুষ্ক

সঞ্জয়কবিশেখরস্য

উপরি তমালতরোঃ সখি পরিণতশরদিন্দুমণ্ডলঃ কোঽপি।
তত্র চ মুরলীখুরলী কুলমর্য্যাদামধো নয়তি।। ১৭১ ।। আর্য্যা

কস্যাচিৎ

হন্ত কান্তমপি তং দিদৃক্ষতে মানসং মম ন সাধু যৎকৃতে।
ইন্দুরিন্দুমুখি মন্দমারুতশ্চন্দনঞ্চ বিতনোতি বেদনাম্ ।। ১৭২।।

রথোদ্ধতা

পুনঃ সঞ্জয় কবিশেখরস্য পদ্যেন ভঙ্গ্যা তৎপ্রত্যুক্তিং লিখতি উপরীতি। হে সখি তমালতরোরুপরি কোঽপি অনির্বাচ্যঃ পরিণত শরদিন্দু মণ্ডলো ব্যবচ্ছেদ রহিত শরচ্চন্দ্রো ময়া দৃষ্ট ইতি শেষঃ। তত্র চ তচ্চন্দ্র মণ্ডলে মুরলী খুরলী বংশ্যা বাদনাভাসঃ শ্রুতঃ সচ সাচ মম কুলমর্য্যাদামধো নয়তি ন্যক্করোতি। অত্র তমালতরুত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য শরীরং তাদৃশ চন্দ্রত্বেন বদনং পরিণত শব্দেন পূর্ণত্বং ব্যজ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্ ।। ১৭১ ।।

কস্যাচিৎ পদ্যেন পুনস্তং লিখতি হন্তেতি। হন্তেতি হর্ষে ইন্দুমুখি হে সখি! মম মানসং চিত্তং তং কান্তমপি অপি শব্দ এবার্থে কান্তং কৃষ্ণমেব দিদৃক্ষতে দ্রষ্টুমিচ্ছতি নত্বন্যৎ যৎ কৃতে যন্নিমিত্তায় মানসং ন সাধু ন শিষ্টমস্তি। তথা ইন্দুশ্চন্দ্রঃ মন্দ মারুতো মলয়জ বায়ুশ্চন্দনঞ্চ বেদনাং পীড়াং বিতনোতি ত্বং করুণয়া তং সঙ্গময়েতি ব্যঙ্গার্থঃ ।। ১৭২ ।।

হইতেছে, উরূযুগল জড়তা পোষণ করিতেছে, অর্থাৎ গমনে অসমর্থা হইয়াছ, হৃদয় কম্পিত হইতেছে, কপোলদ্বয় ঘর্ম্মযুক্ত হইতেছে, এই সকল সাত্ত্বিক বিকার দেখিতেছি, সুতরাং তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি কি বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়াছ ? । ১৭০ ।

শ্রীরাধিকা ছলক্রমে সখীকে উত্তর প্রদান করিতেছেন তাহা শ্রীসঞ্জয় কবিশেখরের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সহচরি ! আমি আজ যমুনা তটে নবীন তমাল তরুর উপরে শরৎ কালের শুদ্ধচন্দ্র মণ্ডল রূপে কলঙ্কাদি রহিত একটি চন্দ্র মণ্ডল দেখিলাম তিনি মোহন মুরলীর বাদন অভ্যাস করিতেছে (সেই বাদ্য আমি) সামান্য শ্রবণ করিয়াছি, সেই বাদ্যধ্বনি আমার কুলমর্য্যাদাকে অধঃপাত অর্থাৎ বিনষ্ট করিতেছে। ১৭১ ।

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাম্

গুরুজনগঞ্জনমযশো গৃহপতিচরিতঞ্চ দারুণং কিমপি ।
বিস্মারয়তি সমস্তং শিব শিব মুরলী মুরারাতেঃ ।। ১৭৩ ।। আর্য্যা

তেষামেব

দ্রবিণং ভবনমপত্যং তাবন্মিত্রং তথাভিজাত্যঞ্চ ।
উপযমুনং বনমালী যাবন্নেত্রে ন নর্ত্তয়তি ।। ১৭৪ ।। আর্য্যা ।

সর্ব্ববিদ্যা বিনোদানাং পদ্যেন পুনস্তং লিখতি গুরুজনেতি । শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্ত্তনপরায়াং ময়ি গুরুজানানাং শ্বশ্রূম্মন্যাদীনাং গঞ্জনং তিরস্কারং প্রাতীতিক পর পুরুষে তস্মিন্ননুরাগ দর্শনাদযশস্তেন তেন চ দারুণং ভয়ানকং কঠিনমসহ্যং বা কিমপি নৈকরূপং গৃহপতেঃ পতিম্মন্যস্য চরিতং এতদ্রূপং সমস্তমসহ্যং শিব শিব খেদে মুরারাতের্মুরলী বিস্মারয়তি শ্রীকৃষ্ণবংশীধ্বনৌ সতি তত্তৎ স্মৃতিপথে ন স্ফুরতীত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগেণ তন্মুরল্যা ধ্বনেরুদ্দীপনত্বাৎ প্রকরণ সঙ্গতির্জ্ঞেয়া ।। ১৭৩ ।।

তেষামেব পদ্যেন পরমকাষ্ঠাপন্নং তং লিখতি দ্রবিণমিতি । যাবদ্বনমালী কৃষ্ণ উপযমুনং যমুনা সমীপে যাবৎ নেত্রে লোচনদ্বয়ং ন নর্ত্তয়তিনৃত্যবৎ কটাক্ষং ন প্রহিণোতি তাবৎ দ্রবিণাদিকমিত্যর্থঃ । তত্র দ্রবিণং ধনং আভিজাত্যং সৎ কুলজন্ম ।। ১৭৪ ।।

শ্রীকৃষ্ণদর্শন কামনায় শ্রীরাধার হৃদয় ব্যথা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে ইন্দুমুখি ! সখি ! অহো ! সেই প্রাণকান্তকে আমার মন দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহাকে না দেখিয়া মন কোন প্রকারেই প্রসন্ন হইতেছে না, কিন্তু তার অভাবে পূর্ণচন্দ্র শীতল মন্দ পবন ও (সুগন্ধি সুশীতল) চন্দন হৃদয়ে বেদনা, বিস্তার করিতেছে । ১৭২ ।

যদি বল গুরুজনাদির তিরস্কার সহ্য করা তোমার সমান সতী রমণীর অনুচিত, তদুত্তরে শ্রীরাধিকার বাক্য শ্রীসর্ব্ববিদ্যাবিনোদের বাক্যে লিখিতেছেন- হে সখি! শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজন বৃন্দের তিরস্কার, ব্রজরমণীগণের সমাজে অপযশ, এবং ভয়ঙ্কর গৃহপতির যে কোন কঠিন ব্যবহার, শিব ! শিব !! হা কষ্ট ! মুররিপু শ্রীকৃষ্ণের মুরলী রব সকল বিস্মরণ করাইয়া দিতেছে । ১৭৩ ।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পরাকাষ্ঠা পুনঃ শ্রীসর্ব্ববিদ্যাবিনোদের পদ্যে

কস্যচিৎ

তুষ্যন্তু মে ছিদ্রমবাপ্য শত্রবঃ, করোতু মে শাস্তিভরং গৃহেশ্বরঃ ।
মণিস্তু বক্ষোরুহমধ্যভূষণং মমাস্তু বৃন্দাবনকৃষ্ণচন্দ্রমাঃ ।।১৭৫।।

বংশস্থবিলম্ ।

কস্যচিৎ

স্বামী নিহন্তু বিহসন্তুপুরঃ সপত্ন্যো
ভর্ত্তুর্ভজন্তু গুরবঃ পিতরশ্চ লজ্জাম্ ।

কস্যচিৎ পদ্যেনানুরাগাতিশয়ং প্রকটয়তি তুষ্যন্ত্বিতি । মে মম ছিদ্রং কৃষ্ণানুরাগরূপং শত্রবো বিপক্ষা জনা অবাপ্য প্রাপ্য তুষ্যন্তি চেত্তুষ্যন্তু সুখী ভবন্তু, তথা গৃহেশ্বরঃ পতিম্মন্যো মে শাস্তিভরং দণ্ডাতিশয়ং করোতি চেৎ করোতু অত্র তত্রাপি মম ন খেদঃ কিন্তু মে সুখায় তু বৃন্দাবনকৃষ্ণচন্দ্রমা বক্ষোরুহয়ো স্তনয়োর্মধ্যস্থানস্য ভূষণং মণিরস্ত্বিতি তেনৈবাহং সুখী ভবামি তত্র ভবত্যা যদি সদুপায়ঃ কর্ত্তুং শক্যতে তদাশু ক্রিয়তামিতি ব্যঙ্গার্থঃ ।। ১৭৫ ।।

তস্যা বিচার নির্দ্ধারিতং তং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি স্বামীতি । শ্রীকৃষ্ণে-হনুরাগবতীং মাং স্বামী স্বামিম্মন্যোনিহন্তি চেৎ নিহন্তু মারয়তু, তথা ভর্ত্তুঃ পোষকস্য

লিখিতেছেন- হে সখি ! আমার হৃদয়ে ধন উপার্জনের বাসনা সেই কাল পর্য্যন্তই পুষ্ট থাকে, সেইপর্য্যন্তই গৃহবাসে মন স্থির হয়, সন্তানপালন করার ইচ্ছা, মিত্রগণের সঙ্গে হাস্য পরিহাস, এবং সেই সময় পর্য্যন্তই নিজের কুলগৌরব রক্ষার হঠতা বর্ত্তমান থাকে, যে সময় পর্য্যন্ত যমুনা সমীপবর্ত্তী কদম্বকাননে বনমালা শোভিত শ্রীকৃষ্ণ নয়নদ্বয়কেনৃত্য না করায়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষবাণে বিদ্ধহইলে আমার কোন জ্ঞান থাকেনা । ১৭৪ ।

কোন অজ্ঞাতনামা কবিরপদ্যে শ্রীরাধার অনুরাগাতিশয় বর্ণনা করিতেছেন- হে সখি ! আমার অসতীত্বরূপ দোষ পাইয়া শত্রুগণ সন্তুষ্ট হয় হউক, আমার গৃহপতি আমার চরিত্র দেখিয়া যথেষ্ট কঠোর শাস্তি প্রদান করে করুক, তাহাতে কোন দুঃখ নাই, কিন্তু বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমা আমার হৃদয় বিভূষণ মণিস্বরূপ হইয়া অবস্থান করুক, ইহাই আমার পরম সুখ । ১৭৫

শ্রীকৃষ্ণানুরাগবতী শ্রীমতী রাধিকার মনের নিশ্চয় কোন অজ্ঞাতনামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! গৃহে আমার স্বামী আমাকে ব্যভিচারিণী মনে

এতাবতা যদি কলঙ্কি কুলং তথাস্তু
রামানুজে মম তনোতু মনোঽনুরাগম্ ।।১৭৬ ।। বসন্ততিলকম্

পুষ্করাক্ষস্য

স্বামী কুপ্যতি কুপ্যতাং পরিজনা নিন্দন্তি নিন্দন্তু মা-
মন্যৎ কিং প্রথতামিয়ঞ্চ জগতী প্রৌঢ়ো মমোপদ্রবঃ ।

পুরোঽগ্রে সপত্ন্যঃ বিপক্ষস্ত্রিয়ো বিহসন্তি চেৎ বিহসন্তু, গুরবঃ শ্বশ্রূশ্মন্যাদয়ঃ পিতরো বা লজ্জাং ভজন্তি চেদ্ভজন্তু, এতাবতা শ্রীকৃষ্ণানুরাগেণ যদি কুলং কলঙ্কি কলঙ্কবিশিষ্টমস্তু ভবতু তথা তথাপি মম মনো রামানুজে রমণাৎ সর্ব্বেষামাহ্লাদনাৎ রামঃ আহ্লাদনং তমনুলক্ষীকৃত্য জাতঃ সর্ব্বান্ জনান্ সুখয়িতুং কিমুত মাং জাতে শ্রীকৃষ্ণেঽনুরাগং তনোতু বিস্তারয়ত্বিত্যর্থঃ । তদর্থং ময়া সর্ব্বত্যাগং কর্ত্তুং যুজ্যত ইতি ব্যঙ্গার্থঃ ।। ১৭৬।।

পুষ্করাক্ষস্য পদ্যেন তং নির্দ্দিশতি স্বামীতি । স্বামী পতিস্মন্যঃ অয়ঞ্চ জগতী প্রৌঢ়ো জগত্যাং ভুবনে প্রৌঢ়োঽতিশয় উপদ্রবঃ ননন্দাদি জনঃ মম সম্বন্ধে অন্যৎ কিং বিষভোজনাদিকং প্রথয়তি চেৎ প্রথতাং যুজাদিগণ পাঠাৎ লিঙভাবঃ বিস্তৃণুতামিত্যর্থঃ। যদ্বান্যৎ কিং তনুতামিয়ঞ্চ জগতী প্রৌঢ়ং মমোপদ্রবমিতি দ্বিতীয় পাদোরম্যঃ তথাত্বে অর্থ সুষ্টুতা স্যাৎ জগতীতি মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি বৎ ভুবনস্থ সর্ব্বোজন ইত্যর্থঃ । ননু কিং সুখমপ্যস্তি যদপেক্ষয়া তত্তৎ সহসে তত্রাহ পুনরেতদেবাশাস্যং আশংসনীয়ং গুণ কীর্ত্তনাদিত্বপরি হার্য্যমেবাস্তি অতঃ পুনঃ শব্দঃ যদিদং চক্ষুশ্চিরং বর্দ্ধতাং যেন চক্ষুষা মুররিপোরিদং সৌন্দর্য্যস্য সারো যত্র

করিয়া যথেষ্ট প্রহার করে করুক, আমাকে প্রহার করিতে দেখিয়া সপত্নীগণ আমার সম্মুখে হাস্য করে করুক, অপর স্বামীর পিতামাতাদি গুরুজন, এবং আমার মাতা পিতা প্রভৃতিআমার আচরণে লজ্জিতহয়েন হউন, এবং শ্রীকৃষ্ণানুরাগ হেতু আমার নির্ম্মল কুল যদি কলঙ্কিত হয় হউক, তথাপি আমার মন রামানুজ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বদা নবানুরাগ বিস্তার করুক । ১৭৬ ।

পুনঃ শ্রীমতীর দৃঢ় নিশ্চয় শ্রীপুষ্করাক্ষ কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! আমার আচরণে আমার স্বামী যদি ক্রোধ করে তবে করুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, প্রতিবেশী জনগণ আমাকে নিন্দা করে করুক, আমার জন্য ননন্দাদি অন্য বিষপ্রয়োগাদি ভয়ঙ্কর গুরুতর উপদ্রব প্রয়োগ করে করুক, কিন্তু আমার হৃদয়ের

আশাস্যং পুনরেতদেব যদিদং চক্ষুশ্চিরং বর্দ্ধতাং
যেনেদং পরিপীয়তে মুররিপোঃ সৌন্দর্য্যসারং বপুঃ ।।১৭৭।।
শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

কস্যচিৎ

কিং দুর্ম্মিলেন মম দূতি মনোরথেন
তাবন্তি হন্ত সুকৃতানি কয়া কৃতানি ।
এতাবদেব মম জন্মফলং মুরারি-
র্যন্নেত্রয়োঃ পথি বিভর্ত্তি গতাগতানি ।।১৭৮।। বসন্ততিলকম্ ।

তদ্বপুঃ শরীরং পরিপীয়তে অত্যাদরেণ দৃশ্যতে ইতি । অত্র যেনেতি পদং তৎ পদনিরপেক্ষ্যমেব যতঃ কাব্যপ্রকাশে উক্তং যচ্ছব্দস্তূত্তর বাক্যার্থ গতত্বেনোপাত্তঃ সামর্থ্যাৎ পূর্ব্ববাক্যার্থস্য তচ্ছব্দস্য উপাদানং নাপেক্ষত ইতি ।। ১৭৭ ।।

ননু ভবত্যা যদি শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃগনুরাগো জাতস্তদা তৎ সঙ্গম সুখে প্রযত্নং কুরুতাং যত্নবতাং সর্ব্বে মনোরথাঃ সিদ্ধ্যেয়ুরিতি কয়াচিৎদূত্যা উক্তে সতি শ্রীরাধা যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি কিমিতি । হে দূতি ! দুর্মিলেন দুঃখেনাপি মিলঃ সম্বন্ধী ভাবো যস্মাত্তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিহরিষ্যামীত্যেবং রূপেণ মনোরথেন কিং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং তস্যাঘটমানত্বাৎ । যতো যাবদ্ভিঃ সুকৃতৈর্মনোরথঃ সার্থো ভবেৎ হন্তেতি খেদে তাবন্তি সুকৃতানি পুণ্যানি কয়া রমণ্যা কৃতানি কিমুত ময়েতি মমত্বে তাবদেব জন্মফলং জন্মনো লাভঃ যন্নেত্রয়োঃ পথি মুরারিঃ শ্রীকৃষ্ণো গতাগতানি যাতায়াতানি বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি তেনৈবাহং কৃতার্থা স্যামিতি খেদব্যঞ্জনং তৎ সঙ্গেন জন্ম সাফল্যং পরম দুর্ঘটমিতি ।। ১৭৮ ।।

এই মাত্র আশা- যে নয়নের দ্বারা মুররিপু শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যসার সর্ব্বস্ব বপু অতি আদর পূর্ব্বক দর্শন করিয়াছে সেই নয়ন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হউক, অর্থাৎ আমার লোচনদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্য্যামৃতপান করিয়া নিজের সৌভাগ্য বর্দ্ধন করুক। ১৭৭।

শ্রীললিতা বলিলেন- সখি রাধে ! শ্রীকৃষ্ণে তোমার এই রূপ প্রবল অনুরাগ জাত হইয়াছে সুতরাং তাহার সঙ্গমসুখের নিমিত্ত চেষ্টা করিলে অবশ্যই মনোরথ সিদ্ধ হইবে, তদুত্তরে শ্রীরাধা যাহা উত্তর দিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে দূতি ! যে মনোরথের দ্বারা মিলন হয় না, সেই অতিশয় দুঃখপ্রদ মিলনের মনোরথে আমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? হায় ! প্রিয়তমের

কস্যাচিৎ

তারাভিসারক চতুর্থনিশাশশাঙ্ক
কামাম্বুরাশিপরিবর্দ্ধন দেব তুভ্যম্ ।
অর্ঘ্যো নমো ভবতু মে সহ তেন যূনা
মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধিঃ ।।১৭৯ ।। বসন্ততিলকম্ ।

শ্রীকৃষ্ণেন সহ মিলনাভাবেন তস্যাঃ খেদোক্তিং কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি তারেতি হে চতুর্থী নিশাশশাঙ্ক চতুর্থনিশা চতুর্থরাত্রিস্তাৎপর্য্যাৎ ভাদ্রমাসীয় চতুর্থী তিথি স্তস্যামুদিতঃ শশাঙ্কশ্চন্দ্রঃ হে তথাভূত তুভ্যং অর্ঘ্যো নমোঽস্তু স্বাভীষ্ট ভাবোদ্দীপনার্থং তস্য বিশেষণদ্বয়মাহ হে তারাভিসারক তারা অশ্বিন্যাদয়স্তা অভিসর্ত্তুমভিগন্তুং শীলমস্য যদ্বা তারাণাং অভিসারঃ সম্ভোগার্থং গতি যর্ত্র হে তথাভূত সম্ভোগাভাবক্লেশস্তয়া বিদিত এবেতি ভাবঃ । তথা কামঃ কন্দর্প এবাম্বুরাশিঃ সমুদ্রস্তং পরি সর্ব্বতো ভাবেন বর্দ্ধয়তীতিঅতো মৎক্লেশহেতুস্ত্বমেবেতি ভাবঃ । ননু কিমর্থং মহ্যমর্ঘ্যদানং ক্রিয়তে তত্রাহ তেন প্রসিদ্ধেন যূনা কৃষ্ণেন সহ মিথ্যাপবাদবচসা মিথ্যা নিন্দিত বাচাপি শ্রীকৃষ্ণে রাধা আসক্তা বভূবেত্যাদি রূপয়া মে মমাভিমানসিদ্ধিঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীভূতাহমিতীচ্ছা সিদ্ধিঃ স্যাৎ । অয়ং ভাবঃ ভাদ্রীয় চতুর্থীদিনে কেচিদপি ত্বাং ন পশ্যন্তি দৈবাৎ দৃষ্টে ত্বয়ি কলঙ্কদোষ শান্ত্যর্তং মণি হরণাদি বৃত্তান্তাদি শৃণ্বন্তি ময়াতু রাগতো দৃষ্টা কলঙ্ক প্রাপ্তিসংকল্পপূর্ব্বকং অর্ঘ্য দানং ক্রিয়তে অতঃ কৈমুত্যেন স্বাভীষ্টকলঙ্কসিদ্ধির্ভূয়াদিতি ।। ১৭৯ ।।

মিলন সৌভাগ্য লাভ করিবে এই প্রকার সুকৃতি কোন রমণী করিয়াছে ? আমার তাদৃশ সৌভাগ্য কোথায় ? তথাপি আমি যে মুরারি শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদি সময়ে বনে গমনাগমন করায় তাহার দর্শন করিয়া নয়নদ্বয়ের সফলতা করি আমি তাহাতেই আমার জন্ম সফল মনে করিব । ১৭৮ ।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অভাব হেতু শ্রীরাধার খেদোক্তি কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে তারাভিসারক ! হে চতুর্থ নিশা শশাঙ্ক ! অর্থাৎ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থী তিথির নষ্ট চন্দ্র ! হে কামাম্বুরাশি পরিবর্দ্ধন কারিন্ ! হে দেব চন্দ্র ! আমি তোমাকে নমস্কাররূপ অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, যেন সেই ব্রজের প্রসিদ্ধ যুবা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিথ্যা অপবাদ বাক্যের দ্বারাও আমার সম্বন্ধসিদ্ধি হয় অর্থাৎ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতিথির চন্দ্রের নাম নষ্টচন্দ্র, তাহা দর্শনে মানবের বৃথা কলঙ্ক বা অপবাদ হয়, শ্রীরাধা সেই

সমাহর্ত্তু

সখি মম নিয়তিহতায়াস্তদ্দর্শনভাগ্যমস্তু বা মা বা ।
পুনরপি স বেণুনাদো যদি কর্ণপথে পতেত্তদেবালম্ ।। ১৮০ ।।

গীতি আর্য্যা

অথান্যচতুরসখীবিতর্কঃ

রাঙ্গস্য

সিদ্ধান্তয়তি ন কিঞ্চিদ্- ভ্রময়তি দৃশমেব কেবলং রাধা ।
তদবগতং সখি লগ্নং কদম্বতরুদেবতামরুতা ।। ১৮১ ।। আর্য্যা ।

পুনরপি তৎ খেদোক্তিং স্বয়ং গ্রন্থকৃল্লিখতি সখীতি হে সখি ! নিয়তিঃ প্রাক্তন শুভ কর্ম্ম তয়া হতায়া বঞ্চিতায়া মম তস্য পরম দুর্ল্লভস্য দর্শন ভাগ্যং দর্শন ভবিতব্যতা অস্তু বা মা বাস্তু তত্র ন মম খেদঃ । ননু তদা কিং প্রার্থ্যতে তত্রাহ পুনরপি স বেণুনাদো যদি কর্ণপথে পতেৎ বলাৎ কারেণ প্রবিশেৎ তদেবালং পর্য্যাপ্তং স্যাৎ । তৎ সঙ্গমাদি লালসাতু মনোরাজ্য সুখবৎ পরম দুর্ঘটনীয়েতি ভাবঃ ।। ১৮০ ।।

ললিতয়া সহ তস্যাঃ কথোপকথনং বর্ণয়িত্বা অন্যস্যাশ্চতুর সখ্যাস্তস্যাং বিতর্কং বর্ণয়তি অথেতি রাঙ্গস্য পদ্যেন তং লিখতি সিদ্ধান্তয়তীতি । হে সখি ! রাধা কস্যাঞ্চিৎ কথায়াং জিজ্ঞাসিতায়াং ন কিঞ্চিৎ সিদ্ধান্তয়তি উত্তরং ন দত্তে কেবলং দৃশং নয়নমেব ভ্রময়তি ঘূর্ণাং প্রাপয়তি তত্তস্মান্ময়াবগতং জ্ঞাতং কদম্বতরুদেবতামরুতা কর্ত্রা লগ্নং ভাবে ক্তঃ । কদম্বতরুদেবতা বায়ুর্লগ্নো বভূব দেবতাস্পর্শে সতি যথোন্মাদো জায়তে তথা দর্শনাৎ অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য কদম্বতরু-দেবতাত্বেন তদ্বংশীরবস্য বায়ুতয়া চবর্ণনমন্য জন বঞ্চনার্থমিতি জ্ঞেয়ং ।১৮১ ।।

নষ্টচন্দ্রের নিকট প্রর্থানা করিতেছেন- হে চতুর্থীনিশা শশাঙ্ক ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমাকে অপবাদ কিম্বা কলঙ্ক প্রদান কর যেন আমাকে ব্রজে কৃষ্ণকলঙ্কিনী বলিয়া অপবাদ প্রদান করে । ১৭৯ ।

শ্রীরাধার অতিশয় খেদোক্তি শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বয়ং লিখিতেছেন- হে সখি ! ললিতে ! আমি অতিশয় ভাগ্যহীনা, আমার শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের সৌভাগ্য হউকঅথবা নাই হউক, আমি প্রার্থনা করি পুনরায় সেই মনোহর বেণুনাদ যদি একবারও আমার কর্ণপথে প্রবেশ হয় তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করিব । ১৮০ ।

অথ রাধাং প্রতি সখী প্রশ্নঃ

তস্যৈব

কামং বপুঃ পুলকিতং নয়নে ধৃতাস্রে
বাচঃ সগদ্‌গদপদাঃ সখি কম্পি বক্ষঃ ।
জ্ঞাতং মুকুন্দমুরলীরবমাধুরী তে
চেতঃ সুধাংশুবদনে তরলীকরোতি ।। ১৮২ ।। বসন্ততিলকম্ ।

বিতর্কাপি দার্ঢ্যার্থং শ্রীরাধাং সা যজ্জিজ্ঞাসাঞ্চকার তাং লিখতি অথেতি তত্র রাঙ্গস্য পদ্যেনাহ কামমিতি । সখি ! হে রাধে ! তে বপুঃ শরীরং কামং যথেচ্ছং পুলকিতং রোমাঞ্চিতং নয়নে ধৃতাস্রে ধৃতং অস্রমশ্রুজলং যাভ্যাং তে বাচঃ সগদ্‌গদপদা গদ্‌গদোঽব্যক্ত কথনং তেন সহ পদানি বাক্যানি যাসু তাঃ, বক্ষো হৃদয়ং কম্পি কম্পনশীলং হে সুধাংশুবদনে ! অতোঽস্মাভির্জ্ঞাতিং তে চেতঃ কর্ম্ম মুকুন্দমুরলীরব মাধুরী কর্ত্রী তরলী করোতি, অচঞ্চলং চঞ্চলং করোতীতি অস্মাকমেতজ্‌জ্ঞানং সত্যং ন বেতি কথয়েতি ভাবঃ ।। ১৮২ ।।

"অন্য চতুরা সখীর বিতর্ক"

অন্য চতুরা সখীর সন্দেহ বাক্য শ্রীরাঙ্কের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! ললিতে ! প্রাণসখী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে না, কেবল নয়নদ্বয় ভ্রমণ করাইতেছে মাত্র, সুতরাং আমার বোধ হয় কদম্ববৃক্ষনিবাসী দেবতার বায়ু শ্রীরাধার অঙ্গে সংলগ্ন হইয়াছে । ১৮১ ।

"শ্রীরাধার প্রতি কোন সখীর প্রশ্ন"

কোন সুচতুরা সখী শ্রীমতীরাধার শ্রীকৃষ্ণানুরাগ বুঝিতে পারিয়াও দৃঢ়ভাবে নিশ্চয় করিবার জন্য শ্রীরাঙ্কের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি রাধে ! তোমার দেহ যথেষ্ট পুলকিত হইয়াছে, নয়নযুগল অশ্রুজল ধারণ করিয়াছে, তোমার বাক্যসকল গদ্‌গদ পদ যুক্ত হইয়াছে, বক্ষ স্থল বারম্বার কম্পিত হইতেছে, এই সকল লক্ষণ দেখিয়া আমার বোধহয় শ্রীমুকুন্দের মুরলীরব মাধুরী হে সুধাংশু বদনে ! তোমার চিত্তকে অতিশয় চঞ্চল করিয়াছে । ১৮২ ।

কস্যাচিৎ

গতং কুলবধূব্রতং বিদিতমেব তত্তদ্বচ-
স্তথাপি তরলাশয়ে ন বিরতাসি কো দুর্গ্রহঃ ।
করোমি সখি কিং শ্রুতে দনুজবৈরিবংশীরবে
মনাগপি মনো ন মে সুমুখি ধৈর্য্যমালম্বতে ।।১৮৩ ।।পৃথ্বী

কস্যাচিৎ

আস্তাং তাবদকীর্ত্তির্মে ত্বয়া তথ্যন্তু কথ্যতাম্ ।
চিত্তং কথমিবাসীত্তে হরিবংশীরব-শ্রুতৌ ।। ১৮৪।। অনুষ্টুভ্।

তস্যা অনুরাগ দার্ঢ্যজ্ঞানার্থং কাচিদ্বিয়োজ্যেষ্ঠা সখী ভর্ৎসনাবভাসক বাক্যেন যদপৃচ্ছৎ সাপি যদুত্তরং দদৌ তত্তৎ কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি গতমিতি। তে কুলবধ্বা ব্রতং নিয়মোগতং ত্বয়া তত্তদ্বচস্তেষাং পত্যাদীনাং দুর্বাক্যংবিদিতমেব । হে তরলাশয়ে চঞ্চলচিত্তে তথাপি কৃষ্ণানুরাগাৎ ন বিরতাসি তব কোঽয়ং দুর্গ্রহো দুরাগ্রহঃ । এবম্ভূতং সখীবাক্যং শ্রুত্বা শ্রীরাধাহ-হে সখি ! অহং কিং করোমি রাগত স্তত্রাহং ন প্রবৃত্তা কিন্তু দনুজবৈরিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বংশীরবে শ্রুতে সতি হে সুমুখি ! মে মনো মনাগীষদপি ধৈর্য্যং নালম্বতে অত এবাত্র মম কো দোষ ইতি বিবিচ্যতামিতি ব্যজ্যতে । দনুজ বৈরিণেত্যনেন মৎপতিশ্বশ্রূন্যাদিভ্যো ভয়ং তস্য নাস্ত্যতো বংশ্যা নাম্না মাং গায়ত ইতি জ্ঞাপিতম্ ।। ১৮৩ ।।

কস্যাচিৎ পদ্যেন পুনস্তদ্বাক্যস্যানুবাদং লিখতি আস্তামিতি । মে তাবদকীর্ত্তিঃ সকলমযশ আস্তাং ভবতি চেৎ ভবতু ত্বয়া সত্যং কথ্যতাং হরির্হরতি সর্ব্বেষাং

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণানুরাগ দৃঢ় করিবার জন্য কোন প্রখরা সখী ভৎর্সনাচ্ছলে যাহা বলিলেন তাহা কোন অজ্ঞাতনামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে চঞ্চলচিত্তে! রাধে ! পতিব্রতা কুলবধূগণের যে কুলব্রত তাহা তোমার বিনষ্ট হইয়াছে, যাহারা তোমাকে কুল কলঙ্কিনী বলিয়া তিরস্কার করে তাহাদের বাক্য বিশেষভাবে অবগত আছ, তথাপি কৃষ্ণানুরাগ হইতে বিরত হইতেছ না, ইহা তোমার কি প্রকার দুরাগ্রহ বল ত ? শ্রীরাধা বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন- হে সখি ! আমি কি করিব, আমার কোন স্বাধীনতা নাই, হে সুমুখি! দনুজদমন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি অতি অল্পমাত্রও কর্ণদ্বারে শ্রবণ করিলে আমার মন যৎ কিঞ্চিৎ কালও ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ হয় না ।১৮৩

গোবিন্দভট্টস্য

সত্যং জল্পসি দুঃসহাঃ খলগিরঃ সত্যং কুলং নির্ম্মলং
সত্যং নিষ্করুণোঽপ্যয়ং সহচরঃ সত্যং সুদূরে সরিৎ ।
তৎ সর্ব্বং সখি বিস্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথির্জায়তে
চেদুন্মাদমুকুন্দমঞ্জুমুরলীনিস্বানরাগোদ্গতিঃ ।। ১৮৫ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

চিত্তানি তস্য বংশীরব শ্রুতৌ সত্যাং তে চিত্তং কথমিব ইব বাক্যালঙ্কারে কিম্প্রকারমাসীৎ তেন মম গুণো দোষো বা স্ফুটী ভবিষ্যতীতি ব্যঙ্গ্যার্থঃ ।। ১৮৪ ।।

শ্রীগোবিন্দভট্টস্য পদ্যেন পুনঃ দ্রঢ়য়তি, জল্পসীতিপদং সর্ব্বত্রান্বেতি খলঃ পরাপকার সূচকঃ তস্য বাচঃ সুদুঃসহাঃ নির্ম্মলং দোষ রহিতং অয়ং সহচরঃ কৃষ্ণো নিষ্করুণ এবম্ভূতং মমানুরাগং শ্রুত্বা মাং ন স্বীকরোতীতি অতঃ কৃপাশূন্যঃ । তদ্দর্শনার্থং জলানয়নছলমপি দুষ্করং যতো দূরে সরিৎ যমুনা, হে সখি ! চেদ্যদি উন্মাদ মুকুন্দ মঞ্জু মুরলী নিস্বানরাগোদ্গতিঃ শ্রোত্রাতিথির্জায়তে তদা তৎ সর্ব্বং ঝটিতি শীঘ্রং বিস্মরামীত্যন্বয়ঃ । শ্রোত্রয়োরতিথিরতিথিবদকস্মাদবতারঃ উন্মাদয়তীত্যুন্মাদঃ মঞ্জু রম্যং নিস্বানো ধ্বনিঃ রাগঃ স্বরালাপঃ উদ্গতিঃ প্রাদুর্ভাবঃ উন্মাদশ্চাসৌ মুকুন্দ মঞ্জুমুরলী নিস্বানরাগশ্চেতি উন্মাদজনক শ্রীকৃষ্ণরম্য মুরলীধ্বনিঃ রাগস্তস্য উদ্গতিরিত্যর্থঃ ।।১৮৫ ।।

কোন অজ্ঞাতনামা কবির পদ্যে শ্রীরাধার উত্তর বাক্য দৃঢ় করিতেছেন- হে সখি ! আমার অপযশ হয় হউক, তুমি তোমার মনের যথার্থ অনুভবটি বল দেখি, শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণ করিয়া তোমার চিত্ত সেদিন কিপ্রকার হইয়াছিল ? ১৮৪ ।

শ্রীগোবিন্দ ভট্টের পদ্যে তাহাই নিশ্চয় করিতেছেন- হে সখি ! তুমি সত্যই বলিতেছ 'খলগণের কুবাক্য অতিশয় অসহ্য, আমার কুল অতিশয় নির্ম্মল ইহাও সত্য, অপর শ্রীকৃষ্ণও নিতান্ত করুণা বিহীন, ইহাও সত্য, জল আনয়নের ছলে তাহাকে দর্শন করিব তাহারও কোন ব্যবস্থা নাই, কারণ যমুনা নদীও অতিশয় দূরে রহিয়াছে সত্য, কিন্তু হে সুন্দরি ! কোন সময় যদি অকস্মাৎ উন্মাদকারী শ্রীমুকুন্দের মুরলীধ্বনির কলতান আমার কর্ণপথে প্রবেশ করে তাহা হইলে ঐ খলজনগঞ্জনা সকল আর স্মরণ থাকে না, সব বিস্মরণ হইয়া যায় । ১৮৫ ।

অথ শ্রীরাধাংপ্রতি সখীনর্ম্মাশ্বাসঃ

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাম্

নিশা জলদসঙ্কুলাতিমিরগর্ভলীনং জগদ্-
বয়স্তব নবং নবং বপুরপূর্ব্বলীলাময়ম্ ।
অলং সুমুখি নিদ্রয়া ব্রজগৃহেঽপি নক্তঞ্চরী
কদম্ববনদেবতা নবতমালনীলদ্যুতিঃ।। ১৮৬ ।।পৃথ্বী ।

শ্রীরাধায়াস্তাদৃশীমুৎকণ্ঠাং শ্রুত্বা কারুণ্যোদয়াৎ তাংপ্রতিসখীনাং নর্ম্মাশ্বাসো জনিতস্তং লিখতি অথেতি। লক্ষণং যথা প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্ বিস্তারিকা সখী। বিশ্রম্ভ রত্নপেটীচেত্যাদি । নর্ম্মকৌতুকং আশ্বাসো ভবিষ্যৎ শুভাশা কৌতুকেনাশ্বাসঃ। সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং পদ্যেন তং লিখতি নিশেতি। হে সুমুখি! ইয়ং নিশা রাত্রির্জলদসঙ্কুলা মেঘব্যাপ্তা অতো জগৎ তিমিরগর্ভ লীনং, তিমিরমন্ধকারস্তস্য গর্ব্তে মধ্যেলীনং তব বয়ো নবংনবং নূতনং বপুঃ শরীরং অপূর্ব্ব লীলাময়ং রম্যলীলাবিশিষ্টং অতো দেশকালপাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ তে গৃহে নিদ্রয়া শয়নেনালং ব্যর্থং কদম্ববনে নক্তঞ্চরী সতী ব্রজ গচ্ছ তত্র নব তমালস্যেব নীল চ্ছবিঃ কান্তির্যস্যাস্তাদৃশী কদম্ব বনদেবতাপ্যস্তি সা ত্বাং সুখয়তীতি, যদ্বা সা দেবতা নক্তঞ্চরী সতী ব্রজগৃহেঽপ্যাবিশতে ইতি শেষঃ। অত্র পক্ষেব্রজ গৃহ ইত্যেকং পদং তে নিদ্রয়া অলং সাতু ত্বদ্গৃহমাগম্য ত্বামাকর্ষিষ্যতীত্যতঃ খেদং মাকুর্ব্বিতি ধ্বন্যর্থঃ ।১৮৬।

"শ্রীরাধার প্রতি সখীদিগের কৌতুকপূর্ণ আশ্বাস"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধার এইপ্রকার উৎকণ্ঠা দেখিয়া সখীগণের করুণার উদয় হেতু কৌতুকপূর্ণ আশ্বাস বাক্য শ্রীসর্ব্ববিদ্যাবিনোদের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সুমধ্যমে ! এই রাত্রি ভয়ঙ্কর মেঘে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত জগৎ (জগৎ বাসি জনগণ) দারুণ অন্ধকার গর্ত্তে বিলীন হইয়াছে, অর্থাৎ কেহই তোমাকে দেখিতেপাইবে না, তোমার বয়ঃক্রমও নূতন, শরীরটিও নবীন সুষমাপূর্ণ অপূর্ব্ব রমণীয় লীলা বিশিষ্ট অতএব হে সুমুখি ! এই সময় গৃহে শয়ন করিয়া বৃথা কষ্ট কর কেন ? রাত্রি অভিসারিকা হইয়া কদম্বকুঞ্জে গমন কর, সেই কদম্বকুঞ্জে নবীন তমাল সদৃশ নীলকান্তি কোন দেবতা তোমাকে অতিশয় সুখ প্রদান করিবেন । ১৮৬ ।

অথ শ্রীকৃষ্ণংপ্রতি শ্রীরাধানুরাগকথনম্

কস্যচিৎ

ত্বামঞ্জনীয়তি ফলাসু বিলোকয়ন্তী
ত্বাং শৃন্বতী কুবলয়ীয়তি কর্ণপূরম্ ।
ত্বাং পূর্ণিমাবিধুমুখী হৃদি ভাবয়ন্তী
বক্ষোনিলীন নবনীলমণিং করোতি ।। ১৮৭ ।। বসন্ততিলকম্।

এবং প্রকারেণ শ্রীরাধামাশ্বাস্য শ্রীকৃষ্ণেন সহ সংঘটনায় তং প্রতি তস্যা অনুরাগং যমকথয়ৎ তং লেখিতুং প্রক্রমতে অথেতি । কস্যচিৎ পদ্যেন তং নির্দ্দিশতি ত্বাসিতি ।পূর্ণিমাবিধুমুখী । ফলাসু চিত্রপটীষু ত্বাং ত্বৎপ্রতিবিম্বং বিলোকয়ন্তী পশ্যান্তী ত্বামঞ্জনীয়তি অঞ্জনমিব ধার্য্যত্বে আচরতি তথা ত্বামস্মাকং মুখাৎ শ্রুত্বা কর্ণপূরে কর্ণে কুবলয়ীয়তি কুবলয়মিব আচরতি কুবলয়বৎ তদ্ধারণে আকাঙ্ক্ষা তস্যা জায়তে ইতি ভাবঃ । কর্ণপূরমিতি পাঠে কর্ণপূরং কর্ণাবতংসং যথাস্যাত্তথা ত্বাং কুবলয়ীয়তি কুবলয়মিব সদা ত্বাং ধারয়তীত্যর্থঃ । তথা ত্বাং হৃদি চিত্তে ভাবয়ন্তী চিন্তয়ন্তী বক্ষোনিলীন নবনীলমণিং ত্বাং করোতি বক্ষসি নিঃশেষেণ লীন আশ্লিষ্টশ্চাসৌ নবনীলমণি রিন্দ্রনীলমণিশ্চেতি তং নবীন নীলমণিধারণ ইব ত্বদ্ধারণ আকাঙ্ক্ষাং করো- তীত্যর্থঃ ।। ১৮৭ ।।

"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ কথন"

সখীগণ এই প্রকারে শ্রীরাধাকে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে শ্রীব্রজরাজ কুমার! পূর্ণিমাচন্দ্রবদনী সখী রাধা তোমার মূর্ত্তি চিত্রপটাদিতে অবলোকন করিয়া অঞ্জনের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে, অর্থাৎ বার বার নয়নে ধারন করিতেছে, আমরা তোমার নাম উচ্চারণ করিলে তাহা নীলোৎপল কর্ণভূষণ সমান করিতেছে, অর্থাৎ তোমার নাম সর্ব্বদাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এবং তোমাকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া বক্ষঃস্থলে নবীন নীলমণির সমান আচরণ করিতেছে, অর্থাৎ তোমাকে সর্ব্বদাই বক্ষঃস্থলে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে । ১৮৭ ।

হরিহরস্য

গৃহীতং তাম্বূলং পরিজনবচোভির্ন সুমুখী
স্মরত্যন্তঃশূন্যা মুরহর গতায়ামপি নিশি ।
তথৈবাস্তে হস্তঃ কলিতফণিবল্লীকিশলয়-
স্তথৈবাস্যং তস্যাঃ ক্রমুকফলফালীপরিচিতম্ ।। ১৮৮ ।।

শিখরিণী ।

কবিচন্দ্রস্যোক্তৌ

প্রেমপাবকলীঢ়াঙ্গী রাধা তব জগৎপতে ।
শয্যায়াঃ স্খলিতা ভূমৌ পুনস্ত্বাং গন্তুমক্ষমা ।। ১৮৯ ।। অনুষ্টুভ্

অনুরাগভরেণ ভ্রান্তিং হরিহরস্য পদ্যেন বর্ণয়তি গৃহীতমিতি । হে মুরহর ! সা সুমুখী রাধা পরিজনানামস্মাকং বচোভির্বহুত্বেনানেকশো বাচা গৃহীতং তাম্বূলং ন স্মরতি যতোঽন্তঃ শূন্যা স্মরণ হেতুনা চিত্তেন রহিতা তস্য তদ্গতত্বাদিতি ভাবঃ। নিশি রাত্রৌ গতায়ামপি হস্তস্তথৈবাস্তে তথাত্বং পরিচায়য়তি কলিতোধৃতঃ ফণিবল্ল্যাঃ পর্ণলতায়াঃ কিশলয়ং পত্রং যেন সঃ তস্যা আস্যং মুখং তথৈবাস্তে তথাত্বং পরিচায়য়তিক্রমুকো গুবাকস্তস্য ফলস্য যা ফালী বিদারিতাংশস্তয়া পরিচিতং পরিচয় বিশিষ্টং তদ্যুক্তমিত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ । তস্যা তাম্বূলে ভক্ষণে রীতিরিয়ং অগ্রে ক্রমুকফলফালীং মুখে দত্বা নাগবল্লী পত্রাণি মুখে ক্ষিপ্ত্বা চর্ব্বতি । অন্তঃ শূন্যত্বেন তয়োঃ স্মরণাভাবাৎ তদ্দ্বয়ং তথৈবাস্তে ইতি ।। ১৮৮ ।।

কবিচন্দ্রস্য শ্লোকদ্বয়েন তং লিখতি প্রেমেতি হে জগৎপতে ! ত্বৎ সেবার্থং পুনঃ পুনঃ ত্বৎ সমীপং গচ্ছন্তীতি জগন্তি ভক্তিবিশিষ্টানি জীবমাত্রাণি যানি তেষাং পতে পালক রাধা তব প্রেমপাবকলীঢ়াঙ্গী সতী শয্যায়াঃ সকাশাৎ ভূমৌ স্খলিতা

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণানুরাগভরে বিভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা শ্রীহরিহরের পদ্যে লিখিতেছেন- সখীগণ কহিলেন হে মোহন ! সুমুখী শ্রীমতীরাধা তোমাকে স্মরণ করতঃ অন্তঃ করণ শূন্য হইয়া পরিজন আমাদের বাক্যে কোনপ্রকারে তাম্বুল গ্রহণ করিয়াছিল, রজনীর অবসানে আমরা দেখিলাম তাহার হস্তে ঐ তাম্বুলবীটী সেই প্রকারই রহিয়াছে, এবং গুবাক (সুপারী) খণ্ড সংযুক্ত বদনও সেই প্রকার রহিয়াছে, অর্থাৎ অনুরাগিনী রাধা প্রথমে গুবাক খণ্ড মুখে দিয়া পরে নাগবল্লী পত্র (পান) মুখে দিয়া চর্ব্বণ করিতেন কিন্তু আজ সকল কাজ বিস্মরণ হইয়াছে । ১৮৮।

মুরহর সাহসগরিমা কথমিব বাচ্যঃ কুরঙ্গশাবাক্ষ্যাঃ
খেদার্ণবপতিতাপি প্রেমধুরাং তে সমুদ্বহতি ।। ১৯০ ।। আর্য্যা

গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য

গায়তি গীতে শংসতি বংশে বাদয়তি সা বিপঞ্চীষু ।
পাঠয়তি পঞ্জরশুকং তব সন্দেশাক্ষরং রাধা ।। ১৯১ ।। আর্য্যা ।

পতিতা সতী তাং শয্যাং পুনর্গন্তুং প্রাপ্তুমক্ষমা অসমর্থাভূৎ প্রেমৈবপাবকোঽগ্নি স্তেন লীঢানি আস্বাদিতানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা প্রেমাগ্নি দগ্ধা ইত্যর্থঃ । অতো গন্তুমক্ষমেতি। জগৎপতিত্বাৎ তস্যা রক্ষণং তবোচিত মিতি ভাবঃ ।১৮৯ ।

হে মুরহর ! তস্যাঃ কুরঙ্গশাবাক্ষ্যাঃ কুরঙ্গোমৃগস্তস্য শাবাবালিকা তস্যা অক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্যাস্তস্যাঃ সাহসস্য দোষাদোষ বিবেচনা রাহিত্যেন বলাৎকার কৃতকার্য্যস্য গরিমা গুরুত্বং কথমিব ইব বাক্যালঙ্কারে কথং কেন প্রকারেণ বাচ্যঃ যেন কুলধর্ম্মত্যাগ পত্যাদি ভয়াদয়ো ন গণ্যন্তে তদাহ খেদার্ণবে ত্বৎসঙ্গাভাবেন গুর্ব্বাদি তাড়নেন বা উদ্বেগ সমুদ্রে পতিতাপি তে প্রেম ধুরাং প্রেমরূপভারং সমুদ্বহতি তত্রাত্মশ্লাঘতামাবিষ্করোতি নত্বশক্ততামিতি ভাবঃ ।। ১৯০ ।।

গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য পদ্যেন সাভিনিবেশং তং নির্দ্দিশতি গায়তীতি কস্মিংশ্চিজ্জনে ত্বদ্গুণ বিশিষ্টে গীতে গায়তি সতি গায়তি, বংশে ত্বাং শংসতি বংশ্যাং ত্বাং গায়ত্যাং সত্যাং সা বিপঞ্চীষু বীণাসু ত্বাং বাদয়তি তথা পঞ্জরশুকং পঞ্জরস্থ শুকপক্ষিণং তব সন্দেশাক্ষরং কৃষ্ণ এবমেবং গুণরূপ ইতি সংবাদশব্দং পাঠয়তি সর্ব্বথা সর্ব্বদা ত্বদ্গতচিত্তা বভূবেতি ফলিতার্থঃ ।। ১৯১ ।।

শ্রীকৃষ্ণানুরাগের পরাকাষ্ঠা শ্রীকবিচন্দ্রের দুইটি পদ্যে লিখিতেছেন- হে জগৎ পতে ! তোমার প্রেমপাবকে দগ্ধাঙ্গী শ্রীরাধা শয্যা হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়া দুর্ব্বলতা বশতঃ পুনরায় সেই শয্যায় গমন করিতে বা উঠিতে সক্ষম হইতেছে না ।১৮৯ ।

হে মুরনাশন ! বালহরিণলোচনা প্রাণসখী শ্রীরাধার সাহসের গুরুত্ব আর কি প্রকারে বলিব, কুলত্যাগাদি দোষ গণনা না করায় গুরুজনের তাড়না হেতু মহা উদ্বেগ সাগরে নিপতিত হইয়াও তোমার প্রেম ভার বহন করিতেছে, অর্থাৎ গুরুজনের শতগঞ্জনা সহন করিয়াও তোমার প্রতি অনুরাগের সামান্য হ্রাস হয় নাই। ১৯০ ।

শ্রীরাধাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণানুরাগকথনম্

কস্যচিৎ

কেলীকলাসু কুশলা নগরে মুরারে-
রাভীরপঙ্কজদৃশঃ কতি বা ন সন্তি।
রাধে ত্বয়া মহদকারি তপো যদেষ
দামোদরস্ত্বয়ি পরং পরমানুরাগীঃ ।। ১৯২ ।। বসন্ততিলকম্

তাদৃশং শ্রীরাধানুরাগং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য তত্রানুরাগো জাতঃ সতূদ্দীপন ভাব স্তং বিভাব্য সা দূতী সানন্দা শ্রীরাধা সমীপমাগত্য তাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণানুরাগং যমবর্ণয়ৎ তং লিখতি অথেতি । সখীনাং তাদৃগ্ব্যাপারস্যৌচিত্যাৎ তথাচোজ্জ্বল নীলমণৌ । মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা । অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণম্। নায়িকা প্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়েতি ।। অত্র কস্যচিৎ পদ্যেন তং লিখতি কেলীতি। হে রধে ! অস্মিন্নগরে কেলীকলাসু রতিক্রিয়াসু নিপুণা দক্ষা আভীরপঙ্কজ দৃশঃ পদ্মনেত্রা গোপ্যো মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কতি বা ন সন্তি ন বিদ্যন্তে কিন্তু ত্বয়া মহান্তপোঽকারি কৃতমভূৎ যদযস্মাদেব দামোদরঃ কৃষ্ণঃ পরং কেবলং ত্বয়ি পরমানুরাগঃ পরমোঽনুরাগো যস্য এবম্ভূতো বভূবেতি শেষঃ যদি মন্যসে তদোভৌ সংঘটয়িষ্যামীতি ব্যঙ্গার্থঃ ।। ১৯২ ।।

শ্রীরাধার অভিনিবেশাতিশয় শ্রীগোবর্দ্ধনাচার্য্যের পদ্যে লিখিতেছেন- হে শ্যামসুন্দর ! শ্রীরাধা তোমার রূপ গুণাদি বর্ণিত শব্দ সকল গীতে গান করিতেছে, বংশীতে বাদন করিতেছে, বীণা সকলের দ্বারা বাদ্য করিতেছে, এবং পিঞ্জরস্থিত শুককে পাঠ করাইতেছে । ১৯১ ।

"শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ কথন"

চতুরাসখী শ্রীরাধার অনুরাগের কথাশ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ হইয়াছে বুঝিয়া আনন্দ সহকারে শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ বর্ণন করিতেছেন, তাহাকোন অজ্ঞাত নামা পণ্ডিতের পদ্যে লিখিতেছেন- হে রাধে ! এই গোকুলনগরে শৃঙ্গারকেলিতেসুনিপুণা অনেকপঙ্কজনয়না গোপসীমন্তিনী আছে, কিন্তু হে সখি ! আমার মনে হয় তুমি কোন সুমহৎ তপস্যা করিয়াছ, যেহেতু ব্রজযুবরাজ শ্রীদামোদর কেবল মাত্র তোমাতেই অতিশয় অনুরাগী হইয়াছে। ১৯২

দৈত্যারিপণ্ডিতস্য

বৎসান্নচারয়তি বাদয়তে ন বেণু,
মামোদতে ন যমুনাবনমারুতেন ।
কুঞ্জে নিলীয় শিথিলং নমিতোত্তমাঙ্গ-
মন্তস্ত্বয়া শ্বসিতি সুন্দরি নন্দসূনুঃ ।। ১৯৩ ।। বসন্ততিলকম্ ।

রাঙ্গস্য

সর্ব্বাধিকঃ সকলকেলিকলাবিদগ্ধঃ
স্নিগ্ধঃ স এষ মুরশত্রুরনর্ঘ্যরূপঃ ।

দৈত্যারিপণ্ডিতস্য পদ্যেন তদনুরাগাতিশয়ং নির্দ্দিশতি বৎসানিতি । সুন্দরি হে রাধে! নন্দসূনুঃ অন্তর্মনসি ত্বয়া আক্রান্তঃ সন্ বৎসান্ ন চারয়তে কিমুত গাঃ । তস্য বৎসচারণন্তু ত্বৎ প্রাপ্তিচ্ছলমেব তেন ত্বৎ প্রাপ্ত্যভাবাদিতি ভাবঃ, তথা জগদ্ধর্ষকমপি বেণুং ন বাদয়তে তেন ত্বৎকর্ষণাভাবেন মননাৎ, তথা যমুনামারুতেন অর্থাৎ শৈত্যসৌগন্ধমান্দ্য যুক্তেন ন আমোদতে হর্ষং নপ্রাপ্নোতি সতু ত্বৎসঙ্গাভাবেন বিষায়তে ইতি ভাবঃ । এবঞ্চেৎ কথং তিষ্ঠতি তত্রাহ কুঞ্জে লতাদিপিহিতোদর স্থানে শিথিলং কর্য্যাক্ষমং যথাস্যাত্তথা নিলীয় প্রিয়নর্ম্ম সখীনামপি অগোচরীভুয় নমিতোত্তমাঙ্গং জানুদ্বয়মধ্যগতং উত্তমাঙ্গং শিরোযত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা কেবলং শ্বসিতি সুদীর্ঘ নিশ্বাসং ত্যজতীত্যর্থঃ । এবং তস্য ত্বয়ানুরাগ ইতি ধ্বনিঃ ।। ১৯৩ ।।

এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহ শ্রবণেন তস্যাস্তদ্দর্শনে সমুৎকণ্ঠা জাতেতি বিভাব্য তামভিসারয়িতুং সখী যদাহ তৎ রাঙ্গস্য পদ্যেন লিখতি সর্ব্বেতি । ব্রজনাগরি হে পরম বিদগ্ধে রাধে ! যস্য বিরহেণ ত্বমেবম্ভূতাসি স এষ মুরমর্দ্দনঃ কৈরপি পরা

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীগোকুলচন্দ্রমার পরমানুরাগ শ্রীদৈত্যারি পণ্ডিতের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সুন্দরি ! শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় তোমার দ্বারা এমন দৃঢ় ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে যে বৃন্দাবনে গোবৎসচারণ করিতেছে না, পরমপ্রিয় বেণু আর বাজাইতেছে না, যমুনা তটে শীতল সুগন্ধ মন্দ পবনে আমোদ করিতেছেনা, অর্থাৎ সুখ পাইতেছেনা, কেবল মাত্র তোমার বদন চিন্তা করিয়া কুঞ্জের ভিতরে মস্তক অবনত করিয়া নিরন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে । ১৯৩ ।

শ্রীকৃষ্ণের নিদারুণ দশা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণদর্শনে উৎকণ্ঠাজাত হইয়াছে জানিয়া সখী শ্রীরাধাকে অভিসার করাইবার নিমিত্ত যাহা বলিলেন তাহা

ত্বাং যাচতে যদি ভজ ব্রজনাগরি ত্বং
সাধ্যং কিমন্যদধিকং ভুবনে ভবত্যাঃ ।। ১৯৪।। বসন্ততিলকম্

অথ শ্রীরাধাভিসারঃ

যাভিসারয়তেকান্তং স্বয়ম্বাভিসরত্যপি ।
সা জ্যোৎস্নী তামসীযানযোগ্যবেশাভিসারিকা ।।

ভবিতুমশক্য ত্বাং যাচতে যাচতে দ্বিকর্ম্মকত্বাৎ ত্বাং রতিমিতি সতু তব রত্যুপভোগে যোগ্য ইত্যাহ সর্ব্বাধিকঃ সর্ব্বৈর্গুণৈরধিক স্তথা সকল কেলি কলাসু বিদগ্ধো নিপুণঃ তথা আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ । হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে ইত্যুক্ত লক্ষণেন স্নেহেন ত্বয়ি যুক্তঃ ন কেবলমেতাবৎ অনর্ঘ্যমমূল্যং রূপং অঙ্গসৌষ্ঠবং যস্য সঃ । অতঃ সর্ব্বাংশেন তব যোগ্যত্বাৎ স যথা ত্বাং যাচতে তথা তাং যদি তং ভজ তদা ভবত্যা ভুবনে কিংপুনর্ব্রজে এতস্মাদন্যৎ সাধ্যমস্তীতি চিত্তে নির্ধার্য্য যদুচিতং তৎ ক্রিয়তামিতি ।। ১৯৪ ।।

এবং তত্র জাতানুরাগায়াস্তাস্যাঃ প্রথমমভিসারিকাবস্থাং বক্তুং প্রকরণমারভতে অথ রাধাভিসার ইতি । সখ্যা কর্ত্র্যা রাধায়া অভিসারণমিত্যর্থঃ । নায়িকা খল্বষ্টবিধা ভবতি। তথাচ তত্রাভিসারিকা বাসসজ্জাচোৎকণ্ঠিতা তথা। বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা চ কলহান্তরিতাপিচ । প্রোষিত প্রেয়সীচৈব তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকেতি। অভিসারিকা লক্ষণং যথোজ্জ্বলনীলমণৌ । যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি। সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা । লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা । কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেদিতি ।।

শ্রীরাঙ্ক পণ্ডিতের পদ্যে লিখিতেছেন- হে ব্রজনাগরি । ধন মান কুলাদিতে যে জন সকলের অধিক, যে সর্ব্ব প্রকার কেলিকলায় সুনিপুণ, পরম স্নিগ্ধ, এবং অপূর্ব্ব রূপ সৌন্দর্য্য যুক্ত, সেই মুরদমন শ্রীকৃষ্ণ যদি তোমাকে যাচ্ঞা অর্থাৎ নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক প্রার্থনা করে, তবে তুমিও তাহাকে সেই প্রকারেই ভজনা কর , হে সুন্দরি! এই সর্ব্বগুণাধার শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা অপেক্ষা এই ভুবনে তোমার অধিকসাধ্য বস্তু কি আছে হে ? ১৯৪ ।

"শ্রীরাধার অভিসার"

নায়িকা আট প্রকারের হয়, অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা । তন্মধ্যে যে নায়িকা

মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্তি-
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি ।। ১৯৫।। বসন্ততিলকম্

অত্র প্রথমে লোকদৃষ্টিভয় নিবৃত্ত্যর্থং কৃষ্ণপক্ষীয়াভিসারণং যাণ্মাসিকস্য পদ্যেনাহ মন্দমিতি। অত্র পাঠক্রমাদর্থ ক্রমস্য বলবত্ত্বাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্ । যথা নীলং বাসোবস্ত্রং পরিধেহি শুক্লবস্ত্রেণ প্রকাশন সম্ভবাৎ। চরণৌ মন্দং নিঃশব্দং নিধেহি অন্যথা পাদশব্দেন লোকৈর্জ্ঞাতাসীতিভাবঃ। নীলবস্ত্রাঞ্চলেন বলয়াবলিং করস্থমণি যুক্ত কঙ্কণাদিমাচ্ছাদয় অন্যথা তত্তেজসা তিমির নাশঃ স্যাৎ। এবং শিক্ষিতা গচ্ছন্তী কুত্র প্রাণনাথঃ কথয়েত্যুক্তা সখী সরোষমিবাহ হে সাহসিনি! ভয়রহিতে! মাজল্প ন বদ যতস্তব শারদ চন্দ্রকান্তদন্তাংশবঃ শরৎ কালীনচন্দ্রাৎ কমনীয়ানাং রম্যাণাং দন্তানাং কিরণাস্তমাংসি নিবিড়ান্ধকারান্ সমাপয়ন্তি বিনাশয়ন্তীত্যর্থঃ। তদা কথং যাস্যসীতি রোষহেতুঃ ।। ১৯৫ ।।

বিলাসের নিমিত্ত নিকুঞ্জে নিজকান্তকে অভিসার করায়, অথবা নিকুঞ্জেপ্রাণকান্তের নিকটে স্বয়ং গমন করেন, তিনি জ্যোৎস্নারাত্রি যোগ্য বেশভূষণে জ্যোৎস্না-ভিসারিকা, এবং অন্ধকার যোগ্য বেশভূষণে তামসাভিসারিকা হইয়া থাকেন।

শ্রীমতী রাধার প্রথমাভিসার কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার পূর্ণ রজনীতে হইয়াছিল, পুঞ্জীভূত লজ্জাশীলা শ্রীমতী লজ্জায় নিজাঙ্গ গোপন করিয়া নিঃশব্দ হইয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কোন একজন স্নিগ্ধা বিশ্বস্তা সখীর হাত ধরিয়া নিকুঞ্জে গমন করি, তাহা শ্রীষাণ্মাসিক কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে অভিসারিকে! রাধে! নীল বসন পরিধান কর, শুক্লবস্ত্রে প্রকাশ হইবে. নিঃশব্দে অতিধীরে চরণ চালন কর. যেন মঞ্জীর শব্দে কেহ জানিতে না পারে, হস্তের শঙ্খ বলয় অঞ্চল দ্বারা আচ্ছাদন কর, অন্যথা বলয়মণি সকল অন্ধকার বিনাশ করিবে, এই প্রকার শিক্ষা প্রদান করতঃ সখীসঙ্গে নিকুঞ্জপথে ত্বরা গমন করিতেছেন, ব্যগ্রতাহেতু শ্রীরাধা কহিলেন- হে সখি! প্রাণকান্ত কোথায় আছে বল ত ? এই কথা শুনিয়া রোষভরে সখী কহিল,- হে সাহসিনি! কথা কহিও না, কথা বলিলে তোমার শারদ চন্দ্রকান্তি বিনিন্দিত দন্তাবলীর কান্তি বা জ্যোৎস্না এই রাত্রির সকল অন্ধকার সমূলে বিনাশ করিবে। ১৯৫।

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাম্

কিমুত্তীর্ণঃ পন্থাঃ কুপিতভুজগীভোগবিষমো
বিষোঢ়া ভূয়স্যঃ কিমিতি কুলপালিকটুগিরঃ ।
ইতি স্মারং স্মারং দরদলিতশীতদ্যুতিরুচৌ
সরোজাক্ষী শোণং দিশি নয়নকোণং বিকিরতি ।। ১৯৬ ।। শিখরিনী

কস্যচিৎ

চিত্রোৎকীর্ণাদপি বিষধরাদ্ভীতিভাজো রজন্যাং
কিম্বা ক্রমস্ত্বদভিসরণে সাহসং মাধবাস্যাঃ

কৃষ্ণপক্ষীয় ষষ্ঠ্যাং তস্যা লালসয়া গমনে চিন্তনাদি প্রকারং সর্ব্ববিদ্যা বিনোদানাং পদ্যেন লিখতি । কিমিতি স্বভাবেন কুপিতানাং ভুজগ জাতীনাং ভোগৈশরীরৈর্বিষমো দুর্গম্যঃ পন্থা ময়া কিং কথমুত্তীর্ণা ভবেৎ । যদ্যুত্তীর্ণা স্যাত্তথাপি কুলপালীনাং কুলবধূনাং ভূয়স্যোঽনেকাঃ কটুগিরঃ রাধাব্যভিচরিণ্য ভূদিত্যাদি রূপা বাচঃ কথং ময়া বিষোঢাঃ সহনীয়ঃ ইত্যেবং স্মৃত্বা স্মৃত্বা গচ্ছন্তী সরোজাক্ষী চন্দ্রদর্শনে সরোজানাং ক্রোধ সম্ভব মননাৎ তে ইব অক্ষিণী যস্যাঃ সা দিশি দিশি শোণং ক্রোধেনারুণং নয়নকোণং বিকিরতি । ননু দিশং প্রতি কস্মাৎ ক্রোধ স্তত্রাহ তস্মিন্ কথম্ভূতেদরদলিত শীতদ্যুতিরুচৌ সার্দ্ধযামোপরি দর ঈষৎ দলিতা বিদারিতা অর্থাৎ প্রকাশিত শীতদ্যুতেশ্চন্দ্রস্য রুচিঃ শোভাযস্য তস্যাং চন্দ্রোদয়ে সতি লোকা মাং পশ্যেয়ুরিতি ক্রোধ হেতুঃ ।। ১৯৬ ।।

শ্রীকৃষ্ণং সুখয়িতুং তন্নিকটং প্রাপ্তায়া রাধায়া দুঃশক্যং ব্যাপারং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি চিত্রেতি । মাধব ! হে বেণুগানবিদ্যাপতে ! তমিস্রায়াং

অনন্তর কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীমতী রাধার অভিসারে গমনকালে নানা প্রকার চিন্তা শ্রীসর্ব্ববিদ্যাবিনোদের পদ্যে লিখিতেছেন- হায় ! আমি অতিশয় কুপিতা কাল ভুজঙ্গিনীর সমান বিষম দুর্গম পন্থা অতিক্রম করিলাম, যদি বা ভয়ঙ্কর পথ পার হইলাম, কেন বা কুলবতী সতী রমণীগণের ভূরি ভূরি বহুপ্রকার কটুকথা সহ্য করিলাম, এই প্রকার পথের কষ্ট স্মরণ করিতে করিতে শ্রীরাধা দেখিলেন পূর্ব্বদিকে চন্দ্র উদিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া ক্রোধে অরুণ নয়না হইলেন । কমললোচনা শ্রীরাধা ঈষৎ বিকষিত চন্দ্রের জ্যোৎস্না দ্বারা দিককে অরুণবর্ণ লোচন প্রান্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ চন্দ্রোদিত দিকের প্রতি ক্রোধ করিলেন । ১৯৬ ।

ধ্বান্তে যান্ত্যা যদতিনিভৃতং রাধয়াত্মপ্রকাশ-
ত্রাসাৎ পাণিঃ পথি ফণিফণারত্নরোধী ব্যধায়ি ।। ১৯৭।। মন্দাক্রান্তা

"অথ শ্রীরাধাং প্রতিসখীবাক্যম্"

কস্যচিৎ

মন্মথোন্মথিতমচ্যুতং প্রতি ব্রূহি কিঞ্চন সমুল্লসৎস্মিতম্ ।
কিঞ্চ সিঞ্চ মৃগশাবলোচনে লোচনেঙ্গিতসুধৌঘনির্ঝরৈঃ ।১৯৮ ।
রথোদ্ধতা ।

তদভিসারণে। অস্যা রাধায়াঃ সাহসং কিম্বা ব্রূম উপমারহিতং তৎ কথম্ভূতায়াশ্চিত্রোৎকীর্ণাৎ ফলাসু চিত্রিতাৎ বিষধরাদপি ভীতি ভাজে ভয়ং প্রাপ্নুবত্যাঃ সাহসং বিষদয়তি যদ্‌যস্মান্নিভৃতং দীপ করতালাদিরাহিত্যেন গুপ্তং যথাস্যাত্তথা ধ্বান্তে নিবিড়ান্ধকারে যান্ত্যা গচ্ছন্ত্যা তত্রাপি তস্মিন্ পথি ফণিফণা রত্নস্য জ্যোৎস্নয়া আত্মপ্রকাশস্য ত্রাসাৎ ভয়াৎ ফণিফণাস্থরত্নং রোদ্ধুং শীলমস্য এবম্ভূতঃ পাণির্হস্তোব্যধায়ি বিহিতা ভবৎপ্রেক্ষয়া স্বপ্রাণ রক্ষা তুচ্ছত্বেন গণিতেতি ভাবঃ ।। ১৯৭ ।।

এবং বাচা শ্রীকৃষ্ণং অধীনং কৃত্বা তন্নিকটং প্রাপয্য তেন সহ নবসঙ্গমায় ভীতাং রাধামালক্ষ্য লঘুমৃদ্বী দূতী তাং যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি মন্মথেতি।

শতশঙ্কাকুলিতহৃদয়া শ্রীরাধা শ্রীশ্যামসুন্দরের নিকটে উপস্থিত হইলে সখী শ্রীমতীর দুঃশক্য ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণের সবিধে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা অজ্ঞাত নামা কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে মাধব ! বেণুগানবিদ্যাপতে ! ভয়ানকঅন্ধকার পূর্ণ রজণীতে অভিসার সময় শ্রীমতীর সাহসের কথা কি বলিব, যে প্রাণসখী চিত্র অঙ্কিত বিষধর সর্প হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, সেই ভয়শীলা রাধা তোমার নিকটে অভিসারের সময় ভীষণ অন্ধকারে গমন করে, নিজের প্রকাশের ভয়ে ক্ষুদ্রদীপ বা করতালি না দিয়া গমন সময়ে বৃহৎ ফণাধর সর্পগণের ফণায় যে মণিরত্ন প্রজ্জ্বলিত হয় তাহার আলোক দ্বারা আপনার প্রকাশের ভয়ে ঐ মণিরত্নকে নিজের হস্ত দ্বারা অবরোধ করে । ১৯৭ ।

"শ্রীরাধার প্রতি সখীর বাক্য (শিক্ষা)"

শ্রীশ্যামসুন্দরকে বাক্‌চাতুরী দ্বারা শ্রীমতীর অধীন করিয়া নব সঙ্গমে শ্রীরাধাকে ভীতা দেখিয়া সাহস বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা অজ্ঞাত নামা কোন কবিব

সমাহর্ত্তুঃ

গোবিন্দে স্বয়মকরোঃ সরোজনেত্রে প্রেমান্ধা বরবপুরর্পণং সখি ত্বম্ ।
কার্পণ্যং ন কুরু দরাবলোকদানে বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ। ১৯৯।

প্রহর্ষিণী ।

হে রাধে ! অচ্যুতং তব ভজনাচ্চ্যুতিরহিতং শ্রীকৃষ্ণং সমুল্লসৎ স্মিতং মন্দহাস্যং যথাস্যাত্তথা কিঞ্চন ব্রূহি কথয়, যতস্ত্বৎ প্রযোজকেন মন্মথেন কামেনোন্মথিতং ব্যাকুলং ন কেবলমেতাবৎ কিঞ্চ হে মৃগশাবলোচনে ! মনোহর নেত্রে লোচনেঙ্গিতং নেত্রকটাক্ষং তদেব সুধাসমূহস্তস্যানির্ভরৈরতিশয়ৈরিমং সিঞ্চ । সুধাসেচন ব্যতিরেকেণ এতন্মহাতাপস্য ন শান্তিরতস্তেনসিঞ্চ তত্র বহুত্ব নির্দেশেন সেচনস্য নিরবধিত্বং সূচিতম্ ।। ১৯৮ ।।

তদৈব লঘুপ্রখরা দূতী তাং প্রতি যদাহ তৎ সমাহর্ত্তু পদ্যেন লিখতি । গোবিন্দে ইতি হে সখি ! ত্বং প্রেমান্ধা প্রেম্না অন্ধজনবৎ বিচারানভিজ্ঞা সতী স্বয়ং অস্মানুপেক্ষ্য স্বাতন্ত্র্যেণ গোবিন্দে এতস্মিন্ কৃষ্ণে বরস্য শ্রেষ্ঠস্য বপুষোঽর্পণং দানমকরোঃ । ন তত্র প্রযোজকোঽস্মদাদি জনঃ কিন্তু তব সরোজবদ্দীর্ঘ নেত্রদ্বয়মেবেত্যভিপ্রেত্য সম্বোধনং হে সরোজনেত্রে ! ইতি, যদ্বা সরোজনেত্রে ইতি গোবিন্দে ইত্যস্য বিশেষণং তস্য তাদৃশ নেত্রদ্বয় লাবণ্য পণ্যেন বরবপুরর্পণম্। অর্থাদ্বিক্রয়ং কৃতবতী,যদ্বা হে বরবপুঃ পরমসুন্দর দেহে সরোজনেত্রে কম্মণী অর্পণং কৃতবতীত্যতঃ সংপ্রতি দরং অল্পমপ্যবলোকদানে কার্পণ্যং দীনতাং ন কুরু অনৌচিত্যাৎ । ননু যেন নেত্রদ্বয়েন বশীভূতাহং বপুরদদং তস্য দানং কথং করোমি তত্রাহ করিণীতি এবং পরপর পক্ষেঽপ্যাভাস উল্লেখ্যঃ হস্তিনি বিক্রীতে সতি অঙ্কুশে যেন বশীভূতো হস্তী বিক্রীতস্তস্মিন্ বিবাদঃ কিমুচিতোঽপিতু নৈব অতোবপুরবয়বস্য নেত্রদ্বয়স্য দানে কৈমুত্যমায়াতমিতি ভাবঃ ।। ১৯৯ ।।

পদ্যে লিখিতেছেন- হে মৃগশিশু সমচঞ্চলায়তলোচনে ! সখি রাধে ! কাম বাণে ব্যাকুলিত হৃদয় নবসঙ্গমে সসুল্লাস ভরে মন্দহাস্যকারী অচ্যুতকে কিছু বল, অর্থাৎ "তুমি ব্রজ রাজকুমার, ব্রজশ্লাঘ্য, নিখিল কামকলা কোবিদ, শত গোপযুবতী প্রার্থনীয়, আমার মত সামান্যা রমণীর প্রতি তোমার এত আশক্তি কেন ? ইত্যাদি প্রীতি বর্দ্ধক বাক্য বল, অপর হে কাম কলা কোবিদে ! স্বাভিলসিত নয়নের ইঙ্গি তরূপ অমৃতরাশি নির্ঝরের দ্বারা প্রাণনাথকে সিঞ্চন কর । ১৯৮ ।

অথ রহঃ ক্রীড়া

কবিরাজমিশ্রস্য

পরমানুরাগপরয়াথ রাধয়া পরিরম্ভকৌশলবিকাশিভাবয়া ।
স তয়া সহ স্মরসভাজনোৎসবং নিরবাহয়চ্ছিখিশিখণ্ডশেখরঃ ।। ২০০।।

মঞ্জুভাষিণী ।

যদর্থং পূর্ব্বরাগাভিসারৌ বর্ণিতৌ, দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া । যূনোরুল্লাস মারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈরিত ইত্যুক্ত লক্ষণং তং সম্ভোগং দর্শয়িতুং প্রকরণমারভতেঅথ রহঃ ক্রীড়েতি। কবিরাজমিশ্রস্য পদ্যেন তং দর্শয়তি পরমেতি। অথ দ্বয়োর্মিলনানন্তরং শিখিশিখণ্ড শেখরঃ শিখিনাং ময়ূরাণাং শিখণ্ডেন পিচ্ছেন কৃতঃ শেখরঃ শিরোভূষা বিশেষো যেন স কৃষ্ণস্তয়া নখাভিঘাত ভুজবন্ধন কুবলয়তাড়নাদি স্মরবিলাস পরয়া রাধয়া সহ স্মর সভাজনোৎসবং কামস্য পূজনং যত্নাৎ তদ্রূপমুৎসবং নিরবাহয়ৎ । তয়া কথভূতয়া আত্মনি পরমোঽনুরাগো যস্য স শ্রীকৃষ্ণঃ পরঃ চিত্তসুখসাধনেন সাধ্যো যস্যাস্তয়া । তথা পরিরম্ভস্য তদুপলক্ষিত বিবিধ বিলাসস্য কৌশলে চাতুর্য্যে বিকাসন শীলং ভাবো যস্যাস্তয়া ।। ২০০ ।।

শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন দানে সখীকে সঙ্কুচিতা দেখিয়া কোন সখী রুষ্টাবৎ যাহা বলিতেছেন তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থকার নিজ পদ্যে লিখিলেন- হে কমলনয়নে ! তুমি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই প্রেমে অন্ধ হইয়া বিচার বিবেচনা শূন্য হইয়া শ্রীগোবিন্দকে আপনার নবযৌবনাঞ্চিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট শরীর সমর্পণ করিয়াছ, এক্ষণে প্রাণকান্ত তোমার বরতনু দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল, সুতরাং হে চতুরিণি ! তাঁহাকে যৎসামান্য সময় অবলোকন প্রদানে কৃপণতা করিও না হে ! কারণ হস্তী বিক্রয় করিয়া কোন্ ব্যাক্তি অঙ্কুশের জন্য বিবাদ করে, অর্থাৎ তুমি নিজদেহ যাহাকে সম্পূর্ণ দান করিয়াছ তাহাকে কিঞ্চিৎ দেহমাধুরী দর্শনের জন্য বাধা দেওয়া অতীব অন্যায় । ১৯৯ ।

"অথ সুরতক্রীড়া "

যে নিমিত্ত পূর্ব্বরাগ অভিসার বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে যুবকযুবতীর দর্শন আলিঙ্গনাদির অনুকূল দ্বারা সমুল্লসিত হইয়া যে ভাব চরম সীমা প্রাপ্ত হয় তাহাকে সম্ভোগ বলে, তাহাতে পরস্পরের সুখ বাসনা থাকে না, কিন্তু তাহাতে পরস্পরের সুখ দিবার বাসনা থাকে, তাহা শ্রীকবিরাজ মিশ্রের পদ্যে লিখিতেছেন-

কস্যচিৎ

অস্মিন্ কুঞ্জে বিনাপি প্রচলতি পবনং বর্ত্ততে কোঽপি নূনং
পশ্যামঃ কিং ন গত্বেত্যনুসরতি গণে ভীতভীতেঽর্ভকাণাম্ ।
তস্মিন্ রাধাসখো বঃ সুখয়তু বিলসন্ ক্রীড়য়া কৈটভারি-
র্ব্যাতন্বানো মৃগারিপ্রবলঘুরঘুরারাবরৌদ্রোচ্চনাদান্ ।।২০১ ।। স্রগ্ধরা

রাত্রৌ অভিসার পূর্ব্বক ক্রীড়াইব দিবাপি সা সম্ভবতি তাং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি অস্মিন্নিতি । তস্মিন্ কুঞ্জে ক্রীড়য়া বিলসন্ রাধাসখঃ কৃষ্ণো বো যুষ্মান্ সুখয়ত্বিত্যন্বয়ঃ । কিং কুর্ব্বন্নিত্যপেক্ষায়াং তৎ প্রসঙ্গমাহ হে ভ্রাতঃ ! অস্মিন্ কুঞ্জে কোঽপি জনো নূনং নিঃসন্দেহং বর্ত্ততে যতোঽস্মিন্ পবনং বায়ুং বিনা প্রচলতি সতি লতাদি পুঞ্জানাং প্রচলনং তত্রারোপ্যতে । তৎ শ্রুত্বা তে আহুঃ ভ্রাতঃ ! সত্যং বদসি অতঃ সর্ব্বে বয়ং কুঞ্জে গত্বা কিং কথং তং নপশ্যামঃ অপিতু আগচ্ছতে ইতি সর্ব্বে মিলিত্বা অর্ভকানাং গোপবালকানাং দামসুদামাদীনাং গণে অনুসরতি গচ্ছতি সতি তস্যা রহঃ ক্রীড়ায়াঃ প্রকাশন ভয়াৎ তান্ ভীষয়িতুং মৃগারেঃ শার্দ্দূলস্য প্রবলঘুর ঘুরারাবাৎ রৌদ্রান্ ভীতিজনকোচ্চনাদান্ শব্দান্ ব্যাতন্বানঃ । অতস্তন্নাদান্ শ্রুত্বা তেষাং গণে ভীতভীতে ভীতাদপি ভীতে সতি ক্রীড়য়া বিলসন্নিতি সম্বন্ধঃ । এবং ভীতিসংস্কারাৎ দিনান্তরেঽপি তেষাং তত্র গমনাভাবো জ্ঞেয়ঃ । অথবা যোগমায়া যেন কেন প্রকারেণ তৎ সর্ব্বং সমাধত্তে ইতি জ্ঞেয়ম্ ।। ২০১ ।।

পরমানুরাগবতী স্মরবিলাস পরায়ণা প্রাণকান্তকে সুখ প্রদানের নিমিত্ত যিনি আলিঙ্গন চুম্বন নখাভিঘাতাদি কেলি কৌশলে নিজ মনো ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন সেই শ্রীমতীরাধার সহিত শিখণ্ড শেখর শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পকে সমাদর বা পূজন রূপ মহোৎসব নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন । ২০০ ।

রজনীতে অভিসার পূর্ব্বক বিলাসের ন্যায় দিবসেও অভিসারাদি সম্পন্ন হয়, তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- কোন এক দিন শ্রীকৃষ্ণ সখাবৃন্দ সমভিব্যাহারে গোচারণে গমন করতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যথা সময়ে শ্রীরাধার সহিত নিকুঞ্জে মিলিত হইয়া বিলাস করিতেলাগিলেন, সখাগণ অন্বেষণক্রমে সেই কুঞ্জের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া পরস্পর বলিতেলাগিলেন- হে সখাগণ ! এই কুঞ্জে পবন বিনা যখন লতাদি বিচলিত হইতেছে, তখন ইহাতে অবশ্যই কোন ব্যক্তি আছে, সুতরাং আমরা নিকুঞ্জে প্রবেশ

"অথ ক্রীড়ানন্তরং জানতীনাং সখীনাং নর্ম্মোক্তিঃ"

সমাহর্ত্তুঃ

ইহ নিচুলনিকুঞ্জে মধ্যমধ্যাস্য রন্তু-
র্বিজনমজনি শয্যা কস্য বালপ্রবালৈঃ।
ইতি নিগদতি বৃন্দে যোষিতাং পান্তু যুষ্মান্
স্মিতসুবলিতরাধামাধবালোকিতানি।। ২০২ ।। মালিনী।

সখীনামপি রতিক্রীড়া দর্শনানধিকারাৎ ক্রীড়ানন্তরং তাভ্যাং সহ মিলিতানাং তৎকুঞ্জ মধ্যগতানামিঙ্গিতেন তজ্জানতীনাং তাসাং নর্ম্মোক্তমাহ অথেতি তদুক্তিং সমাহর্ত্তা লিখতি ইহেতি। ইহ নিচুল নিকুঞ্জে বিজনং জনরহিতং মধ্য মধ্যস্য প্রাপ্য কস্য রন্তুঃ রমণকর্ত্তুর্বাল প্রবালৈর্নবপল্লবৈঃ শয্যা অজনি জনিতেতি যোষিতাং প্রীতিমতীনাং ললিতাদীনাং বৃন্দে নিগদতি সতি স্মিত সুবলিতয়োরীষদ্ধাস্যযুক্তয়োঃ রাধামাধবয়োঃ পরস্পরমবলোকিতানি নেত্র কটাক্ষাঃ যুস্মান্ পান্তু ।। ২০২ ।।

করিয়া দেখিব না কেন ? অবশ্যই দেখিব। এই প্রকার বলিয়া গোপবালকগণ সাতিশয় ভীতি সহকারে সেই কুঞ্জে গমন করিতে চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি সেই অবস্থাই বালকগণকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত সিংহের সমান প্রবল উচ্চ ঘুর ঘুর শব্দ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই রাধাসখা শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের সুখ বিস্তার করুন। ২০১।

"শ্রীরাধাগোবিন্দের ক্রীড়ার পর যে সখীগণ জানিয়াছিলেন তাঁহাদের নর্ম্মপরিহাস"

শ্রীরাধা গোবিন্দের নিধুবনলীলা সখীগণেরও দর্শনের অধিকার নাই, সুতরাং তাঁহারা বিলাসের পর মিলিত হইয়া নর্ম্মপরিহাস করিতেছেন- তাহা শ্রীগ্রন্থাকার প্রভু নিজ পদ্যে লিখিতেছেন এই জন হীন বেতস নিকুঞ্জমধ্যে অবস্থিত কোন রমণশীলের জন্য নব পল্লবদ্বারা শয্যা প্রস্তুত হইয়াছিল, প্রীতিমতী ললিতাদি ব্রজকামিনীগণের মধ্যে শ্রীবৃন্দা এই প্রকার পরিহাস বাক্য বলিলে পরে, মৃদুমন্দ হাস্য সুবলিত শ্রীরাধা মাধব পরস্পরকে অবলোকন করিয়াছিলেন, সেই অবলোকন জাত কটাক্ষ সমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুন। ২০২।

"অথ মুগ্ধবালবাক্যম্ "

শ্রীলক্ষ্মণসেনস্য

কৃষ্ণ ত্বদ্বনমালয়া সহ হৃতং কেনাপি কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্ ।
ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিতস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ।। ২০৩ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

লজ্জাভঙ্গে সতি পরস্পরয়োঃ সাহসো জায়তে অতস্তদর্থং মুগ্ধবালবাক্য মাহাথেতি । শ্রীলক্ষ্মণ সেনস্য পদ্যেন তদ্দর্শয়তি কৃষ্ণেতি । কচিদ্রাত্রৌ ক্রীড়ায়াং সত্যাং প্রভাতে বৎসং চারয়তো দৈবাৎ তৎকুঞ্জমধ্যগতস্য গোপবালস্য বাক্যমিদং । হে কৃষ্ণ! ত্বদ্বনমালয়া গোপীকুণ্ডলেন চ সহবর্হদাম শিখিপিচ্ছ মালা কেনাপি জনেন হৃতং মোষিতং কুঞ্জমধ্যে বৎসচারণায় গচ্ছতা ময়া তদিদং প্রাপ্তং গৃহ্যতামিত্থং দুগ্ধং মুখে যস্য তেন বোধরহিতেন গোপশিশুনা অনঙ্গমঞ্জর্য্যাদীনামগ্রে আখ্যাতে কথিতে সতি ত্রপয়া লজ্জয়া নম্রয়া রাধামাধবয়ো র্বলিতো মিলিতো যঃ স্মেরো । মন্দহাস স্তেনালসাঃ স্থিরা দৃষ্টয়ো জয়ন্তি তাসাং মোহনং কৃত্বা উৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে ইতি তস্মিন্ দিনে পাকার্থং শ্রীযশোদয়াহূতা রাধা তত্রাগতা তত্রোভয়োর্মেলনে এবঃ প্রসঙ্গো জ্ঞেয়ঃ ।। ২০৩ ।।

"কোন সরল বালকের বাক্য"

পাকার্থে শ্রীযশোদা সমাহুতা শ্রীমতী গোপনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইলে সেখানে অনঙ্গাদি মঞ্জরীগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন মুগ্ধবালকের উক্তি শ্রীলক্ষণের পদ্যে লিখিতেছেন- হে কৃষ্ণ ! তোমার বনমালার সহিত কোন গোপীর কুণ্ডল, এবং ময়ূর পুচ্ছ মালাদি কোন ব্যক্তি হরণ করিয়াছিল, তাহা আমি গোচারণ কালে নিকুঞ্জের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর, বোধরহিত দুগ্ধমুখ কোন গোপশিশু এই কথা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলে লজ্জাবনত শ্রীরাধা মাধবের পরস্পর মৃদুমন্দ হাস্য সমন্বিত স্থির দৃষ্টিপাত জয়যুক্ত হউক ।২০৩ ।

"অত্র শ্রীরাধয়া সহ দিনান্তরকেলিঃ"

তত্র সখীবাক্যম্

সমাহর্ত্তুঃ

অধুনা দধিমন্থনানুবন্ধং কুরুষে কিং গুরুবিভ্রমালসাঙ্গি ।
কলসস্তনি লালসীতি কুঞ্জে মুরলীকোমলকাকলী মুরারেঃ ।। ২০৪।।

ঔপচ্ছন্দসিকম্

এবং প্রতিরাত্রং কৃষ্ণস্য রাধয়াসহ বিহারঃ স্যাৎ দিনমধ্যেপি নানা বিধো পরীহাসশ্চ তং দর্শয়িতুং প্রকরণমারভতে দিনান্তর ইতি। তত্র পরীহাসে সখীবাক্যং সমাহর্ত্তা স্বয়ং লিখতি অধুনেতি। কৃষ্ণপ্রেম্না হে অলসাঙ্গি গুরুরধিকো ভ্রমো যস্যা এবম্ভূতাসি যেন মন্থনদণ্ডৌ বৈপরীত্যেন নিক্ষিপ্যতে অতোঽধুনা দধিমন্থনানুবন্ধং কিং কিমর্থং কুরুষে, অলসকারণং বিশেষতো দর্শয়তি হে কলসস্তনি পূর্ণস্তনে কুঞ্জে মুরারের্মুরল্যাঃ কোমলধ্বনির্লালসীতি পুনঃ পুনর্বিরাজতে অস্মাভিস্তজ্জ্ঞাতমিতি। অত্র কলসস্তনীত্যুদাত্তালঙ্কারে এবায়ং সচ বাচার্থা সম্ভবেঽপি বস্তুতিশয়মাত্র ব্যঞ্জকঃ ক্বচিদ্দৃশ্যতেযথা গীতগোবিন্দে। তালফলাদপি গুরুমতিসরসং কিমু বিফলী কুরুষে কুচকলসমিতি। যদ্বা তাৎপর্য্যবতী অতিশয়োক্তিরিয়ং সাতু স্তনয়োর্লম্বত্ব নিরসন পূর্ব্বক সুগোলত্ব ব্যঞ্জিকেতি কিঞ্চ তয়োঃ কামস্য পূজাধার ঘটত্বেন রূপণং বা তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্য করকমলেন পূজনেনেষ্ট রতি সুখপ্রাপ্তিতাৎপর্য্যার্থকমিতি জ্ঞেয়মতো নবকৈশোরেঽপি তদ্রূপত্বেন বর্ণনং ন রস বিঘাতকমিতি চ বোধ্যম্ ।। ২০৪ ।।

"শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্যদিবসের কেলী
তদ্ বিষয়ে সখীবাক্য"

শ্রীরাধার নিকুঞ্জবিলাসে চিত্ত আবিষ্ট হওয়ায় সকল কার্য্য বিপরীত হইতেছে তাহা দেখিয়া সখী যাহা বলিল তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থকার নিজ পদ্যে লিখিতেছেন- হে অলসাঙ্গি ! শ্রীরাধে ! আলস্য ভরে অতিশয় ভ্রমযুক্তা হইয়াছ, যে হেতু দধিমন্থনকাল বিগত হইলেও মন্থন ভাণ্ডে বিপরীত ভাবে মন্থনদণ্ড নিক্ষেপ করিতে ? হে কলসস্তনি ! তোমার এই বিভ্রমের কারণ আমি বুঝিয়াছি, নিকুঞ্জমধ্যে শ্রীমুরারির মুরলীর কোমল সুমধুর ধবনি অতিশয় রূপে বিরাজ করিতেছে, অর্থাৎ তোমাকে আকর্ষণ করিতেছে। ২০৪ ।

"অথ তস্যাঃ সখীং প্রতি সাকূতবাক্যম্"

কস্যচিৎ

শ্বশ্রূরিঙ্গিতদৈবতং নয়নয়োরীহালিহো যাতরঃ
স্বামী নিঃশ্বসিতেঽপ্যসূয়তি মনোজিঘ্রঃ সপত্নীজনঃ।
তদ্দূরাদয়মঞ্জলিঃ কিমমুনা দৃগ্‌ভঙ্গিভাবেন তে
বৈদগ্ধীবিবিধপ্রবন্ধরসিক ব্যর্থোঽয়মত্র শ্রমঃ ।। ২০৫ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

রত্যভিলাষবত্যা রাধয়া অপি আকূতং স্যাদভিপ্রায়ে ত্রিষু ত্বার্ত্তনিনাদিতে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ । আকূতেন অভিপ্রায়েণ সহ বচনং শ্রীকৃষ্ণস্যানুরাগবৃদ্ধয়ে ভবতীত্যভিপ্রেত্যাহ অথেতি । তত্রাভিসারার্থং রহসি যাচমানং কৃষ্ণং প্রতি রাধা যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি শ্বশ্রূরিতি । হে বৈদগ্ধীনাং ! বিবিধে প্রবন্ধে রচনা বিশেষে রসিক সরস তে তবামুনা দৃশোশ্চক্ষুষোর্ভঙ্গী ভাবেন মদভিসার প্রযোজকেন কিং ন কিঞ্চিৎ ফলং অত্র বিষয়ে ভবতোঽয়ং শ্রমো ব্যর্থো ভবতু । তেন চ মমাপরাধো ভবিতৈব তত্তস্মাৎ তস্য ক্ষমাপনায় দূরাদয়মঞ্জলির্ময়া ক্রিয়তে নাহমধুনাগন্তুং শক্তাস্মি যতঃ শ্বশ্রূ জটিলা নয়নয়োরিঙ্গিত দৈবতং দেবতাবৎ কটাক্ষমপি জানাতি । যাতরো ভর্ত্তৃ ভ্রাতৃজায়া ঈহালিহো মম চেষ্টামপ্যাস্বাদয়ন্তি, স্বামী নিঃশ্বসিতেঽপি অসূয়তি অকাণ্ডে অনয়া কথমেবং নিশ্বসিতমিত্যসূয়াং করোতি । তথা সপত্নী জনঃ পদ্মাদি-র্মনোজিঘ্রঃ অর্থান্মনোবার্ত্তামপ্যনুসন্ধত্তে তত্তস্মাদগমনে শক্ত্যভাবাদ্দূরাদপি কিমুত নিকট ইতি ভাবঃ ।। ২০৫ ।।

"শ্রীরাধার অভিপ্রায়ের সহিতবাক্য"

কোন একদিন শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জে অভিসারের জন্য গোপনে শ্রীরাধাকে যাচনা করিলে, তাহা জানিয়া শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে চতুর ! আমার শাশুড়ীমাতা দেবতাদের সমান নয়নের ইঙ্গিতও জানিতেপারেন, পতির ভ্রাতার পত্নীগণ আমার নয়নদ্বয়ের চেষ্টাও বুঝিতে পারেন, আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেও আমার স্বামী বৃথা দোষারোপ করেন, অপর সপত্নীজন (পদ্মাদি)মনের ভাব বা কথাও পরিজ্ঞাত হইতেপারে, অতএব আমি বহুদূর হইতে এই অঞ্জলি অর্থাৎ (জোড় হাতে) প্রণাম করিতেছি, সুতরাং হেবৈদগ্ধী বিবিধ প্রবন্ধরসিক ! নয়ন ভঙ্গী দ্বারা আমাকে অভিসারের সঙ্কেত করার নিমিত্ত তোমার যে পরিশ্রম তাহা বৃথা । ২০৫ ।

হরস্য

সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্‌ভজরতীবাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী।। ২০৬ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

পারদারিকাণামেতাদৃগ্বিড়ম্বনং ভবতি যতো ভগবানপি স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়াঞ্চকারেতি ন্যায়েন তাদৃক্ ক্লেশং স্বীকৃতবানিত্যভিপ্রেত্য হরো যৎ পদ্যং ব্যরচয়ৎ তদযোগ্যমপি পরকীয়ারসপোষায় লিখতি সঙ্কেতীতি। কংসদ্বিষঃ কৃষ্ণস্য বিলাসযোগ্যা শর্ব্বরী রাত্রি রাধায়াঃ প্রাঙ্গণ কোণস্থস্য কোলিবিটপিনঃ ক্রোড়ে গতা যাপিতা অতঃ পরমবশ্যমেব গৃহান্নির্গত্য মাং ভজিষ্যতীতি কৃত্বা তত্র সর্ব্বামেব রাত্রিং নিরযাপয়দিত্যর্থঃ । ননু রাধিকা কথং গৃহান্নির্গচ্ছতীতি অত্রাহ হে রাধে ! তব প্রাঙ্গণকোণস্থ কোলি বৃক্ষমাশ্রিত্য কোকিলাদিবৎ শব্দং করিষ্যে তং শ্রুত্বা ত্বমাগমিষ্যসীতি দূতী দ্বারা স্বয়ং বা বিজ্ঞাপয়ামাসাতস্তং সঙ্কেতীকৃতং কোকিলাদিনিনাদং কুর্ব্বতঃ । তং শ্রুত্বা আগমনোদ্যতায়া রাধায়া দ্বারোন্মোচনেন হেতুনা লোলানাং চঞ্চলানাংশঙ্খবলয়ানাং ক্বাণং ধ্বনিং শৃন্বতঃ তত্র মুহুরিতি জটিলায়া জাগরাবস্থা সূচক ভগবন্নাম গ্রহণং শ্রুত্বা দ্বারেহবস্থায় মুহূর্ত্তাৎ পরং তথৈব করণাৎ । অতঃ পুনঃ শঙ্খ বলয়শব্দঃ সম্যক্ জাগরিত ভূত্বা কেয়ং কেয়ং

পরকীয়া রসাস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের লোলুপতা শ্রীহর কবির পদ্যে লিখিতেছেন- কোন একদিন শ্রীমতীরাধা ভয় বশতঃ অভিসারে অসামর্থ্য প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে প্রিয়ে! আমি তোমার প্রাঙ্গনের কোণে বদরবৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া কোকিলাদি পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিব, তাহা শুনিয়া তুমি গৃহের বাহির হইবে, এই প্রকার কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যথানুরূপ কার্য্য করিলে অর্থাৎ কোকিলাদি পক্ষীর নিনাদচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে সঙ্কেত করিলে, শ্রীমতী অভিসারের নিমিত্ত দ্বার উন্মোচন অর্থাৎকপাট খুলিবার সময় চঞ্চল শঙ্খ ও বলয়ের শব্দ শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণ করিতেছিলেন, কিন্তু দৈবাৎ সেই সময় বৃদ্ধা জটিলা জাগরিত হইয়া "ও কে, কেও কপাট খুলিতেছে" এই কথা বলিলে শ্রীরাধা দ্বারোদ্‌ঘাটনে নিবৃত্ত হইয়া, পুনঃ দ্বারোদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হইলে পুনঃ সেই প্রকার জটিলার প্রগল্‌ভবাক্য প্রকাশ

শ্রীলক্ষ্মণসেনস্য

আহূতাদ্য মহোৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি ।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ।। ২০৭ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

দ্বারমুন্মোচয়তীতি প্রগল্ভায়া জটিলায়া বাক্যেন দূনাত্মন উপতপ্ত মনস ইত্যর্থঃ । এতৎ পদ্যস্যাযোগ্যত্বে কারণমুজ্জ্বলনীলমণে লোচন রোচন্যাং টীকায়াং দৃশ্যম্ । কিঞ্চ যা তস্যামপি রাত্রৌ শ্রীযশোদামপি মোহিতবতী পরম দুর্ঘট ঘটনাং রাত্রলীলামপি সমাহিতবতী অহহ তস্যা যোগমায়ায়া একাকিন্যা জরত্যা মোহনং কিং দুষ্করমাসীৎ যেন সত্য সঙ্কল্পস্য স্বস্বামিনো হাহা রাধায়া অপি অভিলষিত সঙ্কল্পহানিরভূৎ । খণ্ডিতাবস্থায়াং সঙ্কল্পহানিস্তু ভূষণমেবান্যথা তদ্রসানুপপত্তেরিতি দিক্ ।। ২০৬ ।।

লক্ষ্মণসেনদেবস্য পদ্যেনান্য দিবসীয়ামপূর্ব্বাং কামপি কেলিং দর্শয়তি আহূতেতি। তত্র শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যশোদাবাক্যং অদ্য নিশি রাত্রৌ মহোৎসবে নিমিত্তে ময়া আহূতা সতী রাধা শূন্যং বিদেশস্থেন ভর্ত্রা রহিতং গৃহং বিমুচ্য ত্যক্ত্বা ইহাগতা অতঃ শীঘ্রং গৃহে গমনমুচিতং কিন্ত্বস্মাকং প্রেষ্যজনো ভৃত্য সমুহো যোঽস্তি স মহোৎসবে ক্ষীবো মত্তোঽস্তি ময়াকারণেঽপ্যনাগমনাৎ । অতঃ কথমিয়ং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি তত্তস্মাৎ হে বৎস ত্বমিমামালয়ং গৃহং নয় প্রাপয়

পাইলে, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীরাধার প্রাঙ্গনস্থিত কুলবৃক্ষের অন্তরালে সম্পূর্ণরাত্রি ব্যতীত করিয়াছিলেন । ২০৬ ।

শ্রীলক্ষ্মণসেনদেবের পদ্যে অন্য দিবসের মনোরম লীলা লিখিতেছেন- ব্রজেশ্বরী শ্রীমতীযশোদা ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন- হে গোপাল ! অদ্য রাত্রিসময়ে আমাদেরগৃহে মহোৎসব দর্শন নিমিত্ত শ্রীরাধাকে আহ্বান করায় নিজের শূন্যগৃহ অর্থাৎ তাহার গৃহে কেহ রক্ষক না থাকায় শূন্যগৃহ পরিত্যগ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং শ্রীরাধার অতি শীঘ্র গৃহে গমন করা উচিত, এখন সেবকগণ মহোৎসবে উন্মত্ত হইয়াছে, ডাকিয়াও তাহাদের কোন সংবাদ পাইতেছি না, আবার কুলবধূ রাধা একাকী গৃহে কিপ্রকারে গমন করিবে, অতঃ হে বৎস !

কস্যচিৎ

গচ্ছাম্যচ্যুত দর্শনেন ভবতঃ কিং তৃপ্তিরুৎপদ্যতে
কিন্ত্বেবং বিজনস্থয়োর্হতজনঃ সম্ভাবয়ত্যন্যথা।
ইত্যামন্ত্রণভঙ্গিসূচিতবৃথাবস্থান খেদালসা-
মাশ্লিষ্যন্ পুলকোৎকরাঞ্চিততনুর্গোপীং হরিঃ পাতুবঃ।।২০৮।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

যদ্যেকস্ত্বমাগন্তং ভীতঃ স্যাস্তদস্যা গৃহে তিষ্ঠেতি বাক্যশেষো জ্ঞেয়ং স্নেহেন তস্য যোগ্যত্বাৎ ইতি যশোদা গিরো বাক্যানি বহুত্বস্তু প্রৌঢ্যেতি তাঃ শ্রুত্বা রাধামাধব-য়োরভিপ্রেতসিদ্ধত্বাত্মধুরস্মেরেণাঙ্গা অলসা মন্থরা দৃষ্টয়ো জয়ন্তি ।। ২০৭ ।।

অন্য দিবসে সূর্য্যপূজনস্য ছলেন পুষ্পচয়নার্থং বনমধ্যগতাং রাধাং শ্রীকৃষ্ণো দৃষ্ট্বা দূরস্থ সখীগণ তয়ৈকাকিনীমপি বলাৎকারমকৃত্বা কৌশলায় কিয়ৎকালমবস্থানার্থং যাচিতান্ সাতু নির্বিন্না সতী অদ্যাহং ব্রতিনীত্যুক্তা যদাহ তৎ কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি গচ্ছামীতি। হে অচ্যুত সঙ্কল্পচ্যুতিরহিত যথা ত্বং তথাহমপি অতোগৃহং গচ্ছামি অত্র ভবতো দর্শনেন মম কিংতৃপ্তিরুৎপদ্যতে ন কাপি কিন্তু এবং বিজনস্থয়োরাবয়োঃ সতো হতজনো নিন্দিতলোকো অন্যথা অন্য প্রকারং বিহারং সম্ভাবয়তি। কেবলং কলঙ্কেন কিমতো গচ্ছামীত্যেবং আমন্ত্রণভঙ্গ্যা কলঙ্কেন কিমতো গচ্ছামীত্যেবং আমন্ত্রণভঙ্গ্যা সূচিতং যদ্বৃথাবস্থানং তেনকলঙ্কেন

রাধাকে নিজগৃহে রাখিয়া এস''আর তুমি যদি ফিরিয়া আসিতে একাকী ভয় পাও, তবে না হয় রাধার গৃহে রাত্রিতে শয়ন করিয়া প্রভাতে সত্বর আসিও'' জননী যশোদার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধামাধবের সুমধুর মৃদুমন্দ হাস্য যুক্ত আলস্য পূর্ণ দৃষ্টি সকল জয়যুক্ত হউক। ২০৭ ।

দিবসে সূর্য্যপূজার নিমিত্তপুষ্পচয়ন করিতে বনে শ্রীরাধাকেশ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন সখীগণ শ্রীরাধাকে একাকী পরিত্যাগ করতঃ স্থানান্তরে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে শ্রীরাধার দিকে অগ্রসর হইলে, শ্রীরাধা যাহা বলিলেন তাহা কোন এক অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে গিরিধর ! আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি ব্রতপরায়ণা কুলবধূ, সুতরাং আমি স্বগৃহে গমন করিতেছি, হে সুন্দর ! তোমার দর্শনে আমার তৃপ্তি হয় না, অথবা আমার দর্শনের দ্বারা তোমার কি মনে তৃপ্তি উৎপন্ন হয় ? যদি হয়, তবে আমি শতগঞ্জনা সহ্য করিয়াও কিছু সময় তোমার

"অথ সখীনর্ম্ম"

সমাহর্ত্তুঃ

সখি পুলকিনী সকম্পা বহিঃস্থলীতত্ত্বমালয়ং প্রাপ্তা ।
বিক্ষোভিতাসি নূনং কৃষ্ণভুজঙ্গেন কল্যাণি ।। ২০৯।। আৰ্য্যা ।

কিমতো গচ্ছামীত্যেবং আমন্ত্রণভঙ্গ্যা সূচিতং যদ্বৃথাবস্থানং তেন খেদোহলসো বাগ্বিলাসরাহিত্যঞ্চ যস্যাস্তাং গোপীং সজাতিত্বেনোপভোগ্যাং প্রকরণাদ্রাধামাশ্লিষ্যন্ তেন পুলকোৎকরৈ রোমাঞ্চসমূহৈ রঞ্চিতা নিচিতা তনুর্যস্য স বো যুষ্মান্ পাতু ।। ২০৮ ।।

এবং দিনান্তরে কৃষ্ণেন নিরীক্ষিতাং রাজপথাদাগতাং রাধাং দৃষ্ট্বা সখীনাং যঃপরিহাসো জাতস্তং দর্শয়তিঅথ সখীনর্ম্মেতি। তাসাং নর্ম্মোক্তিং স্বয়ং গ্রন্থকারো বিবৃণোতিসখিতি। সখি ! হে রাধে ! বহির্দেশং রাজপথং গত্বা পুলকিনী রোমাঞ্চিতা কম্পেন সহিতা সতী বহিঃস্থলীত ত্বমালয়ং প্রাপ্তা অতো নূনং বিতর্কে কৃষ্ণভুজঙ্গেন কৃষ্ণসর্পেণ বিক্ষোভিতাসি তাড়িতাসি? হে কল্যাণি কল্যাণ বলেন তেন ন গ্রাসিতাসীতি। অত্র ভয়এব হেতুঃ শ্লেষেণ কৃষ্ণরূপ কামুকেন স্পর্শন দ্বারা বিক্ষোভিতাসি তত্তু সৌভাগ্যেনেত্যাহ হে কল্যাণীতি অত্র প্রীতিরেব হেতুর্জ্ঞেয়ঃ ।। ২০৯ ।।

নিকটে থাকিব, কিন্তু হায় ! আমাদের দুইজনের এই জনহীনস্থানে এই ভাবে অবস্থান হতভাগালোক অন্য প্রকার সম্ভাবনা অর্থাৎ বিহার সম্ভাবনা করিবে, অতঃ বিলাস বিনা বৃথা কলঙ্কের ভাগী না হওয়াই শ্রেয়ঃ, সুতরাং গৃহে গমন করিতেছি, এই রূপ ভঙ্গিদ্বারা বিলাসের জন্য শ্রীরাধা আমন্ত্রণ করিলে, এই কাল পর্য্যন্ত বৃথা অতিবাহিত করিলাম" এই প্রকার খেদনিবন্ধন অলসাঙ্গী গোপীশিরোমণি রাধাকে আলিঙ্গন করতঃ যাঁহার শরীর পুলকাঙ্কিত হইয়াছিল সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ।২০৮

"শ্রীরাধার প্রতি সখীর পরিহাস"

কোন একদিন শ্রীরাধা গোচারণগমনকারী শ্রীশ্যামসুন্দরকে রাজপথে দর্শন করিয়া স্বগৃহে আগমন করিলে প্রিয়সখী তাঁহার অবস্থা বিলোকন করিয়া পরিহাস পূর্ব্বক যাহা বলিল তাহা শ্রীগ্রন্থকার প্রভুপাদ নিজ পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখিরাধে! তুমি রাজপথে গমন করিয়া রোমাঞ্চ এবং অতিশয় কম্পযুক্তা হইয়া

"অথ পুনরন্যেদ্যুরভিসারিকা"

"তত্র সখীবাক্যম্"

তস্যৈব

অক্লান্তদ্যুতিভির্বসন্তকুসুমৈরুত্তংসয়ন্ কুন্তলা-
নন্তঃ খেলতি খঞ্জরীটনয়নে কুঞ্জেষু কঞ্জেক্ষণঃ ।

এবং সামান্যতঃ কিয়তীর্লীলা বর্ণয়িত্বা অতৃপ্ত্যা ক্রমেণাষ্টৌ নায়িকাবস্থাং বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে তত্র পুনরভিসারিকামাহ অথেতি। তত্র সখী যদাহ তৎ স্বয়ং গ্রন্থকারো বিবৃণোতিঅক্লান্তেতি। হে খঞ্জরীটনয়নে ! খঞ্জন নেত্রে ! কঞ্জেক্ষণঃ পদ্মনেত্রঃ কৃষ্ণো অক্লান্তদ্যুতিভিঃ রমণীয়কান্তিভি র্বসন্তঋতু ভবৈঃ কুসুমৈঃ কুন্তলান্ চিকুরান্ উত্তংসয়ন্ ভূষয়ন্ কুঞ্জেষন্তর্মধ্যে খেলতি ক্রীড়াং করোতি। তবতু করৌ অস্মান্মন্দিরকর্ম্মণঃ সকাশাৎ অদ্যাপি ন কিং বিশ্রাম্যতঃ বিশ্রামং ন প্রাপ্নুবতঃ, অতো বয়ং ব্রূমঃ ত্বং রসিকানামগ্রণীর্মুখ্যাসি ইয়ং ঘটী দণ্ডোঽভিসারে বিলম্বক্ষমা ন ভবতীতি অধুনা গার্হস্থ্য কর্ম্মভ্যো জলাঞ্জলিং দত্বা শীঘ্রং প্রিয় দর্শনার্থমভিসরেতি । অত্র খঞ্জরীট নয়ন ইতি কঞ্জেক্ষণ ইতি প্রয়োগেণ চ সখীনামভিপ্রায়োঽয়ং যঃ পদ্মস্থং খঞ্জনং পশ্যতি স রাজা ভবতীতি প্রসিদ্ধঃ অতস্তব

গৃহে আগমন করিয়াছ, অতএব আমার মনে হয় তুমি কালসর্প অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ভুজঙ্গম কর্ত্তৃক বিতাড়িতা হইয়াছ, হে কল্যাণি ! তোমার পরম সৌভাগ্য যে ঐ ভয়ানক কৃষ্ণভুজঙ্গম তোমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নাই । ২০৯ ।

পুনরায় অন্য দিবসে অভিসারিকা (১)

"এই বিষয়ে সখীর বাক্য"

প্রথমে সামান্যতঃ লীলা বর্ণনা করিয়া অতৃপ্তহৃদয়ে ক্রমপূর্ব্বক অষ্টনায়িকাবস্থা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে শ্রীগ্রন্থকার প্রভুপাদ স্বকৃতপদ্যে অভিসারিকা বর্ণনা ক্রমে সখী বাক্য লিখিতেছেন- হে খঞ্জরীটলোচনে ! সখিরাধে! কমল নয়ন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় মনোরম কান্তিযুক্ত বসন্তকালে উৎপন্ন সুগন্ধি কুসুম দ্বারা কেশ সকল বিভূষিত করিয়া নিকুঞ্জসকলের মধ্যে স্বচ্ছন্দ ক্রীড়া করিতেছে, হায় ! এই গৃহকর্ম্ম হইতে এখনও কি তোমার হস্তদ্বয় বিশ্রাম লাভ করিতেছেনা, ওহে! তোমাকে আর কি বলিব, তুমি ত রসিকা রমনীগণের শ্রেষ্ঠা, সুতরাম্ এই

অস্মান্মন্দিরকর্ম্মতস্তব করৌ নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতঃ
কিং ব্রূমো রসিকাগ্রণীরসি ঘটী নেয়ং বিলম্বক্ষমা ।।২১০ ।।

শার্দুলবিক্রীড়ীতম্

অথ পরীক্ষণকারিণীং সখীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্

কস্যচিৎ

লজ্জৈবোদ্‌ঘটিতা কিমত্র কুলিশোদ্বদ্ধা কবাটস্থিতি-
র্মর্য্যাদৈব বিলঙ্ঘিতা সখি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাত্মজা ।

নয়নে খঞ্জনযুগলে যদি শ্রীকৃষ্ণনয়ন পদ্মযোরারুহ্য নৃত্যত স্তদৈতে দৃষ্ট্বা বয়ং রাজবৎ পরম সুখিন্যো ভবাম ইত্যতো-ঽস্মাকং পরম সুখার্থং তত্র শীঘ্র গমনমুচিতমিতি ।। ২১০ ।।

অহস্তু দিবাভিসারার্থমিমাং বদামি কিন্ত্বিয়ং শক্তা ভবিতা নবেতি স্ব পরীক্ষাকারিণীং কাঞ্চিৎ সখীং প্রতি রাধা যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি লজ্জৈবেতি। হে রাধে ! কিং বিধেয়ং কবাট যমুনা ব্যালাবল্যঃ অভিসারেপ্রতিবন্ধকাঃ সন্তি ইতি শ্রুত্বা রাধাহ কুলবধূনাং পরপুরুষ সমীপগমন নিরোধে পরম প্রবলা লজ্জৈব সাতু ময়া প্রথমমেবোদ্‌ঘাটিতা কুলিশেন বজ্রেণাপ্যুদ্বদ্ধা কবাটস্থিতিরত্র কিং গণ্যতেন কিমপীত্যর্থঃ । তথা কুলমর্য্যাদা কুলক্রমাগতত্বেনপ্রবাহ রূপা নদী কয়াপি লঙ্ঘিতুং ন শক্যতে সাচ ময়া গোষ্পদমিব তুচ্ছীকৃত্য বিশেষেণ লঙ্ঘিতৈব কেয়ং পুনঃ কলিন্দাত্মজা স্বল্পা যমুনেতি তথা যেষাং দৃষ্ট্যা সদ্যঃ প্রাণনাশো ভবতি

ঘটিকা বা সময় বিলম্বের যোগ্য নহে, অর্থাৎ তোমার সমান রসবতী রমণীর সকল গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই ক্ষণেই প্রাণকান্তের নিকটে অভিসার করা উচিত্, এক মূহুর্ত্তও বিলম্ব করিও না । ২১০ ।

"শ্রীমতী রাধাকে পরীক্ষাকারিণী সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য"

কোন এক সখী মনের কৌতুক বশতঃ চিন্তা করিলেন অমি প্রাণসখী রাধাকে দিবা ভাগে অভিসার করিতে বলিব, দেখি, তাহাতে সখী সমর্থা হইবে, কি না,? এই ভাবিয়া পরীক্ষা করিতে সখী তাহা বলিলে, সখীর প্রতি শ্রীরাধা যাহা বলিলেন তাহা কোন অজ্ঞাতনামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে রাধে ! দিবাভিসারে কবাট যমুনা ও সর্পশ্রেণী বিঘ্নাচরণ করিবে, তদুত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন- হে সখি ! কুলবধূগণের পরপুরুষের নিকটে গমনের প্রধান বাধা লজ্জা, আমি যখন তাহা

আক্ষিপ্তা খলদৃষ্টিরেব সহসা ব্যালাবলী কীদৃশী
প্রাণা এব সমর্পিতাঃ সখি চিরং তস্মৈ কিমেষা তনুঃ।।২১১ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

কস্যচিৎ

দ্বিত্রৈঃ কেলিসরোরুহং ত্রিচতুরৈর্ধম্মিল্লমল্লীস্রজং
কণ্ঠান্মৌক্তিকমালিকাং তদনু চ ত্যক্ত্বা পদৈঃ পঞ্চষৈঃ ।

তৎ সর্পদৃষ্টেরতি বিষহা খলানাং ননন্দাদীনাং দৃষ্টিঃ সহসা বলান্ময়া ক্ষিপ্তেব তুচ্ছীকৃতৈব, সখি ! তত্র ব্যালাবলী সর্পশ্রেণী কীদৃশী মম কিং কর্ত্তুং শক্তেতি ভাবঃ। অয়ে অনুরাগিণ্যা স্তবৈবং মতির্ভবতি চেৎ ভবতু পটেঽর্পিতাং তনুং তস্মৈ নায়কায় কথমর্পয়িষ্যসি তত্রাহ হে সখি ! চিরং জ্ঞানোদয়াবধি তস্মৈ পরম প্রেয়সে কৃষ্ণায় প্রাণাঃ প্রাণশব্দেন চ ইন্দ্রিয়বর্গাশ্চ ময়া সমর্পিতা এব এষা তনুঃ কিং স্বতন্ত্রা ভবিতুর্মহতি অতোঽর্পিতৈব সা অভিমন্যুস্তু পতিম্মন্য এব মম বিবাহাবধি তত্র রাগাভাবাৎ তনুরপি তস্মৈ নার্পিতা কিমুত প্রাণা ইতি ভাবঃ অতঃ পিষ্টপেষণবন্মৎ পরীক্ষণেনালং ত্বন্তু সখ্যা উচিতং কর্ম্ম কুর্ব্বিতি ব্যঙ্গার্থঃ ।। ২১১ ।।

এবং নর্ম্মসখীং স্বাভিপ্রেতং সম্বেদ্য তয়া সহ পথি গচ্ছন্ত্যা রাধায়াঃ প্রেম পরকাষ্ঠাং কস্যাচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি দ্বিত্রৈরিতি । তম্বঙ্গী পেলবং বিরলং তন্বিত্যমরাৎ বিরলাণ্যসাধারণান্যঙ্গানি যস্যাঃ সা রাধাকৃষ্ণপ্রেম্না সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবৈ র্বিঘূর্ণিতোঽন্তরো বাহ্যচেষ্টাপি যস্যাস্তদ্ভাবতয়া উপলক্ষিতা সতী অধ্বনি পথি দ্বিত্রৈঃ

প্রথমেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছি, তখন আর হীরকজড়িত দুর্ভেদ্য কবাট আমার কি করিবে হে? তাহা আমি অনায়াসে উদ্‌ঘাটিত করিব, এবং আমার ন্যায় রমণীর কুলমর্য্যাদা লঙ্ঘন করা কঠিন কার্য্য, কিন্তু আমি সেই কুলমর্য্যাদাকেই যখন বিলঙ্ঘন করিয়াছি তখন সামান্য ক্ষীণস্রোতা যমুনা আর কি বা করিবে ? অপর যাহাদের দৃষ্টি সদ্য প্রাণবিনাশ করে সেই ননন্দা প্রভৃতি খলগণের দৃষ্টিকেই যখন অতি তুচ্ছ করিয়াছি তখন সর্পগণ আমার কি ক্ষতি করিবে হে? এবং আমি জ্ঞানোদয়ের সময় হইতে যাহাকে প্রাণসকল সমর্পন করিয়াছি তাহাকে এই শরীর সমর্পন করিব, তাহার আর কথা কি হে ? অর্থাৎ আমি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া প্রাণনাথের নিকটে দিবসেই অভিসার করিব, তুমি আমার সঙ্গিনী হইবে কি না তাহাই বল ? ২১১ ।

কৃষ্ণপ্রেমবিঘূর্ণিতান্তরতয়া দূরাভিসারাতুরা
তন্বঙ্গী নিরুপায়মধ্বনি পরং শ্রোণীভরং নিন্দতি ।।২১২।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

অথ বাসকসজ্জা

(স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা ।।)

পদৈর্গত্বা কেলিসরোরুহং লীলাসরোরুহং ভারত্বেন মন্যমানা শীঘ্রগমনায় তৎ ত্যক্ত্বা এবং পর পরত্র জ্ঞেয়ম্ । তথা ত্রিচতুরৈ পদৈর্গত্বা ধম্মিল্লস্য কেশবন্ধস্য মল্লিকা মালাং ত্যক্ত্বা অত্রানির্দ্ধারিতে তাৎপর্য্যাৎ দ্বিত্রৈরিত্যত্রত্যেন ত্রিপদেন বিরোধো ন জ্ঞেয়স্তথা পঞ্চষৈঃ পদৈর্গত্বা তদনুপ্রিয়তমাং মৌক্তিক মালাং কণ্ঠাত্ত্যক্ত্বা নিতম্বস্য ত্যাগাসামর্থ্যাৎ নিরুপায়মুপায় রহিতং ক্রিয়া বিশেষণং বা শ্রোণীভরং নিতম্বভারং কেবলং নিন্দতীত্যন্বয়ঃ । বিধাত্রা কিমর্থং ময্যেব কৃতইতিকিন্তুতা সতী নিন্দা তত্রাহ দূরাভিসারাতুরা দূরদেশাভিসারে তেন ভারেণাতুরাহমিতি মননাৎ । যদ্বা দূরাভিসারাতুরা সতী তন্বঙ্গী কৃশাঙ্গীতি ব্যাখ্যেয়ং । অত্র পক্ষে প্রকরণাৎ রাধেতি কর্তৃপদং জ্ঞেয়ম্ ।। ২১২ ।।

নর্ম্ম সখীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহার সহিত অভিসারে গমনকারিণী শ্রীরাধার প্রেমপরাকাষ্ঠা কোন অজ্ঞাতনামা কবিরপদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিঘূর্ণিত হৃদয়া কোমলাঙ্গী শ্রীমতী অভিসার করতঃ বহুদূরে গমন করিতে হইবে এই প্রকার চিন্তা করিয়া শীঘ্রভাবে দুই তিন পদগমন করিয়া ভার বোধে হস্ত হইতে লীলা কমল দূরে নিক্ষেপ করিলেন, পরে তিন চারি পদ গমন করতঃ কবরী শোভা বর্দ্ধনকারী মল্লিকা পুষ্পের মালা গমনের বিঘ্ন মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলেন, পরে অতি সত্বর গমন করিবার জন্য পাঁচ ছয় পদ গমন করিয়া গুরু ভার মনে ভাবিয়া কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা পরি ত্যাগ করিলেন, এই সকল পরিত্যাগ করিয়াও যখন গমনে বিলম্ব হইতে লাগিল তখন নিরুপায় হইয়া নিজের অতি স্থূল নিতম্বভারকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ শীঘ্র গমনে কেলীপদ্ম সকলকে ভারবোধে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু নিজ নিতম্বের গুরুভারে গমনে অসমর্থ হেতু তাহাদের পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া "হায় ! বিধাতা কেন আমার নিতম্বদ্বয় এত স্থূল করিয়াছে যাহাতে আমি প্রাণনাথের নিকটে গমনে শ্রম অনুভব করিতেছি, সুতরাং আমার এই শ্রোণী দেশকে ধিক" এই বলিয়া নিন্দা করেন । ২১২ ।

শ্রীরঘুনাথদাসস্য

তল্পং কল্পয় দূতি পল্লবকুলৈরন্তর্লতামণ্ডপে
নির্ব্বন্ধং মম পুষ্পমণ্ডনবিধৌ নাদ্যাপি কিং মুঞ্চসি ।

নিশ্যভিসারস্তাবৎ হেতু দ্বয়েন ভবতি তত্রাদ্যো ব্রজেঽবস্থায় শ্রীকৃষ্ণো দূত্যাদি দ্বারা সঙ্কেতং করোতি তেনৈকঃ, কুঞ্জাদৌ স্থিত্বা বংশীরবেণ দ্বিতীয়ঃ । তত্রাদ্যে কদাচিৎ রাধাগমনাৎ পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণো গচ্ছতি গচ্ছন্নপি কদাচিৎ নিলীয় তিষ্ঠতীতি । শ্রীরাধাতু প্রায়স্তদাগমনাৎ পূর্ব্বং গত্বা দেহ গেহাদিকং সজ্জীকরোতি যেন শ্রীকৃষ্ণস্য সুখবিশেষো জায়তে অতোঽগ্রে শ্রীরাধায়া অভিসারং বর্ণয়িত্বা ক্রমিক রসপোষায় বাসকসজ্জাং বক্তুং প্রকরণমারভতে । অথ বাসকসজ্জেতি তল্লক্ষণং যথা- স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ । সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকেতি । শ্রীরঘুনাথ দাসস্য পদ্যেন তাং দর্শয়তি তল্পমিতি । হে দূতি ! লতামণ্ডপে বসন্তোৎফুল্লিত মাধবীলতা কুঞ্জে ঽন্তর্মধ্যে পল্লবকুলৈরশোকাদি পল্লব সমূহৈঃ কৃত্বা তল্পং শয্যাং কল্পয় যত্রপ্রাণেশ্বরঃ সুখেন শয়নং করিষ্যতি । ননু চঞ্চলে কৃষ্ণস্যাগমনে বিলম্বোঽস্তি ত্বাং সজ্জয়িত্বা শয্যাং করোমীতি সখ্যভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা মম পুষ্পেণ মণ্ডনস্য বিধানে অদ্যাপি নির্বন্ধং আগ্রহং কিং ন মুঞ্চসি এতেনালং পশ্য অমন্দমতিশয়মন্ধতমসং গাঢ়োন্ধকারঃ ক্রীড়ৎ সৎ বৃন্দাটবীং তস্তার আচ্ছাদয়ামাস

"বাসকসজ্জা" (২)

রজনীতে অভিসার দুই প্রকার হয়, প্রথম শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে অবস্থান করিয়া দূতীদ্বারা শ্রীরাধাকে অভিসার করান । দ্বিতীয় স্বয়ং কুঞ্জে গমন করতঃ মুরলী ধ্বনি দ্বারা শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করেন । শ্রীরাধা প্রায় শ্রীকৃষ্ণাগমনের পূর্ব্বেই কুঞ্জে গমন করিয়া শয়নী ও শরীর সুসজ্জিত করেন যাহাতে প্রাণনাথের আনন্দাতিশয় বৃদ্ধি পায়, অতএব প্রথমে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণন করিয়া বাসকসজ্জা নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। "হে প্রিয়ে ! তুমি কুঞ্জে অল্পকাল বিলম্বকর, আমি অতি শীঘ্রই তোমার নিকটে আসিতেছি, কান্ত এই প্রকার বলিলে যে নায়িকা তাহা শ্রবণ করিয়া কান্তের পূর্ব্বেই কুঞ্জভবনে গমন করিয়া প্রাণপ্রিয়ের আগমন প্রতীক্ষা করে, এবং কুঞ্জগৃহ ও নিজের দেহকে নানা প্রকার পুষ্পাভরণে সুসজ্জীত করে সেই নায়িকাকে বাসকসজ্জিকা বলে। শ্রীমতীর বাসকসজ্জিকা ভাব শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামীর পদ্যে লিখিতেছেন- হে দূতি ! বসন্ত সমাগমে প্রফুল্লিত মাধবীলতা কুঞ্জের অভ্যন্তরে

পশ্য ক্রীড়দমন্দমন্ধতমসং বৃন্দাটবীং তস্তরে
তদ্গোপেন্দ্রকুমারমত্র মিলিতপ্রায়ং মনঃ শঙ্কতে ।।২১৩।।
শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

অথোৎকণ্ঠিতা

(নানা কার্য্য বশাদ্যস্যাঃ প্রিয়ো নায়াতি মন্দিরম্ ।
সোৎকণ্ঠিতেতি কথিতা নিতান্তমবমানিতা ।।)

অতঃ পরং স ব্রজরাজকুমারঃ কথমাগচ্ছতি রাজকুমারী মামপি সঙ্কেতং চকার অতো গমনাবশ্যকতা তত্তস্মাৎ মে মনঃ গোপেন্দ্রকুমারং অত্র কুঞ্জে মিলিতপ্রায়ং শঙ্কতে অতোহন্য ব্যাপারং তক্তা শীঘ্রং শয্যাং বিরচয়েতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ।। ২১৩ ।।

এবং সখ্যা প্রযত্নেন সুসজ্জিতায়াঃ প্রিয়স্যাগমনং চিন্তয়ন্ত্যা রাধায়াঃ সম্বন্ধে রাত্র্যর্দ্ধে গতে তস্যা উৎকণ্ঠা জাতেতি। তদবস্থান্বিতাং তাং দর্শয়তি অথোৎকণ্ঠিতেতি। তল্লক্ষণং যথা । নানা কার্য্যবশাদ্যস্যাঃ প্রিয়োনায়াতি মন্দিরং । সোৎকণ্ঠিতেতি কথিতা তন্নিতান্তাবমানিতেতি । অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকাতু যা । বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতেতিচ। কস্যাচিৎ পদ্যেন তদুৎকণ্ঠাং লিখতি সখীতি । হে সখি ! কয়াপ্যপরস্ত্রিয়া মৎপ্রতিপক্ষ রমণ্যা বীণাবাদ্যে বিষয়ে স কৃষ্ণো বিজিতঃ পরাজিতোহভূৎ তত্র বীণাবাদ্যে ক্ষপাললিতং রাত্রিবিলাসো ধ্রুবং

অশোকাদি নবীন ও সুকোমল পল্লব সমূহের দ্বারা শয্যা রচনা কর, যাহাতে প্রাণকান্ত সুখে শয়ন করিতে পারেন, হায়দূতি ! পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা আমাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য এখনও আগ্রহ পরিত্যাগ করিতেছ না কেন ? দেখ ! মনোরম ক্রীড়াপ্রদ বৃন্দাটবীকে ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকার আবরণ করিয়া ফেলিল, সুতরাং আমার মনে হয় শ্রীগোপেন্দ্র কুমার এই নিকুঞ্জে মিলিত হইলেন প্রায়, অতএব তুমি সত্বর শয়নী রচনা কর । ২১৩ ।

"উৎকণ্ঠিতা"(৩)

সখী কর্ত্তৃকসুসজ্জীত হইয়া প্রাণনাথের আগমন চিন্তায় শ্রীমতী নিকুঞ্জেশ্বরীর অর্দ্ধরাত্রি বিগত হইলে উৎকণ্ঠা জাত হইল, সেই উৎকণ্ঠিতা অবস্থা কোন এক অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন। উৎকণ্ঠিতার লক্ষণ- বহুবিধ কার্য্যবশতঃ প্রিয়তম যে নায়িকার নিকুঞ্জমন্দিরে আগমন করেন না, এবং যিনি অতিশয় অবমানিত ভাবে অবস্থান করেন সেই নায়িকাকে উৎকণ্ঠিতা বলা হয় ।

কস্যাচিৎ

সখি স বিজিতো বীণাবাদ্যৈঃ কয়াপ্যপর স্ত্রিয়া
পণিতমভবত্তাভ্যাং তত্র ক্ষপাললিতং ধ্রুবম্ ।
কথমিতরথা শেফালীষু স্খলৎকুসুমাস্বপি
প্রসরতি নভোমধ্যেঽপীন্দৌ প্রিয়েণ বিলম্ব্যতে ।। ২১৪ ।।হরিণী

রাঙ্কস্য

অরতিরিয়মুপৈতি মাং ন নিদ্রা গণয়তি তস্য গুণান্মনো ন দোষান্ ।
বিরমতি রজনী ন সঙ্গমাশা ব্রজতি তনুস্তনুতং ন চানুরাগঃ ।।২১৫ ।।

পুষ্পিতাগ্রা।

নিশ্চিতং পণিতং পণীকৃতমভবৎ । ইতরথা শেফালীষু স্খলৎকুসুমাসু সতীষু অপি শব্দশ্চার্থঃ তথা ইন্দৌ চন্দ্রে নভো মধ্যে আকাশ মধ্যে প্রসরতি গচ্ছতি সতি অর্থাদর্দ্ধরাত্র্যতীতে প্রিয়েণ ময্যনুরাগবতা কথং বিলম্ব্যতে তস্য স্বাতন্ত্র্যে বিলম্বাসম্ভবাদিতি ।। ২১৪ ।।

রাঙ্কস্য পদ্যেন পুনস্তথৈব দর্শয়তি অরতিরিতি । প্রিয়স্যাগমনে বিষয়ে ইয়মরতি র্মামুপৈতি প্রাপ্নোতি নতু নিদ্রা যস্যাং সত্যাং মে দুঃখানুভবো ন স্যাৎ । মম মনস্তু তস্য গুণানেব গণয়তি ন তু দোষান্ তেষু গণিতেষু সৎসু সুখেন গৃহে গমনং স্যাদেব। তথা রজনী রাত্রির্বিরমতি তথাপি তস্য সঙ্গমাশা ন বিরমতি যস্যা মেতাদৃক দুঃখং প্রাপ্যতে । তনুঃ শরীরং তনুতাং কৃশতাং ব্রজতি নচ তত্রানুরাগঃ যত্র সতি সঙ্গমাশা ন নিবর্ত্ততে ।। ২১৫ ।।

শ্রীরাধা সখীকে বলিলেন- হে সখি! কোন অপর গোপরমণী 'সম্পূর্ণ রজনীবিলাস" পূর্ণ করিয়া বীণা বাদ্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছে, অথবা অক্ষক্রীড়ায় উক্ত পণে হারিয়া তাহার অধীন হইয়াছেন সুতরাং সেই রমণীর অদ্য রজনী সত্যই মনোরম হইয়াছে, অন্যথা শেফালী কুসুম সকল স্খলিত হইতেছে, চন্দ্র আকাশের মধ্যদেশে গমন করিলেন তথাপি প্রাণনাথ বিলম্ব করিতেছেন কেন হে ? ২১৪

কবিবর শ্রীরাঙ্কের পদ্যে পুনঃ উৎকণ্ঠিতা দশা বর্ণনা করিতেছেন-হে সখি ! আমার প্রাণকান্তকে দর্শন না করিয়া মনোগ্লানি প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু লোচনে নিদ্রা আসিতেছে না, অপর আমার মন প্রাণনাথের গুণ সকলই গণনা করিতেছে, দোষ নহে, সুখময়ী রজনী অবসান হইতেছে, কিন্তু শ্রীশ্যামসুন্দরের সহিত সঙ্গমের

"অথ বিপ্রলব্ধা"

(কৃত্বাসঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ।।)

তস্যৈব

উত্তিষ্ঠ দূতিযামো যামো যাতস্তথাপি নায়াতঃ।
যাতঃপরমপি জীবে-জ্জীবিতনাথো ভবেত্তস্যাঃ ।। ২১৬।। আর্য্যা।

"অথ খণ্ডিতা"

(প্রিয়োঽন্যনায়িকাভুক্তস্তচ্চিহ্নপরিরঞ্জিতঃ।
যস্যা মন্দিরমায়াতি খণ্ডিতা সা প্রকীর্ত্তিতা ।।)

অথ ভৃশং ব্যথিতান্তরায়াঃ ক্রমপ্রাপ্তাং বিপ্রলব্ধাং নির্ণয়তিঅথ বিপ্র লব্ধেতি। তল্লক্ষণং যথা কৃত্বা সঙ্কেত মপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে। ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মণীষিভিরিতি। অহং প্রিয়েণ সঙ্কেতিতাপি বঞ্চিতাস্মি অতো মৃত্যুরেব শ্রেয়সীতি মন্যমানা প্রাণসখীং প্রতি যদাহ তদ্রাঙ্কস্য পদ্যেন লিখতি উত্তিষ্ঠেতি। হে দূতি ! অস্মিন্নেব যামে কান্ত আগচ্ছতীতি ত্বয়োক্তং স যামঃ প্রহরো যাতস্তথাপি স নায়াতঃ অত উত্তিষ্ঠাত্রাবস্থিত্যা নালং যমুনাজল প্রবেশার্থং বয়ং যামঃ এতদ্দেহস্য ধারণং লজ্জাবহমিতি অয়ে সখি ! অধীরা সতী কিমিতি মাং দুনোষি তব প্রাণনাথ আগত প্রায়স্তত্রাহ অতঃ পরমেতদ্বিরহানলতাপানন্তরং যাপি জীবে তস্যা অপি স জীবনাথো ভবেদধুনৈ বাহং দেহং ত্যজামীতি ভাবঃ ।। ২১৬ ।।

আশাক্ষীণ হইতেছে না, আমার তনু কৃশতা লাভ করিতেছে, কিন্তু প্রাণপ্রিয়ের প্রতি অনুরাগ ক্ষীণ হইতেছে না। ২১৫।

"বিপ্রলব্ধা" (৪)

প্রাণবল্লভ প্রিয়তমাকে সঙ্কেত করিয়াও যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আসিতেনা পারেন, তাহা হইলে কান্তবিয়োগজন্য ব্যথিত হৃদয়া রমণীকে পণ্ডিতগণ বিপ্রলব্ধা বলেন। শ্রীরাধার বিপ্রলব্ধা অবস্থা শ্রীরাঙ্ক কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে দূতি ! তুমি যে বলিয়াছিলে এই প্রহরে শ্রীগোবিন্দ আসিবেন, দেখ সেই প্রহর কিন্তু বিগত হইল, গাত্রোত্থান কর, আমরা গৃহে গমন করি, সঙ্কেত কাল গত হইল তথাপি কান্ত আসিলেন না, ইহার পর যে রমণী জীবিত থাকিবে প্রাণনাথ তাহারই হইবেন।২১৬

ঔৎকলস্য

লাক্ষালক্ষ্ম ললাটপট্টমভিতঃ কেয়ূরমুদ্রা গলে
বক্ত্রে কজ্জলকালিমা নয়নয়োস্তাম্বূলরাগো ঘনঃ ।
দৃষ্ট্বা কোপবিধায়ি মণ্ডনমিদং প্রাতশ্চিরং প্রেয়সো
লীলাতামরসোদরে মৃগদৃশঃ শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতাঃ ।। ২১৭।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

এবং কথোপকথনেন রাত্রৌ গতায়াং সত্যাং সঙ্কেত সময়মুল্লঙ্ঘ্য ভীতবৎ শ্রীকৃষ্ণস্তন্মন্দিরমাগতঃ অতস্তেন সহ রাত্রৌ সহ বাসস্য খণ্ডনং জাতং তদবস্থান্বিতাং তাং দর্শয়তি অথ খণ্ডিতেতি তল্লক্ষণং যথা । প্রিয়োঽন্যনায়িকা ভুক্তস্তচ্চিহ্ন পরিরম্ভিতঃ। যস্যা মন্দিরমায়াতি খণ্ডিতা সাপ্রকীর্ত্তিতেতি। ঔৎকলস্য পদ্যেন তাং দর্শয়তি লাক্ষেতি। প্রাতঃকালে প্রেয়সঃ প্রিয়তমস্য কোপবিধায়ি কোপং বিধাতুং শীলমস্য এবম্ভূতমিদং মণ্ডনং ভূষণং ভূষণবচ্ছোভাকরং তত্তদ্দৃষ্ট্বা তস্যা মৃগদৃশো রাধায়াঃ লীলাতামরসোদরে লীলাপদ্মমধ্যভাগে শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতাঃ । লীলাপদ্ম দর্শনচ্ছলেন মৌনমেবালম্বিতেত্যর্থঃ । মণ্ডনপ্রকারং পরিচায়য়তি ললাট পট্টং ললাটস্থলং হাদিযোগে দ্বিতীয়া অভিতঃ ললাটস্য সর্ব্বত্র লাক্ষালক্ষ্ম পাদ যাবক চিহ্ন তত্তু স্বমস্তকে তৎপাদধারণাৎ গলে কেয়ূরমুদ্রা ভুজাভ্যাং কণ্ঠাশ্লেষাৎ কঙ্কণ চিহ্ন মিত্যর্থঃ । বক্ত্রে মুখে কজ্জল কালিমা সাতু চক্ষুষি চুম্বনাৎ । নয়নয়োস্তাম্বূল রাগস্যোদগমঃ সতু প্রেয়সী কর্ত্তৃক চুম্বনাৎ । অতঃ ক্রোধেন শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতা ইত্যন্বয়ঃ । প্রেয়সস্তাদৃগাচরণং ক্রোধহেতুর্ভবতি তাদৃগ্রূপ ধারণেনা গমনন্তু লীলাশক্তি প্রেরিতয়া ত্বরয়েতি জ্ঞেয়ম্ ।। ২১৭ ।।

"খণ্ডিতা"(৫)

এই প্রকার কথোপকথনে সখীর সহিত সমস্তরাত্রি বিগত হইলে সঙ্কেত সময় লঙ্ঘন করিয়া ভীতমনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকুঞ্জমন্দিরে সমাগত হইলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার রাত্রিবিলাস খণ্ডিত হওয়ায় শ্রীরাধা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন । প্রিয়তম অন্য নায়িকাকে সম্ভোগ করিয়া তাহার প্রদত্ত রতিচিহ্ন সকল নিজ শরীরে ধারণ করতঃ যে নায়িকার মন্দিরে আগমন করেন সেই নায়িকাকে খণ্ডিতা বলে । শ্রীমতীরাধার খণ্ডিতা স্বভাব উৎকলদেশীয় কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণের ললাটপট্টের সকল দিকে চরণ সংযুক্ত

"অথ তস্যা বাক্যম্"

রুদ্রস্য

কৃতং মিথ্যাজল্পৈর্বিরম বিদিতং কামুক চিরাৎ
প্রিয়াং তামেবোচ্চৈরভিসর যদীয়ৈর্নখপদৈঃ।
বিলাসৈশ্চ প্রাপ্তং তব হৃদি পদং রাগবহুলৈ-
র্ময়া কিন্তে কৃত্যং ধ্রুবমকুটিলাচারপরয়া।। ২১৮।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

তস্যাস্তাদৃগ্‌ভাবং দৃষ্ট্বা বিবিধা তথ্য চাটুবচোভিঃ সান্ত্বয়িতুংপ্রবর্ত্তমানং কৃষ্ণং প্রতি সৈব যদাহ রুদ্রস্য পদ্যেন তদ্দর্শয়তি কৃতমিতি। হে কামুক! মিথ্যা জল্পৈঃ কৃতং কৃতং যুগেঽলমর্থে ইতি মেদিনীকোষাৎ ব্যর্থমিত্যর্থঃ। মিথ্যাবচনৈ র্নাহং সান্ত্বয়িতুং সক্যে অতঃ প্রতারণা বাক্যেভ্যোবিরম কামুকেতি কামুকস্য স্বভাব এতাদৃশো ন তবৈব দোষ ইতি ব্যঙ্গার্থঃ। অতএব ত্বয়া সহ প্রীতিকরণে মমৈব দোষ ইতি ধ্বনিঃ। তব হৃদ্যং ময়া বিদিতং জ্ঞাতমেব অত উপদিশামি তামেব প্রিয়াং চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য উচ্চৈ র্নিরপবাদং যথাস্যাত্তথাভিসর ভজস্ব তত্রাস্মাকং ন কশ্চিদ্বিবাদঃ। সৈব তব সুখদাত্রীত্যাহ যদীয়ৈর্যস্যাঃ সম্বন্ধিভি র্নখ পদৈর্নখচিহ্নৈ-র্বিলাসৈশ্চ তব হৃদি পদং স্থানং প্রাপ্তং তত্র নখপক্ষে হৃদি বক্ষসি বিলাসপক্ষে মনসীত্যর্থঃ। তত্র তত্র সদা বর্ত্তমানত্বাৎ তৈস্তৈঃ কথম্ভূতৈ রাগবহুলৈঃ নখপক্ষে নখস্থ যাবক সম্বন্ধেন রক্তিমতয়া প্রতীয়মানৈঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহে নখচিহ্নমপি স্মরসমরস্যাঙ্গতয়া ভূষণমেব নতু দূষণং চরণপতনাদিবৎ। বিলাসপক্ষে অনুরাগ প্রচুরৈঃ অয়ে হে প্রিয়ে! স্বপ্নেঽপি কামপি ন ভজেঽহং পুষ্প পরাগাদিকমালক্ষ্যান্যথা যৎ সম্ভাব্যতেতত্তু ন বিচারাসহং তথাত্বে ত্বন্নিকটং কিমর্থমাগম্য ত্বামনুনয়ামি তত্রাহ ময়া তে কিং কৃত্যং ধ্রুবং নিশ্চিতং অস্তি ন কিমপি যতস্ত্বং মদ্বশী ভূতোঽসি কীদৃশ্যা ময়া অকুটিলাচার পরয়া কুটিলাচার-পরাভিস্ত্বং বশীকর্ত্তুং শক্যসে ইতিধ্বনিঃ স জাতৌ পরমা প্রীতিরিতি প্রসিদ্ধেঃ।।২১৮।।

যাবকের চিহ্ন, গলদেশে দৃঢ়আলিঙ্গন হেতুনায়িকার কেয়ূরের চিহ্ন, মুখে কাজলের কালিমা, এবং নয়নযুগলে তাম্বুলের গাঢ় রাগ বা রক্তিমা, এই প্রকার প্রাতকালে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কোপবিধায়ক ভূষণ অবলোকন করিয়া মৃগ নয়নী শ্রীরাধিকার অভিমান জাতদীর্ঘনিশ্বাস সকল লীলাপদ্মের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।২১৭।

তস্যৈব

সার্দ্ধং মনোরথশতৈস্তব ধূর্ত্ত কান্তা
সৈব স্থিতা মনসি কৃত্রিমভাবরম্যা ।
অস্মাকমস্তি ন হি কশ্চিদিহাবকাশ-
স্তস্মাৎ কৃতং চরণপাতবিড়ম্বনাভিঃ ।। ২১৯ ।। বসন্ততিলকম্ ।

ময়া কিন্তে কৃত্যং ধ্রুবমিতি শ্রুত্বা গুরুদ্রুহতা দোষপরিহারায় স্বচরণে পতিতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি রাধা যদাহ তত্তস্যৈব পদ্যেন দর্শয়তি সার্দ্ধমিতি । হে ধূর্ত্ত ! বঞ্চনাবচন দক্ষ অস্মাভিস্তব কিং প্রয়োজনং যতস্তব মনোরথশতৈঃ সার্দ্ধং সহসৈব কান্তা তব মনসি স্থিতাসীৎ যতঃ সা কৃত্রিমেণ কল্পিতভাবেন রম্যা ত্বাং বশীকর্ত্তুং রমণীয়া । বৈড়ালব্রতিকাখ্যঃ কর্ষতি লোকং তথা ন সল্লোকঃ । আদে স্তদেকনিষ্ঠা তন্নাদৃত্যং দ্বিতীয়স্যেতি ন্যায়াৎ । অত স্তবেহ মনসি অস্মাকং কশ্চিদবকাশোহি নিশ্চিতং নাস্তি সিংহপরাজিত ন্যায়েন তত্র প্রবেষ্টুং ন শক্তা ভবাম ইতি ব্যঙ্গ্যার্থঃ তস্মাচ্চরণ-পাতবিড়ম্বনাভিঃ কৃতং ব্যর্থং তব সর্ব্বমপ্যাচরণং বিড়ম্বনমেবাতো বহুত্বং ধূর্ত্তেতি সম্বোধনমীর্ষয়ৈব জ্ঞেয়ম্ ।। ২১৯ ।।

"শ্রীরাধিকার বাক্য"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর এই রূপ অবস্থা দর্শন করিয়া নানা প্রকার চাটুবাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা করিতেপ্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা যাহা বলিলেন তাহা শ্রীরুদ্রকবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে কামুক ! আমার নিকটে আর মিথ্যা প্রজল্পের প্রয়োজন নাই, ক্ষান্ত হও, তোমার মনের ভাব জানিয়াছি, অতএব যাহার অনুরাগ পূর্ণ বিলাসের দ্বারা তোমার হৃদয়ে নখচিহ্ন সকল স্থানলাভ করিয়াছে, তাহার নিকটে গমন কর ও চিরকাল ধরিয়া নির্ব্বিবাদে স্বচ্ছন্দে রমণ কর, আমি সরল মতি, আমার সহিত তোমার প্রয়োজন কি ? ২১৮ ।

নিরতিশয় দোষ পরিহারের নিমিত্ত কাকুবাক্যের সহিত স্বচরণে নিপতিত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা যাহা বলিলেন তাহা শ্রীরুদ্রকবির বাক্যে লিখিতেছেন- হে বঞ্চনা বচন দক্ষ ! শত শত বৃথা মনোরথের সহিত কল্পিত ভাবের দ্বারা পরমরম্যা সেই কান্তাই যখন তোমার মনের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং তোমার হৃদয়ে আমাদের কোন স্থান নাই, অতএব বৃথা চরণে পতিত হইয়া বিড়ম্বনার আর প্রয়োজন কি ? ২১৯ ।

বিশ্বনাথস্য

অনলঙ্কৃতোঽপি মাধব হরসি মনো মে সদা প্রসভম্ ।

কিং পুনরলঙ্কৃতস্ত্বং সম্প্রতি নখরক্ষতৈস্তস্যাঃ ।। ২২০ ।। উপগীতিআর্য্যা

"খণ্ডনাপুনির্ব্বেদায়াস্তস্যা বাক্যম্ "

শ্রীপুরুষোত্তমদেবস্য

ব্যতীতাঃ প্রারম্ভাঃ প্রণয়বহুমানো বিগলিতো

দুরাশা যাতা মে পরিণতিমিমাং প্রাণিতুমপি ।

ভঙ্গ্যা ঈর্ষ্যাবোধকং তদ্বচনং বিশ্বনাথস্য পদ্যেন বিবৃণোতি অনলঙ্কৃতো-ঽপীতি। হে মাধব ! স্বভাবেন সর্ব্ব শোভাপতে অনলঙ্কৃতো ভূষণরহিতোঽপি ত্বং প্রসভং বলাৎ সদা ত্বং মে মনোহরসি কিং পুনর্বক্তব্যং সম্প্রতি তস্যা বিলাসিন্যা নখরক্ষতৈরলঙ্কৃতস্ত্বং মনোহরসীতি। এতৎ দ্রষ্টুমশক্যায়া মম পুরতো ন তিষ্ঠতিষ্ঠেতি ধ্বনিঃ ।। ২২০ ।।

তচ্ছ্রুত্বা নির্বিন্নে শ্রীকৃষ্ণে গতে সতি তেন তস্যা যো নির্ব্বেদো বভূব তং লিখতি। তত্র পুরুষোত্তমদেবস্য পদ্যেন তস্যাঃ স্বগতবাক্যং দর্শয়তি ব্যতীতা ইতি । মে প্রারম্ভাঃ প্রকৃষ্টোদ্যমা বনাগমনাদিতল্পরচনান্তা ব্যতীতাঃ । প্রণয়েন যো বহুমানোঽহমেব তস্য প্রিয়া সোঽপি মমৈব প্রিয় ইতি গর্ব্বঃ স মম বিশেষেণ গলিতোঽভূৎ তেন তদ্বিপরীতাচরণাৎ তথা প্রাণিতুং জীবিতুমপি যেয়ং দুরাশা আসীৎ সাপি পরিণতিং যাতা প্রাপ্তা জীবনোপায় ভূতা সা গতেত্যর্থঃ । অতএবৈতে

শ্রীমতী রাধিকার ঈর্ষাব্যঞ্জক বাক্য শ্রীবিশ্বনাথ কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে মাধব ! তুমি অলঙ্কার ধারণ না করিলেও সর্ব্বদা বল পূর্ব্বক আমার মন হরণ কর, সম্প্রতি সেই বিলাসিনী গোপবনিতার নখাঘাতে তুমি যখন সুচারুভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছ, তখন আর মন হরণের কথা কিবলিব, তোমার রূপ দেখিয়া আমরা উন্মাদিনী হইয়া যাইব, অতঃ আমার সম্মুখ হইতেপ্রস্থান কর । ২২০।

"খণ্ডিতার পর নির্ব্বেদপ্রাপ্তা শ্রীরাধার বাক্য"

শ্রীমতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে গমন করিলে পরে শ্রীরাধার যে নির্ব্বেদ তাহা শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পদ্যে লিখিতেছেন- আমার বন আগমনাদি উদ্যম সকল নিবৃত্ত হইয়াছে, শ্যামের প্রণয়ের দ্বারা যে নিজেকে সকলের শ্রেষ্ঠ মনে ভাবিতাম তাহা বিগলিত হইয়াছে, অপর জীবন ধারণের যে

যথেষ্টং চেষ্টন্তাং বিরহিবধবিখ্যাতযশসো
বিভাবা মধ্যেতে পিকমধুসুধাংশুপ্রভৃতয়ঃ ।। ২২১ ।। শিখরিণী

তস্যৈব

মা মুঞ্চ পঞ্চশর পঞ্চশরীং শরীরে
মা সিঞ্চ সান্দ্রমকরন্দরসেন বায়ো।
অঙ্গানি তৎপ্রণয়ভঙ্গবিগর্হিতানি
নালম্বিতুং কথমপি ক্ষমতেঽদ্য জীবঃ ।। ২২২ ।। বসন্ততিলকম্

পিকঃ কোকিলো মধুর্বসন্তঃ সুধাংশুশ্চন্দ্রস্তৎ প্রভৃতয়ো ময়ি যথেষ্টং চেষ্টন্তাং কাম বর্দ্ধনতয়া মামুপতপ্তাং কুর্ব্বন্তামিত্যর্থঃ । এতে কিভূতা বিরহিজনস্য বধে বিখ্যাতং যশঃ কীর্ত্তি র্যস্য তস্য কামস্য বিভাবা বিরহিজনবধহেতব ইত্যর্থঃ । যদ্বা বিরহিবধবিখ্যাতং যশো যেষাং তে বিভাবা উদ্দীপনবিভাবা ইত্যর্থঃ ।। ২২১ ।।

পুনস্তস্যৈব পদ্যেন মহা খেদান্বিতায়া স্তস্যাঃ সকাকু বাক্যং লিখতি মামুঞ্চেতি। পঞ্চশর হে মন্মথ ! কাতরায়া মম শরীরে পঞ্চশরীং সম্মোহো মাদনশ্চৈব শোষণস্তাপনস্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য বাণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতা ইতিপ্রকারাং মা মুঞ্চ ন ক্ষিপ বায়ো হে মলয়ানিল ! সান্দ্রমকরন্দরসেন নিবিড়পুষ্প মধু রূপ জলেন মা সিঞ্চ যদি মমাঙ্গানি তিষ্ঠেয়ুস্তদা ভবতোঃ শ্রমঃ ফলত্বায় কল্পতে তানি নাদ্য স্থাস্যন্তীত্যাহ মম জীবঃ প্রাণঃ অঙ্গান্যালম্বিতু মাশ্রয়িতুং ক্ষমতে সমর্থো ভবতি। যত স্তানি তেন প্রেয়সা কর্ত্রাপ্রণয়ভঙ্গেন বিগর্হিতানি অতো রক্ষিতুমযোগ্যানি তদর্থমেবং মমাঙ্গানাং ধারণমিতি ভাবঃ ।।২২২ ।।

দুরাশা তাহাও চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব প্রিয়বিরহিজনের বধ বিষয়ে যাহার যশঃ জগতে বিখ্যাত আছে সেই দুরন্ত মদনের বৈভব বা অস্ত্র কোকিল, বসন্ত ও চন্দ্র প্রভৃতি সকলেই এখন যথেষ্ট চেষ্টা করুক। ২২১ ।

পুনঃ সাতিশয় খেদ যুক্তা শ্রীমতীরাধার কাকুবাক্য শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পদ্যে লিখিতেছেন- হে পঞ্চশর মদন ! আমার শরীরে আর পঞ্চশর অর্থাৎ সম্মোহন মাদন, শোষন, তাপন, ও স্তম্ভন এই পাঁচপ্রকার বাণ আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত পরিত্যাগ করিও না, হে বায়ো ! তুমি গাঢ়পুষ্পমধুরূপ জলের দ্বারা আর আমাকে সেচন করিও না, কারণ প্রাণনাথের প্রণয় ভঙ্গে কলুষিত অঙ্গ সকলকে জীব কোন প্রকারেই ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না । ২২২ ।

"অথ পুনঃ সায়মায়তি মাধবে সখীশিক্ষা "

সমাহর্ত্তুঃ

কঞ্চন বঞ্চন চতুরে প্রপঞ্চয় ত্বং মুরান্তকে মানম্ ।
বহুবল্লভে হি পুরুষে দাক্ষিণ্যং দুঃখমুদ্বহতি ।। ২২৩।। আর্য্যা

অথ মানিনী

অমরোঃ

ভবতু বিদিতং ছদ্মালাপৈরলং প্রিয় গম্যতাং
তনুরপি ন তে দোষোহস্মাকং বিধিস্তু পরাঙ্মুখঃ ।

ননু তদেক পরায়াঃ পরমপ্রেয়স্যাঃ স্বানুভবাবদ্যে তাদৃশে নির্বেদে জাতে শ্রীকৃষ্ণঃ কিঞ্চকার তত্রাহ পুনরিতি । রাধানিকট মাগতে তস্মিন্ ললিতা রাধাং যদশিক্ষয়ত্তৎ সমাহর্ত্তা নির্দিশতি কঞ্চনেতি । বঞ্চনচতুরে মুরান্তকে কঠিনচিত্তে ত্বং কঞ্চনানির্বাচ্যং মানং প্রপঞ্চয় বিস্তারয় । হি যতঃ বহূনাং নায়িকানাং বল্লভেপ্রীতি কর্ত্তরি পুরুষে দাক্ষিণ্যং সরলোদারাবিত্যমরাৎ সারল্যং সুকোমল চরিতং দুঃখমুদুচ্চৈর্বহতি নতু সুখলেশমিত্যর্থঃ । নারীণাং বাম্যতা খলু প্রিয়বশীকারিণী ভবতীতি প্রসিদ্ধিঃ ।। ২২৩।।

ততো ললিতয়া শিক্ষিতা স্বভাব সিদ্ধং মানমপি দূটীচকার তল্লক্ষণং যথা । হেতুরীর্ষ্যা বিপক্ষাদে বৈশিষ্ট্যে প্রেয়সা কৃতে । ভাবঃ প্রণয় মুখ্যোয়মীর্ষ্যামানত্ব মৃচ্ছতীতি। স চায়ং প্রণয়াশ্রিতঃ প্রণয়ং বিনা তদ্ব্যক্তৌ বৈরস্যাপত্তে রতএব তত্র সঙ্কোচাদ্যভাবঃ স্যাদেযন পতিরেকোগুরুঃ স্ত্রীণামিতি শাস্ত্রং নস্ফূর্য্যতে । তত্র

"সন্ধ্যাকালে মাধব সমাগত হইলে শ্রীরাধার প্রতি সখীর শিক্ষা"

সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর নিকটে আগমন করিলে শ্রীললিতা শ্রীরাধাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা শ্রীগ্রন্থকার স্বয়ং লিখিতেছেন- হে রাধে ! তুমি কঠিন হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন অনির্ব্বাচ্য মান বিস্তার কর । কারণ বহু গোপিকার বল্লভ যে পুরুষ, তাহার প্রতি সরল ব্যবহারই দুঃখ উৎপাদনের কারন । ২২৩ ।

"মানিনী"

প্রিয়তম কর্ত্তৃক বিপক্ষা নায়িকার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হইলে শ্রীমতীর ঈর্ষার সহিত মানের উদয় হয়, তাহা শ্রীঅমরু কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে কপটিন্ !

তব যদি তথাভুতং প্রেম প্রপন্নমিমাং দশাং
প্রকৃতিচপলে কা নঃ পীড়া গতে হতজীবিতে ।। ২২৪ ।। হরিণী

শ্রীপুরষোত্তমদেবস্য

কস্ত্বং তাসু যদৃচ্ছয়া কিতব যাস্তিষ্ঠন্তি গোপাঙ্গনাঃ
প্রেমাণং ন বিদন্তি যাস্তব হরে কিং তাসু তে কৈতবম্ ।

বিপক্ষায়া বৈশিষ্ট্যে প্রেয়সা কৃতে সতি ঈর্য্যয়া সহ মানো ভবতি তমমরো পদ্যেন দর্শয়তি ভবত্বিতি। সা তব প্রেম পাত্রী ভবতি চেৎ ভবতু তয়ৈব সহ রমণেন চ তব সুখোদয়ঃ স্যাদিতি ময়া বিদিতং জ্ঞাতং অতো মুখেন ছদ্মালাপৈঃ কপট বাক্যে রলং ব্যর্থম্ অতো হে প্রিয়! তব সুখৈনৈব মমাপি সুখমিতি জ্ঞাত্বা গম্যতাং তত্রৈব তব সুখোদয়াৎ । ননু রজন্যাং দৈবান্ময়া গন্তুমশক্তত্বান্মহাদোষ আপদ্যেত তৎ ক্ষমাপনার্থং বিনয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রেত্যাহ তব তনুঃ সুক্ষ্মমপি ন দোষঃ কিন্ত্বস্মাকং তু বিধির্বিধাতা পরাঙ্মুখ আসীৎ তেনৈবৈতাদৃগ্দুর্গতিঃ । তব যদি তথা ভূতং অনুকূলতা লক্ষণং প্রেম ইমাং ক্লেশদশাং প্রপন্নং ভবেৎ তথাপি প্রকৃতিচপলে স্বভাবেন চঞ্চলে হতজীবিতে নিন্দিতপ্রাণে গতে সতি নোঽস্মাকং কা পীড়া ন কাপীত্যর্থঃ । জীবদ্দশায়ামেব তব দুঃখ দর্শনস্যাশক্যত্বাদিতি ভাবঃ ।। ২২৪ ।।

পুরুষোত্তমদেবস্য পদ্যেন পুনরপি তদ্দর্শয়তি কস্ত্বমিতি । হে কিতব ! যা গোপাঙ্গনা যদৃচ্ছয়া তিষ্ঠন্তি স্বেচ্ছয়া কুর্ব্বতীষু তাসু কস্ত্বং ন কোঽপি । ত্বয্যনুরাগাভাবেন তাঃ পরম সুখিন্য ইতি ভাবঃ । তথা হে হরে ! প্রেমবত্যাঃ

সেই মেচকাননা তোমার প্রেমপাত্রী হয় হউক, তাহার সাথে তোমার সুখ হয় তাহা আমি জানিয়াছি, সুতরাং মুখে মাত্র কপট আলাপের প্রয়োজন নাই, হে প্রিয় ! তোমার সুখেই আমার সুখ জানিয়া তাহার নিকটেই গমন কর, তোমার সামান্যও দোষ নাই, বিধাতাই আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছে, তোমার সেই প্রেমই যদি এই দশা প্রাপ্ত হইল তখন স্বভাবতঃ চঞ্চল অতিশয়নিন্দিতপ্রাণে আর আমাদের প্রয়োজন কি ? জীবিত থাকিলেই তোমার দুঃখ দেখিয়া আমরাও কষ্ট পাইব । ২২৪ ।

শ্রীমতী মানিনী হইয়া প্রাণকান্তকে যে ঔলাহন দিয়াছিলেন তাহা শ্রীপুরুষোত্তমদেবের পদ্যে লিখিতেছেন- হে কিতব ! যে সকল গোপাঙ্গনা যদৃচ্ছা বশতঃ তোমার প্রতি অনুরক্তা না হইয়া অবস্থান করিতেছে তাহাদের বিষয়ে তুমি

এষা হন্ত হতাশয়া যদভবং ত্বয্যেকতানা পরং
তেনাস্যাঃ প্রণয়োঽধুনা খলু মম প্রাণৈঃ সমং যাস্যতি ।।২২৫।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম

"নিষ্ক্রামতি কৃষ্ণে সখীবাক্যম্"

সমাহর্ত্তুঃ

সাচিকন্ধরমমুং কিমীক্ষসে যাতু যাতু সখি পূতনার্দ্দনঃ ।
বামরীতিচতুরাং হি পামরীং সেবতাং পরমদেবতামিব ।।২২৬ ।।

রথোদ্ধতা

সুখহরে । যা গোপাঙ্গণা স্তব প্রেমানং নবিদন্তি অনুরাগহীনা ইত্যর্থঃ । তাসু স্বস্ব পত্যা সুখিনীষু তে কৈতবং কিং ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং সমর্থং অতো জ্ঞাতং তবানুরাগস্য বিপরীতা গতিরিতি তদাহ হন্তেতি খেদে এষাহং হতা ময়া হেতুভূতয়া ত্বয়ি পরমেকতানা ত্বদেক নিষ্ঠাভবমিতি যত্তেন হেতু নাস্যা মম ত্বয়ি প্রণয়ঃ প্রাণৈঃ সমমধুনা খলু নিশ্চিতং যাস্যতি যদি তদ্দ্রষ্টুমিচ্ছা তদা ক্ষণকালং বিলম্বং কুর্ব্বিতি ধ্বনিঃ ।। ২২৫ ।।

ময়ি সাক্ষাদ্ভুতে সতি অস্যা মান উত্তরোত্তরং বৃদ্ধিং প্রাপ্নোত্যতঃ কিয়দ্দূরং গত্বা দূতীং প্রেষয়ামীতি বিভাব্য স কাতরং ম্লানবদনে কৃষ্ণে নিষ্ক্রামতি সতি কৃষ্ণ প্রাণায়াস্তস্যাঃ মানশ্লথাবস্থাং বীক্ষ্য পুনরপি ললিতায়াঃ সখ্যা স্তাং প্রতি যৎ বাক্যং লপিতং তৎ স্বয়ং গ্রন্থ কৃল্লিখতিসাচীতি । হে সখি ! অমুমকৃতজ্ঞং নির্দয়ং সাচিকন্ধরং বক্রগ্রীবং যথাস্যাত্তথা কিং কিমর্থমীক্ষসে অনেনালং অতো যাতু যাতু বীপ্সাত্বনাদরে

কে ? অর্থাৎ তোমাতেঅনুরাগ না থাকার জন্য তাহারা পরম সুখিনী । হে প্রেমবতীর সুখ হরণকারি হরে ! যাহারা তোমার মহিমা জানে না তাহাদের প্রতি এই কৈতব কেন ? অর্থাৎ যে গোপললনাগণ নিজ পতির সহিত সুখিনী আছে তাহাদের প্রতি তোমার এই ধূর্ত্ততা কিছু ক্ষতি করিতে পারিবে না, হায় ! দুর্ভাগ্যের কথা যে আমি হত ভাগিনী কেবল মাত্র তোমাতেই একাগ্র হৃদয়া হইয়াছিলাম সেই জন্যই এখন তোমার প্রতি আমার যে প্রণয় তাহা আমার প্রাণের সহিত গমন করিবে, যদি তুমি আমার প্রাণ নির্গমন দর্শন করিবে তবে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর । ২২৫

"শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে সখীর বাক্য"

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন যদি আমি শ্রীমতীর নিকটে অবস্থান করি তবে প্রিয়ার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপাইবে, সুতরাং কিছু দূরে গমন করিয়া দূতী

"শ্রীকৃষ্ণস্য দূতী বাক্যম্"

রাঙ্গস্যৈতৌ

প্রেমাবগাহনকৃতে মানং মা কুরু চিরায় করভোরু ।
নাকর্ণি কিং নু মুগ্ধে জাতং পীযূষমন্থনে গরলম্ ।। ২২৭।। গীতিআর্য্যা।

অয়ং পূতনার্দনো বাল্যাবস্থায়ামপি ছলেন যঃ স্ত্রীবধ পরম সমর্থঃ কিমুত কৈশোরাবস্থায়ামিতি অতোঽস্মিন্ রতিঃ প্রাণনাশ হেতুর্ভবেদিতি ধ্বন্যর্থঃ । কিঞ্চ হি নিশ্চিতং বামরীতিষু বাহ্য প্রীতি প্রকাশনাসু চতুরাং নিপুণাং পামরীং প্রেমরীতিমূর্খাং স্ত্রিয়ং আরাধ্যাং পরমদেবতামিব সেবতাং সেবাং করোতু এষ তব শুদ্ধ প্রীতি রীতিং ন জানাত্যতো যাতু যাত্বিতি সম্বন্ধঃ ।। ২২৬ ।।

ততঃ কাতর্য্যেণাতি নির্বন্ধতঃ কৃষ্ণেণ প্রেরিতা বীরানাম্নী শ্রীকৃষ্ণদূতী মানং শ্লথয়িতুং সপ্রগল্ভং রাধাং প্রতি যদাহ তৎ রাঙ্কস্য পদ্যদ্বয়েন দর্শয়তি প্রেমেতি। হে করভোরু প্রেমাবগাহন কৃতে প্রেম্নোঽবগাহনং বিলোড়নমিয়ত্তা ময়ি কৃষ্ণস্য কিয়তী প্রীতিরীতি পরীক্ষণং তৎ কৃতে কৃতে শব্দো নিমিত্তার্থ স্তন্নিমিত্তায় চিরায় চিরকালং ব্যাপ্য মানং মা কুরু মানেঽপ্যতি নির্বন্ধো ন সুখায় স্যাৎ তত্র নিদর্শনং হে মুগ্ধে আয়তী দুঃখানভিজ্ঞে ত্বয়া কিং নাকর্ণি ন শ্রুতং পীযুষ মন্থনেঽপি যদ্গরলং বিষং জাতমিতি। অতো মানাগ্রহং ত্যক্ত্বা হিতোপদেশিন্যা মম বাক্যাৎ প্রিয়ং ভজস্বেত্যর্থঃ। ২২৭।

প্রেরণ করিব" এই প্রকার চিন্তা করিয়া ম্লান বদনে কুঞ্জ হইতে গমন করিলে মানিনী শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া মুখরাশ্রীললিতা যাহা বলিলেন তাহা শ্রীগ্রন্থকার স্বয়ং লিখিতেছেন- হে সখি ! তুমি গ্রীবা বক্র করিয়া বামদিকে কি দেখিতেছ ? ঐ অকৃতজ্ঞ নির্দয়কে দেখিও না, পূতনাঘাতী গমন করুক, গমন করুক, বাহ্য প্রীতিপ্রকট চতুরা শুদ্ধপ্রীতিরীতি মূর্খা পামরী কোন রমণীকে পরমদেবতার ন্যায় সেবা করুক ।২২৬।

"শ্রীকৃষ্ণদূতীর বাক্য"

অনন্তর সাতিশয় নির্বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিতা বীরা দূতী শ্রীরাধার মান দূর করিতে যে প্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করেন তাহা শ্রীরাঙ্ক কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে করভোরু ! শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মহাপারাবারে যদি অবগাহন করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে চিরকাল ব্যাপিয়া মান করিও না, হে মুগ্ধে ! অমৃতের নিমিত্ত ক্ষীর সাগর মন্থন করিলেও গরল উঠিয়া ছিল, তাহা কি শ্রবণ কর নাই ? ২২৭ ।

বিধুমুখি বিমুখীভাবং ভাবিনি মদ্ভাষণে মা গাঃ ।
মূঢ়ে নিগমনিগূঢ়ঃ কতিপয় কল্যাণতো মিলতি ।। ২২৮ ।। উপগীতিআর্য্যা।

"অথ দূতীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্"

অঙ্গদস্য

অলমলমঘৃণস্য তস্য নাম্না পুনরপি সৈব কথা গতঃ স কালঃ ।
কথয় কথয় বা তথাপি দূতি প্রতিবচনং দ্বিষতোঽপি মাননীয়ম্ ।। ২২৯ ।।
পুষ্পিতাগ্রা ।

হে বিধুমুখি ! সর্ব্বজন সুখদায়িবদনে হে ভাবিনি ! কৃষ্ণানুরাগবতি মদ্ভাষণে বিমুখীভাবং হেয়বুদ্ধিং মাগাঃ । কারণং শৃণ্বিত্যাহ হে মূঢ়ে ! ন খলু গোপিকানন্দনো-ভবানখিল দেখিনা মন্তরাত্মদৃক্ । বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ইতি রাসলীলায়াং ভবতীভিরুক্তং মানমদমত্ত তয়া তজ্জ্ঞানরহিতে নিগম নিগূঢ়ঃ সঃ অন্তরাত্মদৃক্ কতিপয় কল্যাণতো বহু পুণ্য কর্ম্মাচরণেন মিলতীতি । শ্লেষেণ বিধুমুখি বিধুনোতি কর্কশ বাক্যেন প্রিয়তমমপি কম্পয়তীতি বিধুরেবং ভূতং মুখং যস্যা হে তাদৃশি ভাবিনীতি কলহাভিপ্রায় যুক্তে অতঃ সরোষং ত্বাং বদামীতি ভাবঃ ।। ২২৮ ।।

দূতী বাক্যং শ্রুত্বা কৃষ্ণং ভজিতুকামাপি হঠান্মানং ত্যক্তুমসমর্থা সতী শ্লেষ গর্ব্বের্ষ্যয়া তাং প্রতি রাধা যদাহ তদঙ্গদস্য পদ্যেন দর্শয়তি অলমলমিতি । হে দূতি ! অঘৃণস্য ঘোরান্ধকার রজন্যাং মাং বনং যাপয়িত্বা অন্যয়াসহ রমণেন মাং প্রতি নির্দয়স্য তস্য নাম্না অলমলং মম মান ভঞ্জনায় অলমতিশয়েনালং পর্য্যাপ্তং তস্য নামোচ্চারণেনাপি মানানপগমাৎ পুনরপি তস্য সৈব কথা গত রাত্রৌ ত্বদীয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কেন বিঘ্নেন ত্বন্নিকটং গন্তুমশক্ত ইত্যাদিরূপা ইয়ন্তু মান ভঞ্জনার্থং পিষ্টপেষণবৎ বিফলা । যস্মিন্ কালে মম নবমপর্য্যন্তা দশাভূৎ সোঽপি দুঃখদ আসীচ্চ স কালোঽপি গত ইদানীমহং পরম সুখিন্যস্মি অতো বিরম, অয়ে দ্বিষতোঽপি প্রতিবচনং সদৃশবচনং অর্থাদযোগ্য বাক্যং মাননীয়মিতি নীতিরস্তি

পুনঃ শ্রীরাঙ্কের পদ্যে বলিতেছেন- হে বিধুমুখি ! সর্ব্বসুখদায়ি বদনে ! হে ভামিনি! আমার কথায় হেয় ভাব অবলম্বন করিও না, হে মূঢ়ে ! তুমি জান কতিপয় কল্যাণ আচরণ করিলে বেদের নিগূঢ় বস্তু শ্রীব্রজরাজ কুমার মিলিত হয় বা পাওয়া যায় । ২২৮ ।

অথ কলহান্তরিতা,

(যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা ।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা ।।)

"তাং প্রতি দক্ষিণসখীবাক্যম্"

অমরোঃ

অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বয়াকান্তে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ ।

তত্রাহ বা শব্দঃ কটাক্ষে যদ্যপি তয়া মৎ প্রয়োজনং নাস্তি তথাপি কথয় কথয় পুনঃ পুন র্বদ শ্লেষেতু স্যুরেবত্তপুনর্বৈবেত্যবধারণ বাচকা ইত্যমরাৎ । যদ্যপ্যহং তৎ কথয়া প্রকটং মানং ত্যক্তুমসমর্থাস্মি তথাপি সাকল্যেন তাং কথাং কথয়ৈব সৈব মম জীবনহেতুতয়া অপরিহার্য্যেবেতি ভাবঃ। যতো দ্বিষতোঽপি যোগ্যবচনং মাননীয়ং আদরণীয়ং কিমুত পরম সুহৃদস্তবাতঃ কথয়ৈব ।। ২২৯

(চতুরা দূতী শ্লেষার্থমবগম্য তস্যাঃ কৃষ্ণেঽনুরাগং জ্ঞাত্বাতং সান্ত্বয়িতুং গতা শ্রীরাধাতু প্রাণনাথং শ্রীকৃষ্ণং নিরস্য তাপিতা বভূবেত্যতস্তস্যাঃ কলহান্তরিতাবস্থাং বক্তুং প্রকরণমারভতে অথ কলহান্তরিতেতি তল্লক্ষণং যথা । ।)

"দূতীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য"

দূতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হঠাৎ মান পরিত্যাগে অসমর্থা শ্রীমতী দূতীকে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীঅঙ্গদ কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে দূতি ! ঘোর অন্ধকারে বনে আমাকে একাকী পরিত্যাগকারী নির্দ্দয়ের কথায় আর প্রয়োজন নাই, পুনরায় তাহার দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া কি হইবে ? সে কাল বিগত হইয়াছে, যে কালে তার কথাই আমার প্রাণ ছিল, তথাপি তাহার কথা বল বল, কারণ শত্রুর নিকট হইতেও প্রতি বচন বা যোগ্যবাক্য সম্মানের যোগ্য হয় । ২২৯ ।

"কলহান্তরিতা" (৬)

সুচতুরা দূতী শ্রীরাধার ভাব জানিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিলে শ্রীমতীমানিনী তাঁহাকে পরিত্যাগ করতঃ পশ্চাৎ দুঃখিতা হইলেন অতএব তাঁহার কলহান্তরিতা অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন—যে মানিনী নায়িকা নিজ সখীগনের নিকটে ক্রোধভরে পদপ্রান্তে নিপতিত প্রাণবল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় পরিতাপ অনুভব করে তাহার নাম কলহান্তরিতা নায়িকা।

সমাকৃষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাস্বরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ।। ২৩০ ।। শিখরিণী ।

"অথ কর্কশসখীবাক্যম্"

সমাহর্তুঃ

মানবন্ধমভিতঃ শ্লথয়ন্তী গৌরবং ন খলু হারয় গৌরি ।
আর্জবং ন ভজতে দনুজারির্বঞ্চকে সরলতা ন হি সাধ্বী ।। ২৩১ ।। স্বাগতা

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা । নিরস্য পশ্চাৎ তপতি কলহান্তরিতা হি সেতি ।। মাননির্বন্ধে শ্লথে সতি প্রলাপাদি চেষ্টয়া উপতপ্যন্তীং তাং বীক্ষ্য কাচিৎ দক্ষিণা সখী তাং যদাহ তৎ অমরোঃ পদ্যেন বর্ণয়তি অনালোচ্যেতি । হে সরলে কৃষ্ণস্য বক্রস্বভাবানভিজ্ঞে তস্য প্রেম্নঃ পরিণতিমনালোচ্য তৎ পরীক্ষাং বিনৈব বহুবল্লভোপভোক্তরি কৃষ্ণে প্রীতিমকৃথাঃ তস্মাদবশ্যম্ভাবিন্যাং বঞ্চনায়াং মানাগ্রহো ন যুক্ত ইতি কথয়তীঃ সুহৃদো বিশাখাদীন্ অনাদৃত্য মম যো ভবেৎ স ভবতু তথাপি মানো বিধেয় এবেত্যুক্ত্বা প্রেয়সি যদ্দর্শনং বিনা যেন কেনাপি ক্ষণকালমপি তব সুখং নস্যাত্তত্র কিমিতি মানঃ কৃতঃ যদ্বা সরলে দক্ষিণনায়কে প্রেয়সীতি অত্র পক্ষে পরিণতিং স্বভাব কুটিলাং গতিমিত্যর্থঃ । বক্রস্বভাবতয়া তত্র মানোঽনুচিত এব হি যস্মান্মানং প্রাপ্য স্বদাহার্থমেতে অঙ্গারা অঙ্গারবদুত্তাপকাশ্চিন্তাদয়ঃ স্বহস্তেন সমাকৃষ্টাঃ তে কথম্ভূতা বিরহাগ্নিনা উদ্ভাস্বরাঃ সুদ্দীপ্তাঃ শিখা যেষাং তে যৈর্বিকট দাহো ভূত্তস্মাদধুনা অরণ্যরুদিতৈ র্বনরোদন বন্নিষ্ফলৈ রনুতাপাদিভি রলং ব্যর্থং সম্প্রতি তাঃ সুহৃদোঽপ্যুদাসীনা বভূবুরিতি ভাবঃ ।। ২৩০ ।।

মানে শ্লথে সতি তস্যা এব শ্রীকৃষ্ণোঽধীন ইতিন কথ্যতেঅতো মান স্থৈর্য্যার্থং বামপ্রখরা সখ্যুপদেশো যুক্ত ইত্যভিপ্রেত্যাহ অথ কর্কশ সখী বাক্যমিতি । তত্র

"শ্রীরাধারপ্রতিসরলাসখীর বাক্য"

হে সরলবুদ্ধিকে ! তুমি প্রেমের পরিণতি আলোচনা না করিয়া, এবং শ্রীললিতাদি প্রাণপ্রেষ্ঠসখীগণকে আদর না করতঃ অর্থাৎ তাহাদের নিষেধবাক্য শ্রবণ না করিয়া প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণে মান করিয়াছিলে কেন ? কারণ তুমি যখন স্বহস্তে বিরহাগ্নি জ্বালাইয়া তাহার ভীষণ শিখাযুক্ত অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছ তখন আর অরণ্যরোদন করিলে কি হইবে ? ২৩০ ।

"অথ তাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্"

অমরোঃ

ভ্রূভঙ্গোঽগুণিতশ্চিরং নয়নয়োরভ্যস্তমামীলনং
রোদ্ধুং শিক্ষিতমাদরেণ হসিতং মৌনেঽভিযোগঃ কৃতঃ ।

তস্যা বাক্যং শ্রুত্বা তস্যৈ কুপিতেব ললিতা সদা মান গ্রহণ প্রযোজিকা তস্মানস্থৈর্য্যার্থং রাধাং প্রতি যদাহ তৎ সমাহর্ত্তানুবদতি মানেতি । গৌরি হে পরমসুন্দরি । মানবন্ধং মানাগ্রহং শ্লথয়ন্তী সতী গৌরবং সর্ব্ব নায়িকামুখ্যতাং অভিতো ন হারয় যত্নমকৃত্বা পরমদুর্লভ ধনগৌরবত্যাগেন কথং বর্ত্তসে ইতি ধ্বনিঃ। কিঞ্চ দনুজারির্বিষম স্বভাব তয়া প্রসিদ্ধ আর্জবং বঞ্চনারহিত প্রীতিং ন ভজতে অতো বঞ্চকেতস্মিন্ সরলতা সাধ্বী উচিতা হি নিশ্চিতং ন ভবেৎ । তদ্বশীকারায় মানাঙ্কুশ ধারণং সদা যুজ্যত ইতি ভাবঃ ।। ২৩১ ।।

শ্রীরাধাতু সখীপর বশতয়ৈব দুর্জয় মানাগ্রহং শিক্ষিত্বা আয়ত্যাবস্থাং স্মরন্তী তাং প্রতি যদাহ তদমরোঃ পদ্যেন লিখতি ভ্রূভঙ্গ ইতি । হে সখি । তস্য ভ্রূভঙ্গঃ ভ্রুবোশ্চালনং ময়া চিরমগুণিতো নাদৃতঃ যতো নয়নয়োরামীলনং মুদ্রণং ময়া চিরমভ্যস্তং অতস্তস্য দর্শনাভাবঃ । তথা আদরেণ সহ হসিতং রোদ্ধুং চিরং শিক্ষিতং যেন তস্যাশা বৃদ্ধিঃ স্যাৎ । মৌনেঽভিযোগোঽভিনিবেশশ্চিরং কৃতঃ । ধৈর্য্যং

"শ্রীরাধার প্রতি কর্কশ সখীর বাক্য"

সরলা সখীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রখরা সখী শ্রীললিতা তাহার প্রতি কুপিতার ন্যায় যাহা বলিলেন তাহা শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং পদ্যে লিখিতেছেন- হে পরম সুন্দরি ! তুমি সর্ব্বতোভাবে মানের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নিজের গৌরব বা সর্ব্বগোপিকা শ্রেষ্ঠতা হারাইও না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সরলতা ভজন করিতেছেনা, সুতরাং সর্ব্বদা বঞ্চনাকারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সরল ব্যবহার করা উত্তম নহে।২৩১

"সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য"

শ্রীরাধা সখীর পরবশা হইলেও নিজের মানরক্ষা করিবার নিমিত্ত যাহা বলিলেন তাহা শ্রীঅমরু কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! আমি বহুদিন হইতেই ভ্রূভঙ্গগুনিত অর্থাৎ ক্রোধপূর্ব্বক ভ্রূযুগলে গুণপ্রদান করিতে শিক্ষা করিয়াছি, লোচন দুইটিকে নিমীলন করিতে অভ্যাস করিয়াছি, আদর পূর্ব্বক হাস্য রোধ করিতেও শিখিয়াছি, চিরকাল মৌন ধারণ করিতেও পারিব, চঞ্চল চিত্তকে ধৈর্য্য ধারণ

ধৈর্য্যং কর্ত্তুমপি স্থিরীকৃতমিদং চেতঃ কথঞ্চিন্ময়া
বদ্ধো মানপরিগ্রহে পরিকরঃ সিদ্ধিস্তু দৈবে স্থিতা ।। ২৩২ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

কস্যচিৎ

জানামি মৌনমলসাঙ্গি বচোবিভঙ্গী- র্ভঙ্গীশতং নয়নয়োরপি চাতুরীঞ্চ ।
আভীরনন্দনমুখাম্বুজসঙ্গশংসী বংশীরবো যদি ন মামবশীকরোতি ।। ২৩৩ ।।

বসন্ততিলকম্

কর্ত্তুমপীদং তত্র চঞ্চলং চিত্তং কথঞ্চিৎ প্রযত্নেন স্থিরীকৃতং যেন অত্রাসক্তিরভূৎ। এবং মানপরিগ্রহে সযত্ন শিক্ষায়াং পরিকরঃ ময়া বদ্ধঃ যথা মানবিচ্যুতি র্ন স্যাৎ সিদ্ধির্মান রক্ষণন্তু দৈবে অদৃষ্টে স্থিতা যদি মানভঙ্গঃ স্যাত্তদা ন মম কাপি শক্তিরিতি দৈবপদোল্লেখঃ ।। ২৩২।।

পুনস্তস্যাঃ কাতরবচনং কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি জানামীতি । অকৃশাঙ্গি হে স্বভাবসুন্দরদেহে ! ইতিসম্বোধনেন স্বস্যা স্তস্য বিরহেণ কৃশাঙ্গত্বং জ্ঞাপ্যতে। অহং মৌনং জানামি তেন পরিহাস বচন শতেঽপি কথিতে কথঞ্চিদক্ষরমপি নোচ্চারয়িতব্যং তেন বক্তুং শপথ দানে কৃতে সতি তং শঠং পরিজেতুং বচোবিভঙ্গী ভঙ্গী শতমপি জানামি তং বশীকর্ত্তুং বঞ্চয়িতুং বা নয়নয়োশ্চাতুরীঞ্চজানামি কিন্তু যদি বংশীরবো মাং ন বশীকরোতি তদৈব তত্তৎ সমর্থং স কথম্ভূতঃ আভীরনন্দনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখাম্বুজসঙ্গং শংসিতুং ব্যক্তীকর্ত্তুং শীলমস্য সঃ। অহং যথৈতস্যমুখাম্বুজং পিবামি তথা ভবত্য আগত্য পিবতেতি তদ্বিজ্ঞানং মাং মোহয়তীতি ভাবঃ ।২৩৩ ।

করাইব বলিয়া স্থীর করিয়াছি, এবং এই প্রকার অখণ্ড মান গ্রহণ বিষয়ে বদ্ধ পরিকর বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, কিন্তু সিদ্ধি বা অসিদ্ধি লাভ দৈবের অধীন বলিয়া জানি । ২৩২

শ্রীমতী রাধিকার পুনঃ কাতর বাক্য কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে অলসাঙ্গি ! সখি ! আমি মৌন ভাব ধারণ করিতে জানি, শতপরিহাস বাক্যেও একটিও অক্ষর উচ্চারণ করিব না, সেই ধূর্ত্তকে বঞ্চনা করিতে শত শত বাক্য ভঙ্গীও জানি, এবং তাহাকে বশীভূত করিতে নয়নের ভঙ্গীও আমার জানা আছে, এই সকল ব্যবহার করিতে আমি তখনই সমর্থ হইব , যদি শ্রীআভীর রাজনন্দনের বদন কমল সঙ্গ সূচক বংশী ধ্বনি আমাকে অবশ না করে ।২৩৩ ।

শ্রীমৎপ্রভুপাদানাম্

সত্যং শৃণোমি সখি নিত্যনবপ্রিয়োঽসৌ
গোপস্তথাপি হৃদয়ং মদনো দুনোতি।
যুক্ত্যাকথঞ্চ ন শমং গমিতেঽপি তস্মিন্
মাং তস্য কালমুরলী কবলীকরোতি।। ২৩৪ ।। বসন্ততিলকম্

কস্যচিৎ

ন জানে সম্মুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে।
প্রযান্তি মম গাত্রাণি শ্রোত্রতাং কিমু নেত্রতাম্ ।।২৩৫ ।। অনুষ্টুভ।

বংশীরবস্য তদনুগতিকা যৎ ত্বং শ্রীমৎ সনাতনপাদানাং পদ্যেন দর্শয়তি সত্যমিতি। হে সখি! অসৌ গোপো গোপবালকঃ অকৃতজ্ঞ স্তত্রাপি নিত্যং নবা প্রিয়া নায়িকা যস্যেতি স ইতি যৎ ভবতীভ্যো মুখাৎ শৃণোমি তৎ সত্যং তথাপি মদয়তীতি মদনঃ তদ্বিষয়কঃ প্রেমা মে হৃদয়ং দুনোতি তাপয়তি। তথাপি যুক্ত্যা পূর্ব্ব দোষানুসন্ধান রূপয়া কথঞ্চন শমং তাপরাহিত্যং গমিতেপ্রাপিতেঽপি হৃদয়ে সতি তস্য কাল রূপা ধৈর্য্যাদি সংহার কর্ত্রী মুরলী মাং কবলীকরোতি অর্থাদবশীকরোতিকিং করোমি।প্রসিদ্ধেন কালেন গ্রস্তানাং যথা দুর্গতিস্তথা মমাপীতি ভাবঃ সমমিতি দন্ত্যাদি পাঠে সমতাং স্বভাবমিতি।। ২৩৪ ।।

হে সখি! তং প্রতি মানস্য বার্ত্তা দূরেঽস্তু মমাবস্থাং শৃণ্বিতি সখীং প্রতি যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি ন জানে ইতি। প্রিয়ে! শ্রীকৃষ্ণে সম্মুখমায়াতেআগচ্ছতি

বংশীধ্বনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে "তাহা শ্রীমৎ সনাতনগোস্বামিপ্রভুর পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি! সেই গোপযুবা অকৃতজ্ঞ এবং নিত্যই নব নব প্রিয় তাহা আমি জানি, তথাপি মদন (তদ্বিষয়ক প্রেম) আমার হৃদয়কে তাপিত করিতেছে, কোন যুক্তি অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বের দোষ স্মরণ করিয়া তাহার দ্বারা মদনকে শান্ত করিলেও সর্ব্বগ্রাসিনী কালরূপা মুরলীধ্বনি আমাকে আবার গ্রাস করিতেছে। ২৩৪।

শ্রীরাধা সখীকেবলিলেন হে সখি! আমার মানের কথা দূরে থাকুকআমার মনের অবস্থা শ্রবণ কর, এই ভাবে সখীরপ্রতি যাহা বলিল তাহা কোন একঅজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে দূতি! প্রিয়তম শ্রীশ্যামসুন্দর আমার সম্মুখে আসিলে এবং আমাকেসুখী করিবার নিমিত্ত প্রিয়বাক্য বলিলে আমার অঙ্গসকল

শরণস্য

মুরারিং পশ্যন্ত্যাঃ সখি সকলমঙ্গং ন নয়নং
কৃতং যচ্ছৃণ্বন্ত্যা হরিগুণগণং শ্রোত্রনিচিতম্ ।
সমং তেনালাপং সপদি রচয়ন্ত্যা মুখময়ং
বিধাতুর্নৈবায়ং ঘটনপরিপাটীমধুরিমা ।। ২৩৬ ।। শিখরিণী

সতি তথা মাং সুখয়িতুং প্রিয়াণি রম্যাণি বদতি সতি মম সর্ব্বাণি গাত্রাণি নেত্রতাং প্রযান্তি উ ভোঃ কিং শ্রোত্রতাং গচ্ছন্তীত্যহং ন জানে ইতি তস্য মোহকতা স্বভাবেন গাত্রাণামপি তত্রৈতাদৃশোঽনুরাগঃ কিমুত মমেতি ভাবঃ ।। ২৩৫ ।।

সখীং স্বস্যাঃ পরমাবিষ্টতাং যদাহ তৎ শরণস্য পদ্যেন বর্ণয়তি মুরারিমিতি । হে সখি! মুরারিং পশ্যন্ত্যা মদ্বিধায়া অনুরাগিন্যাঃ সকলমঙ্গং বিধাত্রা যন্নয়নং ন কৃতং তস্মাদয়ং বিধাতুর্ঘটন পরিপাটী মধুরিমা সৃজনকৌশলং নৈব । সংখ্যান্বিতৈঃ কৃতৈ র্বহুল নয়নৈরপি দর্শনেন ন তৃপ্তিঃ স্যাৎ কিমুত কৃতাভ্যাং দ্বাভ্যামিতি এবং সর্ব্বত্র যোজনা। শ্রোত্র নিচিতং শ্রোত্রেণ পূরিতং ব্যাপ্তং বা নিচিতং পূরিতং ব্যাপ্তঞ্চেতি হেমচন্দ্রঃ । সপদি তৎক্ষণে তেন হরিণা সমং সহ আলাপং রম্যকথাং রচয়ন্ত্যাঃ মুখময়ং মুখ প্রচুরং প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ ।। ২৩৬ ।।

শ্রোত্রতা প্রাপ্ত হইবে কি ? নেত্রতা প্রাপ্ত হইবে তাহা জানি না, অর্থাৎ আমি প্রাণ কান্তকে দর্শন করিবে, অথবা তাহার বাক্য শ্রবণ করিবে, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না । ২৩৫ ।

শ্রীগোবিন্দের প্রতি নিজের পরমাবিষ্টতা সখীর প্রতি শ্রীশরণের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! আমি যখন শ্রীমুরারিকে দুইটি মাত্র লোচনে দর্শন করি তখন বিধাতা আমার সকল অঙ্গকে নয়ন করিয়া দেন না কেন ? আমি যখন মনোহর শ্রীহরির গুণগাথা শ্রবণ করি তখন আমার অঙ্গ সকলকে কর্ণ করিয়া দেন না ? হে আলি ! আমি যখন প্রাণকান্তের সহিত রম্যকথার আলাপন করি সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা তখন আমার সকল অঙ্গকে বদন করিয়া কেন তৎ ক্ষণাৎ নির্মাণ করেন না ? সুতরাং আমি মনে করি সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার এই অঙ্গ সন্নিবেশ আমার সমান শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণীর পক্ষে মাধুর্য্যপূর্ণ নহে, অর্থাৎ বিধি সৃষ্টি কার্য্যে নিপুণ নহেন । ২৩৬।

"অথ সখ্যাঃ সাভ্যসূয়বাক্যম্"

সমাহর্ত্তুঃ

ত্বমসি বিশুদ্ধা সরলে মুরলীবক্ত্রস্ত্রিধা বক্রঃ ।
ভঙ্গুরয়া খলু সুলভং তদুরঃ সখি বৈজয়ন্ত্যেব ।। ২৩৭ ।।

গীতি আর্য্যা

অথ ক্ষুভিতরাধিকোক্তিঃ

অমরোঃ

নিশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং নির্ম্মূলমুন্মথ্যতে
নিদ্রা নৈতি ন দৃশ্যতে প্রিয়মুখং রাত্রিন্দিবং রুদ্যতে ।

তস্যাস্তাদৃশ নিষ্কপট বাক্য শ্রবণে নান্তর্হর্ষিতা সত্যপি অসাধারণী চেষ্টা প্রকাশনেন প্রেমাসাধারণ্যং দর্শয়িতুং সখী সাভ্যসূয়ং সশ্লেষং যদাহ তৎ স্বয়ং গ্রন্থকৃৎ লিখতি । অথ সখ্যাঃ সাভ্যসূয়ং সশ্লেষং বাক্যং ত্বমসীতি । সরলে ! হে স্বভাবেন বক্র স্বভাব রহিতে ! ত্বং বিশুদ্ধা কায়িক বাচিক মানসিক কৈতব রহিতাপি মুরলী বক্ত্রঃ সপ্তচ্ছিদ্রযুক্ত তয়া দোষময়ী মুর্ত্তির্মুরলী প্রধানাঙ্গত্বেন খ্যাতে মুখে যস্য সহি ত্রিধা কায়িকাদিযু বক্রঃ অতো যুবয়োর্ধর্ম্ম বৈপরীত্যাৎ কথং প্রীতিঃ সমা স্যাৎ যেন ত্বং সুখিনী ভূয়া অতস্তস্মাৎ বিরম । শ্লেষার্থমাহ হে সখি ! তস্যোরো হৃদয়ং ভঙ্গুরয়া কুটিলস্বভাবয়া প্রেয়স্যা খলু নিশ্চিতং সুলভং ইব শব্দ উপমা ব্যঞ্জকো যথা বক্রয়া বৈজয়ন্ত্যা সুলভং অতো যদি ত্বং ভঙ্গুরা ভবিতুং সমর্থাসি তদা বৈজয়ন্তীব তদুরসি সদৈব ধার্য্যা স্যাদিতি ভাবঃ ।। ২৩৭ ।।

"সখীর অসূয়াপূর্ণ বাক্য"

শ্রীমতীর তাদৃশনিষ্কপট বাক্য শ্রবণ করিয়া সখী অসূয়ার সহিত যাহা বলিলেন তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থাকার নিজ পদ্যে লিখিতেছেন- হে সরলে ! তুমি কায়িক বাচিক ও মানসিক ভাবে কৈতবরহিতা সুতরাং বিশুদ্ধা, আর সর্ব্বাঙ্গে ছিদ্রযুক্ত মুরলী বদনে চুম্বনকারী শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ অর্থাৎ চরণ কটি গ্রীবায় বক্রতা যুক্ত, অতএব তোমাদের উভয়ের প্রেম হওয়া অসম্ভব, হে সখি ! বৈজয়ন্তীর সমান কুটিল স্বভাবা গোপিকারই ঐ কুটিলের বক্ষঃস্থল সুলভ অর্থাৎ তুমি কুটিল স্বভাবা হইলেই প্রিয়তমের হৃদয়ে সবর্বদা শোভা পাইবে । ২৩৭ ।

অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতঃ প্রেয়াংস্তথোপেক্ষিতঃ
সখ্যঃ কং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং বয়ং কারিতাঃ ।।২৩৮।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

সখ্যাস্তাদৃগ্বাক্যং শ্রুত্বা ভঙ্গুরতায়ামসমর্থা ক্ষোভেন সহ কাকু যত্র তদযথা স্যাৎ রাধা যদ্বাক্যমাহ তদ্দর্শয়তি অথেতি । তত্রামরোঃ পদ্যেনাসাধারণীং চেষ্টাং বর্ণয়তি নিশ্বাসা ইতি । হে সখ্যো যেন মিত্রাভাসরূপেণ মহা শত্রুণা মানেন মমৈতেঽপকারা জাতাস্তস্য কিং গুণং আকলয্য জ্ঞাত্বা দয়িতে প্রাণ নাথ এব যুষ্মাভি র্বয়ং মানং কারিতা ইত্যন্বয়ঃ। অপকারানাহ নিশ্বাসা ইত্যাদি নির্মূলং যথা স্যাত্তথা উদুচ্চৈর্মথ্যতে পরমবিকলমভূদিত্যর্থঃ, হা হা কিমন্যদ্বক্তব্যং প্রিয়স্য তস্য মুখং ময়া ন দৃশ্যসে অতো রাত্রিন্দিবং কেবলং ময়া রুদ্যতএব । অঙ্গং দেহঃ শোষং শুষ্কতামুপৈতি গচ্ছতি এতৈর্মম প্রাণ নাশো ভবেচ্চেদ্ভবতু তেন মে ন খেদঃ কিন্তু প্রেয়ান্ যস্মাদন্যঃ প্রীতিকর্ত্তা নাস্তি স তথা পাদ পতিতোঽপি ময়োপেক্ষিতোঽনাদৃতঃ যেন মম মরণে সত্যপি তাদৃগ্দুঃসহ কলঙ্কো জগতি জাগরিষ্যতীত্যতঃ কিং গুণমিতি সম্বন্ধঃ । অন্যৎ স্পষ্টম্ ।। ২৩৮ ।।

"ক্ষোভপ্রাপ্তা শ্রীরাধার বাক্য"

সখীর অসূয়া পূর্ণ বাক্য শ্রবণে শ্রীরাধা ক্ষোভের সহ কাকুতি ভরে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীঅমরু কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখীগণ ! মহাশত্রু মান আমার অতিশয় অপকার করিয়াছে, হায়! তোমরা মানের কিগুণ দেখিয়াপ্রাণনাথের প্রতি মান গ্রহণ করাইয়াছ ? পরম শত্রু মান আমার কি অপকার করিয়াছে তাহা শ্রবণ কর, উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আমার বদন দগ্ধ করিতেছে, হৃদয় সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, লোচনে নিদ্রা আসিতেছে না, প্রাণপ্রিয় শ্রীগোবিন্দের বদন চাঁদ দেখিতে পাইতেছি না, তাহার বিরহে কেবল দিবা রাত্রি রোদন করিতেছি, আমার অঙ্গ সকল শুষ্ক হইতেছে, হায় ! এই দুর্জয় মান হেতু চরণে নিপতিত প্রাণকোটি প্রিয়তমকে ও উপেক্ষা করিয়াছি, আর কি অপকার করিতে অবশেষ আছে ? । ২৩৮ ।

মানজ্বরবিরহেণ ধ্যায়ন্তীং তাং প্রতি কস্যাশ্চিদ্‌বাক্যম্‌

কস্যচিৎ

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ ।
মৌনং চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্‌বিশ্বমাভাতি তে
তদ্‌ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্যসি ।।২৩৯।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্‌।

তদনন্তরং বৃন্দানাম্নী সখী আগত্য মানজবিরহেণাবিষ্টাং পেশকারিকীট বিদ্ধতৈল পায়িবৎ শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্তীং রাধাং বীক্ষ্য তাং প্রতি সকৌতুকং যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি আহারে ইতি। তে ইতিপদং সর্ব্বত্র বাক্যে যোজ্যং হে সখি! তে আহারে ভোজ্য দ্রব্যে বিরতি র্বিতৃষ্ণা জাতা তথা সমস্তানাং বিষয়াদীনাং স্রক্ চন্দনাদীনাং গ্রামে সমূহে পরা নিবৃত্তিশ্চ জাতা । তথা যদেতদপরং নাসাগ্রে নয়নং জাতং তচ্চ চিত্তস্থিরীকরণায় তথা যচ্চ একতানং ধ্যেয়ৈকনিষ্ঠং মনো বভূব । তথা ইদং মৌনং জাতং ময়াপি সহালাপাভাবাৎ কিমন্যদ্বক্তব্যং অখিলং সমগ্রং বিশ্বং যৎ শূন্যং তে আভাতি কুত্রাপ্যভিনিবেশাভাবাৎ তত্তস্মাৎ ব্রূয়াঃ কথয় ত্বং কিং যোগিনী ধ্যানাকৃষ্ট ধ্যেয়ত্বেন সংযোগং প্রাপ্তাসি, কিম্বা ধ্যেয়স্যাদর্শনাদ্বিয়োগিন্যসি উভয় ত্রাপীদৃশী চেষ্টা সম্ভবাৎ । অতঃ সন্দেহেন পৃচ্ছামি সত্যং কথয় অত্র ভোরিতি সম্বোধনং বাহ্যজ্ঞানার্থমিতি জ্ঞেয়ম্‌ ।। ২৩৯ ।।

"শ্রীরাধার মানজ্বরে চিন্তাবস্থায় সখীর বাক্য"

অনন্তর শ্রীবৃন্দাসখী আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণধ্যানে নিমগ্না শ্রীরাধাকে দেখিয়া যাহা বলিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! রাধে ! তোমার আহারে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, মাল্য চন্দনাদি বিষয় ভোগ হইতে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, নাসিকার অগ্রে লোচনদ্বয় স্থির করিয়াছ, তোমার মন ও একনিষ্ঠ **হইয়াছে,** অপর তুমি যে মৌনাবলম্বন করিয়াছ তাহাতে মনে হয় তোমার এই জগৎ সংসার শূন্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে, অতএব হে সখি ! বল ত ? তুমি কি এখন যোগিনী হইয়াছ ? অথবা বিয়োগিনী হইয়াছ । ২৩৯ ।

অথ তাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্

কস্যচিৎ

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্য ।
একঃ স এব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ।। ২৪০।। আর্য্যা ।

"অথ শ্রীকৃষ্ণস্যবিরহঃ"

কস্যচিৎ

সঞ্জাতে বিরহে কয়াপি হৃদয়ে সন্ধানিতেচিন্তয়া
কালিন্দীতটবেতসীবনঘনচ্ছায়ানিষণ্ণাত্মনঃ ।

এবং সখ্যা উচ্চবাক্যেন ধ্যানভঙ্গং প্রাপ্তা হে সখি । ভবত্যা যদুট্টঙ্কিতং তৎ সত্যং কিন্তু বিয়োগাবস্থায়ামপি সংযোগিন্যস্মীতি তাং প্রতি যদকথয়ত্তৎ কস্যচিৎ পদ্যেনানুবর্ণয়তি সঙ্গমেতি । প্রিয়স্য ধ্যেয়স্য সঙ্গমঃ সংযোগো বিরহো বিয়োগ এতয়োর্ব্বরত্বস্য বিকল্পে ইহ ময়ি তস্য বিরহো বরমুৎকৃষ্টং ন সঙ্গমঃ প্রতিভাতি । যতঃ সঙ্গে সঙ্গমে স প্রিয় এক এব স্ফুরতি বিরহে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং প্রিয়ময়ং প্রিয়প্রচুরং স্ফুরতি । এবং স্থিতেঽপি কেবলং প্রিয়স্য সুখায় ময়া সঙ্গমঃ প্রার্থ্যতে দৈবাৎ তস্য বিঘটনে বিরহস্য নব নবত্বাৎ প্রিয় স্ফুরণমপি সদা ভবতীতি ভাবঃ । এবং ধ্বন্যর্থোবা সঙ্গম সুখানুভবাভাবেন বিরহো নপুষ্যতেসুধাপানাভাব বিরহবদত স্তদর্থমেব ময়াপি সং প্রার্থ্যতেইতি ।। ২৪০ ।।

এবং ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে ইতি ভরতমুনিমতানুসারেণ মিথুনয়ো রাগবর্দ্ধকস্য মানাখ্য চিন্তামণেনায়িকায়াং শ্রীরাধায়াং বৈভবং প্রাদর্শয়দ্‌যেন পরমপ্রেয়স্যা তদেকজীবনয়া

"সখীব প্রতি রাধার বাক্য"

সেই শ্রীবৃন্দাসখীর উচ্চবাক্যে শ্রীমতীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে সখীকে যে বাক্য বলিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির বাক্যে লিখিতেছেন- হেসখি । সঙ্গম ও বিরহ এই দুইটির যদিপরস্পর বিকল্প হয়, অর্থাৎ সঙ্গম প্রিয় ? অথবা বিরহ প্রিয়? তাহা হইলে আমি বলিব- প্রিয়তমের বিরহই প্রিয়, তাহার সঙ্গমে প্রয়োজন নাই, কারণ তাহার সঙ্গকালে কেবল তাহাকেই দেখিতেপাই মাত্র, কিন্তু তাহার বিরহে ত্রিভুবনকেই তন্ময় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণময় অবলোকন করি । ২৪০ ।

পায়াসুঃ কলকণ্ঠকূজিতকলা গোপস্য কংসদ্বিষো
জিহ্বাবর্জ্জিততালুমূর্চ্ছিতমরুদ্বিস্ফারিতা গীতয়ঃ ।। ২৪১ ।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।।

প্রাণপ্রিয়তমোঽপি শ্রীকৃষ্ণ উপেক্ষিতঃ । সম্প্রতি রস নির্যাসাস্বাদার্থমবতারিণি রসিকচূড়ামণৌ নায়কে কৃষ্ণে বিপ্রলম্ভস্য বৈভবং দর্শয়তি অথ কৃষ্ণবিরহ ইতি। যং শ্রুত্বা রাধায়া রাগঃ পরাকাষ্ঠা ভূমিং প্রাপ্নুয়াৎ নচ বাচ্যং ব্রজরমাগণৈঃ প্রযত্নেন সেব্যমানস্যৈব তস্য তস্য বিরহো ন যুক্তঃ । যথা রাধা প্রিয়াবিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভেতি বচনেন তস্যাঃ এব পরম মুখ্যত্বাৎ । অথ কস্যচিৎ পদ্যেন বিরহং বর্ণয়তি সংজাতে ইতি । কংসদ্বিষঃ কৃষ্ণস্য বিরহ চেষ্টাবোধিকা গীতয়ঃ পায়াসুরর্থাত্তচ্চেষ্টা শ্রোতারং পালয়ন্ত । কীদৃশস্য শ্রীরাধাদিভির্বিহার সাধনার্থং ব্রজরাজপুত্রত্বেঽপি গাঃ পাতীতি তস্য পুনঃ কীদৃশস্য কয়া প্রকরণাৎ রাধয়াপি সহ বিরহে জাতে যা চিন্তা তয়া সন্ধানিতে বদ্ধে চিন্তা যুক্তে হৃদয়ে সতি কালিন্দীতটে বেতসী বনস্য ঘনচ্ছায়ায়াং নিষণ্ণঃ নিঃশেষেণাবসাদং প্রাপ্ত আত্মা শরীরং যস্য বিরহতাপ শান্ত্যর্থং শীতল ভূমিশায়িন ইত্যর্থঃ । গীতয়ঃ কথম্ভূতা জিহ্বয়া বর্জ্জিতশ্চাসৌ তালুমূর্চ্ছিত মরুচ্চেতি তেন বিস্ফারিতাঃ প্রকাশিতাঃ তালৌ মূর্চ্ছিতো মূর্চ্ছনালাপং প্রাপ্তো যো মরুদ্বায়ুরিত্যর্থঃ । এতেন মুখমুদ্রণাভাবো গম্যতে তত্তু বিশেষ দশাবোধকম্ । পুনঃ কিম্ভূতাঃ কলকণ্ঠেন কোকিলেন কূজিতা কলা অংশো যাসাং তাঃ সুস্বরযুক্তাঃ তদনুকরণং উহুরিতি শব্দং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ । যদ্বা কলকণ্ঠঃ কূজিতো যাভিরেবং ভূতাঃ কলা অংশো সুস্বরালাপ নৈপুণ্য যাসাং যাঃ শ্রুত্বা কোকিলঃ শব্দং চকারেত্যর্থঃ ।। ২৪১ ।।

"শ্রীকৃষ্ণের বিরহ"

শ্রীমতীরাধা মানচিন্তামনির সৌভাগ্যগর্ব্বে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেও উপেক্ষা করিলেন, সম্প্রতি শৃঙ্গার রসনির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভরসের বৈভব বিরহ কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- শ্রীরাধার বিরহ উপস্থিত হইলে পরে তাহার চিন্তা দ্বারা ব্যাকুলিত হৃদয়ে কংস নাশন শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দী তটবর্ত্তী বেতসী বনের সঘন-চ্ছায়ায় শরীর শীতল কবিরার নিমিত্ত ভূমিতে শয়ন করিয়া মনোহর কণ্ঠ কূজিত, জিহ্বাবর্জ্জিত তালুমূর্চ্ছিত এবং বায়ুদ্বারা বিস্ফারিত গীত অর্থাৎ বেণু ধ্বনি পরম্পরা প্রকাশ করেন সেই গীতসকল শ্রোতাবর্গকে পালন করুন । ২৪১ ।

"অথ শ্রীকৃষ্ণানুনয়রাধাপ্রসাদনম্"

হরস্য

শিরশ্ছায়াং ক�ৃষ্ণঃ স্বয়মকৃতরাধাচরণয়ো-
র্ভুজাবল্লীচ্ছায়ামিয়মপি তদীয়প্রতিকৃতৌ ।
ইতিক্রীড়াকোপো নিভৃতমুভয়োয়প্যনুনয়-
প্রসাদৌ জীয়াস্তামপি গুরু-সমক্ষং স্থিতবতোঃ ।। ২৪২ ।। শিখরিণী ।

দূত্যাদি দ্বারা তস্যা মানভঞ্জনে ন জাতে সতি শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রসাদনং চকারে ত্যাহাথেতি । তত্র কেনচিচ্ছলেন রাধায়া বাটীমাগম্য তস্যাঃ প্রসাদনার্থং যাং চেষ্টাং চকার তাং হরস্য পদ্যেন দর্শয়তি শির ইতি । কৃষ্ণো রাধাচরণয়োঃ শিরচ্ছায়াং প্রণামানুকরণং স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণাকৃতঃ ইয়ং শ্রীরাধাপি তামযোগ্যাং মত্বা কুপিতেব সতী তদীয় প্রতিকৃতৌ তচ্ছিরশ্ছায়ায়াং ভুজাবল্লিচ্ছায়ামকৃত একভুজচ্ছায়য়া ত্দাবরণাসম্ভাবাৎ ভুজদ্বয়য়োশ্ছায়া ব্যজ্যতে অত্র ভুজয়োর্লতাত্বেন রূপণাৎ পত্র পুষ্প স্থানীয়েন ভূষণাদিনা চ্ছায়ায়াঃ স্থূলত্বমেব গম্যতে চ্ছায়াচ্ছলেনালিঙ্গি তবতীত্যর্থঃ । ক্রীড়ায়াং কোপঃ ক্রীড়া কোপস্তত্র কৃষ্ণস্য ক্রীড়া তয়া রাধায়াঃ কোপ ইত্যর্থঃ । ইতি প্রকারেণ নিভৃত মন্যৈরদৃষ্টং যথাস্যাত্তথা ক্রীড়াকোপে বর্ত্তমানয়োরুভয়োরপি অনুনয় প্রসাদৌ কৃষ্ণস্যানুনয়ো রাধায়া প্রসাদস্তৌ জীয়াস্তাং সর্ব্বান্ নায়কান্ ন্যক্কৃত্য বর্ত্ততাং জয়ে কারণতং দর্শয়ন্ তৌ বিশিনষ্টি তয়োঃ কথম্ভূতয়োর্গুরূণাং জটিলাদীনাং সমক্ষমগ্রেস্থিতবতোরপি ।। ২৪২ ।।

"শ্রীকৃষ্ণের অনুনয় ও শ্রীরাধার প্রসন্নতা"

যখন দুতী প্রভৃতির দ্বারা শ্রীরাধার মান ভঞ্জন হইল না, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কোন ছলে শ্রীমতীর গৃহে গমন করতঃ তাঁহার প্রসন্নতার নিমিত্ত যাহা আচরণ করিলেন তাহা শ্রীহরের পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীরাধার চরণদ্বয়ে মস্তকের ছায়া করিলেন, অর্থাৎ শ্রীরাধার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন, শ্রীরাধিকাও তাহা অনুচিত মনে করিয়া যেন কোপ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ভুজলতা দ্বারা ছায়া করিলেন, অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ ছলে আলিঙ্গন করিলেন এই প্রকার শাশুড়ী প্রভৃতি গুরু জনের সমক্ষে উপস্থিত উভয়ের ক্রীড়াকোপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্য নায়িকার সহিত ক্রীড়া, তাহার জন্য শ্রীমতীর কোপ এই উভয় নিবন্ধন উভয়ের গোপন অনুনয় ও গোপন প্রসন্নতা জয় যুক্ত হউক । ২৪২ ।

"অথ শ্রীকৃষ্ণং প্রতিশ্রীরাধাসখীবাক্যম্"

গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য

সা সর্ব্বথৈব রক্তা রাগং গুঞ্জেব ন তু মুখে বহতি।
বচনপটোস্তব রাগঃ কেবলমাস্যে শুকস্যেব ।।২৪৩ ।। আর্য্যা।

রুদ্রস্য

সুভগ ভবতা হৃদ্যেতস্যা জ্বলৎস্মরপাবকেঽ-
প্যভিনিবিশতা প্রেমাধিক্যং চিরাৎপ্রকটীকৃতম্ ।

এবং শ্রীকৃষ্ণো রাধায়াঃ প্রসন্নতামনুমন্য বনাভিসারায় তস্যাঃ সখীং যযাচে তত্র সখী যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি কৃষ্ণমিতি। তত্র গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য পদ্যেন প্রেম গর্ভং ভর্ৎসনা বাক্যং তস্যা লিখতি সেতি। সা রমণীগণ মুখ্যা গোকুলে প্রসিদ্ধা রাধা সর্ব্বথৈব কায়বাঙ্মনো বৃত্তিভিস্ত্বয়ি রাগমনুরাগং বহতি নতু কেবলং মুখে মুখবৃত্ত্যা যথা রক্তা গুঞ্জা সর্ব্বাঙ্গেষু রাগং বহতীতি তস্যা মুখে কালিমাতু রক্তিম্ন ঔজ্জ্বল্যায় রাধায়া মানং তথৈব জ্ঞেয়ম্। বচনপটো ত্বং মমপ্রাণেশ্বরীত্যাদি মিথ্যাকথন দক্ষস্য তব রাগোঽনুকুলতা কেবলং মুখে নতু কায়াদি বৃত্তিষু যথা শুকস্য শুক পক্ষিণো রাগোরক্তিমা আস্যে মুখ এব নতু সর্ব্বাঙ্গে। শুকো যথা অন্যৈঃ শিক্ষিত স্তাদৃঙ্মুখেন প্রিয়বাক্যং বদতি তথা ত্বং কামেন শিক্ষিতো বদসীত্যর্থঃ। নতু তব স্বভাবঃ স ইতি ।।২৪৩ ।।

পুনস্তস্যাঃ সের্ষ্যং বাক্যং রুদ্রস্য পদ্যেন বর্ণয়তি সুভগেতি। সুভগ! হে সুন্দরকীর্ত্তে! সুপ্রযত্নবান্ তথাচ মেদিনী ভগং শ্রীযোনিবীর্য্যেচ্ছা জ্ঞান বৈরাগ্যকীর্ত্তিষু

"শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রীরাধাসখীবাক্য"

সখী পরস্পরের প্রসন্নতা অবগত হইয়া অভিসারের নিমিত্ত যাচনাক্রমে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমগর্ভ ভর্ৎসনা করেন তাহা শ্রীগোবর্দ্ধনাচার্য্যের পদ্যে লিখিতেছেন- হে শ্যাম! গোপীসিমন্তিনী মণি শ্রীরাধা সর্ব্বপ্রকারে তোমাতেরক্তা অর্থাৎ অনুরক্তা, গুঞ্জ ফলের সমান কেবল মাত্র মুখে রাগ বহন করে না, সে অন্তর বাহির মনে প্রাণে আচরণে কেবল তোমাতেই অনুরক্তা, ওহে মিথ্যা বচনদক্ষ! শ্রীরাধার প্রতি তোমার অনুরাগ শুকপক্ষির ন্যায় কেবল মাত্র মুখেই প্রকাশ কর অন্তরে নয়, শুকপাখির মুখটিই যেমন রক্ত অর্থাৎ রক্তবর্ণ, অন্য অঙ্গ নহে, সেইরূপ তুমি মুখেমাত্র শ্রীরাধার প্রতি অনুরক্ত, মনে অনুরাগ নাই। ২৪৩।

তব তু হৃদয়ে শীতেঽপ্যেবং সদৈব সুখাপ্তয়ে
মম সহচরী সা নিঃস্নেহা মনাগপি ন স্থিতা ।। ২৪৪ ।। হরিণী ।

"অথ দিনান্তরকেলি"

কস্যচিৎ

আগত্য প্রণিপাতসান্ত্বিতসখীদত্তান্তরে সাগসি
স্বৈরং কুর্ব্বতি তল্পপার্শ্বনিভৃতে ধূর্ত্তেঽঙ্গসংবাহনম্ ।

মাহাত্ম্যৈশ্বর্য্য যত্নেষ্বিতি । ত্বং এতস্যা রাধায়া হৃদি হৃদয়ে চিরাৎ তব শ্রবণ দর্শন কালমারভ্যেদানীন্তন্ কথম্ভূতে অভি সর্ব্বতো ভাবেন জ্বলন্ দাহং কুর্ব্বন্ স্মররূপঃ পাবকোঽগ্নি যস্মিন্ কালং ব্যাপ্য নিবিশতা ভবতা সতা তস্মিন্ হৃদি প্রেমাধিক্যং প্রকটীকৃতং তস্মিন্ তত্রাপি অভিনিবিশতেত্যেকপদ প্রয়োগে কর্ম্মতা স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্ । তব বিড়ম্বনয়া তাপিতেঽপি হৃদি প্রেমাধিক্যং জাগর্ত্তি যেন তব স্মরণং কদাপি ন বিচ্ছিদ্যত ইতি ভাবঃ । সদৈব শীতে শীতলে তবতু হৃদয়ে সা তপ্তা মম সহচরী মনাক্ স্বল্পকালমপি ন স্থিতা যথা ত্বং স্মরণেন স্থিতোঽসি । অত্র হেতুঃ নির্গত স্তব স্নেহো যস্যাঃ সকাশাদিতি অত্র তব প্রীতির্নাস্তীতি ভাবঃ ।। ২৪৪ ।।

এষ মানো বহুদিন ব্যাপক আসীদত আহ দিনান্তর কেলীতি । অত্রান্য দিনেউপায়ান্তর নিবৃত্ত্যা পরম রসিকস্য তস্য কৃত্যং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি আগত্যেতি । তাৎপর্য্যাদনঙ্গমঞ্জর্য্যা ললিতায়া বা সখ্যা নিকটমাগত্য প্রণি পাতেন

সখীর ঈর্ষাপূর্ণ বাক্য শ্রীরুদ্রের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সুভগ ! হে সুন্দরকীর্ত্তে! শ্রীরাধার প্রজ্জ্বলিত স্মরাগ্নিবিশিষ্ট হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া চিরকাল ব্যাপিয়া প্রেমাধিক্য প্রকট করিয়াছ, কিন্তু তোমার শীতলহৃদয়েও আমার সখী তোমার সমান সর্ব্বদা সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা করে, হায়! আমার নিঃস্নেহা সহচরী ক্ষণকালও অবস্থিতি করে না, অর্থাৎ শ্রীরাধার হৃদয়ে তুমি সর্ব্বদাই প্রবেশ করিয়াছ, কিন্তু তোমার হৃদয়ে শ্রীরাধা ক্ষণকালের জন্যও প্রবেশ করিতেপারে নাই । ২৪৪ ।

"দিনান্তরের কেলি"

কোন এক দিন মানিনীরাধার মানোপনোদনে অসমর্থ শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা কোনঅজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীগোবিন্দ শ্রীমতীর মান নিরসনে অসমর্থ হইলে শ্রীমতী গৃহে গমন করতঃ শয়ন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রণিপাতাদি দ্বারা শ্রীললিতা সখীকে সান্ত্বনা করায় সখী তাঁহাকে অবকাশ প্রদান করিলে পরে

জ্ঞাত্বা স্পর্শবশাত্তয়া কিল সখীভ্রান্ত্যেব বক্ষঃ শনৈঃ
খিন্নাসীত্যভিধায় মীলিতদৃশা সানন্দমারোপিতম্ ।। ২৪৫।। শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

কস্যচিদিমৌ

বস্তুতস্তু গুরু-ভীতয়া তয়া ব্যঞ্জিতে কপটমানকুট্মলে ।
পেশলপ্রিয়সখীদৃশা হরি- র্বোধিতস্তটলতা গৃহং যযৌ ।। ২৪৬ ।। রথোদ্ধতা ।

সাত্ত্বিতয়া সখ্যা দত্তমন্তরমবকাশো যস্মৈ তাদৃশে তত্র কারণং সাগসি রাধায়াং কৃতাপরাধে সতি গত্বা তত্র বিলাপ সাত্ত্বিতসখীদত্তান্তরে ইতিপাঠোরন্যোঽকষ্টার্থত্বাৎ। তত স্তল্পস্য শয্যায়াঃ পার্শ্বে নিভৃতে গুপ্তে তিষ্ঠতি সতি তত্যোধূর্ত্তে বঞ্চনাচতুরে অঙ্গ সম্বাহনং স্বৈরং স্বেচ্ছাচারেণ কুর্ব্বতি সতি তাদৃশস্য স্পর্শস্য বশাৎ কিল নিশ্চিতং তং জ্ঞাত্বা তয়া সখী ভ্রান্ত্যা সখী ভ্রমেণৈব যথা হে সখি ! কৃষ্ণবঞ্চিতত্বাৎ খিন্নাসীত্যভিধায় মীলিত দৃশৈব সানন্দং যথৈব ভবতি তথাশনৈর্মন্দং মন্দং বক্ষো হৃদয়ং আরোপিতং অর্থাত্তেন তদাচ্ছাদিতঃ কৃষ্ণো বক্ষস্যারোপিতইত্যর্থঃ । ২৪৫।

অত্রেদং বোধ্যং অসহ্য দুঃখ স্বীকারাৎ কৃষ্ণস্য সুখ করিতেতি রাধায়া ধর্ম্ম শ্রবণাৎ রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য সুপ্রসিদ্ধানুকূলতা । তদালোকে কদাপ্যস্য নান্যা সঙ্গঃ স্মৃতিং ব্রজেদিত্যনেন তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য প্রীতি শ্রবণাচ্চ তস্য যদ্যপি কৃষ্ণস্য সন্তাপকোমানো ন ভবিতুমর্হতি তথাপি লীলাশক্ত্যভিভূতায়া ললিতাদি প্রেরিতায়াশ্চ তস্যা মানঃ কদা কদোদেতি নতু তস্যাঃ স্বেচ্ছয়েতি ।

শ্রীকৃষ্ণ রমনীর বেশ ধারণ করিয়া নিজেকে অপরাধীর মত দেখাইয়া শ্রীরাধার শয্যার নিকটে গমন পূর্ব্বক গোপন ভাবে তাঁহার অঙ্গসম্বাহন করিতে আরম্ভ করিলেন। মুদ্রিত নয়না শ্রীরাধা স্পর্শদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিয়া সখীভ্রমে কহিলেন- হে প্রাণসখি! তুমি কৃষ্ণ বিরহে অতিশয় অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছ" এই কথা বলিয়া ধীরে ধীরে আনন্দ সহকারে মুদ্রিত লোচনে প্রাণনাথকে বক্ষঃ স্থলে আরোপণ করিলেন, অর্থাৎ প্রগাঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিলেন । ২৪৫ ।

"অন্য দিবসের কেলি"

প্রকারান্তরে কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীরাধা বাস্তবিক গুরু ভয়ে অর্থাৎ মানশিক্ষাদাত্রী ললিতাদি সখীদের ভয়ে ভীতা হইয়া দিবাভিসারে ঈষৎ কপটমান প্রকাশ করিলে মানবিষয়ে নিপুণা সখী শ্রীললিতার নয়ন ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণ সকল অবগতহইয়া যামুন তটবর্ত্তী মাধবীলতা কুঞ্জে গমন করিলেন ।২৪৬।

মাধবো মধুরমাধবীলতামণ্ডপে পটুরটন্মধুব্রতে।
সংজগৌ শ্রবণচারু গোপিকামানমীনবড়িশেন বেণুনা ।। ২৪৭।।

রথোদ্ধতা।

অথ পুষ্পচ্ছলেন শ্রীকৃষ্ণমন্বেষয়ন্তীং শ্রীরাধাং প্রতি কস্যাশ্চিদুক্তিঃ

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাম্

পন্থাঃ ক্ষেমময়োঽস্তু তে পরিহর প্রত্যূহসম্ভাবনা-
মেতন্মাত্রমধারি সুন্দরি ময়া নেত্রপ্রণালীপথে।

তত্রাদ্যস্তত্তদ্রসপূর্ত্তি পর্য্যন্তমবতিষ্ঠতে তত্র ভক্তানাং সুখোদয় এব হেতুঃ, দ্বিতীয়ঃ প্রিয়সখীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণস্য তাপশ্রবণে সতি সঙ্কোচতেইতিঅতো দিনান্তরে সখীশিক্ষয়া মানোৎপত্তৌ সখীমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যানুতাপং শ্রুত্বা তন্মানস্য সঙ্কোচং দৃষ্ট্বা তয়া সহ কুঞ্জে কৃষ্ণং সঙ্গময়িতুং বৃন্দাসখ্যাঃ কৃত্যং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি বস্তুতস্ত্বিতি। বস্তুতো গুরুভ্যঃ শিক্ষাকারিভ্যো ললিতাদিভ্যো ভীতয়া তয়া রাধয়া ব্যঞ্জিতে কপটমান কুট্মলে কুট্মলবদ্বিকাশ রহিতে নতু স্বেচ্ছয়া কৃতে ইতি জ্ঞাতে সতি পেশলপ্রিয়সখীদৃশা নিপুণায়াঃ প্রিয়সখ্যা নেত্রভঙ্গ্যা বোধিতোঽর্থাৎ প্রেরিতো হরিস্তটলতা গৃহং যমুনায়া স্তটস্থ মাধবী লতা চতুঃ শালাখ্যং গৃহং যযাবিত্যন্বয়ঃ ।। ২৪৬।।

তদ্গৃহ গমনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য কৃত্যং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি মাধব ইতি। মায়া ব্রজলক্ষ্ম্যা রাধায়া ধবঃ প্রীতিকর্ত্তা মধুরমাধবীলতা মণ্ডপে স্থিত্বা শ্রবণ চারু কর্ণরম্যং যথাস্যাত্তথা বেণুনা বেণুরবেণ সংজগৌ যেন সা আকৃষ্টা বভূবেতি। তস্মিন্ কথম্ভূতেপটবো গাননিপুনা রটন্তঃ শব্দং কুর্ব্বতো মধুব্রতা ভ্রমরা যত্র পরম রমণীয়ে বেণুরবেন কথম্ভূতেন গোপিকানাং সর্ব্বাসাং কিমুত কৃষ্ণং দ্রষ্টুং ব্যাকুলায়া রাধায়া মানরূপস্য মীনস্য মৎস্যস্য বড়িশেন বড়িশ বদাকর্ষণেন যেন বিদ্ধো মানমীনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বশী ভবতি তত্র স্বপরাক্রমং ত্যজতীতি ভাবঃ ।। ২৪৭।।

মাধবীকুঞ্জে গমনের পর শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিলেন তাহা অজ্ঞাত নামা কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- চঞ্চল ভ্রমরগুঞ্জিত সুমধুর মাধবী মণ্ডপে সুচতুর শ্রীমাধব ভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণ রসায়ণ গোপিকা বিশেষতঃ শ্রীরাধার মান রূপ মৎস্যের বড়িশ সদৃশ বেণুদ্বারা গান করিয়াছিলেন। ২৪৭।

নীরে নীলসরোজমুজ্জ্বলগুণং তীরে তমালাঙ্কুরঃ
কুঞ্জে কোঽপি কলিন্দশৈলদুহিতুঃ পুংস্কোকিলঃ খেলতি ।।২৪৮।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

"অথ তত্র যমুনাতীরে গতয়া শ্রীরাধয়া সহ হরেঃ সংকথা"

বাসবস্য

কা ত্বং মাধবদূতিকা বদসি কিং মানং জহীহি প্রিয়ে
ধূর্ত্তঃ সোঽন্যমনা মনাগপি সখি ত্বয্যাদরং নোজ্ঝতি।

তাদৃগ্বেণুরব শ্রবণেন মানে বিগতেঽপি প্রিয় পরিহার লজ্জয়া সহসা তন্নিকটং গন্তুং রাধায়াশ্চেষ্টাং বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে। তত্র তাং প্রতি কস্যাঃ সখ্যা মানজয় বাক্যং সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং পদ্যেন লিখতি পন্থা ইতি। হে সুন্দরি। তেতব সম্বন্ধেঽয়ং পন্থাঃ ক্ষেমময়োঽস্তু প্রার্থনায়াং লোট্ ঈশ্বরানুকূল্যেন শুভপ্রচুরো ভবতু। অতঃ প্রত্যূহস্য বিঘ্নস্য সম্ভাবনাং পরিহর। ননু কুত্র কুত্র পশ্বাদিভয়মস্তি দুরাগ্রহা জনাশ্চ সন্তি তত্রাহ ময়া নেত্রপ্রণালী পথে এতন্মাত্রং অধারি জ্ঞাতং নান্যৎ তং পরিচায়য়তি। কলিন্দশৈল দুহিতুর্যমুনায়াঃ সম্বন্ধিনি কুঞ্জে কোঽপ্যসাধারণঃ পুংস্কোকিলঃ সুরম্যত্বাদি গুণত্বেন পুরুষশ্রেষ্ঠঃ খেলতি কুঞ্জস্য সর্ব্বত্র ক্রীড়তীতি। তমন্যং মত্বা রাধায়াং স্থগিতায়াং সত্যাং ভঙ্গ্যা তং নির্দ্ধারয়তি যমুনায়া নীরে জলে উজ্জ্বল গুণং নীল পদ্মমিব তীরে তমালাঙ্কুরঃ নবতমাল ইব। যদি তেন সহ তব ক্রীড়া বাঞ্ছা তদা শীঘ্রং গচ্ছেতি শ্লেষার্থঃ ।।২৪৮।।

"পুষ্পচয়ন ছলে শ্রীকৃষ্ণকেঅন্বেষণ কারিণী শ্রীরাধার প্রতি কোন সখীর বাক্য"

মানবিনাশী বেণুরব শ্রবণে শ্রীরাধার মান বিগতহইলেও প্রিয়তমেরপরিহার লজ্জা হেতু সহসা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার গমনচেষ্টা বর্ণনের নিমিত্ত শ্রীসর্ব্ববিদ্যাবিনোদের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সুন্দরি ! তোমার অভিসার সম্বন্ধীয় পথ কল্যাণময় হউক, কোন প্রকার বিঘ্ন সম্ভাবনার আশঙ্কা পরিত্যাগকর, কারণ আমি এই মাত্র লোচন পথে অবগত হইয়াছি যে কলিন্দকন্যা যমুনার তীর সম্বন্ধী কুঞ্জে নীল শতদলের উজ্জ্বল নীলবর্ণ নবীন তমালাঙ্কুর সদৃশ কোন এক পুরুষ কোকিল ক্রীড়া করিতেছে। ২৪৮ ।

ইত্যন্যোঽন্যকথারসৈঃ প্রমুদিতাং রাধাং সখীবেশবা-
ন্নীত্বা কুঞ্জগৃহং প্রকাশিততনুঃ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ ।। ২৪৯ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্

ততঃ একাকিনীং যমুনাতীরমাগতামাত্মানমন্বেষ্যন্তীমিব রাধামালক্ষ্যৎ অস্যা মানো গতো নবেতি সন্দিহ্য দূতীবেশং ধারয়তো হরে রাধয়া সহ যৎ কথোপকথনং বভূব তদ্বাসবস্য পদ্যেন দর্শয়তি কাত্বামিতি । তত্র রাধা পৃচ্ছতি কাত্বমিতি হরিরাহ মাধবদূতিকেতি সা পৃচ্ছতি কিং বিবক্ষুরিহা গতাসি হরিরাহ প্রিয়ে কৃষ্ণে মানং জহীহি ত্যজ সাহ স ধূর্ত্তঃ শঠঃ অন্যাসুনায়িকাসু মনো যস্য তথা ভূতোঽহতো মানং ন ত্যজামি হরিরাহ হে সখি ! দৈবাত্তাদৃশেঽপি চেৎ কৃষ্ণস্ত্বয়ি মনাক্ ঈষদপি আদরং নোজ্ঝতি ন ত্যজতি ইতি প্রকারেণ অন্যোন্য কথারসৈঃ পরস্পর কথা সরসৈঃ প্রমুদিতাং রাধাং সখীবেষবান্ হরিঃ কুঞ্জগৃহং নীত্বা প্রাপয্য প্রকাশিতা তনুর্নিজ মূর্ত্তির্যেন স বো যুস্মান্ পাতু । মধুরভক্তিরসবিঘাতেভ্যো রক্ষতু । স কথম্ভূতঃ মাননিদ্রোত্থিতাং সংহৃষ্টাং প্রিয়াং প্রাপ্য স্মেরো মন্দহাস্য বিশিষ্টঃ ।। ২৪৯ ।।

"যমুনাতীর বর্ত্তিনী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন"

শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরে একাকিনী শ্রীরাধাকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া ভাবিলেন- মনে হয় প্রিয়া আমাকেই অন্বেষণ করিতেছে সুতরাং শ্রীমতীর মান শান্ত হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব" এই প্রকার ভাবিয়া দূতীবেশ ধারণ পূর্ব্বক, শ্রীরাধার সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন তাহা শ্রীবাসব নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- দূতীকে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন- হে সখি ! তুমি কে হে ! রমণীরূপী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন— আমি শ্রীমাধবের দূতিকা,
শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন— দূতি ! তুমি কি বলিতেছ ?
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন- হে রাধে প্রিয় ব্যক্তির প্রতি যে মান করিয়াছ অহা পরিত্যাগ কর ।
শ্রীরাধা কহিলেন- সে প্রিয়জন অতিশয় ধূর্ত্ত তাহার মন অন্য গোপীর প্রতি আসক্ত,
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন- হে সখি ! সেই ধূর্ত্ত অন্যের প্রতি আসক্ত হইলেও তোমার প্রতি আদর (আসক্তি) সামান্যমাত্রও পরিত্যাগ করে নাই । এই প্রকার পরস্পর কথোপকথন রসে আনন্দিতা শ্রীরাধাকে লইয়া কুঞ্জগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সখীবেশ ধারী শ্রীকৃষ্ণ নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করতঃ মনোরম হাস্য কারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন । ২৪৯ ।

কস্যচিৎ

বসন্তঃ সন্নদ্ধো বিপিনমজনং ত্বং চ তরুণী
স্ফুরৎকামাবেশে বয়সি বয়মপ্যাহিতপদাঃ ।
ব্রজ ত্বং বা রাধে ক্ষণমথ বিলম্বস্ব যদি বা
স্ফুটং জাতস্তাবচ্চতুরবচনানামবসরঃ ।। ২৫০ ।। শিখরিণী ।

"অথ তত্র শ্রীরাধাবাক্যম্"

কস্যচিৎ

স্বামী মুগ্ধতরো বনং ঘনমিদং বালাহমেকাকিনী
ক্ষৌণীমাবৃণুতে তমালমলিনচ্ছায়াতমঃসন্ততিঃ ।

তত্র প্রসন্নয়া তয়া প্রিয়য়া সহ রন্তুং সলালসঃ কৃষ্ণো যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি বসন্ত ইতি । শরদৃতুং জেতুং সন্নদ্ধঃ সপরিকর আবির্ভূত ইত্যর্থঃ । এতদ্বিজনং জনরহিতং ত্বঞ্চ তরুণী নবযুবতিঃ বয়মপি স্ফুরন্ কামস্যাবেশো যত্র অত্র বয়সি আহিতপদা আহিতং পদং স্থিতির্যেষাং তে পদং ব্যবসিতি ত্রাণ স্থান লক্ষ্ম্যঙ্ঘ্রি বস্তুষ্বিত্যমরাৎ । অতঃ কাল দেশ পাত্র বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তে রাবয়ো রমণমেবোচিতং স্যাৎ। হে রাধে ! যদি ত্বং তন্ন মন্যসে তদা গৃহং গচ্ছ বা ক্ষণং বিলম্বস্ব বা তথাপি চতুরাঃ যাঃ পদ্মা প্রভৃতয়ঃ স্তাসাং বচনানামবসরো জাতাএব স্যাৎ অতো যথার্থ কলঙ্কাৎ মিথ্যা কলঙ্কো দুঃসহ ইতি বিবিচ্য যথেচ্ছসি তথা কুর্ব্বিতি ধ্বন্যর্থঃ ।। ২৫০ ।।

শ্রীকৃষ্ণস্যৌদাসীন্যং বাক্যং শ্রুত্বা অন্তঃ খিন্নায়া ব্রজং প্রতি গচ্ছন্ত্যা রাধায়াঃ কৃষ্ণঃ পন্থানং রুরোধ তদা সা ব্যপদেশ বাক্যেন তং যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি স্বামীতি । হে সুন্দর ! স্বামী মুগ্ধতর একাকিন্যা মম বনাগমনেঽপি শঙ্কা

নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধার সহিত বিলাসাভিলাসী শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিল তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন- হে প্রিয়ে ! সুশোভিত বসন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে, এইবন অতিনির্জ্জন, তুমিও নবতরুনী, আমিও স্ফূর্ত্তিশীল কামদেবের অধিকৃত বয়সে পদার্পণ করিয়াছি, সুতরাং হে শ্রীমতি রাধে ! চই তুমি স্বগৃহে গমন কর, কারণ তুমি যদি এই জন হীন নিকুঞ্জে আমার সহিত ক্ষণ কাল বিলম্ব কর তাহা হইলে স্পষ্টরূপেই সুচতুর পদ্মা প্রভৃতি বিপক্ষগণের কানাকানি বাক্য সকলের অবকাশ প্রাপ্ত করাইবে । ২৫০ ।

তন্মে সুন্দর কৃষ্ণ মুঞ্চ সহসা বর্ত্মেতি রাধাগিরঃ
শ্রুত্বা তাং পরিরভ্য মন্মথকলাসক্তো হরিঃ পাতু বঃ ।। ২৫১ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা

(যস্যাঃ প্রেমভরাক্রান্তঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং ন মুঞ্চতি ।
বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ।।)

রহিতঃ ইদং বনং ঘনং নিবিড়ং অত্র সূর্য্যপ্রকাশো ন বিদ্যতে । অহং বালা নব বয়স্কা তত্রাপ্যেকাকিনী তত্রাপি তমালস্য কৃষ্ণচ্ছায়য়া জনিতা তমঃ সন্ততি রন্ধকার সমূহঃ ক্ষৌণীং ভূমিমাবৃণুতে নিকটস্থস্যাপি বস্তুনো দৃষ্ট্যভাবাৎ অতো হে কৃষ্ণ ! কর্ম্মণাপি মলিন সাধ্ব্যা মম বর্ত্মপন্থানং সহসা অবিলম্বেন মুঞ্চ অহং ব্রজং যামীতি। শ্লেষেতু হে চিত্তাকর্ষক কপট মার্গং মুঞ্চস্বাভীষ্টসিদ্ধিং সাধয়েতি রাধায়াঃ সাকূতানি বাক্যানি শ্রুত্বা তাং পরিরভ্যালিঙ্গ্য মন্মথকলাসু সুরত ব্যাপার কৌতুকেষু আসক্তঃ সন্ বো যুষ্মান্ পায়াৎ । স কথম্ভূতো হরিঃ রাধায়াঃ সর্ব্ব দুঃখহরণশীলঃ ।। ২৫১ ।।

শ্রীরাধায়া মানকারণমেতদন্যাভিঃ সহ বিহারেণ প্রাণপ্রিয়তমস্য নিজ সঙ্গ সদৃশ সুখাভাব মননং যতঃ মানস্য স্নেহগর্ভপ্রণয় পরিণামত্বাৎ পরম রসজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু কার্য্যানুমানেন তন্মানস্য তদ্ধেতুতাং বিভাব্য তস্যাধীনো ভবতীতি যুজ্যতে ।

"এই স্থানে শ্রীরাধার বাক্য"

শ্রীকৃষ্ণের উদাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া খিন্ন হৃদয়া শ্রীরাধা গৃহ গমনে উদ্যতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পথ অবরোধ করিলে শ্রীরাধা যাহা বলিলেন তাহা অজ্ঞাত নামা কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সুন্দর! আমার স্বামী অতিশয় মুগ্ধ, আমি একাকিনী বনে আসিলেও কোন প্রকার শঙ্কা করে না, এই বন প্রদেশও নিবিড় ছায়া পূর্ণ, আমিও নব বালা, তাহাতে সঙ্গরহিতা একাকিনী, অধিকন্তু সঘন তমাল বৃক্ষের মলিন ছায়ারূপ অন্ধকার সমূহ পৃথিবীকে আবৃত করিয়াছে, অতএব হে সুন্দর ! হে কৃষ্ণ ! আমার গমন পথ শীঘ্র পরিত্যাগ কর" শ্রীরাধার এইরূপ সাকূত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা বিরহ দুঃখহারী শ্রীহরি শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করেন সেই শ্রীরাধালিঙ্গিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন । ২৫১ ।

কস্যাচিৎ

মকরীবিরচনভঙ্গ্যা রাধাকুচকলসমর্দ্দনব্যসনী ।
ঋজুমপি রেখাং লুম্পন্ বল্লববেশো হরির্জয়তি ।। ২৫২।। আর্য্যা ।

অতস্তস্যাঃ স্বাধীন ভর্ত্তৃকাবস্থাং দর্শয়িতু মাহাথ স্বাধীনভর্ত্তৃকেতি । স্বস্যা অধীনঃ সর্ব্বতো বশীভূতো ভর্ত্তা যস্যাঃ সা তল্লক্ষণং যথা স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীন ভর্তৃকা । সলিলারণ্য বিক্রীড়া কুসুমাবচয়াদি কৃদিতি । কস্যাচিৎ পদ্যেন তাং সংক্ষেপতো দর্শয়তি মকরীতি । সম্ভোগানন্তরং বক্ষস্থলে মকার্য্যা বিরচনে ভঙ্গ্যা চ্ছলেন রাধায়াঃ কুচকলস যো মর্দ্দনে ব্যসনং বিশেষেণ যদসনং গ্রহ্ আগ্রহ অস গতি কান্তি প্রযত্নেস্বিতিধাতোঃ । তদ্বিশিষ্ট স্তত্র সলালস ইত্যর্থঃ স হরিঃ ঋজুমবক্রামপি রোখাং বক্রাভূদিত্যুক্ত্বা তাং লুম্পন্ জয়তীত্যন্বয়ঃ । স কিম্ভুতঃ বল্লবং গোপজাতিং বিশতি নিত্যতয়া প্রবিশত ইতি গোপাত্মজ ইত্যর্থঃ ।। ২৫২।।

"স্বাধীন ভর্ত্তৃকা" (৭)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বিলাস করিয়া যে সুখ পান সেই প্রকার অন্য নায়িকার সহিত পান না, তথাপি প্রাণনাথ তাহাদের সহিত বিলাস করে" এই কারণে শ্রীরাধার মান হয়, এই মান স্নেহগর্ভ প্রণয় হওয়ার জন্য রসজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর অধীন হয়েন, সুতরাং শ্রীরাধার স্বাধীন ভর্ত্তৃকা হওয়া স্বাভাবিক, তাহা এই প্রকার- যে নায়িকার সাতিশয় প্রেমভরে আক্রান্ত হৃদয় হইয়া প্রিয়তম নায়ক তাহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করে না, এবং যে নায়িকা বিচিত্রবিলাসাসক্তা তাহাকে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা বলে ।

শ্রীরাধার স্বাধীন ভর্ত্তৃকা স্বভাব কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- সম্ভোগের পর নিকুঞ্জে শ্রীরাধার বেশরচনাকারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুচকলসে মকরী রচনা অর্থাৎ মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দনাদি লেপ দ্বারা কুচকলসে মকরাকৃতি চিত্রাঙ্কন করিবার ভঙ্গিতে শ্রীরাধার কুচযুগল মর্দ্দনে অতিশয় আগ্রহশালী হইয়া সরল রেখাকেও বক্র বলিয়া বারম্বার লোপ ও অঙ্কনকারী গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণ জয় যুক্ত হউন । ২৫২ ।

ক্রীড়ানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বপ্নায়িতম্

শুভাঙ্কস্য

এতে লক্ষ্মণ জানকীবিরহিণং মাং খেদয়ন্ত্যম্বুদা
মর্ম্মাণীব চ ঘট্টয়স্ত্যলমমী ক্রূরাঃ কদম্বানিলাঃ ।
ইত্থং ব্যাহৃতপূর্ব্বজন্মবিরহো যো রাধয়া বীক্ষিতঃ
সের্ষ্যং শঙ্কিতয়া স বঃ সুখয়তু স্বপ্নায়মানো হরিঃ ।। ২৫৩।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

রাধাং সজ্জয়িত্বা পুনঃ কামবিশিষ্টো বিজহার। তদনন্তরং তয়া সহ কৃত শয়ানস্য কৃষ্ণস্য স্বপ্নায়িতং জাতং তৎ শুভাঙ্কস্য পদ্যেন বিবৃণোতি এতে ইতি । হে লক্ষ্মণ এতে অম্বুদা নবমেঘা জানকীবিরহিণং মাং খেদয়ন্তি । অমী ক্রূরা দুঃসহাঃ কদম্বানিলা মম মর্ম্মানি মর্ম্মস্থানানি অলমতিশয়ং ঘট্টয়ন্তি বিলোড়য়ন্তীব । ইত্থং প্রকারেণ ব্যাহৃতঃ কথিতঃ পূর্ব্ব জন্মনো বিরহো যেন স বো যুষ্মান্ সুখয়তু । স কথম্ভূত স্তৎ শ্রুতবত্যা রাধয়া নিত্য গোপজাতি বয়ং মানবো মৎ প্রাণনাথো মাং বঞ্চয়িত্বা কথং জানক্যামাসক্ত ইতি শঙ্কয়া তত্রাপি সের্ষ্যং জানকী লক্ষ্মী স্তস্যাং স্বপ্নেনাপ্যাসক্তি কথনং অমঙ্গলায় ভবতীতি তস্যাসহনং যথাস্যাত্তথা বীক্ষিতঃ । অত্রায়ং ভাবঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরামতা রূপৈশ্বর্য্য প্রকাশনেনাস্যা ভাবঃ সঙ্কোচোভবেন্নবেতি পরীক্ষা কারিণ্যা লীলা শক্ত্যা খলু তাদৃক্ স্বপ্নঃ প্রকাশিতঃ কিন্তু মাধুর্য্যময্যাং তস্যাং সমুদ্রে সূর্য্য কান্তিমণিরিবাচ্ছা-দিতোবভূবেতি ।। ২৫৩ ।।

"ক্রীড়ারপর শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে সুসজ্জিত করিয়া বিহার করিলেন, পরে তাঁহার সহিত শয়ন করতঃ যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন তাহা শ্রীশুভাঙ্কের পদ্যে লিখিতেছেন- হে লক্ষ্মণ ! এই নবীন মেঘ সকল আমাকে অতিশয় খেদান্বিত করিতেছে, কারণ আমি জানকীর বিরহে অভিভূত হইয়াছি, অপর ক্রূর কদম্ব বন সম্বন্ধী সুগন্ধপবন আমার মর্ম্মকে বিলোড়িত করিতেছে", স্বপ্নাবস্থায় এই প্রকার (পূর্ব্বজন্ম) শ্রীরাম অবতারের বিরহ কথা প্রকাশ করিলে শ্রীরাধা শঙ্কিত হইয়া ঈর্ষার সহিত, অর্থাৎ আমাকে বঞ্চিত করিয়া প্রাণকান্ত জানকী নাম্নী কোন রমণীর প্রতি নিশ্চয় আসক্ত আছে, এইরূপ ঈর্ষার সহিত যাঁহাকে অবলোকন করিয়াছিলেন সেই স্বপ্ন দর্শনকারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের সুখ বিধান করুন । ২৫৩ ।

"অথ বংশীচৌর্য্যম্"

দৈত্যারিপণ্ডিতস্য

নীচৈর্ন্যাসাদথ চরণয়োর্নূপুরে মূকয়ন্তী
ধৃত্বা ধৃত্বা কনকবলয়ান্যুৎক্ষিপন্তী ভুজান্তে ।
মুদ্রামক্ষ্ণোশ্চকিত চকিতং শশ্বদালোকয়ন্তী
স্মিত্বা স্মিত্বা হরতি মুরলীমঙ্কতো মাধবস্য ।। ২৫৪ ।। মন্দাক্রান্তা ।

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতায়াঃ রাধায়াঃ সহর্ষ্য বিলাসবিশেষং দর্শয়তি অথ বংশী চৌর্য্যমিতি। তবেয়ং বংশী মম কুলাদিকং সর্ব্বং নাশয়ামাসাতইমাং হৃত্বা যমুনাজলে নিক্ষিপামীতি রাধায়া বাগ্ ভয়াৎ বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য বিহারালস্যেন নিদ্রাং প্রাপ শ্রীরাধাতু অবসরং প্রাপ্য মাধবস্যাঙ্কাৎ ক্রোড়াৎ মুরলীং জহারেতি দৈত্যারিপণ্ডিতস্য পদ্যেন লিখতি নীচৈরিতি। হরতীতি বর্ত্তমানপ্রয়োগস্তু কাব্যকর্ত্তুর্ভাবনয়া সাক্ষাৎ প্রতীতেঃ । হরণপ্রকারং বিষদয়তি চরণয়ো নীচৈ র্মন্দং যথাস্যাত্তথা নিক্ষেপে কৃতে সতি শব্দভয়ান্নূপুরে মূকয়ন্তী শব্দরাহিত্যং কুর্ব্বন্তী তথা করস্থ কনকবলয়ানি শব্দং কুর্ব্বতীতি বিভাব্য অন্যোকৈকং ধৃত্বা ধৃত্বা উৎ ঊর্দ্ধং যথাস্যাত্তথা ভুজান্তে বাহু মূলে ক্ষিপন্তী তথা কৃষ্ণস্যাক্ষোর্মুদ্রাময়ং নিদ্রাতি ন বেতি তয়োর্নিমেষণোন্মেষণ পরিপাটীশ্চকিতাদপি চকিতং যথাস্যাত্তথা শশ্বন্নিরন্তরমালোকয়ন্তী সত্যং নিদ্রাণোহয়মিতি দৃষ্ট্যা নির্দ্ধারয়ন্তী স্মিত্বা স্মিত্বেতি হরতীতি ।।২৫৪ ।।

"বংশী চোর্য্য"

পরমানন্দিতা শ্রীরাধার বিলাস বিশেষ বর্ণনা করিবার জন্য শ্রীদৈত্যারি পণ্ডিতের পদ্যে বংশী চুরি লীলা লিখিতেছেন- শ্রীরাধা মধ্যে মধ্যে বলিতেন-হে শ্যাম সুন্দর ! তোমার এই বংশী আমার কুলশীলাদি সকল বিনাশ করিয়াছে, সুতরাং এই দুষ্টাকে হরণ করিয়া যমুনার জলে নিক্ষেপ করিব" অতএব শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভয়ে বংশীকে বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক শয়ন করিলে অবসর বুঝিয়া শ্রীমতী তাহা হরণ করিতেছেন- মুরলী হরণেচ্ছায় ধীরে ধীরে পাদদ্বয় নিক্ষেপ করিতেছেন যাহাতে নূপুর মূক হয়, অর্থাৎ সামান্যও শব্দ না করে, করের স্বর্ণবলয়া সকলকে ধারণ করিয়া হস্তের উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের নয়ন মুদ্রা অর্থাৎ প্রাণবন্ধু ঘুমাইয়াছে কি না, তাহা চকিত নয়নে

"অথ তাং মুরলীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্"

শ্রীগোবিন্দমিশ্রাণাম্

অচ্ছিদ্রমস্তু হৃদয়ং পরিপূর্ণমস্তু
মৌখর্য্যমস্তু মিতমস্তু গুরুত্বমস্তু ।
কৃষ্ণপ্রিয়ে সখি দিশামি সদাশিষস্তে
যদ্‌বাসরে মুরলি মে করুণাং করোষি ।। ২৫৫।। বসন্ততিলকম্ ।

তাং হস্তয়োঃ কৃত্বা তাং প্রতি যদাহ তদ্গোবিন্দ মিশ্রাণাং পদ্যেন লিখতি অচ্ছিদ্রমিতি । হে সখি ! কৃষ্ণপ্রিয়ে মুরলি ! যদ্বাসরে মে মম করুণাং করোষি স্বরবেণ মাং না কর্ষসি তদ্দিনে সদাশিষস্তব সম্বন্ধে দিশামি দদামীত্যর্থঃ আশিষো বিষদয়তি তে অচ্ছিদ্রং দোষরাহিত্যমস্তু হৃদয়ং পরিপূর্ণমস্তু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখামৃতেন মৌখর্য্যং মুখরতা মিতং পরিমিতী ভাবোঽস্তু ত্বৎসদৃশী নান্যা ভবত্বিত্যর্থঃ । গুরুত্বং কৃষ্ণাদরণীয়ত্বেন পূজ্যত্বমস্তু শ্লেষেণ তব বৈপরীত্যাচরণে আশিষোঽপি বিপরীতা ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ ।। ২৫৫ ।।

বারম্বার অবলোকন করিতে করিতে, মৃদুমন্দ হাস্য করিতে করিতে শ্রীরাধা শ্রীমাধবের ক্রোড় হইতে মুরলী হরণ করেন । ২৫৪ ।

"মুরলীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য"

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল হইতে মুরলিকাকে নিজ হস্তে ধারণ করতঃ মৃদুস্বরে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীপাদ গোবিন্দমিশ্রের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি! মুরলি ! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অচ্ছিদ্র হউক, অর্থাৎ তোমার চরিত্র নির্দ্দোষ হউক, তোমার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ মুখামৃতে পরিপূর্ণ হউক, তোমার মুখরতা পরিমিত হউক, অপর তোমার গুরুত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আদরণীয়া রূপে পূজ্যতা লাভ হউক, হে কৃষ্ণপ্রিয়ে সখি ! আমি তোমাকে সর্ব্বদা এই আশীর্ব্বাদ সকল করি, আর এই অশীর্ব্বাদ সকল আমি তখনই করিব যে দিন তুমি আমাকে দয়া করিবে অর্থাৎ যে দিন তুমি আমার নাম ধরিয়া যখন তখন ডাকিবে না ।২৫৫।

তেষামেব

শূন্যত্বং হৃদয়ে সলাঘবমিদং শুষ্কত্বমঙ্গেষু মে
মৌখর্য্যং ব্রজনাথনামকথনে দত্তং ভবত্যা নিজম্ ।
তৎ কিং নো মুরলি প্রযচ্ছসি পুনর্গোবিন্দবক্ত্রাসবং
যং পীত্বা ভুবনং বশে বিদধতী নির্লজ্জমুদ্গায়সি ।। ২৫৬ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

পুনশ্চ তস্যাং তস্যাঃ সলালসাক্ষেপং তেষাং পদ্যেন দর্শয়তি শূন্যেতি । ভবত্যা নিজং শূন্যত্বং মম হৃদয়ে দত্তং তথা নিজং সলাঘবং শুষ্কত্বমিদং মমাঙ্গেষু দত্তং ব্রজনাথস্য কৃষ্ণস্য নাম কথনে বিষয়ে নিজং মৌখর্য্যং মম দত্তং হে মুরলি এবং নিজং সর্ব্বস্বং মহ্যং ভবত্যা স্নেহেন দত্তং তত্তস্মাৎ পরকীয়ং গোবিন্দ বক্ত্র সারং কিং নো প্রযচ্ছসি ন দদাসি পরকীয়ে ধনে এতৎ কার্পণ্যং মহানুচিতম্ । ননু ভোঃ সখি ! দানং দাত্রিচ্ছয়া স্যাদিতি চেৎ সত্যং ন তৎ প্রযচ্ছ কিন্তু ভবতীদং বক্ত্রাসবং পীত্বা ভুবনং কিমুত মাং বশে বিদধতী লক্ষণার্থে শতৃ বিধাতুমিত্যর্থঃ। নির্লজ্জং পরম পুরুষমুখাসবপানে লজ্জা শূন্যং যথাস্যাত্তথা উৎ উচ্চং গায়সি ত্বং ধন্যাসীত্যাক্ষেপঃ ।। ২৫৬ ।।

মুরলীর সহিত পুনঃ কথোপকথন শ্রীপাদ গোবিন্দ মিশ্রের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! মুরলিকে ! তোমার হৃদয়ের শূন্যতা আমার হৃদয়ে সমর্পণ করিয়াছ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমার হৃদয় সর্ব্বদাই শূন্য, তোমার অঙ্গ যে প্রকার শুষ্ক, সেই শুষ্কতাও আমাকেপ্রদান করিয়াছ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমার দেহ শুষ্ক হইয়াছে, এবং তুমি যেমন শ্রীব্রজনাথের নাম কীর্ত্তনে মুখর, সেই মুখরতাগুণও আমাকে দান করিয়াছ, সুতরাং সর্ব্বদাই শ্রীব্রজনবযুবরাজকৃষ্ণের নাম আমার মুখে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু হে কঠোরে মরলি ! তুমি আমাকে সব বস্তুই প্রদান করিয়াছ তথাপি তুমি যে সর্ব্বদা প্রাণকান্তের অধর সুধা পান কর তাহা কেন দান কর নাই ? যে বদন সুধা পান করতঃ জগৎকে বশীভূত করিয়া লজ্জারহিত হইয়া উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিতেছ ? শ্রীমতী মুরলীকে চুম্বন করিয়া কহিলেন- নির্লজ্জ পর পুরুষের বদন চুম্বন করিয়া তার আদেশে লজ্জাহীনা হইয়া সর্ব্বদাই আমার নাম উচ্চস্বরে কীর্ত্তন কর । ২৫৬ ।

"অথ সায়ং হরেব্রর্জাগমনম্"

কস্যচিৎ

মন্দ্রক্বাণিতবেণুরহ্নি শিথিলে ব্যাবর্ত্তয়ন্ গোকুলং
বর্হাপীড়কমুত্তমাঙ্গরচিতং গোধুলিধূম্রং দধৎ ।
ম্লায়ন্ত্যা বনমালয়া পরিগতঃ শ্রান্তোঽপি রম্যাকৃতি-
র্গোপস্ত্রীনয়নোৎসবো বিতরতু শ্রেয়াংসি বঃ কেশবঃ ।।২৫৭।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্ ।

এবং মধুররসাশ্রয়ত্বেন কৃষ্ণস্য বনবিহারং বর্ণয়িত্বা সায়ং ব্রজাগমনং বক্তুং প্রকরণ মারভতে অথেতি । তত্র কস্যচিৎ পদ্যেন তৎপ্রকারং বর্ণয়তি মন্দ্রেতি । অহ্নি দিবসে শিথিলে অর্থাদপরাহ্নে গোসমূহানামাহ্বনার্থং মন্দ্রস্তু গম্ভীরে ইত্যমরাৎ । মন্দ্রং গভীরং যথাস্যাত্তথা যদ্বা মন্ত্র স্তন্ত্রশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধস্তদ্বদাকর্ষণং যথাস্যাদেবং ক্বাণিতো বাদিতো বেণু র্যেন সঃ । কেশবো গোকুলং গোসমূহং তত্তন্নামভিঃ ব্যার্ত্তয়ন্ ব্রজাভিমুখং কুর্ব্বন্ সন্ বো যুস্মাকং শ্রেয়াংসি পঞ্চমপুরুষার্থান্ প্রেমভক্তী র্বিতরতু । তদানীং স কিম্ভূতঃ উত্তমাঙ্গে শিরসি রচিতং চূড়ারূপেণ কল্পিতং যথাস্যাত্তথা বর্হা পীড়কং ময়ূরপিচ্ছরূপভূষণং দধৎ তৎ কিম্ভূতং গবাং পদধূলিভির্ধূম্রং ধূষরং স পুনঃ কিম্ভূতঃ ম্লায়ন্ত্যা ম্লানতাং প্রাপ্তয়া বনমালয়া উপলক্ষিতঃ পরিগতং পরিপ্রাপ্তং শ্রান্তং শ্রান্তির্যেন তথা ভূতোপি রম্যাকৃতিঃ সুন্দর মূর্ত্তিরতএব গোপস্ত্রীণাং নয়নোৎসবঃ ।। ২৫৭ ।।

"সন্ধ্যা কালে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন"

শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্য্যরসাশ্রয়ী বন বিহার বর্ণনা করিয়া সায়ংকালে ব্রজে আগমন লীলা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- দিবা অবসান হইলে অপরাহ্ন কালে গম্ভীর বেণু ধ্বনি দ্বারা গোসকলকে বন হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া (ফিরাইয়া) মস্তকে বিরচিত মত্তময়ূর পুচ্ছের চূড়া গাভীগণের পদধূলিতে ধূসর বর্ণ করিয়া, দিবসের পরিধান করা বনমালা বৈকালে ম্লান করিয়া, গোচারণ পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াও যিনি পরম মনোরম আকৃতি দ্বারা শ্রীরাধাদি গোপযুবতীগণের নয়নোৎসব হইয়াছেন, সেই শ্রীকেশব আপনাদিগকে অনেক কল্যাণ প্রদান করুন । ২৫৭ ।

তত্র কস্যাশ্চিদুক্তিঃ

কস্যচিৎ

দৃষ্ট্যা কেশব গোপরাগহৃতয়া কিঞ্চিন্ন দৃষ্টং ময়া
তেনাদ্য স্খলিতাস্মি নাথ পতিতাং কিং নাম নালম্বসে ।
একস্ত্বং বিষমেষুখিন্নমনসাং সর্ব্বাবলানাং গতি-
র্গোপ্যৈবং গদিতঃ সপেশমবতাদ্‌গোষ্ঠে হরির্বশ্চিরম্ ।। ২৫৮।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

তত্র সময়ে ব্রজনিকটপ্রাপ্তং তত্রাপি বিমার্গ গতায়াঃ কস্যাশ্চিৎ ধেনোর্ব্যাবর্ত্তনায় নিভৃতং গচ্ছন্তং কৃষ্ণং প্রতি কাচিৎ গোপী তৎ স্পর্শাশয়া সবিনয়ং যদাহ কস্যচিৎ পদ্যেন তদ্দর্শয়তি দৃষ্ট্যেতি । হে কেশব ! দৃষ্টেরবাধায়ে কেশান্ বয়তে বধ্নাতীতি হে তথাভূত গোপরাগহৃতয়া গবাং খুরধূলিভিরাচ্ছন্নয়া হেতুভূতয়া দৃষ্ট্যা চক্ষুষা ময়া ন কিঞ্চিদ্দৃষ্টং তেন হেতুনা স্খলিতা উচ্চস্থানাৎ পতিতাস্মি । হেনাথ স্বাভীষ্টদানেন পালক কিন্নাম মাং নালম্বসে নোত্থাপয়সি । ননু ভোঃ রমণীয়ে পরস্ত্রিয়ং ত্বাং কথং স্পৃশামি তত্রাহ একস্ত্বমিতি, রূপাদিনা কন্দর্প দর্পহরণাৎ স ত্বাং রতিরণবীরং মত্বা বিষমেষুঃ কন্দর্পস্ত্বাং পরাজেতুং তত্রোৎসাহ রহিতান্যপ্যস্মান্ ন্যযোজয়ৎ তৎ কর্ত্তুমসমর্থাভিরবলাভিস্তদাজ্ঞালঙ্ঘনে কৃতে সতি স ক্রুদ্ধঃ সন্ সদা পঞ্চবাণৈর্মনসি বিধ্যতি তেন খিন্নমনসাং সর্ব্বাবলানাং ত্বমেকো গতির্ভবসি । বয়ন্তু ত্বাং জেতুং নেষ্যামঃ কিন্তু ভবতো রতিরণশিক্ষয়েতি করিষ্যাম স্তাঃ দৃষ্ট্বা স লজ্জিতো ভবত্বত ত্বং শিক্ষাং যথান্যাঃ স্বীয়ত্বেন মন্যসে তথৈব মাং মন্যস্ব অহন্তু ত্বাং পরমপ্রেষ্ঠতমং নতু পরপুরুষং ন মন্যে ইতি ভাবঃ । এবং কয়াচিদ্দক্ষিণপ্রখরয়া গোপ্যা সপেশং সাবয়বং সম্পূর্ণং যথাস্যাত্তথৈবং গদিতঃ কথিতো হরির্বোযুষ্মান্ চিরমবতাৎ কামবিড়ম্বনাৎ রক্ষতু । স কথম্ভূতঃ গোষু পালকতয়া তিষ্ঠতীতি সঃ ।। ২৫৮ ।।

ব্রজনিকট সম্প্রাপ্ত হইলে কোন গাভী বিপথে গমন করিল, তাহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জন স্থানে গমন করিলে কামার্ত্তা কোন গোপী তাঁহার স্পর্শবাসনায় সবিনয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অজ্ঞাত নামা কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে কেশব ! অপরাহ্নকালে গোসকলের আগমন হেতু গোধূলির দ্বারা আমার দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, সুতরাং

কস্যচিৎ

নাভিদেশবিনিবেশিতবেণুর্ধেনুপুচ্ছনিহিতৈককরাব্জঃ ।
অন্যপাণিপরিমণ্ডিতদণ্ডঃ পুণ্ডরীকনয়নো ব্রজমাপ ।। ২৫৯ ।। স্বগতা ।

"তত্রৈব শ্রীরাধিকায়াঃ সৌভাগ্যম্"

উমাপতিধরস্য

ভ্রূবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি ।

ব্রজপ্রবেশে তস্য শোভাবৈশিষ্ট্যং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি নাভীতি । পুণ্ডরীকনয়নঃ কৃষ্ণো ব্রজমাপ প্রাপ্তবানিত্যন্বয়ঃ । স কিম্ভূতঃ নাভিদেশে বৈশিষ্ট্যেন বামে তির্য্যক্তয়া নিবেশিতো বেণুর্যেন সঃ । পুনঃ কিম্ভূতঃ কস্যাশ্চিদ্ধেনোঃ পুচ্ছে নিহিতমেকমর্থাদ্বামং করাব্জং যেন সঃ । তথা অন্য পাণিনা দক্ষিণ হস্তেন পরিমণ্ডিতো ভূষিতো দণ্ডো যস্য সঃ ।। ২৫৯ ।।

পথমধ্য এব চান্যাপেক্ষয়া রাধায়াঃ সৌভাগ্যং উমাপতিধরস্য পদ্যেন দর্শয়তি ভ্রূবল্লীতি। এবম্ভূতস্য কংসদ্বিষঃ কৃষ্ণস্য দৃষ্টয়ো রাধাননে সাতঙ্কানুনয়ং মমান্যাসাং প্রত্যবলোকনমিয়ং জ্ঞাতবতীতি শঙ্কয়া সহ বর্ত্তমানোঽনুনয়ো যত্র পতন্ ক্রিয়ায়াং তদযথাস্যাত্তথা পতিতা দৃষ্টয়ো জয়ন্তি রাধাসৌভাগ্যং প্রকটনেন বর্ত্তন্তে ইত্যন্বয়ঃ ।

আজ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়াছি হে প্রাণনাথ ! তুমি কি আমাকে হস্তের অবলম্বন প্রদান করিবে না? কারণ ব্রজমধ্যে তুমি একমাত্র মাদৃশী পঞ্চশরে জর্জ্জরিত হৃদয় অবলাগণের আশ্রয়, গোষ্ঠ মধ্যে কোন গোপী যাঁহাকে এই প্রকার বলিয়াছিলেন সেই গোষ্টবিহারী শ্রীকৃষ্ণ চিরকাল আপনাদিগকে রক্ষা করুন ।২৫৮

ব্রজপ্রবেশ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের শোভাবিশেষ কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- নিজের পরমপ্রিয় বেণুটিকে নাভিদেশে অর্থাৎ নাভির নীচে কটিবদ্ধ বস্ত্রের ভিতরে বক্র ভাবে সমর্পণ করিয়া বাম হস্তে ধেনুর পুচ্ছ ধারণ করতঃ অন্য দক্ষিণ হস্তে সুন্দর দণ্ড পরিশোভিত করিয়া পুণ্ডরীক নয়ন শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রজের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ।২৫৯ ।

"পথিমধ্যে শ্রীরাধার সৌভাগ্য বর্ণন"

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপ্রবেশ সময়ে অন্যান্য গোপিকা হইতে শ্রীমতী রাধিকার সৌভাগ্যাতিশয় শ্রীউমাপতিধরের পদ্যে লিখিতেছেন- গোষ্ঠেপ্রবেশাবসরে শ্রীকৃষ্ণ

গর্ব্বোদ্ভেদকৃতাবহেলললিতশ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ।। ২৬০।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

শ্রীলক্ষ্মণসেনস্য

তির্য্যক্‌কন্ধরমংসদেশমিলিতশ্রোত্রাবতংসং স্ফুরদ্-
বর্হোত্তম্ভিতকেশপাশমনৃজুভ্রূবল্লরীবিভ্রমম্ ।

বহুত্বন্তু তাদৃক্ তন্মুখাবলোকনাৎ । কথম্ভূতস্য অধ্বনি পথিকয়াঃ । গোপ্যা ভ্রূবল্ল্যা বলনৈশ্চালনৈঃ সম্ভাষিতস্য হে প্রাণনাথ ! বনাৎ সুখেনাগমনং জাতমিতি রমিতস্য এবং সর্ব্বত্র । পুনঃ কথম্ভূতস্য কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ সাদরাবলোকৈঃ কয়াপি স্মিত জ্যোৎস্না বিচ্ছুরিতৈরীষদ্ধাস্য প্রকাশনৈরিতি । রাধাননে কথম্ভূতে গর্ব্বোদ্ভেদকৃতাবহেল ললিত শ্রীভাজি । অবহেলো অবহেলনং তচ্চাত্র এতাঃ কিং মৎ প্রিয়তমস্য প্রেমাণং জানন্তি যেনৈনং বশীকর্ত্তুমিচ্ছন্তীতি গর্ব্বস্যোদ্ভেদো যস্মাদেবম্ভূত তয়া যোঽবহেল স্তেন ললিতাং সর্ব্বেষামপি মনোহরাং শ্রিয়ং শোভাং ভজতীতি তাদৃশে কর্ত্তরি ক্বিপত্র জ্ঞেয়া । কংসদ্বিষ ইতি কংসস্যাপি ভয়ং যস্মাত্তাদৃশস্যাপি রাধায়া ভয়মহো এতস্যাঃ সৌভাগ্যমিতি ।। ২৬০ ।।

তত্র লক্ষ্মণসেনস্য পদ্যেন তদেব শোভাবৈশিষ্ট্যং পুনর্দর্শয়তি অংসেতি । গোকুলপতের্ধেনু সমূহ পালকস্য বক্ত্রাম্বুজং বো যুষ্মান্ পাত্বিত্যন্বয়ঃ । তৎ কথম্ভূতং

কোন গোপী ভ্রূভঙ্গীচালন দ্বারা অভিসারের ইঙ্গিত করিলে, কোন গোপরমণী বিকসিত নয়ন দ্বারা রূপামৃত পান করিলে, অপর কোন গোপবধূ সুমধুর হাস্য জ্যোৎস্না দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মদনমহোদধিকে বর্দ্ধিত করিলে এবং কোন গোপযুবতী কর্ত্তৃক পথিমধ্যে গোপনে সম্ভাষা দ্বারা অতিশয় আদৃত হইলেও "এই গোপনায়িকাগণ কি আমার প্রিয়তমের প্রেম মহিমা জানে যে ইহারা প্রাণনাথকে বশীভূত করিবার জন্য এই প্রকার চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং প্রাণনাথ আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও প্রীতি করে না" এই প্রকার গর্ব্বও অবহেলা পূর্ণ মনোহর শোভাবিরাজিত শ্রীরাধার বদনে পতিত শ্রীকৃষ্ণের আতঙ্কও অনুনয় পূর্ণ দৃষ্টিসমূহ জয়যুক্ত হউক। ২৬০ ।

শ্রীরাধার সৌভাগ্য বর্ণন ক্রমে শ্রীলক্ষ্মণ সেনের পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের শোভাবৈশিষ্ট্য পুনঃ বর্ণনা করিতেছেন- কক্ষ হইতে বংশী হস্তে লইয়া বাদন ক্রমে

গুঞ্জদ্বেণুনিবেশিতাধরপুটং সাকূতরাধানন-
ন্যস্তামীলিতদৃষ্টি গোকুলপতের্বক্ত্রাম্বুজং পাতু বঃ ।। ২৬১ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

নাথোকস্য

অংসাসক্তকপোলবংশবদনব্যাসক্তবিম্বাধর-
দ্বন্দ্বোদীরিতমন্দমন্দপবনপ্রারব্ধমুগ্ধধ্বনিঃ ।

সাকূতং সানুরাগং যথাস্যাত্তথা রাধাননে ন্যস্তা বিন্যস্তা আ ঈষন্মীলিতা কটাক্ষদৃষ্টি র্যেন তাদৃশং পুনঃ কিম্ভুতং রাধানন দর্শনার্থমেব তির্য্যক্ বামে বক্রা কন্ধরা গ্রীবা যত্র তৎ । তথা অংসদেশে মিলিতঃ শ্রোত্রস্য কর্ণস্যাবতংসঃ কুণ্ডলং যত্র তৎ । তথা স্ফুরৎ শোভনতয়া দীব্যৎ বর্হং ময়ূরপিচ্ছং যত্র উত্তম্ভিতউর্দ্ধেধৃতঃ কেশপাশো যত্র স্ফুরদ্বর্হং চ তদুত্তম্ভিত কেশপাশং চেতি তৎ । তথা স্বাভাবিকায়া বক্রায়া ভ্রূবল্লর্য্যা ভ্রূলতায়া বিভ্রমো নর্ত্তনং যত্র তৎ । তথা প্রেমাবেশাৎ কৃষ্ণকর্ত্তৃক বাদনাভাবেন গুঞ্জন্ স্বয়মব্যক্ত রম্যশব্দং কুর্ব্বন্ যো বেণু স্তত্রৈব সংস্কারেণ নিবেশিতে অধরপুটে যত্র তৎ নতু তদ্বাদন সমর্থং অহো রাধায়াঃ সৌভাগ্যম্ ।। ২৬১ ।।

ততো রাধায়াঃ কটাক্ষেণ গৃহাভিগমনায়াভিমন্ত্রিতস্য তস্য সানন্দেন বেণু বাদন মাধুর্য্যং নাথোকস্য পদ্যেন দর্শয়ন প্রকরণমুপসংহরতি অংসেতি। রাধাধবো রাধায়া নিত্য সিদ্ধরমণ স্ত্বাং পাত্বিত্যন্বয়ঃ । স কথভূতঃ অংসে স্কন্ধে আসক্তং কপোলং যথাস্যাত্তথা বংশবদনে বেণুমুখে ব্যাসক্তো যৎ বিম্বাধরদ্বন্দ্বস্তেনোদীরিত উদগতো যো মন্দ মন্দপবন স্তেনপ্রারব্ধো মুগ্ধো রম্যো ধ্বনি র্যেন সঃ । অতএব

যাঁহার গ্রীবা দেশ বক্র, এবং বাম স্কন্ধে কর্ণ ভূষণ মকর কুণ্ডল নিপতিত হইয়াছে, যাঁহার কেশপাশের উর্দ্ধে মত্তময়ূর পুচ্ছ সুশোভিত আছে, যাঁহার বক্রিম ভ্রূলতা শোভা যুক্ত হইয়া নর্ত্তন করিতেছে, যাঁহার অধরপুট সংযুক্ত বেণু রাধা রাধা শব্দ করিতেছে, এবং যিনি শ্রীরাধার বদনের প্রতি অভিলাষ পরিপূর্ণ বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন সেই গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের বদনাম্বুজ তোমাদিগকে রক্ষা করুন, সুতরাং শ্রীরাধার সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন । ২৬১ ।

শ্রীমতী রাধা কটাক্ষের দ্বারা অভিসারের জন্য সম্মতি প্রকাশ করিলে আনন্দ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন মাধুর্য্য শ্রীনাথোক নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- স্কন্ধদেশে গণ্ডস্থল স্থাপিত করিয়া, বংশীর মুখে সংলগ্ন বিম্বাধর দ্বয়

ঈষদ্বক্রিমলোলহারনিকরঃ প্রত্যেকরোকানন-
ন্যঞ্চচ্চদঞ্চদুদঞ্চ দঙ্গুলিচয়স্ত্বাং পাতু রাধাধবঃ ।। ২৬২।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

"অথ গোদোহনম্"

শরণস্য

অঙ্গুষ্ঠাগ্রিমযন্ত্রিতাঙ্গুলিরসৌ পাদার্দ্ধনীরুদ্ধভু-
রার্দ্রীকৃত্য পয়োধরাঞ্চলমলং দ্বিত্রৈঃ পয়োবিন্দুভিঃ।
ন্যগ্‌জানুদ্বয়মধ্যযন্ত্রিতঘটীবক্ত্রান্তরালস্খল-
দ্ধারাধ্বানমনোহরং সখি পয়ো গাং দোগ্ধি দামোদরঃ।।২৬৩।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

ঈষদ্বক্রিমা লোলশ্চঞ্চলশ্চ হারাণাং নিকরঃ সমূহো যস্য সঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ বেণোঃ প্রত্যেক রোকাননে প্রতিচ্ছিদ্র মুখে ন্যঞ্চন্ কদাচিৎ নীচৈর্গচ্ছন্ উদঞ্চন্ কদাচিদুচ্চৈ র্গচ্ছন্ অঙ্গুলিচয়ো যস্য সঃ ।। ২৬২ ।।

ততঃ স্বগৃহং প্রাপ্তঃ ভোজনাদি কৃত্বা কৃষ্ণো যদকরোত্তৎ দর্শয়তি গোদোহনমিতি। অথ তদ্দ্রষ্টুং সমাগতানাং গোপীনাং মধ্যে কাচিদ্গোপী রাধাং তদ্যথাদর্শয়ৎ তৎ শরণ্যস্য পদ্যেন লিখতি অঙ্গুষ্ঠেতি। সখি। হে রাধে। দামোদরো ন্যঞ্চতো জানুদ্বয়স্য মধ্যে যন্ত্রিতা দৃঢ়তয়া ধৃতায়া ঘটী তস্যা বক্ত্রান্তরে মুখমধ্যে প্রস্খলন্তী অর্থাদূধসো যা ধারা তস্যাধ্বানেন শব্দেন মনোহরং যথাস্যাত্তথা গাং দোগ্ধি পশ্য ইত্যন্বয়ঃ। কিং কৃত্বা তত্রাহ পুরোঽগ্রে পাদয়োরর্দ্ধেন নীরুদ্ধা ভূ র্ভূমি র্যেন সঃ। ততোঽঙ্গুষ্ঠস্যাগ্রিমা অগ্রেণ যন্ত্রিতা অন্যা অঙ্গুল্যো যেন সঃ। ততো দ্বিত্রৈর্দুগ্ধ বিন্দুভিঃ পীনাঞ্চলং উধোঽগ্রভাগং আর্দ্দয়ন্ শ্লথয়ন্ সন্নিতি ।। ২৬৩ ।।

হইতে উচ্চারিত মন্দ মন্দ পবন বেগে মনোহর ধ্বনি প্রারম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ত্রিভঙ্গ হওয়ায় বক্ষের হার ঈষৎ বঙ্কিম ও চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছে, এবং বংশীবাদন ক্রমে বংশীর প্রত্যেক ছিদ্রমুখে অঙ্গুলি নিচয় নীচে ও উর্দ্ধে উত্তোলিত ভাবে সুশোভিত সেই শ্রীরাধাধব শ্রীগোবিন্দ তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ২৬২।

"গোদোহন লীলা"

গোচারণের পর গৃহে আগমন করতঃ ভোজনাদি সমাপন পূর্ব্বক গোদোহন করিলে, গোদোহনলীলা দর্শনার্থ সমাগতা গোপীগণের মধ্যে কোন গোপী

"অথ শ্রীকৃষ্ণংপ্রতি চন্দ্রাবলীসখীবাক্যম্"

কস্যচিৎ

শঠান্যস্যাঃ কাঞ্চীমণিরণিতমাকর্ণ্য সহসা
যদাশ্লিষ্যন্নেব প্রশিথিলভুজগ্রন্থিরভবঃ।
তদেতৎ ক্বাচক্ষে ঘৃতমধুময় ত্বদ্বহুবচো-
বিষেণাঘূর্ণন্তী কিমপি ন সখী মে গণয়তি।।২৬৪।। শিখরিণী ।

অথ দিনান্তরে মমত্বাতিশয়ভাঙ্মধু স্নেহবত্যা বাময়া রাধয়া সহ সন্তত বিহারিণং শ্রীকৃষ্ণং রহস্যে প্রাপ্য তদীয়ত্বাতিশয় ভাগ্‌ঘৃতস্নেহবত্যা দক্ষিণায়াশ্চন্দ্রাবল্যাঃ পদ্মানাম্নী সখী সের্ষ্যয়া যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি শঠেতি । হে শঠ অস্মাকং বঞ্চক যদযস্মাৎ অন্যস্যা রাধায়াঃ কাঞ্চীস্থ স্বর্ণ ক্ষুদ্র ঘন্টিকানাং রণিতং শব্দং সহসা হঠাদাকর্ণ্য সকৌতুকং শ্রুত্বা তামাশ্লিষ্যন্নেব প্রকর্ষেণ শিথিলা ভুজয়ো গ্রন্থির্যস্যা এবম্ভূতস্ত্বমভবঃ । তত্তস্মাৎ অহমেতৎ তব শাঠ্যাগণন হেতুং ব্যাচক্ষে তবৈবাহং ত্বমেব মে প্রিয়তমেত্যাদি ঘৃত মধুময়ং তব বচোবাক্যং বিষং তুল্যরূপেণ মিলিতং ঘৃত মধু বিষং ভবতীতি লোকেঽপি প্রসিদ্ধমস্তি । তেনাঘূর্ণন্তী বিষপানেনেব অস্থিরা সতী মে মম সখী চন্দ্রাবলী কিমপি ত্বদাচরিতং ন গণয়তি । ত্বন্তু যথেচ্ছসি তথা কুর্ব্বিতীর্ষ্যা । এতেনৈব চন্দ্রাবল্যা দক্ষিণনায়িকাত্বং ব্যজ্যতে ।।২৬৪ ।।

শ্রীরাধাকে দর্শন করাইতেছেন তাহা শ্রীশরণ নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! রাধে ! শ্রীগোবিন্দ গোদোহন করিতেছে, দেখ ! বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে অন্যান্য অঙ্গুলি সকল সংযত করিয়া চরণের অর্দ্ধভাগে ভূমি স্পর্শ করিয়া সদ্য পতিত দুগ্ধ বিন্দু দ্বারা গো পয়োধরের চতুঃপার্শ আর্দ্র করিয়া তাহার নিম্নে জানুদ্বয়ের মধ্যে দোহন পাত্র ধারণ করিয়াছে। তাহার অন্তরালে দ্রুত খরিত দুগ্ধধারা হইতে মনোহর শব্দ উত্থিত হইতেছে ।২৬৩ ।

"শ্রীকৃষ্ণেরপ্রতিশ্রীচন্দ্রাবলীর সখীর বাক্য"

শ্রীমতীরাধার সৌভাগ্যাতিশয় শ্রবণ করিয়া কোন দিন শ্রীকৃষ্ণকে একান্তে পাইয়া ঈর্ষা পূর্ণ বাক্যে পদ্মা যাহা বলিলেন তাহা অজ্ঞাত নামা কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে বঞ্চক ! আমার সখী চন্দ্রাবলীর সহিত বিলাস সময়ে হঠাৎ কোন অন্য কামিনীর কাঞ্চীর অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘুন্টিকার শব্দ শ্রবণ করিয়াই তোমার বাহুবন্ধ শিথিল হইয়াছিল. ওহে ! তোমার শঠতার কথা কোথায় বা কাহাকেবলিব. তোমার

"অথ শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণম্"

শৌদ্ধোর্দকস্য

সত্রাসার্ত্তি যশোদয়া প্রিয়গুণপ্রীতেক্ষণং রাধয়া
নগ্নৈর্বল্লবসূনুভিঃ সরভসং সম্ভাবিতাত্মোর্জ্জিতৈঃ।

পরমান্নস্য ভোজনাবসানে ভোক্তুং যোগ্যত্বাৎ কেনচিৎ সলালসেন যথা মধ্যেঽপি কিঞ্চিদাস্বাদ্যতে তথৈব গ্রন্থকৃতা পৌগণ্ডলীলাবর্ণনোচিত গোবর্দ্ধনধারণমতিক্রম্য কৈশোরলীলা কিঞ্চনাস্বাদ্যা ভোজনে সমীপানীত সর্ব্ব রসাস্বাদনং যুজ্যতে তদিব সম্প্রতি তদ্দর্শয়তি অথেতি তত্র শৌদ্ধোদকস্য পদ্যেন সপরিকরভাবপ্রকাশং গোবর্দ্ধন ধারণং লিখতি সত্রেতি । বামে করপদ্মে সুষ্ঠুতয়া স্থিতোমহান্ শৈলঃ গোবর্দ্ধনাখ্যঃ পর্ব্বতো যস্য স তত্রাপি শ্রমাভাব সূচনার্থং কন্দুক ক্রীড়াদি নৃত্য বেণুবাদনাদিভির্লীলাভিঃ সহ বর্ত্তমানঃ স হরির্বো যুষ্মান্ পায়াৎ । স কথম্ভূতঃ সুকোমলাঙ্গো মদ্বালকঃ পর্ব্বতং ধৃতবান্ কিং ভবিতেতি ত্রাসার্ত্তিভ্যাং সহ বর্ত্তমানং যথাস্যাত্তথা মাত্রা আলোকিতঃ । এবং সর্ব্বত্র । পুনঃ কীদৃশঃ প্রিয়স্য গুণপ্রীত্যোরীক্ষণং দর্শনং যথাস্যাত্তথা রাধয়া । তথানগ্নৈ র্বস্ত্র রহিতৈর্বল্লব সূনুভিঃ

এই ঘৃত ও মধু মিশ্রিত মনোহর বহু বাক্য রূপ বিষপানের দ্বারা আমার প্রিয় সখী চন্দ্রাবলী ঘূর্ণায়মানা হইয়া কুলধর্ম্ম লজ্জাদি কিছুই গণনা করিতেছে না । ২৬৪ ।

"শ্রীগোবর্দ্ধন উত্তোলন লীলা"

দেবরাজ ইন্দ্রের কোপহইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিবার জন্য সপ্তক্রোশবিস্তৃত গোবর্দ্ধন পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করিলে ব্রজবাসীগণের ভাব শ্রীসৌদ্ধোদককবির পদ্যে লিখিতেছেন- যাঁহার বামকরাগ্রে বিশাল গোবর্দ্ধন গিরি সুচারু ভাবে অবস্থান করিলেও বংশী বাদনাদি লীলা সুষ্ঠু ভাবে বিদ্যমান ছিল সেই ব্রজবাসীজন মনোহারী শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে রক্ষা করুন, শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকার ? তাহা বলিতেছেন- "আমার এই অতিশয় কোমলাঙ্গ সপ্তবর্ষীয় বালক এই বিশাল পর্ব্বত ধারণ করিয়াছে, জানি না কি হইবে" ব্রজরাজ্ঞী শ্রীমতী যশোদাজননী এই প্রকার ভয় ও দুঃখের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিলেন, শ্রীভানুরাজকুমারী রাধারাণী প্রিয়তম শ্রীশ্যামসুন্দরের অপরিসীম গুণের প্রতিপ্রীতিপূর্ণ লোচনা হইলেন এবং বসন বিহীন নগ্ন গোপ বালকগণ নিজ নিজ সামর্থ্য প্রকাশ অর্থাৎ "আমাদের প্রাণসখা গোপাল যেমন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছে আমরাও তাহা পারিব", এই রূপ

ভীতানন্দিতবিস্মিতেন বিষমং নন্দেন চালোকিতঃ
পায়াদ্বঃ করপদ্মসুস্থিতমহাশৈলঃ সলীলো হরিঃ ।। ২৬৫ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

শরণস্য

একেনৈব চিরায় কৃষ্ণ ভবতা গোবর্দ্ধনোঽয়ং ধৃতঃ
শ্রান্তোঽসি ক্ষণমাস্স্ব সাম্প্রতমমী সর্ব্বে বয়ং দধ্মহে ।

সরভসং সানন্দং যথাস্যাত্তথা অবলোকিতঃ । তৈঃ কীদৃশৈঃ সম্ভাবিতং আত্মনি স্বস্মিন্ তদ্ধারণকর্ম্মণি উর্জ্জিতং বলং যৈর্বয়মপ্যস্য ধারণ শক্তা ইত্যর্থঃ ।পুনঃ স কথম্ভূতঃ নন্দেন চ বিষমং নানাভাব সঙ্কুলং যথাস্যাত্তথা তেন কীদৃশেন সপ্তবর্ষকোয়ং বালো মহাশৈলং ধরতি কিং বা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ । ততো ধৃতে শৈলে হর্ষঃ তদনু ঈশ্বরসাধ্যং কর্ম্মানেন কথং কৃতমিতি বিস্ময় স্তত্তদ্যুক্তেনেত্যর্থঃ ।। ২৬৫ ।।

তেষাং গোপশিশূনাং কৃত্যং শরণ্যস্য পদ্যেন দর্শয়তি একেনৈবেতি । হে কৃষ্ণ ! একেনৈব নত্বস্মৎ সহায়েন ভবতোঽয়ং গোবর্দ্ধনশ্চিরায় চিরকালং ধৃতঃ অতঃ শ্রান্তোসি তস্মাৎ ক্ষণ মাস্স্ব সুখেনোপবিশ অমী সর্ব্বে বয়ং সাম্প্রতং শৈলং দধ্মহে ধারয়ামঃ । ইত্যুক্ত্বা গোপনিবহে গোপশিশুগণে উল্লাসিতাস্তদ্ধারণে উদ্যমং প্রাপ্তা দোষো বাহবো যেন তাদৃশে সতি তদা কৃষ্ণস্য কিঞ্চিদ্ভুজাকুঞ্চনেন বাহু

স্ব- সামর্থ্য প্রকাশ পূর্ব্বক যষ্ঠীর অগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বত স্পর্শকরাইয়া মন্দ হাস্য বদনে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিলেন, অপর ব্রজসম্রাট্ শ্রীনন্দ নানা ভাব সঙ্কুল অর্থাৎ ভয়, এই শিশু এই বিরাট পর্ব্বতউত্তোলন করিল জানি না কি হয় ! আনন্দ আমারপুত্র শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র এই মহাগিরি ধারণ করিয়াছে, ওহে ! ব্রজবাসিগণ! তোমরা সকলে দেখ আমার পুত্র কিপ্রকার বলবান:, বিস্ময়, হায় ! এই আমার পুত্র গোপাল বালক হইয়া ঈশ্বরের মতকার্য্য কি ভাবে সম্পাদন করিল" এই ভাবে গোবর্দ্ধন ধারণলীলা বর্ণনা করিলেন । ২৬৫ ।

শ্রীকৃষ্ণকে গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে দেখিয়া প্রিয় সখাগণের কার্য্য শ্রীশরণ কবির পদ্যে বর্ণন করিতেছেন- শ্রীগোপবালকবৃন্দ কহিলেন- হে প্রাণসখে ! কৃষ্ণ ! তুমি একাকী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিশাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া খুবই পরিশ্রান্ত হইয়াছ, অতএব ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, এবং আমরা সকলে এই পর্ব্বত

ইত্যুল্লাসিতদোষ্ণি গোপনিবহে কিঞ্চিদ্ভুজাকুঞ্চন-
ন্যঞ্চচ্ছৈলভরার্দ্দিতে বিরুবতি স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ ।। ২৬৬ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

সুবন্ধোঃ

খিন্নোঽসি মুঞ্চ শৈলং বিভৃমো বয়মিতি বদৎসু শিথিলভুজঃ ।
ভরভুগ্নবিততবাহুষু গোপেষু হসন্ হরির্জয়তি ।।২৬৭ ।। আর্য্যা ।

ধারণ করিতেছি" এই প্রকার বলিয়া গোপকুমারগণ উল্লাস ভরে হস্ত উত্তোলন করিলেপরে শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাহু সামান্য সঙ্কুচিত করিয়া পর্ব্বত ভর বালকাণের উপরে অর্পণ করায় গোপবালকাণ "হা কৃষ্ণ ! রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া উচ্চৈঃ স্বরে রোদন সঙ্কোচেন ন্যঞ্চন্নধোগামী ভবন্ যঃ শৈলস্তস্য ভরেণার্দ্দিতে পীড়িতে সতি বয়মসমর্থাঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ রক্ষেতি রুবতি । বিশেষেণ শব্দং কুর্ব্বতি চ সতি স্মেরো মন্দহাস্য বিশিষ্টো হরির্বো যুষ্মান্ পাত্বিত্যন্বয়ঃ ।। ২৬৬ ।।

তত্র কিঞ্চিদ্বয়ো জ্যেষ্ঠাগোপবালা যদাহুস্তৎ সুবন্ধোঃ পদ্যেন দর্শয়তি খিন্নোঽসীতি । বয়স্য সখে হে কৃষ্ণ চিরং শৈলধারণে নূনং ত্বং খিন্নোঽসি অতঃ শৈলং মুঞ্চএনং বয়ং ধারয়ামঃ তত্র সন্দেহং ন কুর্ব্বিতিএবং বদৎসু গোপেষু সৎসু তেষাং বাহুষু গিরিবরস্যৈক দেশমারোপ্য স্বয়ং শিথিলা ভুজা যস্য এবম্ভূতো বভূব তত স্তস্য ভরেণ ভুগ্না বক্রী ভূতাঃ সংরক্ষণে বিততা বিস্তৃতা বাহবো যেষাং তেষু তাদৃশেষু সৎসু হসন্নেব হরির্জয়তীত্যন্বয়ঃ ।। ২৬৭ ।।

আরম্ভ করিলে, তাহা দেখিয়া শ্রীগিরিধারী মৃদুমন্দ হাস্য করিয়াছিলেন সেই শ্রীহরি আপনাদিগকে রক্ষা করুন । ২৬৬ ।

গোবর্দ্ধন ধারণ কালে কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ গোপকুমারগণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রীসুবন্ধু কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে বয়স্য ! কৃষ্ণ ! তুমি অনেককাল পর্য্যন্ত পর্ব্বত ধারণ করায় কাতর হইয়াছ, সুতরাং শৈল পরিত্যাগ কর, আমরা ইহাকে ধারণ করিতেছি, তুমি কোন প্রকার সন্দেহ করিও না" গোপকুমারগণ এই প্রকার বলিলে, যিনি সামান্য ভুজ শিথিল করায় পর্ব্বত ধারণের জন্য উর্দ্ধে বিস্তার-কারিভুজ সকল ভার পীড়িত হওয়ায় ব্যাকুল গোপ বালকগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া ছিলেন, সেই হাস্যবদন শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন । ২৬৭ ।

শুভাঙ্কস্য

দূরং দৃষ্টিপথাত্তিরোভব হরেগোর্বর্দ্ধনং বিভ্রত-
স্ত্বয্যাসক্তদৃশঃ কৃশোদরি করস্রস্তোঽস্য মা ভূদয়ম্ ।
গোপীনামিতি জল্পিতং কলয়তো রাধানিরোধাশ্রয়ং
শ্বাসাঃ শৈলভরশ্রমভ্রমকরাঃ কংসদ্বিষঃ পান্তু বঃ ।। ২৬৮ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

অথ নৌক্রীড়া

সঞ্জয়কবিশেখরস্য

কুরু পারং যমুনায়া মুহুরিতি গোপীভিরুৎকরাহূতঃ ।
তরিতটকপটশয়ালু- র্দ্বিগুণালস্যো হরির্জয়তি ।। ২৬৯ ।। আর্য্যা

তদা রাধাকৃষ্ণয়োঃ পরস্পরানুরাগাঙ্কুরং দৃষ্ট্বা কাশ্চিদ্রাধাসখ্যঃ তামুপ-শিক্ষয়ন্তীব যদকথয়ন্ তৎ শুভাঙ্কস্য পদ্যেন দর্শয়তি দূরমিতি কৃশোদরি কিঞ্চিদ্ভারং হারমপি বোঢুমসমর্থে হে রাধে ! গোবর্দ্ধনং বিভ্রতো হরে দৃষ্টিপথাৎ দূরবস্থানং প্রাপ্য তিরোভব। ননু বহ্বীষু সতীষ্বপি ময়া কিমপরাদ্ধং যতো মামত্র স্থাতুং বারয়থ তত্রাহুঃ ত্বয়ি আসক্ত নয়নস্যায়ং গোবর্দ্ধনঃ কর স্রস্তো হস্তকম্পনেন স্খলিতো-মাভূত্তথা সতি কা গতিঃ স্যাদিতি ভাবঃ । রাধায়া এব নিরোধ আশ্রয়ো যস্য তাদৃশমিত্যেবং ভূতং গোপীনাং জল্পিতং বাক্যং কলয়তঃ শৃণ্বতঃ কংসদ্বিষো নাসাদ্বয়তে নির্গতাঃ খেদসূচকাঃ শ্বাসা বো যুষ্মান্ পাতু তে কিম্ভূতাঃ শৈলস্য ভরেণ যঃ শ্রমস্তস্য ভ্রমং কুর্ব্বন্তি দৃষ্ট্বা তদঙ্গানাং শ্রমভ্রান্তিং তে জনয়ন্তি নতু তে বস্তুতঃ শ্রমজন্য ইতি ভাবঃ ।। ২৬৮ ।।

অথ নবকৈশোর লীলা বর্ণন প্রাপ্তাং সম্ভোগানুকূলাং নৌকাখেলাং বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে অথ নৌক্রীড়েতি । শ্রীকৃষ্ণো যমুনায়াং জল ক্রীড়ার্থমেকাং

তুমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণকারী শ্রীহরির দৃষ্টি পথ হইতে দুরে সরিয়া যাও, কারণ এই শ্রীব্রজরাজকুমারের লোচন দুইটি কেবল তোমাতেই আসক্ত রহিয়াছে, তাই বলি তোমার প্রতি আসক্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে এই পর্ব্বত পতিত না হয়, গোপীগণের এই প্রকার শ্রীরাধা নিষেধ সম্বন্ধীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পর্ব্বতের ভার জাত পরিশ্রম সূচক নাসিকাদ্বয়ে দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হয়, সেই দীর্ঘনিশ্বাস সকল তোমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন । ২৬৮ ।

সমাহর্ত্তুরিমৌ

উত্তিষ্ঠারাত্তরৌ মে তরুণি মম তরোঃ শক্তিরারোহণে কা
সাক্ষাদাখ্যামি মুগ্ধে তরণিমিহ রবেরাখ্যয়া কা রতির্মে ।

যোগমায়িকনৌকাং রচয়িত্বা জলক্রীড়াং চকার কস্যাশ্চিৎ সখ্যা মুখাৎ রাধা তাং শ্রুত্বা তেন সহ তত্র ক্রীড়িতুকামা সখীবৃন্দৈঃ সহ তত্র জগাম । সখ্যস্তু ক্রীড়য়া আলস্যবন্তং শ্রীকৃষ্ণং বিভাব্য যদাহু স্তৎ সঞ্জয়কবি শেখরস্য পদ্যেন দর্শয়তি কুরু পারমিতি । ভোস্তরিপণ্যজীবিন্ শীঘ্রং যমুনায়াঃ পারং কুরু পরতটং প্রাপয় । ইতি এবং প্রকারেণ মুহুর্বারংবারং গোপীভিরুৎকরৈরূর্দ্ধকরৈরাহূতোঽপি তরিতটে নাবিকোপবেশস্থানে কপটেন শয়ালুঃ শয়নশীলঃ সন্ দ্বিগুণালস্যোহরির্জয়তি হরিরিতি তাভিঃ সহ তত্তদ্বিহরণকৃতি র্জয়তীতি অপূর্ব্বলীলাং রচয়ন্ উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ইতি।।২৬৯

তত্র যদা রাধা স্বয়মাজুহাব তদা তস্য তয়া সহোক্তি প্রত্যুক্তিমান্ যঃ সংলাপোজাত স্তং গ্রন্থকৃৎ স্বয়ং দর্শয়তি উত্তিষ্ঠেতি । তরুণি হে নবযুবতি ! মে মম তরৌ নৌকায়াং আরাৎ শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ উপবিশ ছলং প্রাপ্য বক্রোক্তি প্রতিভয়া

“নৌকা বিহার লীলা”

অনন্তর কৈশোর লীলা বর্ণন প্রসঙ্গে সম্ভোগানুকূল নৌকাবিহারলীলা বর্ণন করিতেছেন, একদা শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় জল ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত যোগমায়া কর্ত্তৃক একটি নৌকা প্রস্তুত করাইয়া যমুনার সলিলে ক্রীড়া করিতেলাগিলেন । তাহা কোন গোপী প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া শ্রীমতীরাধা নব নাবিক শ্রীকৃষ্ণের সহিত জল ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত যমুনাতটে গমন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদিগোপীগণকে দেখিয়া নিদ্রাছলে নৌকায় শয়ন করিলে শ্রীরাধার সখীবৃন্দ তাঁহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া যাহা বলিলেন তাহা শ্রীসঞ্জয় কবিশেখরের পদ্যে লিখিতেছেন- রে নাবিক! আমাদিগকে সত্বর যমুনার পার কর” এই বলিয়া গোপীগণ হস্ত উত্তোলন করিয়া বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে আবাহন করিলেও যিনি নৌকায় কপট নিদ্রায় শয়ন করিয়া দ্বিগুণ আলস্য প্রকাশ করিলেন, সেই শ্রীহরির জয় হউক । ২৬৯ ।

সখীগণের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণের আলস্য না ভাঙ্গায় শ্রীরাধা স্বয়ং নাবিককে আহ্বান করিলেন তাহা শুনিয়া নৌকা নিকটে আনিলে পরস্পরের যে কথোপকথন হয় তাহা স্বয়ং শ্রীগ্রন্থকার লিখিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন- হে তরুণি ! হে

বার্ত্তেয়ং নৌপ্রসঙ্গে কথমপি ভবিতা নাবয়োঃ সঙ্গমার্থা
বার্ত্তাপীতি স্মিতাস্যং জিতগিরমজিতং রাধয়ারাধয়ামি ।। ২৭০ ।।

স্রগ্ধরা ।

পরিহাসার্থং রাধাহ তরোর্বৃক্ষস্যারোহণে কা মম শক্তি র্ন কাপি । কৃষ্ণ আহ হে মুগ্ধে ! মমাভিপ্রায়ানভিজ্ঞে সাক্ষাৎ তরণিং নৌকামাখ্যামি কথয়ামি সাহ ইহ প্রসঙ্গে রবেঃ সূর্য্যস্যাখ্যয়া নাম্না মম কা রতিরত স্তং কিমর্থং ভণসি । স আহ নৌপ্রসঙ্গে ইয়ং বার্ত্তা বৃত্তান্তোজাতা নতু রবিপ্রসঙ্গে । স আহ । ননু যদি ভবতা বার্ত্তৈব বিশিষ্যতে তদা নৌ আবয়োঃ সঙ্গমার্থা বার্ত্তা কথমপি ন ভবিতা ন ভবিষ্যতি ইতি প্রকারেণ রাধয়া জিতগিরং জিতা পরাজিতা গীঃ প্রত্যুত্তরং যস্য তং ত্বং মম প্রেয়সী কথমেবং বাগ্মিনী ন ভবিতাসি ইতি । এতৎ বাক্‌চ্ছলেনৈব জিতম্ । অতএব স্মিতাস্যং শ্রীকৃষ্ণং রাধয়ামি তত্তল্লীলা প্রকটনায় সংসাধয়ামি ।। ২৭০ ।।

নবযুবতি ! সমীপস্থ আমার তরিতে আরোহণ কর :, শ্রীরাধা বাক্যছল পাইয়া বলিলেন- তরুর আরোহণে আমার শক্তি আছে কি ? অর্থাৎ তরণিবাচকতরি শব্দ ও তরু শব্দ এই দুইটি শব্দের সপ্তমী বিভক্তির এক বচনে "তরৌ" এই প্রকার পদ হয় । শ্রীরাধা নৌকা বাচক তরিশব্দের উকারান্ত তরু শব্দ গ্রহণ করিয়া উত্তর দিলেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন- হে মুগ্ধে ! (আমার বাক্যের অভিপ্রায় অনভিজ্ঞে !) আমি সাক্ষাৎ তরণি বলিতেছি, বৃক্ষের কথা নয় । শ্রীরাধা তরণি নৌকা অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, তরণি শব্দে সূর্য্য ভাবিয়া বলিলেন- ওরে নাবিক ! যমুনাপারের সময় আমার সূর্য্যের কথায় আসক্তি হইবে কেন ?
শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ বলিলেন— হে গোপি! আমি এই নৌ অর্থাৎ নৌকা প্রসঙ্গে কথা বলিতেছি, সূর্য্যের কথা নয় ।

শ্রীরাধা চাতুর্য্য প্রকাশ করতঃ বলিলেন- ওহে শঠ ! কোনপ্রকারেই আমাদের দুই জনের সঙ্গম বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেপারে না, অর্থাৎ শ্রীমতী নৌ শব্দে অস্মদ শব্দের ষষ্ঠীর দ্বিবচনে "আবয়োঃ" এই পদের স্থানে নৌ শব্দের আদেশ হয়, নৌ নৌকা গ্রহণ না করিয়া আমাদের দুইজনের এই অর্থ গ্রহণ করিয়া বাবদূকশ্রীকৃষ্ণকে বাক্‌যুদ্ধেপরাজিত করিলেন । শ্রীরাধা কর্ত্তৃক পরাজিত সুমধুর হাস্য বদন শ্রীকৃষ্ণকে আমি আরাধনা করি। ২৭০।

মুক্তা তরঙ্গনিবহেন পতঙ্গপুত্রী
নব্যা চ নৌরিতিবচস্তব তথ্যমেব ।
শঙ্কানিদানমিদমেব মমাতিমাত্রং
ত্বং চঞ্চলো যদিহ মাধব নাবিকোঽসি ।।২৭১।। বসন্ততিলকম্।

জগদানন্দরায়স্য

জীর্ণা তরীঃ সরিদতীব গভীরনীরা
বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং
যন্মাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ ।। ২৭২ ।। বসন্ততিলকম্ ।

উত্তিষ্ঠারাত্তরৌ মে তরুণীত্যত্র তরণীত্যেকবচন সম্বন্ধি পদেন একৈব রাধা আহূতা সাত্বেকা নাব্যারোহণে ভীতেবাভূৎ তাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণো যদাহ তৎ প্রত্যুত্তর তয়া রাধাপি যদাহ তৎ গ্রন্থকৃৎ স্বয়ং লিখতি মুক্তেতি ।পতঙ্গস্য সূর্য্যস্য পুত্রী যমুনা তরঙ্গস্য নিবহেন সমূহেন মুক্তা রহিতেতি যত্তব বচঃ নব্যাচ নৌরিতি চ তত্তৎ সত্যমেব কিন্তু হে মাধব মমাতিমাত্রমতিশয়ং শঙ্কা নিদানমিদমেব কিন্তু অত্রাহ যদযস্মাদিহ নৌকায়াং ত্বং নাবিকোঽসি ।ননু প্রিয়ে ত্বয়া মাধবেত্যনেন নৌচালন বিদ্যায়া অপি পতি রহমেবেত্যুক্তং । মাশব্দস্য বিদ্যাবাচিত্বাদপি অত্রাহ ত্বং চঞ্চল চঞ্চলস্য কোঽপি গুণঃ শুভায় ন ভবতীতিভাবঃ ।। ২৭১ ।।

এবং পরিহাস কথোপকথনানন্তরং নৌকায়াং রাধায়ামারোপিতায়াং সত্যাং, সা মায়াতরিঃ কিঞ্চিদ্দূরং গত্বা ভগ্নভাবংপ্রকটীকৃতা ।তয়াচাতি ভীতাং সখীমালক্ষ্য তস্যাঃ কাচিৎ সখী সকমকু যদবোচত্তৎ জগদানন্দরায়স্য পদ্যেন দর্শয়তি জীর্ণেতি। অনর্থহেতুঃ পারে ইতি শেষঃ । হে মাধবেতি নৌচালন বিদ্যায়াং ত্বং নিপুণঃ কর্ণধারো নাবিকোঽসীতি যদিদমেবপারে বিশ্বাসকারণমন্যৎ স্পষ্টং ।২৭২।

শ্রীরাধা নৌকার নিকটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীপাদগ্রন্থকার স্বয়ং লিখিতেছেন- হে নাবিক ! পতঙ্গ পুত্রী এই যমুনায় আদৌ তরঙ্গ নাই, এবং তোমার এই নৌকাটিও নবীন এই কথা সত্যই, কিন্তু হে মাধব ! আমার অতিশয় আশঙ্কার কারণ, এই কথা সত্যই তুমি সুযোগ্য কর্ণধার হও, কিন্তু অতিশয় চঞ্চল হও, চঞ্চলের কোন গুণই মঙ্গলপ্রদ হয় না । ২৭১ ।

এই প্রকার পরিহাসাদি সহ নৌকায় শ্রীরাধাকে সগণে আরোহণ করাইয়া যমুনার অভ্যন্তরে কিছুদুর গমন করিয়া যোগমায়া নির্ম্মিত তরী ভগ্ন ভাব ধারণ

সূর্য্যদাসস্য

অম্ভসি তরণিসুতায়াঃ স্তম্ভিততরণিঃ স দেবকীসূনুঃ।
আতরবিরহিতগোপ্যাঃ কাতরমুখমীক্ষতে স্মেরঃ ।।২৭৩ ।। আর্য্যা

কস্যচিৎ

বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো
হারোহপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ।

তত্রাপি কৌশলেন তাং যথা স বিড়ম্বয়ামাস তৎ সূর্য্যদাসস্য পদ্যেন দর্শয়তি অম্ভসীতি। দেবকীসূনুর্যশোদানন্দনঃ তরণিসুতায়া যমুনায়া অম্ভসি জলে স্তম্ভিতা নিশ্চলী কৃতা তরণির্নৌকা যেন স এবম্ভূতো বভূব তরপণ্যং প্রার্থয়ামাস চ তৎ শ্রুতবত্যা জল মধ্যে আতরেণ তরপণ্যেন বিরহিতায়া গোপ্যো রাধায়াস্তরপণ্যদান অভাবেন কাতরং দীনং মুখং স্মেরঃ সন্ ঈক্ষতে পশ্যত্যন্বয়ঃ ।। ২৭৩ ।।

এবং শ্রীকৃষ্ণস্তাং ভীতাং বীক্ষ্য স্বয়মপি ভীত ইব বাক্যমুবাচ হে প্রিয়ে ! তব গব্যভারেণ তরণি স্তম্ভিতাভূদত ইমং যমুনাজলে নিক্ষিপ ততস্তয়া তৎ কৃতেহপি তীরে চলনাভাবাদাহ হারং নিক্ষিপ অপি শব্দাদন্যভূষণঞ্চ তত্রাপি তদভাবাৎ স্তনয়োর্দুকূলং মুঞ্চেত্যুক্ত তয়া তথা কৃতেহপি তীরে সঙ্গতি মনালোক্য রাধা ভীতা

করিলে গোপীগণ ভয়ে যে কাকু বাক্য বলিয়াছিলেন তাহা শ্রীজগদানন্দরায়ের পদ্যে লিখিতেছেন- হায় ! এই তরি জীর্ণ অর্থাৎ ভগ্নাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই যমুনা নদীতেও অতি গভীর জল আছে, এবং আমরাও বালা নববধূ, সুতরাং এই সকল আমাদের অনর্থের কারণ হইয়াছে, অতএব হে মাধব ! এই কৃশোদরী ব্রজ বধূগণের একমাত্র নিস্তারের বীজ, বিশ্বাসের কারণ যে তোমার মত সুশিক্ষিত কর্ণধার হইয়াছে, সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই পর পারে গমন করিব। ২৭২।

যমুনার গভীরজল মধ্যে কৌশল পূর্ব্বক যে লীলা করিয়াছিলেন তাহা শ্রীসূর্য্যদাসের পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীযশোদা নন্দন গোবিন্দ তরণিতনয়া যমুনার জলমধ্যে নৌকা স্থাপন করিয়া গোপীগণের নিকটে আতর অর্থাৎ (পারের কড়ি) যাচনা করিলে পারের কড়ি রহিত গোপীগণের কাতর বদন নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য বদন হইলেন। ২৭৩।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধাকে ভীতা দেখিয়া যাহা বলিলেন, এবং শ্রীরাধা যাহা করিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- যমুনার মধ্য জলে

দূরীকৃতঞ্চ কুচয়োরনয়োর্দুকূলং
কূলং কলিন্দদুহিতুর্ন তথাপ্যদূরম্ ।। ২৭৪ ।। বসন্ততিলকম্ ।

মনোহরস্য

পয়ঃপূরৈঃপূর্ণা সপদি গতঘূর্ণা চ পবনৈ-
র্গভীরে কালিন্দীপয়সি তরিরেষা প্রবিশতি ।

যদাহ তৎ কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি । বাচেতি । যদুবংশে জাতস্য নন্দস্য পুত্রত্বাৎ যদূন্ নন্দয়তীতি হে তথাভূত তবৈব বাচা গব্যভারো ময়া বারিণি সহসা বিচারাভাবেন বিকীর্ণো নিক্ষিপ্ত এবং হারাদিকঞ্চ তথা স্বপ্নেহপ্যত্যাজ্যমপি কুচয়োরাবরকদুকূলঞ্চতয়োরিদন্তয়া অঙ্গুল্যা দর্শনম্ এতৌ দৃষ্টা স্মরাতুরঃ সন্ শীঘ্রং তীরং প্রাপয়ন্ রমতীতি সূচনায় জ্ঞেয়ং এবং ত্বদ্বাচা সর্ব্বমপি ময়া কৃতং তথাপি যমুনায়াঃ কূলমদূরং নিকটবর্ত্তি ন ভবতীতি শেষঃ ।। ২৭৪ ।।

পরিহাস বিশারদঃ শ্রীকৃষ্ণো জলমধ্যেহপি তয়া সহ রতিরণোদ্যমং চকার সাতু সখীনামগ্রে লজ্জিতা সতী মুহুর্ভর্ৎসনাং কৃতবতী সতু পরম রসিক শেখরো মুহুঃ করতাল্যা তাং ন শুশ্রাব । তদাচ তৎ সঙ্গেন বিপত্তয় শূন্যাপি বাহ্যে বিহ্বলা সতী স্ব সখীঃ প্রতি যদাহ তন্মনোহরস্য পদ্যেন বর্ণয়তিপয় ইতি । অত্র হে সখ্য ইত্যধ্যাহার্য্যং পয়ঃ পূরৈর্জল সমূহৈরেষা তরিঃ পূর্ণা সপদি তৎক্ষণাৎ পবনৈর্বায়ুভির্গতা প্রাপ্তা ঘূর্ণা যত্র সাচ গভীরে কালিন্দী পয়সি প্রবিশতি নিমগ্না ভবতি

নৌকা স্থির হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন- হে প্রিয়ে ! তোমার গব্য বস্তুর ভারে নৌকা জলে ডুবিতেছে, শ্রীরাধা কহিলেন- হে যদুনন্দন ! তোমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ঘৃতাদি গব্য সকল জলে নিক্ষেপ করিলাম, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন- হে রাধে ! তোমার হারাদি অলঙ্কারের ভারে নৌকা ডুবিতেছে, শ্রীরাধা বলিলেন- হে চঞ্চল ! এই হারাদি সকল অলঙ্কার পরিত্যাগ করিলাম, অধিক কি, তোমার কথায় যাহা স্বপ্নেও পরিত্যাগ করি নাই সেই স্তন দ্বয়ের আবরক দুকূল দূরে নিক্ষেপ করিলাম, হায় ! তথাপি যমুনার তীর এখনও নিকটবর্ত্তি হইল না ।২৭৪ ।

পরিহাস বিশারদ শ্রীকৃষ্ণ যমুনাজলের মধ্যেও শ্রীরাধার সহিত রতি রণের উদ্যম করিলে শ্রীকিশোরীমণি সখীগণের নিকটে লজ্জিতা হইয়া প্রিয়তমকে প্রণয়কোপে ভৎর্সনা করিলেও পরমরসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ সশব্দে বারম্বার করতালি দিয়া শ্রবণ করিলেন না, তখন শ্রীরাধা ভয়ে বিহ্বলা হইয়া যাহা বলিলেন তাহা

অহো মে দুর্দ্দৈবং পরমকুতুকাক্রান্তহৃদয়ো
হরির্বারং বারং তদপি করতালিং রচয়তি ।। ২৭৫ ।। শিখরিণী ।

তস্যৈব

পানীয়সেচনবিধৌ মম নৈবপাণী
বিশ্রাম্যতস্তদপি তেপরিহাসবাণী ।
জীবামি চেৎপুনরহং ন তদা কদাপি
কৃষ্ণ ত্বদীয়তরণৌ চরণৌ দদামি ।। ২৭৬।। বসন্ততিলকম্ ।

তথাপি পরম কুতুকেন ময়া সহ রহস্য নর্ম্মণা আক্রান্তামবশীকৃতং হৃদয়ং তয্যনুসন্ধানকর্ত্তৃ চিত্তং যস্য স হরির্ময়া সহ বিহরণ শীলঃ তদপি মন্নিষেধেঽপি বারম্বারং করতালীং রচয়তীতি মে মমাহো আশ্চর্য্যং বাঙ্মনসোরগোচরং দুর্দ্দৈবং দৌর্ভাগ্যম্ ।। ২৭৫ ।।

সখীগণং প্রতি তস্যাস্তাদৃশোক্তিং শ্রুত্বা কৃষ্ণে দ্বৈগুণ্যং পরিজহাস তদা তং প্রতি রাধা যদাহ তৎ পুনস্তস্যৈব পদ্যেন লিখতি পানীয়েতি- পানীয়ং জলং তে নির্দয়ত্বেন নির্ভয়স্য তব চেদ্যদি কস্মাদপি ভাগ্যোদয়াৎ জীবামি হে কৃষ্ণ । কর্ম্মণাপি কুৎসিত পুনরপি তদা জীবনাবস্থায়াং ত্বদীয় তরণৌ চরণৌ ন দদামি কয়া সহ পরিহাসিষ্যতীতি ভাবঃ ।। ২৭৬ ।।

শ্রীমনোহর কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখীগণ ! দেখ এই ভগ্ন তরিটিতে জল সমূহ প্রবেশ করিয়া পূর্ণ হইয়াছে, প্রবল ঘূর্ণিবাতে বিঘূর্ণিত হইয়া ক্রমশঃ কালিন্দীর গভীর জলে প্রবেশ করিতেছে, অহো ! আজ আমার কি দুর্দ্দৈব, পরম কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয় শ্রীহরি আনন্দমনে বারম্বার করতালি প্রদান করিতেছে । ২৭৫ ।

সখীগণের শ্রীরাধার তাদৃশ কাতর বাণী শ্রবণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ দ্বিগুণ পরিহাস করিতে আরম্ভকরিলে শ্রীরাধা যাহা বলিলেন তাহা শ্রীমনোহরের পদ্যে লিখিতেছেন- হে কৃষ্ণ ! আমার হস্তদ্বয় নৌকার মধ্যে জল সেচন করিবার বিষয়ে ক্ষণকালও বিশ্রাম লাভকরিতেছে না, অর্থাৎ নৌকার মাঝে তীব্রগতিতে জলপ্রবেশ করিতেছে, আমি ততোঽধিক শীঘ্রগতিতে অঞ্জলি দ্বারা জল বাহিরে সেচন করিতেছি, কিন্তু তুমি এমন ধূর্ত্ত যে তথাপি তোমার পরিহাস বাক্য কোন রূপে নিবৃত্ত হইতেছে না, মনে রাখিও ! কোন ভাগ্যফলে যদি জীবিত থাকি তাহা হইলে আর কখনও তোমার এই ভগ্ন নৌকায় চরণ নিক্ষেপও করিব না । ২৭৬ ।

মুকুন্দভট্টাচার্য্যস্য

ইদমুদ্দিশ্য বয়স্যাঃ স্বসমীহিতদৈবতং নমত।
যমুনৈব জানুদঘ্নী ভবতু ন বা নাবিকোঽস্ত্বপরঃ।। ২৭৭ ।। আর্য্যা।

কস্যাচিৎ

তরিরুত্তরলা সরিদ্‌গভীরা তরলোনন্দসুতশ্চ কর্ণধারঃ।
অবলাহমুপৈতি ভানুরস্তং সখি দূরে নগরীহ কিং করোমি।। ২৭৮।
ঔপচ্ছন্দসিকম্।

পুনঃ স্বসখীগণংপ্রতি রাধা বিনয়েন যদাহ তন্মুকুন্দ ভট্টাচার্য্যস্য পদ্যেন বর্ণয়তি ইদমিতি। বয়স্যা হে ললিতাদয়! ইদং বক্ষ্যমাণমভীষ্টমুদ্দিশ্য স্বাসাং সম্যগীহিতং পূর্ব্ব পূর্ব্বাভীষ্টদায়ি দৈবতং নমতপ্রণামং কুরুত যেন স্বাভীষ্ট সিদ্ধিঃ স্যাৎ। ভোঃ সখি! কিমুদ্দিশ্য দৈবতং প্রণমামঃ তত্রাহ ইয়ং যমুনা জানুদঘ্নী জানুপরিমিতজলৈব ভবতু তথা অপরঃ কৃষ্ণাদ্ভিন্নো নব্য নাবিকো বা অস্তু ভবত্বিতি। শ্লেষেণ অপরো নিকৃষ্টস্তত্রাপি নব্যশ্চ নিকৃষ্টজাতির্নব্য নাবিকো জন রঞ্জনার্থং মান্যজনান্ তরপণ্যং বিনাপি অক্লেশং পারয়তীতি প্রসিদ্ধিঃ।। ২৭৭।।

পুনরপ্যাত্মনোঽক্ষমতাং প্রকাশয়ন্তী কাঞ্চিৎ সখীং প্রতি সকাকু বাক্যং যদাহ তৎ কস্যাচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি তরিরিতি। তরির্বায়ুনৈতচ্ছাঠ্যেন চ উচ্চৈশ্চঞ্চলা যমুনা চ স্বভাবেন গভীরা অগাধা কর্ণধারো নন্দসুতস্তরলশ্চঞ্চলঃ অহঞ্চ বালা অনেন দৌরাত্ম্য প্রকটনেঽপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমক্ষমা এতাশ্চত্বার এবানর্থহেতবঃ। তত্রাপি ভানুঃ সূর্য্যোঽস্তমুপৈতি উপগচ্ছতি নগরী ব্রজশ্চ দূরে তদীয় জনা মমৈতদ্দূরবস্থাং দৃষ্টা কথং বা মুণ্ঢ়্যুরতঃ হে সখি! ইহ সঙ্কটেঽহং কিং করোমি কথয় যদ্যাজ্ঞাং দেহি তদৈতচ্ছঠস্যাভীষ্টং পূরয়িত্বা প্রাণ লজ্জাদিকং রক্ষিষ্যামীতি ভাবঃ।। ২৭৮।।

শ্রীরাধা নিজ সখীবৃন্দকেসবিনয়ে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীমুকুন্দ ভট্টাচার্য্যের পদ্যে লিখিতেছেন- ওহে সখীগণ! এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া নিজ নিজ আরাধ্য দেবতাকে প্রণাম কর, যেন দেবতার বরে যমুনার জল জানু পরিমিত হয়, যাহাতে আমরা পদব্রজে যমুনা পার হইতে পারি, অথবা এই চঞ্চল নাবিক ভিন্ন অন্য কোন নাবিক হউক। ২৭৭।

শ্রীরাধা সকল বিষয়ে নিরুপায় হইয়া কাকুবাক্যে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা

ত্রয়ঃ সমাহর্ত্তুঃ

নাপেক্ষতে স্তুতিকথাং ন শৃণোতি কাকুং
শশ্বৎকৃতং ন মনুতে প্রণিপাতজাতম্ ।
হা কিং বিধেয়মধুনা সখি নন্দসূনু-
র্মধ্যেতরঙ্গিণি তরিং তরলো ধুনোতি ।। ২৭৯ ।।

বসন্ততিলকম্ ।

হে রাধে ! স্তবাদিনাঽস্য সন্তোষং কুরু তথা সতি শীঘ্রং পারং নেষ্যতি তৎ শ্রুত্বা সা তাং যদাহ তৎ গ্রন্থকৃৎ স্বয়ং বর্ণয়তি নাপেক্ষত ইতি । হে সখি ! অয়ং নন্দসূনুঃ স্তুতিকথাং ন অপেক্ষতে নাদ্রিয়তে, তথা কাতর্য্যেণ শশ্বন্নিরন্তর কৃতাং কাকুং বিনয়বাক্যং ন শৃণোতি ন কেবলং ময়া বাচিকং কর্ম্মকৃতং কিন্তু কায়িকং প্রণিপাত জাতং প্রণাম বৃন্দমপি তথাপ্যয়ং তত্তৎ ন মনুতে অথচ তরলোয়ং যমুনায়া মধ্যে তরঙ্গিণি তরিং নৌকাং ধুনোতি মত্ভয়জননার্থং কম্পয়তি হেতি খেদে হে সখি ! অধুনা ময়া কিং বিধেয়ং কিং কর্ত্তব্যং তৎ কথয় যদ্বা অধুনা বিধেয়ং কিমস্তি ন কিমপি কবলমেতস্য যথেচ্ছা তাং সাধয়তু ময়ি কোঽপি দোষো ন দাতব্য ইতি ব্যঙ্গ্যার্থঃ ।। ২৭৯ ।।

কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখীবৃন্দ ! এই নৌকা প্রচণ্ডবায়ু ও এই চঞ্চল শঠ নাবিক দ্বারা অতিশয় চঞ্চল (টলমল) হইয়াছে, এই যমুনার জলও অগাধ, অপর নৌকার কর্ণধার চঞ্চল , এবং আমিও অবলা অর্থাৎ কোন দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিলেও প্রতিকার করিবার ক্ষমতা নাই, আকাশের সূর্য্যও অস্তাচল গমনকারী হইয়াছে, হায় ! হায় ! হে সখি ! ব্রজনগরীও অনেক দূরে অবস্থিত, তোমরা বল আমার এখন কর্ত্তব্য কি ? ২৭৮ ।

পুনঃ শ্রীমতী কৃষ্ণকে যাহা কহিলেন তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থকার নিজ পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! ব্রজরাজ শ্রীনন্দের কুমার স্তুতিকথাকেও অপেক্ষা করে না, কাতর হইয়া যতপ্রকার কাকু বাক্য বলি তাহাও শ্রবণ করে না, অপর নিরন্তর চরণে বহুবার প্রণাম করিলেও স্বীকার করে না, হায় ! এখন আর আমি কি করিব, দেখ, এই চঞ্চল চূড়ামণি নাবিক যমুনার মধ্যতরঙ্গে নৌকা আনিয়া তীব্রবেগে ঘুরাইতেছে ।২৭৯ ।

এষোত্তুঙ্গতরঙ্গলঙ্ঘিততটোৎসঙ্গা পতঙ্গাত্মজা
পূর্ণেয়ং তরিরম্বুভির্নহি হরেঃ শঙ্কা কলঙ্কাদপি ।
কাঠিন্যং ভজ নাদ্য সুন্দরি বয়ং রাধে প্রসাদেন তে
জীবামঃ স্ফুটমাতরী কুরু গিরিদ্রোণীবিনোদোৎসবম্ ।।২৮০ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

কিং বিধেয়মিত্যপেক্ষায়াং তদেক জীবাতবঃ সখ্যস্ত্বিদং বিবেচিতবত্যঃ । অদ্যানয়োঃ সম্ভোগো জাত এব তথাতি প্রিয়সখ্যা সহ রমণে রসিক শেখরস্যাস্যাকাঙ্ক্ষা কদাপি ন নিবর্ত্তিষ্যতে । সময়ান্তরে রমণার্থমস্যাভিপ্রায়ো ব্যজ্যতে প্রিয়সখী তু বামা তন্ন স্বীকরোতি অতঃ পারে বিলম্বোঘটতে তৎ স্বীকারেচ সর্ব্বং সমঞ্জসং স্যাত্ততস্তাভির্যদ্বিধেয়ত্বমুপদিষ্টং তৎ গ্রন্থকৃৎ স্বয়ং বর্ণয়তি এষেতি। এষা পতঙ্গজা যমুনা উত্তুঙ্গেন অত্যুচ্চেন তরঙ্গেণ লঙ্ঘিতস্তটস্য তীরস্য উৎসঙ্গ শ্চিহ্নং যয়া সা তটসীমাভিব্যাপি-নীত্যর্থঃ । ইয়ঞ্চতরি রম্বুভিস্তরঙ্গজলৈঃ পূর্ণাসীৎ । হরেঃ কলঙ্কাৎ ঘট্টে একাকিন্যা রমণ্যা সহাবস্থান হেতুকান্নিন্দিত বচনাদপি হি নিশ্চিতং শঙ্কা নাস্তি। অতো হে সুন্দরি! বাম্যতাকরণ যোগ্যে অদ্য কাঠিন্যং বাম্যতাং ন ভজ যেন তে জীবন সংশয়ো জায়তে ভোঃ সখ্যো জীবনং যাতি চেৎ যাতু তথাপি বাম্যতাং ন ত্যজামি তত্রাহুঃ হে রাধে ! তে তব প্রসাদেন রাধাসখিন্যো বয়মিত্যভিমানেন জীবামস্তে জীবনাভাবাৎ বয়মপি মৃতা ভবেম ইতি ভাবঃ । নন্বহং সদৈব ভবতীনামনুগাস্ম্যহং ভবতীনাং সুখার্থং সর্ব্বং কুর্ত্তুং স্বীকরোমি কথয় কিং করোমীত্যপেক্ষায়ামাহুঃ । গিরিদ্রোণীষু বিনোদোৎসবং রতিক্রীড়াং স্ফুটং স্পষ্ট বাচা নতু চ্ছলেনাতরং তরপণ্যং কুরু । তেনৈব সন্তুষ্টঃ সন্ কৃষ্ণঃ শীঘ্রং তীরং প্রাপয়িষ্যতীতি ।। ২৮০ ।।

শ্রীরাধার ভয় কাকুতি প্রণামাদি দেখিয়া শ্রীললিতা প্রভৃতি সখীগণ বিবেচনা করিয়া যাহা বলিলেন তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বয়ং লিখিতেছেন- হে শ্রীরাধে ! এই সূর্য্যতনয়া যমুনা উত্তাল তরঙ্গ দ্বারা তট ভূমিকে অতিক্রম করিতেছে, ভগ্নপ্রায়া এই নৌকাও জলে পরিপূর্ণা হইয়াছে, এই চঞ্চল হরির কলঙ্ক হইতে শঙ্কার লেশ মাত্রও নাই, অতএব হে সুন্দরি ! যদিও এই স্থলে অতিশয় কঠিন হওয়া প্রয়োজন, তথাপি কার্য্য গৌরবে তুমি এখন কঠিন হইও না কারণ আমরা তোমার অনুগ্রহেই জীবন ধারণ করি, সুতরাং আমাদের জীবন রক্ষার নিমিত্ত এই নাবিকের সহিত গোবর্দ্ধন

কাকুং করোষি গৃহকোণকরীষপুঞ্জ-
গূঢ়াঙ্গ কিং ননু বৃথা কিতব প্রযাহি।
কুত্রাদ্য জীর্ণতরণিভ্রমণাতিভীত-
গোপাঙ্গনাগণবিড়ম্বনচাতুরী তে ।। ২৮১ ।। বসন্ততিলকম্

অত্রাপ্রাকরণিকমসঙ্গতমপ্যেকং পদ্যং দৃশ্যতে যত্তু কৃষ্ণে স্নেহাভাব ব্যঞ্জকত্বাৎ বিরুদ্ধং তথাপি সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদিনিনদমিতি শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যেয়ং যথা কদাচিন্মানিনীং গৃহবর্ত্তিনীং রাধাং চাতুর্য্যা প্রসাদয়িতুং তদগৃহং প্রবিশ্য করীষেণাত্মানমপবার্য্যস্থিতমঙ্গচালনেন করীষোৎসারণাৎ প্রকাশিতঞ্চ তং কৃষ্ণং দৃষ্টা কাচিৎ প্রগল্ভা সখী প্রৌঢ়্যোক্ত্যা তং যদাহ তৎ স্বয়ং গ্রন্থকৃৎ পদ্যেন বর্ণয়তি কাকুমিতি। ননু ভোর্গৃহকোণে ধৃতেন করীষপুঞ্জেন গূঢ়মঙ্গং যস্য হে তথাভূত বৃথা কিং কাকুং খেদপ্রকাশকং বিনয়ং করোষি হে কিতব বঞ্চক অস্মাৎ প্রযাহি তাং রামাং ভজস্ব কিমত্র প্রয়োজনং তত্রাপি কৃষ্ণেন হস্তধারণাদি বিনয়ভর প্রকাশনাৎ কুপিতেব পুনরাহ জীর্ণায়াস্তরণ্যা ভ্রমণেনাতিভীতানাং গোপাঙ্গনানাং গণস্য বিড়ম্বনায় যা চাতুরী সা তেহদ্য কুত্র গতেতি শেষঃ । যয়া বয়ং বঞ্চিতাঃ স্মেতি।২৮১।

পর্ব্বতের গুহায় রতিক্রীড়ারূপে মহোৎসব আতরী অর্থাৎ পারের কড়িরূপে বিধান কর, অর্থাৎ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত কন্দরায় তোমার সহিত নিধুবন লীলা করিব সুতরাং শীঘ্রতরী তীরে সংলগ্ন কর ” পার হইলে আর কে কার । ২৮০ ।

কোন এক দিন শ্রীমতী রাধা মানিনী হইয়া নিজ গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ চাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য শ্রীরাধার গৃহেপ্রবেশ করতঃ কারীষ পুঞ্জে অর্থাৎ শুষ্ক গোময় নির্ম্মিত গৃহে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিয়া গোময়খণ্ড নিক্ষেপ ছলে নিজেকে প্রকাশ করিলে কোন প্রগল্ভা রাধাসখী তাঁহাকে দেখিয়া যাহা বলিলেন তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বয়ং বর্ণন করিতেছেন- হে কপটিন্ ! তুমি গৃহকোন অবস্থিত উৎপলিকাগৃহমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া মৃদুস্বরে কেন আমাকেবৃথা বার বার মিনতি করিতেছ হে !, ওহে বঞ্চক ! এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া তাহার নিকটে গমন কর, যে তোমার প্রিয়তমা, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সখীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অতিশয় বিনয় প্রকাশ করিলে সখী কুপিতার ন্যায় বলিলেন- হে চঞ্চল ! আজ তোমার জরা জীর্ণ নৌকা ভ্রমণের সময় অতিশয় ভয়যুক্ত গোপাঙ্গনাগণের বিড়ম্বনা ও বাক্‌চাতুরী কোথায় গেল হে ! এই স্থান যমুনার মধ্যস্থল নহে, যে তুমি আমাদের সঙ্গে নানারূপ বিড়ম্বনা করিবে, ইহা আমাদেরই নিবাসগৃহ । ২৮১ ।

"অথ রাধয়া সহ হরের্বাকোবাক্যম্"

কস্যচিৎ

অঙ্গুল্যা কঃ কবাটং প্রহরতি কুটিলে মাধবঃ কিং বসন্তো
নো চক্রী কিং কুলালো ন হি ধরণিধরঃ কিং দ্বিজিহ্বঃ ফণীন্দ্রঃ ।

ইদানীং প্রাকরণিকং রসাবহমপি বাকোবাক্যং দর্শয়তি অথেত্যাদি চতুর্ভিঃ। এতদ্বাক্‌কৌশলং শ্রীকৃষ্ণস্য পুনর্ব্রজগমনানন্তরমেব জ্ঞেয়ম্ । এতৎ সংগ্রহস্য লীলাবর্ণনতাৎপর্য্যাৎ প্রায়ঃ ক্রমো নাত্রাপেক্ষিতঃ । যথা শ্রীদশমে পৌগণ্ডলীলা বর্ণন মধ্য এব নবকৈশোরলীলা বর্ণনং অন্যথাত্র প্রতীতিবিরোধাদর্থ সঙ্গতিঃ স্যাদিতি ধ্যেয়ম্। অত্র কদাচিদ্রাধায়াঃ শয়ন গৃহং গত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ স্বাগমন জ্ঞাপনার্থং কবাটং প্রাহরৎ তথা সতি তয়োর্যৎ বাক্‌কৌশলং জাতং তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন নির্দিশতি অঙ্গুল্যেতি । অত্র কুটিলে ইতি সম্বোধনং মাং বিনা তব কবাট স্পর্শে কোঽপি নপ্রভু র্ভবেদিতি জ্ঞাত্বাপি যত স্ত্বং ক ইতি কুটিল স্বভাব তয়া পৃচ্ছসি অতস্ত্বং কুটিলাসীতি অহং মাধবো রসবিদ্যাপতিঃ । অর্থান্তরং সংভাব্য রাধা পৃচ্ছতি এবং সর্ব্বত্র যোজনা তদা কিং বসন্তঋতুঃ শ্রীকৃষ্ণ আহ স নাহং কিন্তু চক্রী চক্রমস্যাস্তীতি তস্য চক্রং নাস্তীতি পরিহারঃ রাধাহ তদা কিং কুলালঃ কুম্ভকারঃ স

"শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন"

কোন এক দিবস শ্রীরাধাকে সঙ্কেত করিলেও শ্রীমতী কার্য্য গৌরবে প্রিয়তমের নিকটে গমন করিতে না পারায় স্বগৃহে শয়ন করিলেন, শ্রীগোবিন্দ সঙ্কেত কুঞ্জে প্রিয়াকে না পাইয়া শ্রীরাধার শয়নগৃহে আগমন করতঃ অঙ্গুলিদ্বারা কবাটেপ্রহার করিতে আরাম্ভ করিলে-

শ্রীরাধা কহিলেন— অরে ! এই রাত্রিকালে আমার গৃহের কবাটে অঙ্গুলি দ্বারা প্রহার কে করিতেছে ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— -হে কুটিলে ! আমি মাধব ।

শ্রীরাধা বলিলেন—তুমি মাধব অর্থাৎ বসন্ত ঋতু ?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন— ওহে- আমি চক্রী, (তোমার জন্য রাত্রিতেও ভ্রমণশীল ।)

শ্রীরাধার উত্তর—— তুমি কি কুলাল, অর্থাৎ কুম্ভকার, (কুম্ভকারই ঘটাদি প্রস্তুত করিবার জন্য চক্র ব্যবহার করে ।)

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর— না না আমি ধরণিধর, সর্ব্বপৃথিবী পালক,

নাহং ঘোরাহিমর্দ্দী কিমসি খগপতির্নো হরিঃ কিং কপীশো

রাধাবাণীভিরিত্থংপ্রহসিতবদনঃ পাতু বশ্চক্রপাণিঃ ।। ২৮২ ।। স্রগ্ধরা।

চক্রপাণেঃ

কস্ত্বং ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্ব্বায়সে

ভদ্রে শৌরিরহং গুণৈঃ পিতৃগতৈঃ পুত্রস্য কিং স্যাদিহ ।

আহ নহি কিন্তু ধরণিধরঃ সর্ব্বভূমিপালকঃ । রাধাহ কিং দ্বিজিহ্বঃ সর্প রূপোহনন্তঃ স আহ নাহং সর্পজাতিঃ কিন্তু ঘোরমহিং কালিয় নামানং মর্দ্দয়তীতি সোহহম্ । গরুড়স্য সর্পমর্দ্দনপ্রসিদ্ধ্যা সাহ অসি ত্বং কিং খগপতিঃ স আহ নো কিন্তু হরিস্তস্য স্বামী সাহ কিং কপীশঃ বানরপ্রধানঃ মৃগেন্দ্র ইতি বা পাঠো রম্যঃ স্তত্র সিংহঃ । ইত্থং প্রকারেণ রাধাবাণীভির্হেতুভিঃ প্রহসিত বদন শ্চক্রপাণিঃ কৃষ্ণো বো যুষ্মান্ পাতু । এবং সর্ব্বত্রাদৌ রাধায়াঃ পরিহাস প্রশ্নস্তস্য শ্রীকৃষ্ণেনোত্তরং জ্ঞেয়ম্। ২৮২ ।।

চক্রপাণেঃ পদ্যেন পুনস্তন্নির্দিশতি কস্ত্বমিতি । নিশি রাত্রাবত্রাগতেঃ ভো ত্বং কঃ কেশবোহহং । অংশবো যেপ্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ । সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তমা ইতি বচনব্যঞ্জিতার্থঃ কৃষ্ণস্যাভিপ্রেতঃ । বা ক সুখাপ্তিগতি সেবাস্বিতি শব্দকল্পদ্রুমাৎ বাপয়তীতি বঃ অন্যতোহপি দৃশ্যতে ইতি তেন সিদ্ধঃ কেশৈর্বঃ সুখাপ্তি র্যস্য উত্তম কেশবিশিষ্ট ইতি রাধায়া অভিপ্রায়স্তস্মাৎ সাহ নাম প্রাকাশ্যে শিরসিজৈঃ কুন্তলৈঃ কিং গর্ব্বায়সে তেষাং সর্ব্বজনবর্ত্তিত্বাৎ স

শ্রীরাধার উত্তর— তবে কি তুমি খগপতি, অর্থাৎ পক্ষিরাজ গরুড় ভয়ঙ্কর সর্পগণকে দমন করে ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাধে ! তুমি আমাকে এখন ও চিনিতে পার নাই, আমি তোমার মনোহারী হরি ।

শ্রীরাধার উত্তর——বুঝিয়াছি, তুমি হরি অর্থাৎ কপীশ বানরের রাজা, এখানে তোমার প্রয়োজন কি এই প্রকার প্রতিভাময়ী শ্রীরাধার বাক্য সমূহ শ্রবণকরিয়া হাস্যবদন চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ।২৮২ ।

শ্রীচক্রপাণি কবিবরের পদ্যে পুনঃ শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিহাস পূর্ণ বাক্য লিখিতেছেন ,

শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন-এই গভীর রাত্রিতে তুমি কে হে ! কবাটে আঘাত কর ?

চক্রী চন্দ্রমুখি প্রযচ্ছসি নু মে কুণ্ডীং ঘটীং দোহনী-
মিত্থং গোপবধূজিতোত্তরতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ ।। ২৮৩ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

কস্যাচিৎ

বাসঃ সম্প্রতি কেশব ক্ব ভবতো মুগ্ধেক্ষণে নন্বিদং
বাসং ব্রূহি শঠ প্রকামসুভগে ত্বদ্‌গাত্রসংসর্গতঃ ।

আহ হে ভদ্রে! অর্থান্তর কল্পনায়াং কুশলে অহং শৌরি শূরবংশে জাতঃ সাহ ইহ অস্মিন্ প্রশ্নে নির্গুণস্য পুত্রস্য পিতৃ কুলগতৈ র্গুণৈঃ কিং স্যাৎ ন কিমপি স আহ অনুচিতং মাবদ মে বীর্য্যং শৃণ্বিত্যাহ হে চন্দ্রমুখি! অহং চক্রী সাহ সত্যং নু ভোস্তদা মে মম সম্বন্ধে কুণ্ডীং ঘটীং দোহনীংপ্রযচ্ছসি ইত্থংপ্রকারেণ গোপবধ্বা জিতমুত্তরবাক্যং যস্য তদ্ভাব তয়া হ্রীণো লজ্জিতো হরির্বো যুষ্মান্ পাতু।। ২৮৩ ।।

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য বাক্‌চাতুর্য্যং কস্যাচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি বাস ইতি । হে কেশব! ভবতঃ সম্প্রতি বাসঃ ক্ব কুত্রাস্তি । ননু হে মুগ্ধেক্ষণে ! মোহবিশিষ্ট নয়নে !

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি কেশব ।

শ্রীরাধার উত্তর— তুমি কেশব, অর্থাৎ তোমার মাথায় অনেক সুন্দর কেশ আছে, তাহা দ্বারা এত গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ কেন ? ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ভদ্রে ! মঙ্গলময়ি ! আমি শৌরি ।

শ্রীরাধার উত্তর— ওহে বঞ্চক ! পিতৃগত গুণের দ্বারা পুত্রের কি লাভ হইবে, পুত্র গুণহীন হইতেও পারে ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে প্রিয়ে! এই প্রকার অনুচিত বলিও না, আমি চক্রী, অর্থাৎ মহা বলবান সুদর্শন চক্রধারিকৃষ্ণ হে চন্দ্র বদনে ! সুতরাং কবাট উদ্‌ঘাটন কর।

শ্রীরাধার উত্তর—ওহে ! তুমি যদি চক্রী তবে গোদোহনের নিমিত্ত আমাকেঅনেক দোহন পাত্রী কুণ্ডী ও ঘটী প্রদান করিও, তোমাকে যথার্থ মূল্য প্রদান করিব। এই প্রকারে গোপবধূ শ্রীরাধার উত্তরে পরাজিত ও লজ্জিত শ্রীহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন । ২৮৩ ।

শ্রীরাধিকার বাক্‌চাতুর্য্য বর্ণন করিয়া কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাক্‌চাতুর্য্য বর্ণন করিতেছেন- শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন- হে কেশব ! অধুনা তোমার বাস কোথায় ? শ্রীকৃষ্ণ চাতুর্য্য আশ্রয় পূর্ব্বক বাস শব্দের বসন

যামিন্যামুষিতঃ ক্ব ধূর্ত্ত বিতনুর্মুষ্ণাতি কিং যামিনী
শৌরির্গোপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্নেবংবিধৈঃ পাতু বঃ।।২৮৪।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

হরিহরস্য

রাধে ত্বং কুপিতা ত্বমেব কুপিতা স্রষ্টাসি ভূমের্যতো
মাতা ত্বং জগতাং ত্বমেব জগতাং মাতা ন বিজ্ঞোঽপরঃ।

ইদং মে বাসো বস্ত্রং ত্বয়া কিং ন দৃশ্যতে সাহ শঠ হে বঞ্চক ! বাসং নিবাসং ব্রূহি । প্রকামমযত্নসিদ্ধং সুষ্টু ভগং গাত্র গন্ধাদিগুণো যস্যা হে তথাভূতে ! ত্বদ্‌গাত্রস্য সংসর্গতঃ সম্বন্ধাৎ । সাহ হে ধূর্ত্ত ! ছলনানিপুণ যামিন্যাং রাত্রৌ কুত্রোষিতো নিবাসঃ কৃতঃ ভোঃ প্রিয়ে বিতনুরশরীরা যামিনী কিং মুষ্ণাতি চোরয়তি শৌরিঃ কৃষ্ণ এবম্বিধৈশ্ছলৈর্গোপবধূং রাধাং পরিহসন্ পরিহাসং কুর্ব্বন্ বোযুষ্মান্ পাতু ।। ২৮৪।।

অধুনা আদৌ কৃষ্ণস্য প্রশ্নঃ রাধায়াস্তদুত্তরং হরিহরস্য পদ্যেন দর্শয়তি রাধে ইতি। হে রাধে ! ত্বদধীনায় মহ্যং ত্বং কুপিতা রুষ্টাসি । সাহ ত্বমেব কোঃ পৃথিব্যাঃ পিতা যতো ভূমেঃ স্রষ্টাসি । স আহ যদ্যহং পিতা তদা মৎ প্রেয়সিত্বাৎ ত্বং জগতাং মাতাসি সাহ নম্বহং মাতা ন কিন্তু ত্বমেব যতো ভবতোঽপরো বিজ্ঞো

অর্থ গ্রহণ করিয়া উত্তরদিলেন- হে মুগ্ধেক্ষণে ! এই যে আমার বাস ' বলিয়া পরিহিত পীতাম্বর দেখাইয়া দেন । শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন- হে শঠ ! বল বাস কোথায় করিয়াছিলে, শ্রীকৃষ্ণের উত্তর— বাস শব্দে সুগন্ধ অর্থ মানিয়া বলিলেন- হে স্বভাব সুগন্ধগাত্রে ! আমার বাস কেবল তোমার অঙ্গ সংসর্গে, অর্থাৎ তোমার অঙ্গের নিকটেই । অথবা আমার দেহের যে বাস (সুগন্ধ) তাহা তোমার অঙ্গের স্পর্শ হইতেই জানিও। শ্রীরাধার জিজ্ঞাসা— হে ধূর্ত্ত ! যামিনীতে কোথায় বাস করিয়াছিলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বল হে ! ?

শ্রীকৃষ্ণ "যামিন্যা মুষিতঃ" এই বাক্যের যামিনী শব্দের তৃতীয়া করিয়া "যামিন্যা" ইহার অর্থ যামিনীর দ্বারা, এবং "মুষিতঃ" করিয়া অর্থ করেন চুরি করা এই প্রকারে বলেন- ওহে মুগ্ধে ! যাহার শরীরই নাই সেই যামিনী কিআমাকে চুরি করিতে পারে ? এই প্রকার ছলবাক্য সমূহের দ্বারা গোপবধূ শ্রীরাধার সহিত পরিহাসকারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন । ২৮৪ ।

দেবি ত্বং পরিহাসকেলিকলহেঽনন্তা ত্বমেবেত্যসৌ
স্মেরো বল্লবসুন্দরীমবনমঞ্ছৌরিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ।।২৮৫।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

অথ রাসঃ

কস্যচিৎ

বৃন্দারণ্যেপ্রমদ-সদনে মল্লিকাপুষ্পমোদে
শ্রীশুভ্রাংশোঃ কিরণরুচিরে কোকিলাদ্যৈর্মনোজ্ঞে।

ভূমেঃ পরিমাণকর্ত্তা নাস্তি। স আহ দেবি হে বাক্ক্রীড়নশীলে। পরিহাসকেলীনাং কলহে বিবাদে ত্বমনন্তা অন্তশূন্যা অসি ত্বং সমোঽন্যো নাস্তীত্যর্থঃ। রাধাহ ত্বমিতি অত্র স্ত্রীলিঙ্গ নির্দিষ্টায়া অনন্তায়াঃ পুংলিঙ্গবাচকেন ত্বমিত্যনেন সমান্যাধিকরণ্যং ন যুজ্যতে ইতি বিভাব্য পূর্ব্ববদ্ধেতুং নোত্থাপয়িতুং শক্তা অতঃ পরাজিত মানিনীং বল্লব সুন্দরীং রাধাং অসৌ শৌরিরবনমন্ বাগ্‌যুদ্ধে পরাজয়ং কুর্ব্বন্ স্মেরঃ সন্ বো যুষ্মাকং শ্রিয়ং প্রেমসম্পত্তিং ক্রিয়াৎ আসিষি লিঙ্ ।। ২৮৫ ।।

এবং পরম সমর্থা রতিমত্যা মঞ্জিষ্ঠরাগান্বিতয়া প্রেয়সীগণ মুখ্যয়া রাধয়া সহ শ্রীকৃষ্ণস্য বহুবিধ বিহারং তত্রাপি তস্যা মানোদ্ভবেনোৎকর্ষং জ্ঞাপয়িতুং নীলীরাগান্বিতয়া চন্দ্রাবল্যা সহ বিহারলেশং বর্ণয়িত্বা তস্য মূর্ত্তিমদ্রসত্বেন পরমৈশ্বর্য্যঅধুনা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর কথোপকথন শ্রীহরিহরের পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন- হে রাধে ! তুমি কুপিতা, অর্থাৎ কোপবতী হইয়াছ ? শ্রীরাধা কু শব্দের পৃথিবী অর্থগ্রহণ করিয়া বলিলেন- হে শ্যাম ! তুমিই কুপিতা, যেহেতু এইপৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন- তুমি এই জগতের মাতা, অর্থাৎ যদি আমি জগতের পিতা, তবে তুমি আমার প্রিয়া হওয়ার জন্য সকল জগতের মাতা তুমিই। শ্রীরাধাবলিলেন- তুমিই জগতের মাতা, অর্থাৎ জগতের অর্থাৎ পরিমাণ- কর্ত্তা, কারণ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-হেদেবি ! পরিহাস কেলি কলহে তুমি অনন্তা, অর্থাৎ পরিহাস বাক্যে তোমার পরিসীমা নাই, তোমার অন্ত আমিও পাই না। শ্রীরাধা কহিলেন- হে গোবিন্দ ! তুমিই অনন্তা, অর্থাৎ তুমি ত কাহাকেও নমস্কার কর না, সুতরাং তুমি অনন্তা, শ্রীকৃষ্ণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য বদনে বলিলেন- হে প্রিয়ে ! আমি তোমাকেই নমস্কার করি" সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন। ২৮৫।

রাত্রৌ চিত্রে পশুপবনিতা-চিত্তদেহাপহারী
কংসারাতের্মধুরমুরলীবাদ্যরাজো ররাজ।।২৮৬।। মন্দাক্রান্তা ।

মাধুর্য্য প্রকাশনায় সমর্থা রতিমতিভিঃ শতকোটিগোপীভিঃ সহ বিহারং দর্শয়িতুমন্যত্রাসম্ভবাং রাসলীলাং বর্ণয়ন্ প্রকরণমারভতে অথ রাস ইতি । অস্যাং লীলায়াং সর্ব্বাসাং নায়িকাত্বাভিমানো ভবিতা অতঃ কস্যাঃ কা দূতী ভবতি একয়া বৃন্দয়া সর্ব্বাসামাকর্ষণং সুদুর্ঘটং অতঃ সর্ব্বেষাং জ্ঞানপ্রদা সম্বিদ্রূপা বংশীনাম্নী দূতী ময়া শ্রয়ণীয়েতিবিবিচ্য যোগমায়েশঃ শ্রীকৃষ্ণো যথা বংশীমবাদয়ত্তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি বৃন্দারণ্যে ইতি । চিত্রে চমৎকার জনকে বৃন্দারণ্যে রাত্রৌ কংসস্যারাতে স্তম্মাত্তয়শূন্যস্য কৃষ্ণস্য মুরল্যেব বাদ্যরাজো বাদ্যগণশ্রেষ্ঠো ররাজ স্বরবৈশিষ্টেন জগতো মোহনং কৃত্বা শৃঙ্গার রসোদ্ভাবকেন স্বরেণ ভাববতীর্গোপাঙ্গনা আকৃষ্য দিদীপে ইত্যন্বয়ঃ ।কৃষ্ণস্তত্তৎ কর্ম্মসম্পাদনার্থং তয়া জগাবিতি ভাবঃ । বাদ্যরাজ্যতাং কার্য্যেণাদর্শয়তি । আদৌ পত্যাদিমোহনং কৃত্বা পশুপবনিতানাং গোপ রামাণাং চিত্তং দেহঞ্চ অপহর্ত্তুং শীলমস্য সঃ । যৎ শ্রুত্বা তাঃ সর্ব্বা এব আকৃষ্টা বভূবু র্নত্বন্যা ইতি ভাবঃ । যদ্বা পশুপে কৃষ্ণে বনিতানাং জাতানুরাগাণামিতি ব্যাখ্যেয়ম্। তত্র দেশকাল বৈশিষ্ট্যং দর্শয়তি বৃন্দারণ্যে কীদৃশে প্রমদস্য হর্ষস্য সদনমাশ্রয়স্তস্মিন্ আনন্দময়ে মনঃ সুখদে ।পুনঃ কীদৃশে মল্লিকাপুষ্পাণাং মোদো গন্ধো যত্র তস্মিন্ নাসাসুখদে । শ্রীঃ ষোড়শকলা সম্পত্তিস্তয়াযুক্তস্য সুভ্রাংশোঃ পূর্ণচন্দ্রস্যেত্যর্থঃ । কিরণরুচিরে ইত্যনেন তস্য লাভাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্ ।শ্রীরৈশ্বর্য্যং তদ্‌যুক্তস্য ঐশ্বর্য্যন্তু লীলাশক্ত্যা স্তম্ভিতস্তয়া রসলীলাসমাপন পর্য্যন্ত মধ্যাকাশবর্ত্তিত্বমিতি অতো নেত্র সুখদে । কোকিলাদ্যৈঃ কোকিলাদীনামালাপৈর্মনোজ্ঞে শ্রোত্রসুখদে অনেন বসন্ত ঋতুর্লক্ষ্যতে।। ২৮৬ ।।

"রাসলীলা"

শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ লীলা বর্ণনা করিয়া মূর্ত্তিমান রসস্বরূপমহামাধুর্য্য পূর্ণ অন্যত্র শতকোটি গোপীসহ বিহার রূপ রাসলীলা করিবার নিমিত্তশ্রী কৃষ্ণ বামনয়না ব্রজললনাগণের মনোহর যে বংশী ধ্বনি করিয়াছিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- যে স্থানে অতিশয় আনন্দ অনুভব হয়, যাহা মল্লিকা পুষ্প সমূহের আমোদে পরিপূর্ণ, পূর্ণচন্দ্রের শুভ্রকিরণে মনোরম, কোকিলাদি পতত্রি সমূহের মধুর ধ্বনি দ্বারা রমণীয়, এইপ্রকার রমণীয় বৃন্দাবনে শারদপূর্ণিমা রজনীতে

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাম্

অধরামৃতমাধুরীধুরীণো হরিলীলামুরলীনিনাদ এষঃ।
প্রততান মনঃপ্রমোদমুচ্চৈ র্হরিণীনাং হরিণীদৃশাং মুনীনাম্।।২৮৭।।

ঔপচ্ছন্দসিকম্।

মাধবচক্রবর্ত্তিনঃ

লীলামুখরিতমুরলী-তরলীকৃতগোপভাবিনীনিবহঃ।
ত্বদধরমধুনি সতৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ পায়াদপায়তো ভবতঃ।।২৮৮।। গীতিআর্য্যা

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং পদ্যেন পুনর্ধ্বনি বৈশিষ্ট্যং বিবৃণোতি অধরেতি। এব হরের্লীলার্থং ক্রীড়ার্থং মুরলীনিনাদঃ হরিণীদৃশাং মৃগীনেত্রাণাং বিশেষবলাৎ গোপীনাং মনসি প্রমোদং প্রকৃষ্টমানন্দং উচ্চৈর্যথা স্যাত্তথা ততান বিস্তারয়ামাস। নাদঃ কিম্ভূতঃ কৃষ্ণস্যাধরামৃত মাধুর্য্যধুরীণো বাহকঃ। বিশেষণ বৈশিষ্ট্যং দর্শয়তি মুনীনাং কৃষ্ণৈকচিন্তাপরাণাং তত্রাপি স্বভাবতশ্চকিতা হরিণ্য ইব কদা মুরল্যা সঙ্কেতো ভবিতেতি চকিতানামিত্যর্থঃ। অত্র অনুবাদমনুক্ত্ব নবিধেয়ম্ দীরয়েদিতি বিধেয়বিমর্শ দোষঃ সোঢব্যঃ অনুপযোগিত্বেন স্পষ্টার্থস্য প্রত্যাখ্যানৌচিত্যাৎ।। ২৮৭।।

যদর্থং শ্রীকৃষ্ণেন মুরল্যা বাদনং কৃতং মাধবচক্রবর্ত্তিনঃ পদ্যেন তৎ দর্শয়তি লীলেতি। স কৃষ্ণো ভবতো যুষ্মান্ অপায়ত ইষ্টলাভবিঘাতাৎ পায়াৎ রক্ষতু ইত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ লীলায়া দুর্ঘটঘটনাসাধীয়স্যা শক্ত্যা মুখরিতা বাদিতা যা মুরলী তয়া তরলী কৃতানাং গোপভাবিনীনাং গোপরামাণাং যদ্বা গাঃ পাতিরক্ষতীতি

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাদিগোপবধূদিগের হৃদয় ও দেহ অপহরণকারী সুমধুর মুরলীর বাদ্যরাজ বিরাজ করিতেছে। ২৮৬।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদেরপদ্যে পুনরায় মুরলীর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য লিখিতেছেন- যে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত মহামাধুরীর ভার বহনকারী সেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমুরলীর নিনাদ বৃন্দাবনের চঞ্চলনয়না হরিণীগণের,অর্থাৎ হরিণসদৃশ বিশাললোচনা গোপালরমণীদিগের, এবং শ্রীকৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ মুনিগণের মনের সাতিশয় প্রমোদ বিস্তার করিয়াছিল। ২৮৭।

মুরলীনিনাদের কার্য্য শ্রীমাধবচক্রবর্ত্তিপাদের পদ্যে লিখিতেছেন- যিনি বিলাসপূর্ণ বাদিত মোহন মুরলী দ্বারা গোপভাবিনীগণের হৃদয় অতিশয় চঞ্চল

সমাহর্ত্তুঃ

কারয় নাম্ব বিলম্বং মুঞ্চ করং মে হরিং যামি।
ন সহে স্থাতুং যদসৌ গর্জ্জতি মুরলীপ্রগল্‌ভদূতীব।। ২৮৯।।

উপগীতি আর্য্যা ।

গোপঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্যৈব সুরভ্যাদিভির্গবামিন্দ্রত্বেনাভি ষেচনাৎ তস্মিন্ ভাববতীনাং ব্রজলক্ষ্মীণাং নিবহঃ সমূহো যেন সঃ । তত্র হেতুঃ চঞ্চলীভূততয়া স্বনিকটমাগতানাং তাসাং অধর এব স্বাদুবিশেষাশ্রয়ত্বান্মধু তত্র সতৃষ্ণ অতিশয় লুব্ধঃ ।। ২৮৮ ।।

এবং মুরলীরব চঞ্চলিতানাং তাসাং শ্রীকৃষ্ণনিকটে অভিসার প্রকারং স্বয়ং সমাহর্ত্তা দর্শয়তি কারয়েতি । অম্ব হে সখি ! বেষাদিনা তন্নিকট গমনে বিলম্বং ন কারয় বেষো যো ভূতঃ স এব সুষ্ঠ তচ্চাঞ্চল্যং দৃষ্টু বেষ সমাধানায় স্বীয়ং করং গৃহ্নতীং সখীমাহ মে করং মুঞ্চ হরিং চিত্তস্য হর্ত্তারমহং যামি । অত্র স্থাতুং ন সহে সমর্থাস্মি যদ্‌যস্মাদসৌ মুরলী গর্জ্জতি বিলম্বেন মাং ভর্ৎসয়তীতি যথা প্রগল্‌ভা প্রখরা দূতী স্বসখীং কুঞ্জে নেতুং কাল বিলম্বে গর্জ্জতীতি তৎ ত্বৎ কিং ন শৃণোষি আগচ্ছ যামীতি এবং সর্ব্বাসাং গমনং জ্ঞাতব্যম্ ।। ২৮৯ ।।

করিয়া তাঁহাদের অধরমধু পানের নিমিত্ত সতৃষ্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার (কৃষ্ণপ্রাপ্তির) অনিষ্ট সকল হইতে রক্ষা করুন । ২৮৮ ।

মুরলীরবে চঞ্চল হৃদয়া ব্রজকামিনীগণের শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অভিসার প্রকার শ্রীপাদ গ্রন্থকার প্রভু লিখিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণাভিসারিণী যুথেশ্বরীগণকে সখী অলঙ্কৃতা করিলে তাঁহারা বলিলেন- হে সখি ! আজ আমাকে আর বিলম্ব করাইও না, সখী হস্তে ধরিয়া ক্ষণকাল বিলম্ব করিতে প্রার্থনা করিলে কহিলেন- ওহে ! আমার হস্ত পরিত্যাগ কর, প্রার্থনার প্রয়োজন নাই, আর অলঙ্কৃত করিতে হইবে না, আমার হৃদয়হারী শ্রীহরির নিকটে শীঘ্র গমন করিব, আর থাকিতে পারিব না, ঐ যে মূরলী প্রখরাদূতীর ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে, যদি সামান্যও বিলম্ব হয় তবে সে আমাকে অতিশয় ভর্ৎসনা করিবে, সুতরাং আমার হস্ত পরিত্যাগ কর । ২৮৯ ।

শ্রীজীবদাসবাহিনীপতেঃ

চূড়াচুম্বিতচারুচন্দ্রকচয়ং চামীকরাভাম্বরং
কর্ণোত্তংসিতকর্ণিকারকুসুমং কন্দর্পকল্লোলিনম্।
বংশীবাদনবাবদূকবদনং বক্রীভবদ্বীক্ষণং
ভাগ্যং ভঙ্গুরমধ্যমাঃ পরিণতং কুঞ্জান্তরে ভেজিরে।।২৯০।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

"শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্"

ত্রয়ঃ সমাহর্ত্তুঃ

দুষ্টঃ কোঽপি করোতি বঃ পরিভবং শঙ্কে মুহুর্গোকুলে

বিঘ্নানভিভূয় গমনানন্তরং তাসাং তাদৃগ্রূপবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাপ্তি প্রকারং জীবদাসবাহিনীপতেঃ পদ্যেন লিখতি চূড়েতি । ক্ষীণতয়া ভঙ্গুরো মধ্যমঃ শরীরমধ্যভাগো যাসাং তাঃ পরমসুন্দর্য্যো গোপ্যঃ কুঞ্জান্তরে কুঞ্জমধ্যে স্বানাং ভাগ্যং সুখদায়ি অনাদিসিদ্ধ শুভ কর্ম্ম তৎ কৃষ্ণরূপেণ পরিণতং তৎ ভেজিরে ইত্যন্বয়ঃ। তস্য কৃষ্ণরূপতাং বিশেষণৈর্ব্যনক্তি চূড়ায়াং চুম্বিতানাং সংযোজিতানাং ময়ূরপিচ্ছানাং চয়ঃ সমূহো যেন তৎ । চামীকরঃ সুবর্ণস্তস্যাভাঃ কান্তিরিব পীতামম্বরং বস্ত্রং যস্য তৎ । কর্ণয়োরুত্তংসিতে ভূষিতে কর্ণিকার কুসুমে যেন তৎ কন্দর্পঃ কামঃ কল্লোল স্তরঙ্গো যস্যাঃ শৃঙ্গাররস নদ্যাঃ সা অস্মিন্নস্তীতি শৃঙ্গার রসময়মিত্যর্থঃ । কন্দর্পস্তু এতস্য পরিকর ইত্যর্থঃ । বংশীবাদনেনোপলক্ষিতং বাবদূকঃ প্রিয়ম্বদং বদনং যস্য তৎ । কাঃ কাঃ প্রেয়স্যঃ কিং কিং রূপেণ গচ্ছন্তীতি দর্শনোৎকণ্ঠয়া বক্রী ভবতী বীক্ষণে নয়নে যস্য তৎ ।। ২৯০ ।।

শ্রীব্রজগোপীগণ সর্ব্বপ্রকার বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ধৃর্য্য শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীজীবদাস বাহিনীপতির পদ্যে লিখিতেছেন- যাঁহার মনোহর মূকুটোপরি মত্তময়ূরের পুচ্ছ সকল সুশোভিত , পরিধানে সুবর্ণকান্তি তুল্য পীত বসন,কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার আন্দোলিত, (সোন্দালী পুষ্প, কেহ কেহ পীতবর্ণ পুষ্পসমূহে নির্ম্মিত, ও মধ্যস্থলে ভৃঙ্গ যুক্ত দাড়িমী পুষ্প যুক্ত আকারে পদ্মবৎ কর্ণভূষণকে কর্ণিকার বলে) বংশী বাদন বিষয়ে যাঁহার বদন বাবদূক, এবং কুটিল কটাক্ষ পূর্ণ অবলোকন এই রূপ ভাগ্যের পরিণতি স্বরূপ রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধাদি গোপসুমধ্যমাগণ কুঞ্জমধ্যে ভজনা করিলেন, বা প্রাপ্ত হইলেন । ২৯০ ।

ধাবন্ত্যঃ স্খলদম্বরং নিশি বনে যূয়ং যদভ্যাগতাঃ।
আঃ কা ভীতিরমন্দদানববধূসিন্দুরমুদ্রাহরে
দোর্দণ্ডে মম ভাতি দীব্যতপতিক্রোড়ে কুরঙ্গীদৃশঃ।।২৯১।।
শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

এবং স্বপ্রাপ্তীচ্ছয়া সুদুস্ত্যজং লজ্জা স্বজনাদিকং ত্যক্ত্বা স্বনিকটমাগতা বীক্ষ্য লীলাশক্ত্যা স্ফোরিতমৈশ্বর্য্যং সমধিগম্যাপি মাধুর্য্য স্বভাবেন রসিকশেখরো ভগবান মনসীদংপরামমর্শ। রাধাদয়োঽভিমন্বাদীন্ কেবলংপতিম্মন্যত্বেন জানন্তিপতিভাবস্তু ময্যেবাতঃ সমর্থা রতিমত্যঃ সত্যস্তদ্ভাবেন মামেব সেবন্তে তেন ধর্ম্মসংস্থাপকস্যাপি মম কোঽপি ন দোষঃ। এতা নব্যা অপি তথৈব মৎ প্রেয়সীম্মন্যাস্তথাপি তত্তদ্ভাব প্রাকট্যার্থং ময়া বাম্যতাচরণং যুক্তং যেন চ সর্ব্বাসাং বিমোহন পরম বৈক্লব্যেচ জাতে তত্তদ্ভাবঃ প্রকটত্বমায়াস্যতি তত্র ব্যাম্যতাচরণে বাগ্বিলাসাঃ খলু সুরসা ভবন্তি তে তু শাব্দিকা আর্থিকাশ্চ তত্রাদ্যাঃ সুললিত বর্ণ বিন্যাসাদিময়াঃ দ্বিতীয়া রস ভাবালঙ্কর ময়াশ্চ। পুনরেতেঽপি চতুর্বিধা উপেক্ষাঃ ভঙ্গিময়াঃ প্রার্থনাভঙ্গিময়াঃ তদযুগলার্থ সন্ধাপনময়াঃ বাস্তবার্থময়াশ্চ। তত্রচ শাব্দিকাঃ খল্বত্র স্বস্মিন্নুৎকণ্ঠাং বর্দ্ধয়ন্তি নতূপেক্ষাং অতো ভগবতোঽভিপ্রেতার্থং দর্শয়িতুমাহ তত্র কৃষ্ণবাক্যমিতি। বাগ্বিলাসান্ স্বয়ং গ্রন্থকৃৎ পদ্যদ্বয়েন দর্শয়তি দুষ্ট ইতি। তত্র শঙ্কিত ইব কৃষ্ণঃ পৃচ্ছতি কোঽপি দুষ্টোঽসুরো গোকুলে বোযুষ্মাকং পরিভবং করোতীতি মুহুরহং শঙ্কে যদ্যস্মাৎ স্খলদুত্তরীয়াদি অম্বরং যত্র তাদৃশং যথাস্যাৎ তথা ধাবন্ত্যঃ পদবিন্যাস ক্রমমতিক্রম্য গচ্ছন্ত্যঃ সত্যো যূয়ং বনে তত্রাপি নিশি রাত্রৌ মমাভিমুখমাগতাঃ মম দুষ্টনাশনশক্তি দর্শনাৎ। লজ্জের্য্যাভ্যাং তাভিরুত্তরে ন দত্তে সতি স্বয়ং পুনরাহ আঃ কোপে অমন্দাঃ কঠোরা যে দানবা স্তান্ যুদ্ধাদৌ নিহত্য তেষাং বধূনাং সিন্দূর মুদ্রাং হরতীতি য স্তস্য মম দোর্দণ্ডো ভাতি প্রকাশতে অতো যুষ্মাকং কা ভীতি র্ন কাপি অতএব কুরঙ্গীদৃশ স্তত্র গত্বা পতিক্রোড়ে দীব্যত স্বচ্ছন্দং রমতেতি। শ্লেষেণ

"শ্রীকৃষ্ণের বাক্য"

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে দুস্ত্যজ লজ্জা ও স্বজনাদিগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের নিকটে আসিতে দেখিয়া পরিহাস পূর্ণবাক্যে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীল গ্রন্থকার প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিতেছেন- হে চঞ্চল হরিণনয়নাগণ ! সকল দুষ্টগণকে বিনাশ করিলেও গোকুলে কোন দুষ্ট দানব বা রাক্ষস আসিয়া বার বার তোমাদের পরাভব তিরস্কার করিতেছে ? কারণ তোমরা স্খলিত বসনে ঘোর রজনীকালে

(ধুতোত্তাপে বহতি গহনে ধর্ম্মপূরে ব্রজান্তঃ
কা বস্তৃষ্ণা বলতি হৃদয়ে দুর্ম্মদেয়ং সতীনাম্ ।

প্রার্থনাং বাস্তবার্থময়াংশ্চ দর্শয়তি কুরঙ্গীদৃশো হে শোভননয়নাঃ গোকুলে কোঽপি দুষ্টঃ সুখবিঘাতকঃ মন্নিকটগমনে বোযুস্মাকং পরিভবং করোতি বিঘ্নং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ যদ্‌যস্মাৎ স্খলদম্বরং যথাস্যাত্তথা ধাবন্ত্যো মমাভিমুখমাগতা অতিকষ্টেনাগমনাদহো ময়ি যুষ্মাকং প্রীতিরিতি । ভোঃ প্রিয়তম যত্র তে সুখোদয়স্তত্র নাস্মাকং ক্লেশ গন্ধোঽস্তি কিন্ত্বস্মাকং রক্ষকা জনা অত্রাগত্য ত্বামস্মাংশ্চ পীড়য়ন্তি অতো বিভীমস্তত্রাহ আঃ কোপে এবম্ভূতস্য দোর্দণ্ডোভাতি কা ভীতিরিতি । যুষ্মাকং পতিষু পতিম্মন্যেস্বনুরাগাভাবেন ময়ি তদ্ভাবপ্রকাশনেন চ বস্তুতঃ পতিরহমেব অতো মম ক্রোড়ে দীব্যতেতি কেবলং স্পষ্টার্থব্যাখ্যানে বিরসতাপত্তেরিতি ভাবঃ ।২৯১ ।

স্বয়ং তথৈব পুনর্দর্শয়তি ধৃতেতি ধৃতঃ কম্পিতোঽর্থাদ্দূরং গত উত্তাপো যেন তস্মিন্ তত্রাপি গহনে নিবিড়ে অধর্ম্ম সম্বন্ধ রহিতে ধর্ম্মস্য পূরে প্রবাহে ব্রজান্তর্মধ্যে বহতি সতি সতীনাং বো যুষ্মাকং হৃদয়ে কা তৃষ্ণা বলতি লগতি সা কথম্ভূতা দুঃখজনকো মদঃ কামোন্মাদো যত্র সেয়ং দুর্মদা কা অসম্ভাব্যেত্যর্থঃ । হে সীমন্তিন্যঃ! পতিসন্তোষণার্থং কেশসংস্কারবত্যঃ গৃহান্ স্পৃহয়ত তাসান্তত্র ঈপ্সিতত্বাভাবান্ন সম্প্রদানং বিরুদ্ধং পরপুরুষ সেবাভিলাষং মা কুরুধ্বং ভোঃ শঠ তদা কথমস্মান্মুরল্যাকারয়সি তত্র স্ব নিষ্ঠামাহ হন্তেতি খেদোক্তৌ মম দৃষ্টৌ নেত্রপথে অয়ং পরস্ত্রীকামনাশূন্যো ধর্ম্মস্য পন্থা ন বিঘটতে বৈপরীত্যং ন গচ্ছতি মুরল্যা

তীব্রগতিতে এই ভয়ঙ্কর বন প্রদেশে আমার নিকটে আগমন করিতেছ ? আঃ ! আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমাদের ভয় কি ? দেখ, ভয়ঙ্কর দানব বধূগণের সধবা জ্ঞাপক সীমন্তের সিন্দুর মুদ্রাবিনাশকারী প্রচণ্ড প্রতাপী আমার বাহুদণ্ড শোভা পাইতেছে, সুতরাং তোমরা নিজ নিজ পতিক্রোড়ে বিলাস কর, ভয় করিও না । ২৯১ ।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে পরমধার্ম্মিক প্রতিপাদন করতঃ উপেক্ষা মুখে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীল গ্রন্থকার প্রভু স্বয়ং লিখিতেছেন- হে ব্রজসীমন্তিনীগণ ! সর্ব্বপ্রকার উত্তাপ রহিত অধর্ম্ম সম্বন্ধ রহিত নিবিড় ধর্ম্মের প্রবাহ পূর্ণ আমার ব্রজধামের মধ্যে তোমাদের হৃদয়ে এ কি প্রকার তৃষ্ণাবৃদ্ধি পাইতেছে ? অহো ! তোমাদের ন্যায় সতীরমণীগণের বিষয়ে এই তৃষ্ণা দুর্ম্মদা:, অর্থাৎ এই প্রকার

সীমন্তিন্যঃ স্পৃহয়ত গৃহান্ মা বিরুদ্ধং কুরুধ্বং
নায়ং দৃষ্টৌ মম বিঘটতে হন্ত পুণ্যস্য পন্থাঃ ।। ২৯২ ।। মন্দাক্রান্তা ।

"অথ ব্রজদেবীনামুত্তরম্"

কথং বীথীমস্মানুপদিশসি ধর্ম্মপ্রণয়িণীং
প্রসীদ স্বাং শিষ্যামতিখলমুখীং শাধি মুরলীম্ ।

আকারণস্তু মনোরাজ্যবদ্যুষ্মাভিঃ কল্পিতমেব । শ্লেষেতু গহনে বৃন্দাবনে ধুতোত্তাপে ধর্ম্মস্য ঈশ্বরস্য মমৈব সেবনং যদ্বা পূর্ব্বোক্তব্যাখ্যানেন পত্যু র্মমৈব সেবনং ধর্ম্মঃ তস্য পূরেপ্রবাহে বহতিসতি সতীনাং মন্নিষ্ঠচিত্তত্বেন সচ্ছন্দেনাভিধেয়ানাং যুষ্মাকং হৃদয়ে অন্তঃকরণে কা তৃষ্ণা ব্রজমধ্যং বলতি সম্বৃণোতি ন তু বৃন্দাবনং সা কথম্ভূতা দুঃখেন মদো হর্ষো যস্যাঃ সা ইয়ং কা পরমানুচিতৈব । সীমন্তিন্য ইত্যুভয়ত্র সমানং হে সীমন্তিন্যঃ ! গৃহান্ মা স্পৃহয়ত ননু তবৌদাসীন্যাদত্র কিং কুর্ম্ম অতো গৃহেভ্যঃ স্পৃহয়ামস্তত্রাহ ঈর্য্যয়াপি বিরুদ্ধং মৎসেবা ত্যাগং মাকুরুধ্বং দেহলীদীপন্যায়েন মাশব্দস্যোভয়ত্র সম্বন্ধো জ্ঞেয়ঃ । যদ্বা অত্রপক্ষে গৃহাদিতি পঞ্চম্যন্তং পদং মৎসেবায়ৈ স্পৃহয়ত গৃহং প্রাপ্য বিরুদ্ধং পত্যাদি ভজনং মা কুরুধ্বমিতি । ভো নাথ ! ত্বাং ভজিতুমত্র বনে বয়মাগতাঃ কিন্তু ত্বং ন ভজসি কিং কুর্ম্মস্তত্রাহ । হন্তেত্যনুকম্পায়াং মম নেত্রপথে অয়ং ধর্ম্মস্য ধর্ম্মাঃ পুণ্যযমন্যায় স্বভাবাচার সোমপা ইত্যমরাৎ । যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি বচনাচ্চ স্বভাবস্য পন্থা মার্গো ন বিঘটতে ন ধ্বংসং প্রাপ্নোতীত্যতো যুস্মান্ ভজিষ্যাম্যেবেতি ভাবঃ ।। ২৯২ ।।

ততো ব্রজদেব্যো রাধাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখ্যার্থশ্লেষার্থবোধকং বাক্যং শ্রুত্বা তথৈবোত্তরং দদুরিত্যাহ অথেতি । তৎ প্রকারং স্বয়ং সমাহর্ত্তা দর্শয়তি কথমিতি । নিশি বনে চাস্মান্ সমাকৃষ্য কেন প্রকারেণ ধর্ম্মে প্রণয়ো যস্যা স্তাং ধর্ম্মোৎপাদিনীং বীথিং পন্থানং উপদিশসি অনুচিতমেতৎ কৃষ্ণস্তৎ শ্রুত্বা ভোঃ কামিন্যো

কামোন্মাদনা অতিশয় নিন্দনীয়া । অতএব তোমরা গৃহে গমন কর, সতী ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিও না, ওহো আশ্চর্য্য ! আমার দৃষ্টিপথে তোমাদের পুণ্যের পথ অর্থাৎ সতীত্ব বিনষ্ট হইবে না। । ২৯২ ।

"শ্রীব্রজদেবীগণের উত্তর"

শ্রীরাধাদি ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্লেষ পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা উত্তর দিলেন তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বয়ং লিখিয়াছেন- সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণ ! আমাদিগকে

হরন্তী মর্য্যাদাং শিব শিব পরে পুংসি হৃদয়ং
নয়ন্তী ধৃষ্টেয়ং যদুবর যথা নাহ্বয়তি নঃ ।। ২৯৩ ।। শিখরিণী ।

যুষ্মাকমাহ্বানং কঃ কৃতবানিতি ক্রুদ্ধ ইবাহ তৎ শ্রুত্বা তা আহুঃ প্রসীদ প্রসন্নোভব অস্মাকং বচনং শৃণু বৃথা তিরস্কারেণ কিং শিষ্যাং শাসনার্হাং স্বাং মুরলীং শাধি শাসনং কুরু । ননু কিমর্থমিয়ং শাসনার্হা তত্রাহুরতি খল জনস্য মুখমিব মুখরং মুখং যস্যাস্তাম্ । ভো বাচালা যুষ্মাকমেষা কিমপকারং কৃতবতী তত্রাহুঃ শিবশিবেতি খেদে হে যদুবর ! ধার্ম্মিককুলোদ্ভব যদোশ্চধর্ম্মশীলস্যেত্যুক্তেঃ । ইয়ং ধৃষ্টাপ্রগল্ভা মুরলী অস্মাকং কুলধর্ম্মাদীনাং মর্য্যাদাং হরন্তী হৃদয়ং চিত্তং পরে পুংসি ত্বয়ি নত্বাত্মীয়ে নয়ন্তী প্রাপয়ন্তী সম্প্রতি যথা নোঽস্মান্ ন আহ্বয়তি তথা তব হস্তে বর্ত্ততে কিঞ্চ অস্যাঃ শাসনং কুরু নবা যদি ভবানাত্মীয়ঃ স্যাত্তদাস্মান্ ভজ তত্রাপি যদুবরেতি সম্বোধনেন রন্তুমিচ্ছন্ত্যাঃ স্ত্রিয়া ত্যজনেঽধর্ম্মং বিবিচ্যাস্মাকং ভজনমুচিতমিতি সূচিতম্ । নিষেধার্থো যথা হে যদুবর ! ধার্ম্মিক কুলোৎপন্ন ! ধর্ম্ম প্রণয়িনীং বীথিং কথং কিমর্থমস্মানুপদিশসি পিষ্টপেষণবৎ বৃথৈব যতো বয়ং সর্ব্বদা স্বধর্ম্মনিষ্ঠাঃ স্মঃ কিন্তু প্রসীদ ত্বমস্মাকং ধর্ম্মং ন প্রণাশয় ভোঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা স্তদা কথং রাত্রাবপি মন্নিকটমাগতাঃ স্থ তত্রাহুঃ স্বামিত্যাদি ব্যাখ্যানন্তু পূর্ব্ববৎ তব মুরল্যা রব মোহিতাঃ সত্যো বয়মত্রাগতা নতু কামেন কিমুত রমণেচ্ছয়েতি ভাবঃ । শ্লেষার্থো যথা ধর্ম্ম প্রণয়িনীং বীথিমস্মান্ কিমর্থমুপদিশসি । সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশু চ ইতি শাস্ত্রানুসারি রাগমার্গেণ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ভবন্তং সেবিতুং বয়মাগতাঃ স্ম বৈদিক শাস্ত্রানুষ্ঠানে কিং স্যাদিতি ভবঃ । ভোঃ সুনৃতবাদিন্যঃ সদাহমাত্মারামোঽস্মি যুষ্মাভিঃ সহ রমণে আত্মারা মতা হানিঃ স্যাত্তত্রাহুঃ হে যদুবর! যদোর্ভর্ত্ত্যেব তৎ কুলেঽবতীর্ণ

ধর্ম্মপ্রণয়িনীপন্থা কেন উপদেশ করিতেছ ? প্রসন্ন হও, যদি বল- তোমরা রাত্রিকালে ঘোর অরণ্যে কেন আসিয়াছ ? ওহে কপটিন্ ! আমরা স্বয়ং আসি নাই, তোমার এই ভীষণা দূতী মূরলী আমাদিগকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছে, অতএব তোমার শিষ্যা অতিশয় খলমুখী মুরলীকে শিক্ষা দাও, যেন আমাদের মত কুলবধূগণকে বল প্রকাশ করিয়া ধরিয়া না আনে । শিব! শিব! কি আশ্চর্য্য নিজের প্রখরা দূতী দ্বারা বলাৎকার পূর্ব্বক আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়া এখন ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিতেছ, কিন্তু নিজ শিষ্যা মুরলীকে শাসন করিতেছ না, এই ধৃষ্টা কুলধর্ম্ম মর্য্যাদাদি সকল

শ্রীপুরুষোত্তমদেবস্য

গোপীজনালীঙ্গিতমধ্যভাগং বেণুং ধমন্তং ভৃশলোলনেত্রম্ ।
কলেবরে প্রস্ফুটরোমবৃন্দং নমামি কৃষ্ণং জগদেকবন্দ্যম্ ।। ২৯৪ ।।

উপগীতিঃ ।

ভক্তিবশ্যত্বাদযথা তত্রাজত্বহানৌ ন দোষস্তথাস্মাভিঃ সহ রমণেঽপি ন দোষঃ স্যাদতঃ প্রসীদ অস্মৎকৃতাং প্রেমসেবাং স্বীকুরু । ভোর্ভক্তি রসিকাঃ সর্ব্বাণি গার্হস্থ্যসুখানি ত্যক্ত্বা ধর্ম্মাদিত্যাজন পূর্ব্বকে এতাদৃক্ কষ্ট জননে মৎসেবনে যুষ্মাকং কথং প্রবৃত্তিঃ কথং বা সাধুমুখাৎ শিক্ষাং বিনা ময়ি ভক্তির্ভবেদেব স্বা নির্ঘৃণঃ কঃ সাধুরাস্তে যোঽপরিমিতাঃ যুষ্মান্ সর্ব্বাণি ত্যাজয়িত্বা মৎসেবন এব নিযোজয়তি তত্রাহুঃ । শিষ্যাং স্বাং মুরলীং শাধি অনয়ৈব সর্ব্বা বয়ং শিক্ষিতাঃ স্মঃ। অস্যাঃ কারুণ্যং কিং বক্তব্যং হিতৈষিণী প্রখরা সখীব অস্মান্ ভর্ৎসয়িত্বা ত্বয্যনুরাগিণীঃ কৃতবতী যদ্বা অতিক্রান্তা খলতা সদুপদেশ কার্পণ্যং যস্যাস্তাং সদুদেশপরং ন কেবল মুপদেশ মাত্রাং কৃতবতী কিন্তু হে শিব ! মঙ্গল স্বরূপ অস্মাকং বামতাং হরন্তী তথা হৃদয়ং চিত্তং শিবপরে শিবাৎ শ্রেষ্ঠে পুংসি ত্বয়ি নয়ন্তী ইয়ং ধৃষ্টা সেবা কালোয়মতিক্রম্যতে কথং বিলম্বঃ ক্রিয়ত ইতি বচনেন প্রগল্ভা নোঽস্মান্ যথা যথাবৎ ত্বৎ সেবার্থং শিরশ্চালনে নক্রও আহ্বয়ত্যেব অতো বয়মাগতা অনুগতানামস্মাকং স্বীকুরুষ্বেতি নিত্যসিদ্ধানাং কাত্যায়নীব্রতবদেতদ্বচনমিতি জ্ঞেয়ম্ ।। ২৯৩ ।।

এবং যদর্থং কৃষ্ণস্য বেণুবাদনং গোপীনাঞ্চাভিসারাদ্যুদ্যমস্তয়োঃ ফল রূপাং রাসলীলাং সংক্ষিপ্য দর্শয়ন্ রাস বিলাস পরিপাটীং শ্রীপুরুষোত্তমদেবস্য পদ্যেন লিখতি গোপীতি কৃষ্ণং নমামীত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতং গোপীজনানাং ব্রজরামাণামালিঙ্গি তো মধ্যভাগো যেন তম্। মধ্যভাগ শব্দপ্রয়োগাৎ তয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে ভ্রমণ বৈশিষ্ট্যেন

হরণ করত তোমাতে আমাদের হৃদয় প্রাপ্ত করাইয়াছে, সুতরাং হে যদুবর ! তোমার শিষ্যা অতি দুষ্টা মুরলীকে কঠিনভাবে শাসন কর আর যেন কোন দিন আমাদিগকে এই প্রকার বল পূর্ব্বক আহ্বান না করে । ২৯৩ ।

রাসবিহারিশ্রীশ্যামসুন্দর যে নিমিত্ত বংশী ধ্বনি করেন, এবং শ্রীরাধাদি ব্রজদেবীগণের যে নিমিত্ত অভিসারাদি উদ্যম, তাহার ফলরূপা শ্রীরাসলীলাবিলাস পরিপাটী শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পদ্যে লিখিতেছেন- যিনি গোপীগণ কর্ত্তৃক

ভট্টনারায়ণস্য

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্ ।

প্রকাশভেদেন বা প্রবিষ্টমিত্যর্থঃ । পুনঃ কিম্ভূতং তেষাং শ্রমাদি পরিহারায় মোহনায় চ বেণুং বাদয়ন্তং তত্রাপি তেষাং মুখদর্শনার্থং ভৃশমতিশয়ং যথাস্যাত্তথা লোলে চঞ্চলে সতৃষ্ণে নেত্রে যস্য তম্ । পুনঃ কথম্ভূতং হর্ষাৎ কলেবরে প্রস্ফুটং রোমবৃন্দং যস্য তং পুনঃ কীদৃশং জগতামেকং মুখ্যং বন্দ্যং বন্দনীয়ং এবম্ভূতমপি সতৃষ্ণয়া তাদৃশ বিহারাকৃষ্টমিতি অহো ব্রজরমাণাং মহিমেতি ।। ২৯৪ ।।

শারদীয় রাসলীলায়ামিব তত্র বাসন্ত্যাং লীলায়ামপি রাধায়া উৎকর্ষং দর্শয়িতুং ভট্টনারায়ণস্য পদ্যেন তাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্যানুনয়ং দর্শয়তি কালিন্দ্যা ইতি । প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য কংসদ্বিষস্তাং রাধাং প্রত্যনুনয়ো বো যুষ্মান্ পুষ্ণাতু রাধোৎকর্ষ প্রকাশনেন সুখীকরোত্বিত্যর্থঃ । রাধাং কিম্ভূতাং কেলিনা অন্যাভিঃ সহ কৃষ্ণস্য সাধারণ ক্রীড়য়া হেতুনা কুপিতা অতএব রাসে রসং সরসমুৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু গচ্ছন্তীং বিরহব্যাকুলিতত্বেনৈকত্র স্থানে স্থাতুমশক্যত্বাৎ কৃষ্ণান্বেষণ বঞ্চনায় বা বহু বচনং তত্রাপি রোষ বিষাদাভ্যাং জাতৈর্নেত্রাশ্রুভিঃ কলুষাং মলিনাম্ । এবঞ্চ যস্যা উৎকর্ষ প্রকাশনার্থং রাসারম্ভং কৃতবান্ কুপিতায়াং তস্যাং রাধায়াং গচ্ছন্ত্যাং সত্যাং কৃষ্ণো রাস লীলায়ামাসক্তো নাভূৎ কিন্তু তত্রাগ্রহং ত্যক্ত্বা তামন্বেষয়ামাসেত্যাহ কংসদ্বিষঃ কিম্ভূতস্য উৎসৃজ্য রাসে রসমিত্যস্য তাৎপর্য্যাদুভয়ত্র সম্বন্ধঃ । তেন তত্রাগ্রহং ত্যক্ত্বা তামনুগচ্ছতঃ রাধায়াঃ প্রাগ্‌গমনাৎ

মধ্যভাগ আলিঙ্গিত, সুমধুর সহাস্য বদনে বেণু বাদন করিতেছেন যাঁহার লোচনযুগল অতি চঞ্চল, এবং গোপাঙ্গনাদিগকে আলিঙ্গন করায় হর্ষহেতু রোমাবলী প্রফুল্লিত হইয়াছে, এবং যিনি জগতের এক মাত্র বন্দনীয় সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি । ২৯৪ ।

রাসলীলায় শ্রীরাধার সর্ব্বোৎকর্ষতা শ্রীভট্ট নারায়ণের পদ্যে উদ্ধার করিতেছেন- শ্রীরাধা নিজের অন্যান্য গোপরামাগণের সহিত সমান ভাবে বিলাস করিতে দেখিয়া রাসকেলিতে কোপ করিয়া অশ্রুপূর্ণ বদনে রাস বিষয়ে ক্রীড়ারস পরিত্যাগ করতঃ যমুনার পুলিনে গমন করিলে শ্রীরাধার চরণ চিহ্নে চরণ নিক্ষেপ করিয়া রোমাঙ্কিত এবং প্রাণনাথ শতকোটি ব্রজাঙ্গনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল

তৎপাদপ্রতিমানিবেশিতপদস্যোদ্ভূতরোমোদ্‌গতে-
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ ।। ২৯৫ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানে তাসাং প্রশ্নঃ

সমাহর্ত্তুঃ

তুলসি বিলসসি ত্বং মল্লি জাতাসি ফুল্লা
স্থলকমলিনি ভৃঙ্গৈঃ সঙ্গতাঙ্গী বিভাসি ।

তস্য অনুগমনপ্রকারমাহ তৎপাদপ্রমিতয়োশ্চরণচিহ্নয়োর্নিবেশিতে স্বস্য পদে যেন তস্য তৎ স্পর্শেনাপি হর্ষোদয়াদুদ্ভূতা রোমোদগতী রোমাঞ্চো যস্য তস্য পুনঃ কিম্ভূতস্য প্রসন্না দয়িতা রাধা যস্মাৎ এবম্ভূতং দৃষ্টং দর্শনং যস্য তস্য শত কোটীঃ প্রেয়সীঃ পরিত্যজ্য মামনুনেতুং প্রাণনাথো ভীতবদাগচ্ছতি অতো মদভিপ্রেতস্য সিদ্ধত্বান্মৎ প্রসন্নতা যুজ্যতে ইত্যেবং প্রসন্ন দয়িতাদৃষ্টস্যাপ্যনুনয়ঃ স কিম্ভূতঃ অক্ষুন্ন প্রেয়সীমণ্ডলেঽপি ত্বদুৎকর্ষস্য জ্ঞাপনার্থং ময়া বিহার সাধারণ্যং প্রকটিতং তেন চ ত্বদ্বাম্যোদয়াৎ সর্ব্বাঃ পরিত্যজ্য ময়াত্রাগমনাৎ স সুষ্টু প্রকাশিতঃ । অতঃ প্রসন্না ভবেতি অক্ষুণ্ণতা প্রকারো জ্ঞেয়ঃ ।। ২৯৫ ।।

এবং রাধামন্বেষিতুং সর্ব্বাঃ প্রেয়সীঃ পরিত্যজ্য হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণেঽন্তর্হিতে সতি বিরহোন্মত্তাস্তাঃ কিঞ্চক্রুরিত্যপেক্ষায়াং সংক্ষেপ বৃত্তান্তমাহ শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানে তাসাং প্রশ্ন ইতি । স্বয়ং গ্রন্থকৃত্তাসাং বিরহোন্মত্তাবস্থাং বর্ণয়তি তুলসীতি । তত্র কদম্বাদীনাং পুংজাতিত্বান্মহত্ত্বাচ্চ এতেঽস্মান্ তুচ্ছং মন্যমানা নোত্তরং দাস্যন্তীত্যভিপ্রেত্য স্ত্রীজাতীঃ ক্ষুদ্রাশ্চ তত্রাপি কৃষ্ণপ্রিয়াস্তুলস্যাদীরপৃচ্ছন্ তাসাং জিজ্ঞাসন প্রকারং

আমার প্রতি আসক্ত হইয়া ভীতের ন্যায় আমারই অনুগমন করিতেছে” সুতরাং শ্রীমতীরাধা প্রিয়তমের প্রতি প্রসন্নদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে শ্রীকৃষ্ণের অক্ষয় অনুনয়, অর্থাৎ হে প্রিয়ে ! তুমিই একমাত্র সর্ব্বগোপীশিরোমণি, এবং আমার প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা, এই অনুনয় তোমাদিগকে রক্ষা করুণ । ২৯৫ ।

“শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে গোপীগণের প্রশ্ন”

শ্রীরাসস্থলী হইতে শ্রীরাধা অন্তর্দ্ধান করিলে তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজযুবতীগণকে পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হইলে পরে বিরহোন্মাত্তা ব্রজরামাগণ যাহা করিলেন তাহা গ্রন্থকার স্বয়ং লিখিতেছেন- আম্র

কথয়ত বত সখ্যঃ ক্ষিপ্রমস্মাসু কস্মিন্
বসতি কপটকন্দঃ কন্দরে নন্দসূনুঃ ।। ২৯৬ ।। মালিনী ।

কস্যাচিৎ

দৃষ্টঃ ক্বাপি স মাধবো ব্রজবধূমাদায় কাঞ্চি দ্গতঃ
সর্ব্বা এব হি বঞ্চিতাঃ সখি বয়ং সোঽন্বেষণীয়ো যদি ।

লিখতি তত্র কাশ্চিদাহুঃ হে তুলসি ত্বং বিলসসি বিশেষেণ দীপ্তিং প্রাপ্নোষি অতো বয়ং বিতর্কামহে নন্দসূনুনা ত্বং নূনং স্পৃষ্টাসি অন্যথৈতাদৃগ্‌ঘর্ষোদয়ো নস্যা দেবং পরপরত্র যোজনা । অন্যা আহ হে মল্লি মল্লিকা জাতে ত্বং ফুল্লা অন্তর্জাতাহ্লাদাসি । অপরা আহু হে স্থলকমলিনি কৃষ্ণমনু গচ্ছদ্ভির্ভৃঙ্গৈঃ সঙ্গতানি মিলিতানি অঙ্গানি যস্যা এবং ভূতা বিভাসি । ভোঃ কৃষ্ণ বিলাসিন্যঃ সত্যং বিতর্কিতং নন্দসূনুরস্মাভির্দৃষ্ট এব তচ্ছ্রুত্বেব সর্ব্বা আহুঃ । বতেতি খেদোক্তৌ হে সখ্যস্তদা তদ্দর্শন হীনাস্বস্মাসু ক্ষিপ্রং শীঘ্রং যূয়ং কথয়ত কপটকন্দঃ কপট মূলং পরম কপটী কৃষ্ণঃ কস্মিন্ কন্দরে গোবর্দ্ধনস্য গহ্বরে বসতীতি । স কীদৃশঃ সর্ব্বান্নন্দয়তীতি নন্দস্তস্য সূনুঃ পুত্রঃ স অস্মানানন্দয়িষ্যতীতি দৃঢ় বিশ্বাস আসীৎ তেনাপ্যস্মাকং দুঃখদানং মহানুচিতমেবেত্যভিপ্রেত্য তচ্ছব্দঃ প্রযোজিত ইতি ভাবঃ ।। ২৯৬ ।।

এবমন্বেষয়ন্ত্যশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ সর্ব্বা গোপ্যঃ কস্যাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তঃ সমব্রুবন্নিতি শ্রীদশমস্কন্ধানুসারেণ শ্রীরাধাপদচিহ্ন সহিতান্ শ্রীকৃষ্ণ পদাঙ্কান্ দৃষ্ট্বা রোষের্য্যা লজ্জান্বিতাস্তৌ দ্রষ্টুং প্রতি বনং বভ্রমুঃ কৃষ্ণস্তু নিভৃতে বিবিধ

কদম্ব অশ্বত্থ বটাদি বৃক্ষ সকল পুরুষ জাতীয় হওয়ায় তাহারা যথার্থ সন্ধান দিবে না ভাবিয়া ব্রজরামাগণ স্ত্রীজাতি লতাসকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন- হে তুলসি ! তুমি বিলাস করিতেছ, সুতরাং আমরা মনে করি শ্রীনন্দনন্দন তোমাকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিয়াছে, অতঃ তুমি আমাদিগকে বলিয়া দাও আমাদের চিত্তচোর নন্দকিশোর কোথায় লুকাইয়া আছে ? হে মল্লিকে ! তুমি অতিশয় প্রফুল্লিতা হইয়াছ কেন ? হে স্থলকমলিনি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের অনুগমনকারী ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক সংযুক্তা হইয়া সুশোভিত হইতেছ, মনে হয় তোমরা অবশ্যই শ্রীরাসবিহারীকে দেখিয়াছ, হা কষ্ট ! হে সখীগণ ! তোমরা আমাদিগকে শীঘ্র বল, কপটের মূল কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কোন গুহার ভিতরে বাস করিতেছে, আমরা তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি । ২৯৬ ।

দ্বে দ্বে গচ্ছতমিত্যুদীর্য্য সহসা রাধাং গৃহীত্বা করে
গোপীবেশধরো নিকুঞ্জকুহরং প্রাপ্তো হরিঃ পাতু বঃ ।। ২৯৭।।
শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

পুষ্পাণি চিত্বা রাধায়া ভূষণার্থমেকাগ্র চিত্ত আসীৎ তদা নিকটে তাসাং স্বান্বেষণ বাক্যং শ্রুত্বা উপায়ান্তরমলব্ধেব রাধা কৌতুকার্থং গোপীবেষং ধৃত্বা তাসামলক্ষ্যং যথাস্যাত্তথা তাং গোপীযুথে নিবেশ্য স্বয়ং যৎ কৃতবান্ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি দৃষ্ট ইতি। হে সখি রূপমঞ্জরি পুষ্পচয়নার্থমত্রাগতাসি বৃত্তান্তং শৃণু স মাধবো বঞ্চন বিদ্যা পণ্ডিতঃ কৃষ্ণঃ একাং ব্রজবধূমাদায় গৃহীত্বা রাস মণ্ডলাদ্‌গতবান্ স ক্বাপি স্থানে ত্বয়া দৃষ্টোঽস্তি সর্ব্বা বয়ং তেন বঞ্চিতাঃ স্ম অতঃ কথয় তচ্ছ্রুত্বা কৃষ্ণ আহ যদি স বঞ্চকোঽন্বেষণীয়স্তদাদ্বে দ্বে যুগ্মীভূয়ান্বেষণায় গচ্ছতং ইত্যুদীর্য্য কথয়িত্বা গোপ বেশধরো হরিঃ সহসা বলাৎ রাধাং করে গৃহীত্বা অন্যা বঞ্চয়িত্বা নিকুঞ্জকুহরং রাধয়া সহ বিহারার্থং যঃ প্রাপ্তোঽভূৎ স বো যুষ্মান্ পাতু ভক্তিবিপক্ষান্ বঞ্চয়িত্বা রক্ষতু ।। ২৯৭ ।।

শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজরামাগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণক্রমে শ্রীরাধারচরণ সহ কৃষ্ণচরণ চিহ্ন দেখিয়া রোষ ও ঈর্ষান্বিতা হইয়া দ্রুতগতিতে অন্বেষণ আরম্ভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ নিভৃতে পুষ্প চয়ন করিয়া রাধাকে সজ্জিত করিবার সময় অতি নিকটে গোপীগণকে দেখিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া গোপীবেশ ধারণ করিয়া সকলের অলক্ষিত ভাবে গোপীযুথে মিলিত হইয়া যাহা করিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! সেই বঞ্চকরাজ মাধবকে তুমি দেখিয়াছ কি ? হায় ! কি লজ্জার কথা সেই অভীক কোন এক ব্রজবধূকে গ্রহণ করিয়া কোন নিকুঞ্জে গমন করিয়াছে, অহো ! আমরা সকলে বঞ্চিত হইলাম, হে সখীগণ ! সেই কামুককে যদি অন্বেষণ করিতে তোমাদের ইচ্ছা হয়, বা তাহাকে দণ্ড দিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে দুই দুইজন করিয়া গমন কর" এই কথা বলিয়া শ্রীরাধার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সহসা যিনি কুঞ্জকুহরে গমন করিলেন, সেই গোপীবেশধারী শ্রীহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন । ২৯৭ ।

"শ্রীরাধাসখীবাক্যম্"

রামচন্দ্রদাসস্য

অদোষাদ্দোষাদ্বা ত্যজতি বিপিনে তাং যদি ভবা-
নভদ্রং ভদ্রং বা ব্রজকুলপতে ত্বাং বদতু কঃ ।
ইদন্তু ক্রূরং মে স্মরতি হৃদয়ং যৎ কিল তয়া
ত্বদর্থং কান্তারে কুলতিলক নাত্মাপি গণিতঃ ।। ২৯৮।। শিখরিণী

তত্র বিহারানন্তরং শ্রীরাধা ললিতাদিভিঃ সহ মিলিতুকামা সালসমশক্তেব কৃষ্ণমুবাচ হে নাথ গন্তুং ন শক্নোমি তচ্ছ্রুত্বা এতাসাং মদ্বিরহেণাপি ইন্দ্রিয় পাটবমস্তি [illegible] *স্মি অতো রাধায়া অসাধারণ বিরহেণাপ্যুত্তমতা প্রকাশ্যতে ইতি শ্রীকৃষ্ণেণ চিত্তে বিবিচ্য স্কন্দ আরুহ্যতামিত্যুক্তে সতি রাধা মহের্ষ্যা লজ্জাভ্যাং পরাবৃত্তা বভূব তদবকাশং প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণেঽন্তর্হিতে সতি হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কসি মহাভুজ । দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিমিতি সকাকু বদন্তী মূর্চ্ছিতাসীৎ তত স্তত্রান্বেষণায় গোপীবৃন্দমাগত্য তাং দৃষ্ট্বা মহা খেদান্বিতং সৎ তাং চেতনীকৃত্য তয়া সহ পুলিনমাগত্য কৃষ্ণাকর্ষকং গীতং জগৌ তেনাকৃষ্টো ভগবান্ প্রাদুরভূত্তং দৃষ্ট্বা রাধাসখী যদবোচত্তদ্রামচন্দ্র দাসস্য পদ্যেনানু বর্ণয়তি অদোষাদিতি । হে ত্রিভুবনপতে সর্ব্বমপি কর্ত্তুং সমর্থ যদি তাং তাদৃক্স্থানবর্দ্ধনেন স্বসঙ্গং প্রাপয্য দোষাদদোষাদ্বা ভবান্ ত্যজতি তত্রাদোষাদিতি প্রাঙ্নির্দেশাৎ দোষাভাবো ব্যঞ্জিতঃ কেবলং বচোরীত্যা দোষাদ্বেত্যুট্টঙ্কিতম্ । তদা তবেদং ভদ্রং কৃতমিদমভদ্রং*

"শ্রীরাধাসখীর বাক্য"

নিকুঞ্জকুহরে বিলাসের পর ললিতাদি সখীবৃন্দের সহিত মিলনের ইচ্ছা করিয়া শ্রীরাধা আলস্যপূর্ণভাবে প্রিয়তম সহগমনে অসামর্থ্যপ্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্কন্ধে আরোহণের প্রার্থনা করেন, শ্রীমতী লজ্জায় বদন ফিরাইলে চোরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, শ্রীমতী "হা নাথ ! হা রমণ ! হে প্রিয়তম ! আমি তোমার দাসী, আমাকে দর্শন দাও" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপর গোপীবৃন্দ আসিয়া ঐ অবস্থায় শ্রীরাধাকে পাইয়া পুনঃ যমুনাপুলিনে সমাগতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণকারি গান করিলে গীতাকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার কোন সখী যাহা বলিলেন তাহা শ্রীরামচন্দ্রদাসের পদ্যে লিখিতেছেন- হে কঠোর !

কস্যাচিৎ

লক্ষ্মীং মধ্যগতেন রাসবলয়ে বিস্তারয়ন্নাত্মনা
কস্তূরীসুরভির্বিলাসমুরলীর্বিন্যস্তবক্ত্রেন্দুনা ।
ক্রীড়াতাণ্ডবমণ্ডলেন পরিতো দৃষ্টেন তুষ্যদ্দৃশা
ত্বাং হল্লীশকশঙ্কুসঙ্কুলপদা পায়াদ্‌বিহারী হরিঃ ।। ২৯৯ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

কৃতমিতি কো বদতু কো বক্তুমুৎসহতে কিন্তু মে হৃদয়ং তস্যাঃ ক্রূরং কঠিনং কর্ম্ম স্মরতি তদাহ । হে কুলতিলক পরম ধার্ম্মিকস্য যদোঃ কুলশ্রেষ্ঠ ত্বদর্থং কান্তারো বর্ত্মদুর্গমমিত্যমরাৎ দুর্গমে বর্ত্মনি তয়া আত্মাপি ন গণিতঃ কিন্তু হা নাথেত্যাদ্যুক্ত্বা মূর্চ্ছিতা ইতি ।। ২৯৮ ।।

এবং সার্ব্বকালিকীং রাসলীলাং সংক্ষেপতঃ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি লক্ষ্মীমিতি। রাসে বিহর্ত্তুং শীলমস্য স গোপীনাং বিরহনাশনেন সুখদাতা কৃষ্ণো নোঽস্মান্ পায়াদিত্যন্বয়ঃ । কথম্ভূতঃ কস্তূর্য্যা সুরভিঃ গন্ধো যত্র স কস্তূর্য্যানুলিপ্তঃ। যদ্বা কস্তূরীব স্বভাবতঃ সুরভির্গাত্র গন্ধো যস্য সঃ । আত্মনা কিম্ভূতেন রাসবলয়ে রাসমণ্ডলে মধ্যগতেন গোপীনাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন আত্মনা দেহেন লক্ষ্মীং পরমাং শোভাং স্বশোভাং বিস্তারয়ন্ । তত্রাতি শুশুভে তাভিঃ, ব্যরোচতাধিকং তাতেতি চ শ্রীদশমাৎ । পুনঃ কীদৃশেন বিলাসস্য রাসক্রীড়ায়াঃ সাধনং যা মুরলী তস্যাং বিন্যস্তঃ সমাদরতয়া নিবেশিতো বক্ত্রেন্দু যেন তেন । তথা ক্রীড়াং তাণ্ডবেন

যদি তুমি বিনা দোষে, অথবা সামান্য কোন দোষে, নির্জ্জন বন মধ্যে প্রিয় সখীকে পরিত্যাগ কর, হে ব্রজকুলপতে ! তাহা হইলেও কে তোমাকে ভাল বা মন্দ বলিতে অমর্থ হইবে, কিন্তু হে শ্রীনন্দকুল তিলক ! আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় তাহার অতি কঠিন কর্ম্ম স্মরণ করিতেছে, যে শ্রীরাধা তোমার সুখের নিমিত্ত কুলধর্ম্মাদি এবং এই রাত্রিকালে মহারণ্যে নিজের আত্মাকেও গণনা করে নাই, সেই অধিনাকে এই ভাবে বনে পরিত্যাগ করিতে হয় ? ধন্য তুমি হে!২৯৮

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা সর্ব্বকালিক রাসলীলা অজ্ঞাতনামা কবিরপদ্যে লিখিতেছেন- মৃগমদ নীলোৎপল পরিমল পরিভবকারি অঙ্গগন্ধ যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলের মধ্যগত হইয়া আপনার সৌন্দর্য্য বিস্তার করতঃ বিলাস মুরলী বদনচন্দ্রে বিন্যস্ত পূর্ব্বক ক্রীড়া তাণ্ডব মণ্ডলে সর্ব্বতো ভাবেপরিদৃষ্ট হইয়াপ্রসন্ন লোচন দ্বারা, এবং হল্লীশক

অথ জলক্রীড়া ।।

কস্যচিৎ

জলকেলি-তরল-করতল-মুক্তপুনঃ পিহিতরাধিকাবদনঃ ।
জগদবতু কোকযুনো র্বিঘটনসঙ্ঘটনকৌতুকী কৃষ্ণঃ ।। ৩০০ ।। গীতিআর্য্যা।

নৃত্যেন মণ্ডিতুং শীলমস্য তেন অতএব তাভিঃ পরিতঃ প্রত্যঙ্গং দৃষ্টেন তথা তাসাং নৃত্যদর্শনেন তুষ্যন্তৌ দৃশৌ নেত্রে যস্য তেন । পুনঃ কিম্ভূতেন নারীণাং মণ্ডলীনৃত্যং বুধা হল্লীশকং বিদুরিতি হারাবলীকোষাৎ । হল্লীশক এব শঙ্কুঃ কীলঃ কীলবন্মর্য্যাদাস্থানং তত্র সঙ্কুল সঙ্কীর্ণে স্বেচ্ছাগতিরহিতে পদে চরণৌ যস্য তেন নৃত্যপটুনেত্যর্থঃ ।।২৯৯ ।।

রাসক্রীড়ানন্তরং শ্রমমপোহিতুং জলক্রীড়া যুজ্যত ইতি তাং দর্শয়িতুমাহ অথ জলক্রীড়েতি । তত্র রাধয়া সহ পরিহাস রম্যাং তৎ কেলিং কস্যচিৎ পদ্যেন বিবৃণোতি জলেতি । এবম্ভূতঃ কৃষ্ণো জগদ্ভুবনমবতু রক্ষতু । স কীদৃশঃ আদৌ করতলাভ্যাং রাধায়া বদনমাচ্ছাদিতং ততস্তস্যা জলকেলিনা তরলাভ্যাং চঞ্চলাভ্যাং মুক্তং পুনঃ সমর্থতয়া তাভ্যাং পিহিতং রাধিকাবদনং যেন সঃ । তন্মুখস্য চন্দ্রত্বমননাত্তেন তেন চ কোকদ্বন্দ্বযুনোশ্চক্রবাকযুগলয়োর্বিঘটনা-সংঘটনাভ্যাং কৌতুকী কৌতুকবিশিষ্টঃ মুক্তে সতি রাত্রিং প্রত্যয়তোস্তয়োর্বিচ্ছেদং জনয়তি আচ্ছাদিতে সতি দিবসং প্রত্যয়তোস্তয়োঃ সংযোগং জনয়তীব । তত্রপ্রসিদ্ধ চন্দ্রস্য তন্মুখচন্দ্র তেজসা তিরস্কারাদকিঞ্চিৎকরত্বং করকান্তেশ্চ সূর্য্যবৎ প্রকাশকত্বমবগন্তব্যম্ । যদ্বা স্তনয়োঃ কোকযুগ্মতয়া রূপণস্য কবিসম্প্রদায় সিদ্ধত্বাৎমুক্ত ইত্যনেনাদরাচ্ছব্দেন ব্যঞ্জনাৎ । আদানকালে পূর্ণস্তনয়োঃ করতলাভ্যাং বিঘটনমসংযোজনং মোচনকালে তাভ্যাং সংযোজনং তেন তেন চ কৌতুকী পুনঃ পুনস্তদাচরণ বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ ।। ৩০০ ।।

অর্থাৎ রমণীগণের মণ্ডলে নৃত্য কালে, মণ্ডলাকারে নৃত্য বিশেষ অর্থাৎ তাললয়াদি সমন্বিত পাদনিক্ষেপ দ্বারা বিহারশীল শ্রীহরি তোমাকে রক্ষা করুন । ২৯৯

"জলক্রীড়া"

রাস ক্রীড়াপরপরিশ্রম অপনোদনের নিমিত্ত জল ক্রীড়ারপ্রয়োজন,সুতরাং কোন অজ্ঞাত নামা কবিরপদ্যে জল ক্রীড়া লীলা বর্ণনা করিতেছেন- যিনি জলকেলিতে চঞ্চল করতল দ্বারা শ্রীরাধিকার বদন চন্দ্রমা আবরণ এবং পুনরায়

অথ তত্র খেচরাণামুক্তিঃ

দাক্ষিণাত্যস্য

মুক্তমুনীনাং মৃগ্যং কিমপি ফলং দেবকী ফলতি ।
তৎ পালয়তি যশোদা নিকামমুপভুঞ্জতে গোপ্যঃ ।। ৩০১।।

উপগীতি আর্য্যা ।

ইয়ং রাসলীলা খলু ব্রহ্মাদিদেবানামপি বিস্ময়জননী ইতিদর্শয়িতুমাহাথেতি। নভস্তাবদ্বিমান শতসংকুলম্ । দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনামিতি শ্লোকে বৈষ্ণবতোষণ্যাং নৃত্যাদি দর্শনাংশে তেষামধিকার প্রতিপাদনান্নতু রহস্য বিলাস দর্শনাংশে ইতি। তল্লীলাদর্শনে তেষামুক্তিং দাক্ষিণাত্যস্য পদ্যেন বিবৃণোতিমুক্তেতি। দেবকী কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং ফলং শস্যং যদ্বা ফলং লাভস্তস্য হেতুং ফলতি নিষ্পাদয়তি ফলনিষ্পত্তৌ ইতি ধাতোঃ নতু জনয়তি, যশোদা তৎ পালয়তি লালনাদিনা সুখয়তি । গোপ্যো নিকামং যথেচ্ছমুপভুঞ্জতে আনুকূল্যেন সেবন্তে ইত্যহো এতাসাং সৌভাগ্যং অস্মাকন্তু ন কিমপি । ফলং কিম্ভূতং মুক্তানাং মুনীনাং শুকাদীনামপি মৃগ্যং হৃদ্যেব চিন্তনীয়ং অত্র দেবকীফলতীতি লীলাদর্শনেন চিত্তবিভ্রমাৎ স্বেষাং তদ্গর্ভবাস স্মরণ মাত্রেণ বর্ণনং নতু তত্ত্বতঃ যতঃ স্বয়ং ব্রহ্মণা স্বকৃতস্তবে পশুপাঙ্গজায়েত্যনেন নন্দযশোদয়োঃ পুত্ররূপেণ নির্দ্ধারণাৎ ।। ৩০১ ।।

মোচন করিয়া চক্রবাক ও চক্রবাকীদ্বয়ের সংযোগ ও বিয়োগে কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয় সেই শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে রক্ষা করুন । (অথবা শ্রীরাধার বদন চন্দ্রস্বরূপ, এবং স্তন যুগল চক্রবাকস্বরূপ, জলক্রীড়া চাঞ্চল্য হেতু শ্রীযমুনাবিহারী কখন ও শ্রীরাধার বদন চন্দ্রমা হস্তে আবরণ করায় চকোররূপ স্তনযুগলের অতিশয় দুঃখ হইতেছে, এবং আবরণ মোচন করিয়া হস্তদ্বয়দ্বারা যখন চকোররূপ স্তনদ্বয়কে আচ্ছাদন করিতেছেন তখন তাহারা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতেছে, এই প্রকার জলক্রীড়ারত শ্রীযুগলকিশোর জগৎকে রক্ষা করুন) । ৩০০ ।

"শ্রীরাসলীলা দর্শনে দেবগণের বাক্য"

শ্রীরাসলীলা ব্রহ্মাদিদেবগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল তাহা কোন দক্ষিণদেশীয় কবির পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীশুকসনকাদি সর্ব্ববন্ধন মুক্ত মুনিগণের অন্বেষণীয় কোন এক অনির্ব্বচনীয় ফল শ্রীদেবকী দেবী নিষ্পাদন করিয়াছেন এবং ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী যশোদা তাহা লালন পালন করিয়াছেন এবং সেই রসময় ফল শ্রীরাধাদি ব্রজগোপীগণ যথেষ্টরূপে আস্বাদন করিতেছেন । ৩০১ ।

শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়স্য

তপ্তং তপোভিরন্যৈঃ ফলিতং তদ্‌গোপবালানাম্ ।
আসাং যৎ কুচকুম্ভে নীলনিচোলীয়তি ব্রহ্ম ।। ৩০২ ।।

উপগীতি আর্য্যা

শ্রীরাধাসখীং প্রতি চন্দ্রাবলীসখ্যাঃ সাভ্যসূয়বাক্যম্

দামোদরস্য

মা গর্ব্বমুদ্বহ কপোলতলে চকাস্তি
কৃষ্ণস্বহস্তলিখিতা নবমঞ্জরীতি ।

তামেব পুনঃ শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়স্য পদ্যেন বর্ণয়তি তপ্তমিতি । অন্যৈর্যজ্ঞব্রতাদিসাধ্যপুণ্যৈস্তপোভিঃ কৃত্বা যত্তপ্তং কেবলচরণসেবনায়ারাধিতং গোপবালানামিতি স্বাতন্ত্র্যাধীনতা সম্বন্ধে ষষ্ঠী তদ্ গোপকুমারীণাং ফলিতমিষ্ট সাধনতয়া অধীন রূপেণ সাক্ষাল্লব্ধম্ । তৎ কার্য্যেণাপি দর্শয়ন্তি যদযস্মাদাসাং কুচকুম্ভে আরাধিত ঘটে নীলবস্ত্রমিব স্বয়ং ব্রহ্ম তদ্বদাচরতি কুচমধ্যে তা ধারয়ন্তীতি তাৎপর্য্যম্ ।। ৩০২ ।।

কদাচিল্ললিতা পদ্মাং পরিহসন্তী শ্রীরাধায়াং শ্রীকৃষ্ণহস্তরচিত বেষাদিকং সেঙ্গিতং দর্শয়িত্বা মৃদু মৃদু জহাস তদসহমানা পদ্মা তাং প্রতি সাসূয়া যদাহ তদ্দামোদরস্য পদ্যেন দর্শয়তি মা গর্ব্বেতি । হে সখি ললিতে রাধায়াঃ কপোলতলে কৃষ্ণেন কর্ত্রা স্বহস্তেন লিখিতা নবমঞ্জরী চিত্রপরিপাটী চকাস্তি ইত্যেতং গর্ব্বং মা

ব্রহ্মাদিদেবগণ রাসলীলা দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া ব্রজরামাগণের সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায়ের পদ্যে লিখিতেছেন- অন্যে তপস্যা করিলেন, অর্থাৎ শ্রীবসুদেব দেবকী- সুতপা পৃশ্নি, অদিতি কশ্যপাদি রূপে, তপস্যা করিলেন, কিন্তু সেই তপস্যার ফল ব্রজের গোপকুমারী ভাগ্যে ফলিত হইল, কারণ সেই ফলরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীবৃন্দের কুচকলসে নীল বস্ত্রের তুল্য আচরণ করিতেছেন, অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ ক্ষণকালের জন্যও গোপীকুচ কলস হইতে অপসৃত হয়েন না । ৩০২ ।

"শ্রীরাধাসখীর প্রতি শ্রীচন্দ্রাবলীসখীর অসূয়াপূর্ণ বাক্য"

শ্রীললিতা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অলঙ্কৃতা শ্রীরাধাকে দেখাইয়া শ্রীপদ্মাসখীকে উপহাস করিলে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পদ্মা সখী যাহা কহিলেন তাহা

অন্যাপি কিং ন সখি ভাজনমীদৃশীনাং
বৈরী নচেদ্ভবতি বেপথুরন্তরায়ঃ ।। ৩০৩ ।। বসন্ততিলকম্ ।

অথ শ্রীরাধাসখ্যাঃ সাকূতবাক্যম্

গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য

যদবধি গোকুলমভিতঃ সমজনি কুসুমাচিতাসনশ্রেণী ।
পীতাংশুকপ্রিয়েয়ং তদবধি চন্দ্রাবলী জাতা ।। ৩০৪ ।। আর্য্যা ।

উদ্বহ নোচ্চৈর্ধারিয়। যদ্যেতস্যামেব কৃষ্ণস্য এতাদৃগধীনতা ভবেত্তদা গর্ব্বো ভবিতৈব নতু তথেতি সূচয়ন্তী ররাট ঈদৃশীনাং কৃষ্ণপ্রিয়তমানাং রাধাদীনাং মধ্যে অন্যা প্রধানা চন্দ্রাবল্যপি কিং ভাজনং তৎ কর্ত্তৃক বেশাদি রচনা যোগ্যা নাস্তি । ননু চেৎ সা তথা তদা ফলেন পরিচীয়ত এবেত্যভিপ্রেত্যাহ কপোলাদিষু বিবিধচিত্রনির্ম্মিতিঃ কৃষ্ণস্য বেপথুঃ কম্পো যদ্যন্তরায়ো ন ভবতি প্রিয়সখ্যা বেশরচনায়াং স এব বৈরী তৎ কর্ম্মণি বিঘ্নমাচরদিত্যর্থঃ ।। ৩০৩ ।।

তৎ শ্রুত্বা রাধাসখী চন্দ্রাবল্যাঃ কৃষ্ণপ্রিয়াত্বস্যাবধিং নতু স্বরূপত ইতি দর্শয়ন্তী সপরিহাসং সশ্লেষং যথাহ তৎ গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য পদ্যেন বর্ণয়তি যদবধীতি। যৎকালং প্রাপ্য গোকুলমভিতঃ তস্য সর্ব্বতঃ স্থানে অসনস্য পিয়ারা ইতি খ্যাত বৃক্ষস্য শ্রেণী কুসুমৈশ্চন্দ্রাকারপুষ্পৈরাচিতা ব্যাপ্তা সমজনি বভূব তদবধি চন্দ্রাণামিব পুষ্পাণামাবলিঃ শ্রেণী যত্র এবম্ভূতা সতী ইয়ং পীতোঽর্থাৎ সেবিতোঽংশুকো দীপ্তিঃ প্রিয়ো যস্যা এবম্ভূতা জাতা নতু সদ্গুণবতী । অতো নরৈর্ন সদা সেব্যতইতি । শ্লেষপক্ষেযদবধি কুসুমেনার্ত্তবোৎপত্তি জ্ঞাপকেন যৌবনেনাচিতা ব্যাপ্তা অসনশ্রেণী দীপ্তিশ্রেণী যস্যা অসগতি দীপ্ত্যাদানেষ্বিতি ধাতোঃ । এবম্ভূতা

শ্রীদামোদর কবির পদ্যে লিখিতেছেন- অয়িললিতে ! তোমার প্রিয়সখী রাধার কপোল যুগলে শ্রীকৃষ্ণের নিজের হস্তলিখিত নবমঞ্জরী শোভা পাইতেছে এই বলিয়া গর্ব্ব করিও না, হে সখি ! এই ব্রজযুবতীগণের মধ্যে অন্য যুবতী কি সেই রূপ সৌভাগ্যের পাত্রী হইতে পারে না, সেই সময় যদি কম্প রূপ বিঘ্ন অন্তরায়না হয়, তাহা হইলে মদীয় সখী চন্দ্রাবলীরও তাদৃশ সৌভাগী দেখাইব । ৩০৩ ।

"শ্রীরাধাসখীর সাভিপ্রায় বাক্য"

শ্রীপদ্মাসখীর অসূয়াপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার সখী ললিতা অভিপ্রায়পূর্ণ বাক্য যাহা বলিলেন তাহা শ্রীগোবর্দ্ধন আচার্য্যের পদ্যে লিখিতেছেন-

গান্ধর্ব্বাং প্রতি সখীবাক্যম্

গোবিন্দভট্টস্য

সৌজন্যেন বশীকৃতা বয়মতস্ত্বাং কিঞ্চিদাচক্ষ্মহে
কালিন্দীং যদি যাসি সুন্দরি পুনর্মা গাঃ কদম্বাটবীম্।

চন্দ্রাবলী গোকুলমভিব্যাপ্য সমর্জনি নতু স্বভাবতস্তস্যাস্তাদৃশী দীপ্তিঃ যৌবন কালে হি সর্ব্বাসামপি সা স্যাৎ তদবধি ইয়ং পীতাংশুকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়া জাতা নতু বাল্যাবধীতি ভাবঃ । অতঃ শ্রীরাধায়ামসূয়া তবানুচিতৈব ।। ৩০৪ ।।

অথ স্বপক্ষ বিপক্ষ সখীনাং কৃত্যান্তরং দর্শয়িতুং প্রকরণমারভতে অথেতি। তত্র গান্ধর্ব্বাং প্রতি গাঢ়প্রেমান্বিতা সমপ্রখরা কাচিৎ সখী যদাহ তৎ গোবিন্দভট্টস্য পদ্যেন দর্শয়তি সৌজন্যেনেতি। হে রাধে তব সৌজন্যেন বয়ং বশীকৃতাঃ স্ম অতস্ত্বাং কিঞ্চিদাচক্ষ্মহে নিবেদয়ামঃ হে প্রিয় কারিণ্যো যথেচ্ছং বদতেত্যভিপ্রেত্যাহ কালিন্দীং মা যাহি যদি যাসি তদা হে সুন্দরি তত্রস্থাং কদম্বাটবীং কদম্ববনং মাগাঃ হে সখি তত্র গমনে কো দোষস্তত্রাহ তত্র কদম্ববনে কশ্চিৎ নিতান্ত নির্ম্মলং যত্তমোহন্ধকার স্তস্য স্তোমঃ সমূহঃ সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণোঽস্তি অর্থাৎ কৃষ্ণঃ । নস্বস্তু চেৎ তেন কিং তত্রাহ যস্মিন্ লোচনসীম্নি নেত্রাঞ্চলে মনাগীষল্লগ্নে সতিউৎপল দৃশাঃ পদ্মনেত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ পত্যু গৃহং ন পশ্যন্তি তদাকৃষ্টচিত্তাঃ সত্যঃ স্বগৃহং বিস্মৃত্য তত্র তিষ্ঠন্তীতি ত্বাস্তু স পরমাদরেণ তত্রৈব রক্ষিষ্যতীতি ভাবঃ। অতোঽস্মাকং সুখার্থং তত্র তত্র যাহীতি তাৎপর্য্যং জ্ঞেয়ম্ ।।৩০৫

অয়ি সখি পদ্মে ! যেদিন হইতে এই গোকুলের চতুর্দ্দিকে অসন অর্থাৎ পিয়ারা বৃক্ষসমূহের চন্দ্রাকার কুসুম পরিব্যাপ্ত হইয়াছে সেই দিন হইতেই ব্রজমধ্যে এই চন্দ্রাবলী পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হইয়াছে মাত্র,অর্থাৎ চন্দ্রাবলী যৌবন কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হইয়াছে মাত্র, কিন্তু আমার প্রিয়সখী রাধা বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া । ৩০৪ ।

"শ্রীরাধার প্রতি সখীর বাক্য"

অনন্তর সখীগণের শ্রীরাধার প্রতি নানা প্রকার শ্লেষপূর্ণ উপদেশ শ্রীগোবিন্দভট্টের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সুন্দরি ! রাধে ! আমরা তোমার সুজনতায় বশীকৃত হইয়াছি, সুতরাং তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি যদি পানীয় আনয়নের জন্য কালিন্দী তটে গমন কর, তাহা হইলে যেন কদম্ব

কশ্চিত্তত্র নিতান্তনির্ম্মলতমস্তোমোঽস্তি যস্মিন্ মনাগ্-
লগ্নে লোচনসীম্নি নোৎপলদৃশঃ পশ্যন্তি পত্যুর্গৃহম্।। ৩০৫।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

কর্ণপূরস্য

শ্যামোঽয়ং দিবসঃ পয়োদপটলৈঃ সায়ং তথাপ্যুৎসুকা
পুষ্পার্থং সখি যাসি যামুনতটং যাহি ব্যথা কা মম ।
কিন্ত্বেকং খরকণ্টকক্ষতমুরস্যালোক্য সদ্যোঽন্যথা
শঙ্কাং যৎ কুটিলঃ করিষ্যতি জনো জাতাস্মি তেনাকুলা।। ৩০৬।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

কর্ণপূরস্য পদ্যেন তথৈব দর্শয়তি শ্যাম ইতি । হে সখি পয়োদপটলৈর্মেঘ সমূহৈরয়ং দিবসঃ শ্যামঃ কৃষ্ণবর্ণঃ তত্রাপি সায়ং সন্ধ্যাকালঃ । তথাপি পুষ্পার্থমুৎসুকা সতী যামুনতটং মদ্বাক্যমন্যথা কৃত্য যদি যাসি তদা যাহি মম কা ব্যথা ন কাপি কেবলং তব কলঙ্কভয়াদ্বিভেমীত্যাহ কিন্ত্বিতি পুষ্পচয়নকালে তবোরসি খরকণ্টকেন ক্ষতমেকমপি চিহ্নং কুটিলো বিপক্ষ জন আলোক্য সদ্যোবিচারানুসন্ধান রহিতো যদন্যথা পরপুরুষ নখক্ষতমিতি শঙ্কাং করিষ্যতি তেনাকুলা ব্যগ্রা জাতাস্মি । এতদ্বচনস্তু তত্র গতায়াং সত্যামবশ্যং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গো ঽভবিষ্যতীতি পরিহাস-তাৎপর্য্যকমন্যথা বিপক্ষজনেন তস্যা উরো দর্শনং কদাপি ন সম্ভবিতুমর্হতীতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৩০৬ ।।

কাননের নিকটে যাইও না, কারণ ঐ কদম্ববনে নিতান্ত নির্ম্মল অন্ধকার রাশি অবস্থান করিতেছে, সে তমোরাশিতে যৎসামান্য লোচনের কোণ সংযেগ হইলে উৎপললোচনা রমণীগণ পতিগৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, অর্থাৎ বর্ত্তমানে তমোরাশি সদৃশ বর্ণ শ্রীশ্যামসুন্দর কালিন্দীতীরে কদম্বকাননে অবস্থান করিতেছে, তুমি জল আনয়নের ছলনায় শীঘ্র যমুনায় গমন কর ।৩০৫ ।

অপর কোন সখী সত্বর পুষ্প চয়নচ্ছলে যমুনাতটে গমন করিলেই তোমার মনো বাসনা পূর্ণ হইবে শ্লেষে বলিলেন তাহা শ্রীকর্ণপূরের পদ্যে লিখিতেছেন- হে প্রাণ সখি! দেখ মেঘ সমূহের দ্বারা দিবসটি শ্যামবর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আবার সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত, তথাপি তুমি যদি আনন্দ হৃদয়া হইয়া পুষ্পচয়ণের নিমিত্ত যমুনাতটে গমন কর, তাহাতে আমার দুঃখ কি ? কিন্তু আমার একটাই দুঃখ তাহা

তৈরভুক্তকবেঃ-

গন্তব্যা তে মনসি যমুনা বর্ত্ততে চেত্তদানীং
কুঞ্জং মা গাঃ সহজসরলে বাঞ্জুলং মদ্বচোভিঃ।
গচ্ছেস্তত্রাপ্যহহ যদি বা মা মুরারেরুদারে
কুত্রাপ্যেকা রহসি মুরলীনাদমাকর্ণয়েথাঃ।। ৩০৭।। মন্দাক্রান্তা।

অন্যদিনান্তরে কাচিৎ প্রিয়সখী কৃষ্ণং প্রত্যভিসারার্থং নিষেধ মুখেন সশ্লেষং যদুপদিদেশ তত্তৈরভুক্তকবেঃ পদ্যেন বর্ণয়তি গন্তব্যেতি। হে সহজ সরলে অকুটিলবুদ্ধে চেদ্‌যদি জলাহরণার্থং যমুনা গন্তব্যেতি তে তব মনসি বর্ত্ততে তদা তদানীং নির্জন সময়ে বাঞ্জুলমশোক বন সম্বন্ধিনং কুঞ্জং মদ্বচোভিঃ মম পুনঃ পুন র্নিষেধ বচনৈর্মাগা ন যাহি অহহেতি খেদে যদি বা মদ্বচনান্যনাদৃত্য তত্র গচ্ছেঃ কস্মৈ কৌতুকায় তদা হে উদারে সৌন্দর্য্যাদিগুণ যুক্তে বিবিক্তে নির্জনে একা সতী মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুরলীনাদং কুত্রাপি সময়ে মাকর্ণয়েথা মা শৃণ্বিতি।শ্লেষপক্ষে মা শোভাবতী ত্বং মা মুরারেরিত্যেকং পদং শোভা যুক্ত কৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যত ইতি ন্যায়েন তত্র গমনাদিকমুচিতমিতি ভাবঃ। একা জনরহিতা সতী কুত্রাপি রহসি স্থানে স্থিত্বেতি ভাবঃ।। ৩০৭।।

এই - তোমার বক্ষঃস্থলে খরতর কণ্টকের ক্ষত দেখিয়া কুটিল লোক সদ্যই অন্য প্রকার শঙ্কা করিবে, অর্থাৎ পুষ্পচয়ন কালে পরপুরুষের নখাতে ক্ষত হইয়াছে এই প্রকার আশঙ্কা করিবে, সেই কারণেই আমি ব্যাকুল হইতেছি। ৩০৬।

দিনান্তরে কোন চতুরা প্রিয়সখী নিষেধমুখে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অভিসারের নিমিত্ত শ্লেষমুখে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তৈরভুক্ত অর্থাৎ তিহুতদেশবাসী কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! তুমি স্বভাবতঃ সরল বুদ্ধি যুক্তা, তোমার যদি এখন যমুনায় গমন করিতে ইচ্ছাথাকে তবে যমুনায় গমন কর, কিন্তু আমার বাক্যে যদি বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে অশোক কুঞ্জে যেন কোন প্রকারেই গমন করিও না, হে উদার স্বভাবে ! বিশ্রাম লালসায় যদি অশোককুঞ্জেও গমন কর, তথাপি তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিতেছি, যেন নির্জ্জন প্রদেশে একাকী শ্রীমুরারির সর্ব্ব মোহিনী মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিও না, অর্থাৎ শ্রীশ্যামসুন্দর তোমার নিমিত্ত অশোককুঞ্জে অবস্থান করতঃ কেবল মাত্র তোমারই নাম গ্রহণ করিয়া বংশী ধ্বনি করিতেছে সুতরাং তুমি বিলম্ব না করিয়া যমুনা গমনের ছলে সত্বর অশোককুঞ্জে গমন কর। ৩০৭।

সমাহর্ত্তুঃ

তরলে ন কুরু বিলম্বং, কুম্ভং সংভৃত্য মন্দিরং যাহি।
যাবন্ন মোহমন্ত্রং, শংসতি কংসদ্বিষো বংশী।। ৩০৮।। আর্য্যা ।

কস্যচিৎ

পৃষ্ঠেন নীপমবলম্ব্য কলিন্দজায়াঃ
কূলে বিলাসমুরলীং ক্বণয়ন্ মুকুন্দঃ।

তথৈব যমুনায়াং গতায়ামপি তস্যাং সখী যৎ সমাদিশত্তৎ গ্রন্থকৃৎ স্বয়ং লিখতি তরলে ইতি। হে তরলে হে কামুকি যদ্বা তরলং কামুকে ভাস্বরে মধ্যশূন্যে পুংসিতু হারকেইতি শব্দরত্নাকরাৎ হে দীপ্তিযুক্তে যাবৎ কংসদ্বিষো বংশী ত্বামাকর্ষয়িতুং মোহন মন্ত্রং নশংসতি রটতি তাবৎ কুম্ভমিত্যাদি তদ্রবে সতি গন্তুং ন শক্তাসীতি ভাবঃ। শ্লেষপক্ষে হে চঞ্চলে কুম্ভং সংভৃত্য মন্দিরং ন যাহি তাবৎ বিলম্বং কুরু অন্যৎ সমানম্। অত্র শ্রীকৃষ্ণেন সহ মিলনে সখী তাৎপর্য্যাৎ নত্রো ব্যবহিতান্বয়ঃ সোঢব্যঃ । যদ্বা পদ্যচতুষ্টয়েঽপি অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনিনা তত্তদাচরণ এব সখীনামভিপ্রায়োজ্ঞেয়ঃ। অন্যথা প্রিয়কারিত্বাভাবেন সখীত্বস্যাপি হানিঃ স্যাদিতি ভাবঃ ।।৩০৮ ।।

সখীবাক্যমনাদৃত্যেব বিলম্বে কৃতে যদঘটনং জাতং তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তিপৃষ্ঠেনেতি। কলিন্দজায়াঃ কূলে আগত্য পৃষ্ঠদেশেন নীপং কদম্ববৃক্ষমবলম্ব্য

যমুনায় জল আহরণকারিণী রাধাকে কোন প্রিয়নর্ম্ম সখী যাহা বলিলেন তাহা শ্রীপাদগ্রন্থকার প্রভু স্বয়ং লিখিতেছেন- হে তরলে ! যমুনায় আর বিলম্ব করিও না, যে সময় পর্য্যন্ত কংসশত্রু শ্রীকৃষ্ণের বংশী মোহন মন্ত্র পাঠ না করে, তাবৎ পর্য্যন্ত কলসী পূর্ণ করিয়া গৃহে গমন কর ।

পক্ষে- হে চঞ্চল হৃদয়ে । সত্বর শ্রীকৃষ্ণ বংশী ধ্বনি দ্বারা নিজের অবস্থান জানাইয়া দিবে, সুতরা তুমি কলসী পূর্ণ করিয়া শীঘ্র গৃহে গমন করিও না, ক্ষণ কাল বিলম্ব কর ।৩০৮।

প্রিয়সখীর বাক্য অনাদর করিয়া বিলম্বকরিলে যাহা ঘটিল তাহা কোন অজ্ঞাতনামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন-মুখেকুন্দবৎ হাস্য যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তীরে পৃষ্ঠদ্বারা কদম্ববৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক বিলাস মুরলীর ধ্বনি করিয়া, জলভরণার্থে কলসীর দ্বারা জল আন্দোলন কারিণী গোপাঙ্গনা রাধার মুখচন্দ্র বিবর্ত্তিত অর্থাৎ

প্রাক্‌পূরণাৎ কলসমম্ভসি লোলয়ন্ত্যা
বক্ত্রং বিবর্ত্তয়তি গোপকুলাঙ্গনায়াঃ।। ৩০৯।। বসন্ততিলকম্ ।

সমাহর্ত্তুরিমে

সখ্যো যযুর্গৃহমহং কলসীং বহন্তী
পূর্ণামতীবমহতীমনুলম্বিতাস্মি ।
একাকিনীং স্পৃশসি মাং যদি নন্দসূনো
মোক্ষ্যামি জীবনমিদং সহসা পুরস্তে।। ৩১০।। বসন্ততিলকম্ ।

মুকুন্দো মুখে কুন্দবৎ হাসো যস্য সঃ বিলাসসাধিকাং মুরলীং ক্বণয়ন্ বাদয়ন্ জলস্য পূরণাৎ প্রাগেব গোপকুলাঙ্গনায়া রাধায়া বক্ত্রং মুখং বিবর্ত্তয়তি স্বাভিমুখীকৃত্য তাং রময়িতুং বিজ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ । কথম্ভূতায়া অম্ভসি জলে কলসং লোলয়ন্ত্যাঃ জলপূরণার্থ-মান্দোলয়ন্ত্যা ইত্যর্থঃ।। ৩০৯।।

অন্য দিনান্তরে জলং পূরয়িত্বা গৃহমাগচ্ছন্তীং স্বাং নির্জনে পথি প্রাপ্য বলাৎকারা-য়োদ্যতং শ্রীকৃষ্ণমালক্ষ্য সকাকু সপরিহাসং সচ্ছলং সা যদাহ তৎ স্বয়ং গ্রন্থকৃৎ বর্ণয়তি সখ্য ইতি । হে নন্দসূনো হে ধর্ম্মিষ্ঠকুলজাত ! কলসীং পূরয়িত্বা সখ্যো গৃহং যয়ুরহন্ত মহতীং পূর্ণাং কলসীং বহন্তী অনুলম্বিতা ভরেণ শ্রান্তাস্মি অতএব তাভিঃ সহ গন্তুমক্ষমাহভবম্ । অতএব একাকিনীং মাং যদি স্পৃশসি তদা তে পুরোহগ্রে ইদং জীবনং প্রাণং সহসা শীঘ্রং মোক্ষ্যামি অতো ন স্পৃশ । পক্ষে স্পৃশসি স্পর্ষ্টুমুদ্যতোহসি তদা জীবনং জলং অতঃ পলায়িতুং শক্তাস্মীতি ভাবঃ । অন্যৎ সমানং। পক্ষে নন্দসূনো হে সর্ব্বজন সুখদায়ক মহাভারাক্রান্তত্বেন মম কালবিলম্বেহপি সখ্যোহপি কামপি শঙ্কাং ন করিষ্যন্তি অত একাকিনীং মাং যদি স্পৃশসি স্পর্শন পূর্ব্বকং রমসে তদা জীবনং সকলসং জলং মোক্ষ্যামি কক্ষদেশাৎ ভূমৌ স্থাপয়ামি বর্ত্তমান সামীপ্যে লৃট্ অত্র স্বয়ং দৌত্যং জ্ঞাতব্যম্ ।।৩১০ ।।

নিজাভিমুখী করিলেন । অর্থাৎ মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া রাধা কৃষ্ণাভিমুখী হইলেন ।৩০৯।

শ্রীরাধা কলসপূর্ণ করিয়া গৃহগমনে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে শ্রীরাধা যাহা করিলেন তাহা শ্রীপাদ সংগ্রহকার স্বয়ং লিখিতেছেন- নির্জ্জন পথে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বল পূর্ব্বক বিলাসে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা কহিলেন-

তাং প্রতি কস্যাশ্চিদুক্তিঃ

বল্লন্ত্যা বনমালয়া তব হৃতং বক্ষোজয়োশ্চন্দনং
গণ্ডস্থা মকরীঘটা চ মকরান্দোলেন বিধ্বংসিতা।

এবং শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিহারানন্তরং গৃহমাগচ্ছন্তীং রতিক্রীড়াচিহ্নং সং গোপয়িতুং ব্যাজোক্তিপরাং তাং বিজ্ঞায় কাচিদধিকমধ্যা রাধাসখী তাং যদাহ তদ্বর্ণয়তি বল্লন্ত্যেতি । হে সখি ! তব বক্ষোজয়োঃ স্তনয়োশ্চন্দনং কথং হৃতং সাহ বল্লন্ত্যা তরঙ্গায়মানয়া বনমালয়া জলশ্রেণ্যা, সখ্যাহ গণ্ডস্থা মকরীঘটা কথং বিধ্বংসিতা সাহ জলেঽধোবদনং কৃত্বা শীতলায় নেত্রাভ্যাং জলমস্পৃশং তৎকালে মকরাণাং মৎস্যানামান্দোলনেনেতি । সখ্যাহ ধূর্ত্তে হে বঞ্চকে, ইয়ং তন্বী তনুঃ কথং ক্লান্তা ! সাহ স্বৈরং যথাস্যাত্তথা জলস্য তরঙ্গেষু যাঃ কেলয়স্তাভিরিতি, সখ্যাহ অধুনা ময়া জ্ঞাতং ভানুজং যমুনামভিলক্ষী কৃত্য রসে তস্যা জলে হর্ষ্যাদদ্য ত্বং মগ্না ভূরিতি সত্যং জল্পসি । অত্র ধূর্ত্তে ইতি সম্বোধনেন ভানুজামভি সত্যং বদসীত্যত্র জহৎস্বার্থলক্ষণয়া মিথ্যৈব বদসীতি সখ্যা অভিপ্রায়ো ব্যজ্যতে । তত্র

হে শ্রীব্রজরাজকুমার! দেখ, সখীগণ কলসপূর্ণ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছে, আমি অতি বৃহৎ পূর্ণ কলস বহন করিয়া ভারে পরিশ্রান্ত হইয়াছি, অতএব হে চঞ্চল ! আমি একাকিণী আছি, এই অবস্থায় যদি তুমি আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে তোমার সম্মুখে শীঘ্রই জীবন ত্যাগ করিব ।

পক্ষে- হে ব্রজনবযুবরাজ ! সখীগণ গমন করিয়াছে, আমি এখন একাকিনী আছি,এই অবস্থায় তুমি স্পর্শ করিয়া বিলাস করিতে ইচ্ছা কর,তাহা হইলে আমি তোমার নিকটেই জীবন অর্থাৎ কলসীর জল পরিত্যাগ করিব, এবং স্বচ্ছন্দে বিলাস করিব ।৩১০।

"শ্রীরাধার প্রতি কোন সখীর বাক্য"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া গৃহে আসিয়া রতি চিহ্ন গোপনকারিনী শ্রীরাধার প্রতি সখী যাহা বলিলেন তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বয়ং লিখিতেছেন- হে সখি! আমি স্পষ্টরূপে দেখিতেছি যে মিলনের সময় বনমালার আলিঙ্গনে তোমার উন্নত স্তনদ্বয়ে চিত্রিত চন্দন অপহৃত হইয়াছে, অপর গণ্ডস্থলের মকরী সকল (নানাপ্রকার তিলকসমূহ) প্রাণনাথের মকর কুণ্ডলের আন্দোলনে বারম্বার চুম্বনে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে, এবং স্বচ্ছন্দ কেলিতরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া তোমার শরীর কৃশ

ক্লান্তা স্বৈরতরঙ্গকেলিভিরিয়ং তন্বী চ ধূর্ত্তে তনুঃ
সত্যং জল্পসি ভানুজামভি রসে মগ্নাদ্য হর্ষাদভূঃ।। ৩১১।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

"চন্দ্রাবলীং প্রতি তস্যা বাক্যম্"

কাত্যায়নীকুসুমকামনয়া কিমর্থং
কান্তারকুক্ষিকুহরং কুতুকাদ্গতাসি ।

পক্ষে বনমালয়া শ্রীকৃষ্ণবক্ষস্থিতয়া মকরান্দোলনেন শ্রীকৃষ্ণকর্ণস্থ মকর কুণ্ডলয়োস্তব গণ্ডোপরি দোলনেন চুম্বন সময়ে তস্য সম্ভবাৎ । ন আসীত্তরঙ্গশ্চঞ্চলতা যত্র এবম্ভূতৈঃ স্বৈর সাধারণৈঃ কেলিভি র্বিহারৈঃ । যদ্বা রতং রঞ্জয়ন্তি যাঃ কেলয়স্তাভিরিত্যর্থঃ । রসে মুখ্যত্বাৎ মধুর রসে অদ্য হর্ষাৎ হর্ষং প্রাপ্য মগ্নাভূর্ভদ্রং ভদ্রমিতিপরীহাসঃ ।। ৩১১ ।।

এবং পরমপ্রেয়স্যা রাধয়া সহ শ্রীকৃষ্ণস্য দিবাবিহারং বর্ণয়িত্বা দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি পুরুষবোধনী শ্রুতেশ্চন্দ্রাবল্যা অপি মুখ্যত্বাৎ তয়া সহ দিবাবিহারকৌশলং বক্তুমুপক্রমতে চন্দ্রাবলীমিতি । পুষ্পচয়নকালে শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিহারানন্তরং গৃহমাগচ্ছন্তীং চন্দ্রাবলীং পরিহসন্তী কাচিৎ যদাহ তৎ সমাহর্ত্তা স্বয়ং বিবৃণোতি কাত্যায়নীতি । সুকণ্ঠি হে কম্বুকণ্ঠি! কাত্যায়নী পূজনার্থং কুসুমকামনয়া কুতুকাৎ কান্তারকুক্ষিকুহরং দুর্গমবর্ত্ম মধ্য চ্ছিদ্রং কিমর্থং গতাসি তত্র কিন্তে প্রয়োজনম্ । যতঃ পশ্য তব স্তনস্তবকয়ো র্গুচ্ছবৎ সুগোল কোমলয়োঃ স্তনয়োঃ

ও পরিশ্রান্ত হইয়াছে । শ্রীরাধা বলিলেন হে সখি! যমুনার জলে আমি পতিত হইয়াছিলাম, সখী কহিলেন হে ধূর্ত্তে ! তুমি সত্য বল দেখি, আজ কি অতিশয় আনন্দ হেতু কালিন্দীর গভীর জলে নিমগ্ন হইয়াছিলে ।৩১১ ।

"শ্রীচন্দ্রাবলীর প্রতি সখীর বাক্য"

পুষ্পচয়ন ছলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস করিয়া গৃহে আগমন করিলে পাদ্মাসখী চন্দ্রাবলীকে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীপাদগ্রন্থকার স্বয়ং লিখিতেছেন- হে কম্বুকণ্ঠি ! সখি চন্দ্রাবলি! তুমি কৌতুহলপূর্ণ শ্রীকাত্যায়ণী পূজার নিমিত্ত কুসুম চয়নের কামনায় কি জন্য গহন অরণ্যের দুর্গম স্থানে গমন করিয়াছিলে হা কষ্ট! দেখ, তোমার স্তন স্তবক যুগলের উপরে অঙ্কিত কণ্টকচিহ্নের প্রতি তোমার

পশ্য স্তনস্তবকয়োস্তব কণ্টকাঙ্কং
গোপঃ সুকণ্ঠি বত পশ্যতি জাতকোপঃ ।। ৩১২।।
বসন্ততিলকম্ ।

"তদ্ভর্ত্তারং প্রতি সখীবাক্যম্"

সুভগ মম প্রিয়সখ্যাঃ কিমিব সশঙ্কং মুহুর্বিলোকয়সি ।
যামুনপবনবিকীর্ণ- প্রিয়করজঃপিঞ্জরং পৃষ্ঠম্ ।। ৩১৩ ।। আর্য্যা ।

কণ্টকাঙ্কং কণ্টকেন ক্ষতং পশ্য । দেবতোষণার্থং তদ্ভবতি চেৎ কো দোষস্তত্রাহ বতেতি খেদে গোপ স্তব ভর্ত্তা যদি পশ্যতি তদা নখক্ষতং মত্বা জাতকোপো ভবতি। এতৎ প্রিয়সখ্যা নর্ম্মময় বচনম্ । অন্যথা স্বানাং স্ব স্ব ভর্ত্তৃভিঃ স্তনাদি দর্শন শম্ভাবনাভাবেন তস্যা স্তদ্দর্শন শঙ্কা কথঞ্চিন্নঘটেতৈবেতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৩১২ ।।

তৎ পতিম্মন্যো গোবর্দ্ধনমল্লঃ সহজেন শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী তত্রাপি তত্রানুরাগিণীং চন্দ্রাবলীং শ্রুত্বা কোপেন প্রজজ্বাল কদাচিৎ দিবা বিহারে পুষ্পশয্যায়াং চন্দ্রাবলী শিশ্যে তত্র পুষ্পরজাংসি পৃষ্ঠে লগ্নান্যাসন্ বিহারানন্তরং ব্যস্তেন গৃহমাচ্ছন্ত্যা স্তস্যাঃ পরাগলিপ্তং পৃষ্ঠং বিলোক্য স কৃষ্ণসঙ্গমং বিতর্কয়ামাস তদ্বঞ্চনার্থং চন্দ্রাবলীসখী তং প্রতি সাম্না যদাহ তৎ সমাহর্ত্তুঃ পদ্যেন বর্ণয়তি সুভগেতি । হে সুভগ তব সৌভাগ্যেন ত্বদেক পরায়া মম প্রিয়সখ্যাঃ পৃষ্ঠং সশঙ্কং যথাস্যাত্তথা কিমিব বহুর্বিলোকয়সি । কেনচিদ্বিপক্ষ জন বচনেন যাং বৃথা শঙ্কাং কুরুষে সা ন যোগ্যা যতো যমুনাসম্বন্ধিনা পবনেন বায়ুনা বিকীর্ণং বিক্ষিপ্তং যৎ প্রিয়কস্য কদম্বস্য রজঃ পরাগস্তেন পিঞ্জরং পীতম্ । এতস্যাং পরমসাধ্ব্যাং ন কাপি শঙ্কা কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ। এতত্তু মথুরায়াং দূতিগমন বর্ণনবৎ কাব্যকর্ত্তুর্মনঃ কল্পিতমেব । নতু সত্যম্ । যতো যোগমায়া কলিতানাং তত্তৎ প্রতিমুর্ত্তীণাং তত্তৎ পতিম্মন্যানাং দর্শনাদিঃ স্যান্নতু স্বরূপাণাং বিদগ্ধমাধব ললিতমাধবাদৌ তথৈব নির্দ্ধারণাৎ ।। ৩১৩ ।।

গৃহপতি কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বারম্বার দৃষ্টিপাত করিতেছে সুতরাং তুমি স্তন যুগল সত্বর আবরণ কর ।৩১২ ।

"শ্রীচন্দ্রাবলীপতির প্রতি সখীর বাক্য"

কোন একদিবস শ্রীকৃষ্ণের সহিত দিবা বিলাস সময় কুসুমশয্যায় চন্দ্রাবলী শয়ন করিলে পুষ্পরেণু সকল তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন হয়, চন্দ্রাবলীব পতিম্মন্য গোবর্দ্ধন গোপ তাহা দেখিয়া কৃষ্ণসঙ্গম আশঙ্কা করিলে তাহাকে বঞ্চনা করিবার

অথ নিত্যলীলা

বৃন্দাবনে মুকুন্দস্য নিত্যলীলা বিরাজতে।
স্পষ্টমেষা রহস্যত্বাজ্জ্ঞানম্ভিরপি নোচ্যতে।। ৩১৪ ।। অনুষ্টুভ্।

অথ সামাজিকানামসহ্যত্বেন ক্রমপ্রাপ্তাং প্রোষিতভর্ত্তৃকামুল্লঙ্ঘ্য স্বাধীনভর্ত্তৃকাবস্থাবর্ণনেন বিবিধবিহারবর্ণনেন চ তান্ পরিতোষয়ন্ ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগোবিবর্দ্ধতে ইতি ন্যায়েন ভাবি সংযোগময়স্য বিপ্রলম্ভাখ্য করুণ রসস্য বর্ণয়িতুমিষ্টত্বেন চ তাং ব্যঞ্জয়িতুং সামাজিকান্ সান্ত্বয়িতুঞ্চ নিত্যলীলাং দর্শয়তি অথ নিত্যলীলেতি। ব্রজরমাদিভিঃ সহ সদাতন বিহারো নিত্যলীলা প্রকটপ্রকাশে তস্যাং সদা সত্যাং তাসাং কুতো বিরহাঃ। বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ। হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিদিতি লঘুভাগবতামৃতাৎ। তথা সতি শ্রীরধাদীনামভিমানভেদাৎ প্রকটে বিরহে জাতেঽপি সামাজিকাঃ নিত্যলীলা ভাবনেন ন দুঃখানুভবঃ স্যাৎ প্রকটলীলাভাবনেঽপি ভাবি সংযোগভাবনেন রসোদয় সম্ভবঃ স্যাদিতি বিবেচনীয়ং ভাবি সংযোগস্তু দন্তবক্র বধানন্তরমেব জ্ঞেয়ম্। এবং প্রাপ্তে সপ্রমাণাং নিত্যলীলাং স্থাপয়িতুং স্বয়ং কৃত পদ্যদ্বয়ং স্বয়মুদাহরতি বৃন্দাবনে ইত্যাদি। যত্তু গোলোক নামস্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবমিতি লঘুভাগবতামৃতানুসারেণ গোকুলস্য প্রকাশভূত

নিমিত্ত সখী যাহা বলিলেন তহা শ্রীপাদগ্রন্থকার স্বয়ং লিখিতেছেন- হে সুভগ ! পরমসৌভাগ্যবান্ ! তুমি কেন শঙ্কার সহিত আমার প্রিয়সখী চন্দ্রাবলীর পৃষ্ঠদেশ বারম্বার অবলোকন করিতেছ ? অদ্য পানীয় আহরণের নিমিত্ত যমুনায় গমন কারিণী সখীর পৃষ্ঠভাগ প্রবল পবন, কদম্ববৃক্ষের ধূষর পরাগে পৃষ্ঠদেশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, সুতরাং এই সতীশিরোমণির প্রতি কোন প্রকার শঙ্কার লেশ মাত্র করাও উচিত নহে।৩১৩।

"শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা"

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনাদি প্রকটকালীন স্পষ্ট লীলা বর্ণনা করিবার নিমিত্ত ব্রজলীলার নিত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন, শ্রীপাদগ্রন্থকার প্রভু ব্রজলীলৈকজীবন শ্রোতাগণের শ্রীরাধার প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্বভাব শ্রবণে অসমর্থতা ভাবিয়া ধৈর্য্যধারণের নিমিত্ত শ্রীরাধাদি ব্রজরামাগণের সহিত কখনও দীর্ঘবিরহ হয় না, কেবল মাত্র গোচারণাদি লীলার দ্বারাই প্রোষিতভর্ত্তৃকার বিরহাদি আস্বাদন

গোলোকীয় বৃন্দাবনে ইত্যর্থঃ । মুকুং পঞ্চম পুরুষার্থ রূপ প্রেমলক্ষণাং ভক্তিং রাগানুগীয় ভক্তেভ্যো দদাতীতি তস্য মুকুন্দস্য নিত্যলীলা রাগাত্মিকৈর্ব্রজজনৈঃ সহানবচ্ছিন্ন প্রবাহ রূপা নিত্য কৈশোর লীলা প্রমাণ বচনে তথাত্ব প্রতিপাদনাৎ বিরাজতে প্রতিবন্ধকাভাবেন সা সুষ্ঠু রাজত ইত্যর্থঃ । ননু তদ্রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাদ্রতিঃ ক্বচিদিতি শ্রীভাগবতাৎ শ্রীমদ্ভাগবতার্থা-নামাস্বাদোরসিকৈঃ সহেতি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ তদাস্বাদস্য মুখ্য ভক্ত্যঙ্গত্ব বর্ণনাৎ। তত্রাবর্ণিতায়াং তস্যাং তদা স্বাদকানাং কুতো রতিঃ স্যাদেযন প্রবাস জনিত বিরহো নিবর্ত্ততএব ইত্যাশঙ্কায়ামাহ এতাং জানদ্ভিঃ শ্রীশুকাদিভিরপ্যেষা স্পষ্টং যথাস্যাত্তথা নোচ্যতে অপিতু ক্বচিৎ ক্বচিৎ । শ্লেষেণ তথা চ । যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্। জ্ঞাতীন্ বোপ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সহৃদাং সুখমিতি পিতরং শ্রীনন্দং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনে সুহৃদাং বসুদেবাদীনাং সুখবিধানানন্তরং আগমনস্য সমাপক ক্রিয়াত্বেন তদনন্তরং নিত্যাস্থিতির্ব্যজ্যতে । এবং জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইতি শ্লোকে ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবমিত্যনেন তথৈব ব্যঞ্জিতম্ । একাদশে চ উদ্ধবং প্রতি । মৎকামা রমণং জারমস্বরূপ বিদোঽবলাঃ । ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছত সহস্রশঃ । ইতি শ্রীকৃষ্ণবচনেঽপি তাসাং গোলোক এব প্রাপ্তি র্ব্যঞ্জিতেতি দিক্ । স্পষ্টাবচনে হেতুমাহ রহস্যত্বাদিতি যথা নাম্নোমাহাত্ম্যং পুরাণান্তরেষু রহস্যত্বেন গোপিতমাসীৎ পরত্রাজামিলোপাখ্যান প্রসঙ্গে প্রকাশিতমভূৎ তথা তাদৃগ্ভক্তাকাঙক্ষায়াং পাদ্মাদৌ প্রকাশিতমভূদিতি জ্ঞেয়ম্ । প্রকটাপ্রকটয়োর্লীলাদ্বৈবিধ্যন্তু প্রকাশভেদেনেতি ধ্যেয়ং অত্র বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ বৈষ্ণবতোষণী লোচনরোচনী কৃষ্ণসন্দর্ভপ্রভৃতয়োগ্রন্থা দ্রষ্টব্যা বাহুল্য ভয়ান্নাত্র বিবৃতম্ । ৩১৪ ।

করেন, সুতরাং দুইটিপদ্যে ব্রজলীলার নিত্যতা স্থাপন করিতেছেন- মু-মুক্তি সুখকেও "কু" কুৎসিৎ মনে হয় যাহাদ্বারা সেই প্রেম ভক্তি দান করেন যিনি, সেই শ্রীমুকুন্দেব ভৌম বৃন্দাবনে নিত্যলীলা বিরাজ করিতেছে, যাঁহারা (শ্রীনারদ পরাশর ব্যাসদেব শুকদেব প্রভৃতি) ভৌম ব্রজে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা অবগত আছেন, তাঁহারাও শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টরূপে বর্ণন করেন নাই, কিন্তু কোন কোন পুরাণে কোন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমা সকল পুরাণে পরমর হস্যরূপে বর্ণন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলোপাখ্যানে স্পষ্টরূপে উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের ভৌমব্রজলীলা কোন ভক্তবিশেষের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীপদ্মপুরাণাদিতে নিত্যরূপে স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছেন । ৩১৪ ।

তাভির্নিত্যবিহারমেব তনুতে বৃন্দাবনে মাধবো
গোষ্ঠাম্ভোজমুখীভিরিত্যভি মনাক্ প্রোচে প্রিয়ায়ৈ হরঃ।
লীলারত্নরহস্যতা ব্রজপতের্ভূয়স্যহো পশ্য য-
স্তত্ত্বজ্ঞোঽপি পুরান্তরে চ গমনং ব্যাচষ্ট বৈয়াসকিঃ ।। ৩১৫ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

পূর্ব্ব পদ্যার্থং বিসদয়তি তাভিরিতি। বৃন্দাবনে পূর্ব্ব ব্যাখ্যাতে তাদৃশে স্থানে মাধবো মানাং ব্রজরামাণাং ধবঃ পুন র্ব্রজাগমনানন্তরং স বোহি স্বামীত্যনুসারেণ স্বামিতয়া বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণো গোষ্ঠাম্ভোজমুখীভিস্তাভি র্ব্রজরমাভিঃ সহ নিত্যবিহারমেব তনুতে বিস্তারয়তীতি হরোরা গানুগীয়ানাং প্রবাস শ্রবণজ দুঃখহরঃ সদাশিবঃ প্রিয়ায়ৈ অপ্রাকৃতায়ৈ দুর্গায়ৈ অভিমনাক্ রহস্যত্বাদত্যল্পং যথাস্যাৎ তথোচে কথিতবান্। অতো ব্রজপতে স্তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিত ইতি শ্রীকৃষ্ণেন প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ নিত্যং তৎ প্রতিপালকস্য তদ্বত্ত্বস্তু তস্য তত্র নিত্য বাসমন্তরেণ ন সম্ভবতীত্যত স্তত্র নিত্য স্থিতস্য তস্য রহস্যতা গোপনীয়তা অহো ভূয়সী সর্ব্বাতিশায়িনী তাং গোপনীয়তাং পশ্য যদ্যস্মাৎ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছতীতি ন ত্যজামি বনং কচিদিতি গোলোকএব নিবসত্যখিলাত্মভূত ইত্যাদি শাস্ত্র কদম্বেন গৌতমীয়েষু শেষ কৈশোর মন্ত্রাণাং দশাক্ষরাদীনাং দেবতাকথনে সকললোক মঙ্গলো নন্দগোপতনয়ো দেবতেত্যনেন অনেক জন্ম সিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেবেতি তন্মন্ত্রার্থ ব্যাখ্যানেন চ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সদা হৃদি স্ফুরিতায়াঃ তস্যা নিত্যলীলায়াস্তরঙ্গোঽপি বৈয়াসকির্ব্যাসস্য তপঃ ফল রূপ পুত্রঃ পুরান্তরে মথুরাদৌ গমনমপি ব্যাচষ্ট সুস্পষ্টং ব্যাচকারেত্যর্থঃ। নতু রহস্যত্বান্নিত্যলীলা বিহারং অতস্তস্যা রহস্যত্বমেব তেন প্রতিপাদিতম্। অত্র পদ্যে একৈবকারস্য দেহলীদীপন্যায়েন ষট্‌সু সম্বন্ধাৎ ষড়বধারণানি জ্ঞেয়ানি। তথাচ বৃন্দাবন এব গোলোক এব নিবসতীত্যুক্তেঃ গোষ্ঠাম্বুজ মুখীভিরেব মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতং। জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি মন্মণীত্যাদিপুরাণাৎ। যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেম্বিত্যাদ্যুক্তেশ্চ। নিত্য বিহারমেব

প্রকৃতির পারে দিব্য শিবলোকে শ্রীসদাশিব নিজ প্রিয়া দুর্গাকে বলিয়াছেন- হে প্রিয়ে! শ্রীমাধব ভৌমবৃন্দাবনে গোকুলবাসিনী পদ্মবদনা ব্রজ বধূগণের সহিত নিত্য রাসাদি বিহার লীলা বিস্তার করিতেছেন” শ্রীমহাদেব নিজপ্রিয়াকে এই

তথাহি পাদ্মে পার্ব্বত্যৈ ব্যাজহার হরো রহঃ।
গোগোপগোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা ।। ৩১৬ ।। অনুষ্টুভ্

নতু কদাচিৎকং ন পারয়েহমিতি শ্লোকে স্বস্য ঋণিত্বেন শ্রীকৃষ্ণেন নিত্য বিহার স্বীকারাৎ তং তনুত এব জয়তি জননিবাস ইতি শ্লোকে বর্দ্ধয়ন্ কামদেবমিতি শ্লোকে জয়ত্যত্র চ বর্ত্তমান নির্দ্দেশেন চ নিত্য বিহারানবচ্ছেদাৎ হরএব নান্যঃ বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুরিত্যুক্তের্গোপেশ্বরনামত্বেন তদর্থং বৃন্দাবনং বিরাজমানত্বাচ্চ । প্রিয়ায়ৈ এব নান্যেভ্যঃ মন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাত্রীদেবতেত্যুক্তেঃ ।। ৩১৫ ।।

পুন ব্রজাগমনানন্তরং অপ্রকট বৃন্দাবনে নিত্যলীলাং শ্রীসদাশিব বাক্যেন দ্রঢ়য়তি যথেতি । পর্ব্বত্যৈ ইতি পর্ব্বতঃ শিবলোকস্থঃ কৈলাসো নিবাসোহস্যা ইতিটনা নিষ্পন্নং তাদৃশায় দুর্গায়ৈ ইত্যর্থঃ । পাদ্মে পাতালখণ্ডে মথুরা মাহাত্ম্যকথনে হরপার্ব্বতী নাম্নোস্তয়োঃ সম্বাদাৎ তন্নাম নির্দ্দেশঃ কৃতঃ নতু হিমালয় কন্যায়ৈ ইতি রহো নিত্যলীলাতত্ত্বম্ । হরঃ গোলোকতলস্থ কৈলাসাখ্য শিবলোকবাসী সদাশিব ইত্যর্থঃ। ব্যাজহার বিশেষেণ কথিতবান্ কিমকথত্তত্রাহ যত্রাপ্রকট বৃন্দাবনে গবাং গোপানাং গোপিকানাঞ্চ সঙ্গে সম্মীলনে কংসহা ক্রীড়তীতি । কংসহেতি তদ্বধানন্তর কালীনবৃন্দাবন ক্রীড়াং গময়তীতি তৎকালস্তু দন্তবক্রবধানন্তরমেব ।। ৩১৬ ।।

কথা অতি সংক্ষেপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । অপর ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণের লীলারত্নের গোপনীয়তা শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রাদিতে বার বার বর্ণন করিয়াছেন, দেখ, শ্রীকৃষ্ণলীলার পরম তত্ত্বজ্ঞ শ্রীব্যাসদেব শুকদেব মথুরানগরাদি গমন বহুতর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন । ৩১৫ ।

শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্র বধের পর পুনরায় ব্রজে আগমন করতঃ অপ্রকট বৃন্দাবনে নিত্যই লীলা করেন তাহা শ্রীসদাশিব বাক্যে দৃঢ় করিতেছেন- এই বিষয়ে শ্রীপদ্ম পুরাণে পাতালখণ্ডে মথুরা মাহাত্ম্যে শ্রীশঙ্কর নিজপ্রিয়া পার্ব্বতীকে গোপনভাবে বলিয়াছেন- হে দেবি! যে ভৌমবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ গাভীগণ গোপবৃন্দ ও গোপিকাগণের সহিত যে প্রকার ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই প্রকার বর্ত্তমানেও অপ্রকট অর্থাৎ সাধারণ মানবগণের দৃষ্টির অগোচরে গো-গোপ এবং গোপিকাগণের সহিত কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা নিত্য সত্য । ৩১৬ ।

"অথ প্রকটলীলানুসারেণ ভাবিনি হরের্মথুরাপ্রস্থানে রাধাসখীবাক্যম্"

রুদ্রস্য

অদ্যৈব যৎপ্রতিপদুদ্গতচন্দ্রলেখা
সখ্যং ত্বয়া বপুরিদং গমিতং বরাক্যাঃ।

তদেবং ভগবদ্গুণ শ্রবণ পরান্ রাগানুগীয়ান্ ভক্তান্ সান্ত্বয়ন্ পুরলীলাশ্রবণ-পরামানন্দয়িতুং প্রকটলীলাময় তচ্চরিত বর্ণনমপেক্ষ্যতে তত্র পুরগমনে সুহৃদাং সুখ সাধনমেব হেতুঃ। গোপীগণেন সহ রমণোদ্ভূতে কলঙ্কে জাতে সতি ব্রজে স্থিত্বাপি তাভী রমণং ত্যক্তুমশক্যস্য তৎ পরিহারোঽপি হেতুঃ বিধায় সুহৃদাং সুখমিত্যুক্তেঃ। যথা দুরচরে প্রেষ্ঠে মন আবেশ্য বর্ত্ততে ইতি শ্রীদশমাৎ। অত্র লজ্জাভরেণ দূরচরত্বং বোধ্যং কিঞ্চিত্তদ্ব্যক্তি বাতালি লজ্জাবীচি বিচালিতঃ। কংসঘাতমিষাপাত নিজেচ্ছা ভাসমাগতঃ। তটস্থতামটন্নূরী চক্রে মধুপুরীগাতৈমিতি সংকল্প কল্পদ্রুমাচ্চ। অত আভ্যাং হেতুদ্বয়াভ্যাং দুষ্করমপি সুদূর প্রবাসং দর্শয়তি তল্লক্ষণং যথোজ্জ্বলনীলমণৌ।পূর্ব্ব সঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ। ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে। তজ্জন্যবিপ্রলম্ভোঽয়ং প্রবাসত্বেন কথ্যত ইতি। সুদূর প্রবাসস্তু ত্রিবিধঃ ভাবী ভবন্ ভূতশ্চেতি। তত্র ত্রিবিধমেব বিরহং দর্শয়িষ্যন্ প্রকরণমারভতে অথেতি। প্রোষিত ভর্তৃকেতি প্রোষিতঃ প্রবাসস্থো ভর্ত্তা যস্যা ইতি ভূতপ্রবাসস্য বহু কাল ব্যাপিত্বাৎ প্রোষিতেতি নির্দেশঃ। অত্র ভাবি বিরহং রুদ্রস্য পদ্যেন দর্শয়তি অদ্যৈবেতি। কৃষ্ণং মধুপুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতমিত্যেব বাক্যং শ্রুত্বা সুদ্দীপ্ত সাত্বিক বিকারাং মোহনাবস্থাং রাধাং বীক্ষ্য প্রিয়সখী কন্দর্পং প্রত্যাহ হে কুসুমশায়ক! অদ্যৈব পুরগমনাৎ পূর্ব্বমেব বরাক্যা রাধায়া ইদং কপুর্যদ্যস্মাৎ

"প্রোষিত ভর্ত্তৃকা" (৮)

প্রকট লীলানুসারে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রস্থান বিষয়ে শ্রীরাধা সখীর বাক্য। শ্রীব্রজলীলৈক জীবন ভক্তগণকে ব্রজলীলার নিত্যতা শ্রবণ করাইয়া সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীরুদ্র কবির পদ্যে শ্রীরাধার প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্বভাব বর্ণনা করিতেছেন- অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে মধুপুরী লইয়া যাইতে ব্রজে আগমন করিয়াছে" এই কথা শ্রবণ করতঃ শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইলে, সখী কন্দর্পকে বলিলেন হে কুসুমসায়ক! মদন! তুমি যখন অদ্য কৃষ্ণগমনের পূর্ব্বেই বরাকী শ্রীরাধার এই মাধুর্য্য ও যৌবন পূর্ণ

কৃষ্ণে গতে কুসুমশায়ক তৎপ্রভাতে
বাণাবলিং কথয় কুত্র বিমোক্ষ্যসি ত্বম্ ।। ৩১৭।।

বসন্ততিলকম্ ।

"অথ শ্রীরাধাবাক্যম্"

অমরোঃ-

প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ ।

ত্বয়া প্রতিপদি তিথৌ উদ্‌গতায়াশ্চন্দ্ররেখায়াঃ সখ্যং সাদৃশ্যং গমিতং প্রাপিতম্ । শোষণ বাণেন অতি সূক্ষ্মতাং নীতং তত্তস্মাৎ কথয় প্রভাতে মধুপুরীং কৃষ্ণে গতে সতি ত্বং কুত্র বাণাবলিং বাণশ্রেণীং বিমোক্ষ্যসীতি অতি সূক্ষ্মত্বাত্তব বাণানাং লক্ষ্যাভাবঃ স্যাৎ তে যদি কথঞ্চিৎ স্পৃশেয়ুস্তদা তৎ স্পমাত্রেণ কোমল কুসুমবাণা দহেয়ুরেব অতো হিতাহিতজ্ঞানাভাবাৎ ত্বং মূঢ় এবেতি ভাবঃ । বরাক্যা ইতি শোচনীয়ায়াঃ ইত্যর্থঃ ।। ৩১৭ ।।

সখী যত্নাচ্চেতনাং প্রাপ্য রাধা স্বজীবনং প্রতি ভবন্তং বিরহং যদাহ তদমরোঃ পদ্যেন নির্দিশতি প্রস্থানমিতি । জীবিত হে প্রাণ ! প্রিয়তমে শ্রীকৃষ্ণে মথুরাং গন্তুং নিশ্চিতং চেতো যস্য এবম্ভূতে সতি প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য সখিত্বেন বলয়ৈঃ প্রস্থানং কৃতং । সর্ব্বত্রাপি ভাবে ক্তঃ । বলয়াঃ প্রস্থিতাঃ হস্তস্যাতি শুষ্কত্বাৎ পতিতপ্রায়া

দেহকে প্রতিপদের যৎসামান্য চন্দ্র রেখার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছ ওহে নিষ্ঠুর ! তখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে পরের দিন প্রভাত কালে তোমার ভয়ঙ্কর বাণসমূহ কোথায় বা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিবে ? অর্থাৎ এই শোচনীয়া সখীরাধা আগামী কল্য নিতান্ত ক্ষীণ দেহা হইবে ।৩১৭ ।

"শ্রীরাধা বাক্য"

শ্রীরাধা সখীর যত্নে কোন প্রকার যৎসামান্য চেতনা পাইয়া নিজের অবস্থা সখীকে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীঅমরুকবির পদ্যে লিখিতেছেন-হে প্রাণ ! প্রিয়তম কৃষ্ণ মথুরাগমনে নিশ্চয় করিলে তার প্রিয়সখা আমার হাতের বলয় সকল পূর্ব্বেই প্রস্থান করিল, নয়নের জল অনবরত প্রবাহিত হইয়া প্রায় প্রস্থান করিয়াছে, এবং ধৈর্য্য ক্ষণকালও অবস্থান করিতেছে না, আমার মন প্রিয়তমের অগ্রেই গমন করিতে সমুৎসুক হইয়াথাকে, প্রাণপ্রিয় মথুরায় গমন করিতে যদি মনে একান্ত

গন্তুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্ব্বে সমং প্রস্থিতা
গন্তব্যে সতি জীবিত প্রিয়সুহৃৎসার্থঃ কথং ত্যজ্যতে ।।৩১৮।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

"অথ শ্রীহরের্মথুরাপ্রবেশে তত্রত্যানামৌৎসুক্যম্ "

বাণীবিলাসস্য

ছায়াপি লোচনপথং ন জগাম যস্যাঃ
সেয়ং বধূর্নগরমধ্যমলঙ্করোতি ।
কিঞ্চাকলয্য মথুরানগরে মুকুন্দ-
মন্ধোঽপি বন্ধুকরদত্তকরঃ প্রযাতি ।। ৩১৯ ।। বসন্ততিলকম্

ইত্যর্থঃ । অজস্রং নিরন্তরমস্রৈর্গতং সদা নেত্রজলানি ক্ষরিতানীত্যর্থঃ । ক্ষণং ক্ষণকালং ধৃত্য ধৈর্য্যেণ ন আসিতং ধৈর্য্যং গত মিত্যর্থঃ । অতো গন্তুকামস্য প্রিয়তমস্য পুরোঽগ্রে গন্তুং চিত্তেন ব্যবসিতং চিত্তং গমনোদ্যতমিত্যর্থঃ । এবং প্রকারেণ সর্ব্বৈঃ সমমেকদা প্রস্থিতাঃ প্রস্থিতপ্রায়া বভূবুঃ । ত্বয়াপি গন্তব্যে সতি প্রিয়সুহৃৎসার্থঃ মদ্দেহাদিঃ কথং ত্যজ্যতে যদি তদেবেষ্টং স্যাত্তদাধুনৈব ত্যজসীতি ভাবঃ এবং সর্ব্বাসামপি বিরহো জ্ঞেয়ঃ ।।৩১৮।।

শোকাবেশাত্তবদ্বিরহ বিস্তরং বর্ণয়িতুমশক্নুবন্নাহ হরের্মথুরা প্রবেশ ইতি । মথুরায়াং হরেঃ প্রবেশে সতি পুরবাসিনাং সৌৎসুক্য কৃত্যং বাণী বিলাসস্য পদ্যেন বর্ণয়তি ছায়েতি । যস্যা রমণ্যাশ্ছায়াপি নাগরাণাং লোচন পথং কদাপি ন জগাম ন প্রাপ্তা সেয়ং বধূঃ শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনার্থং ত্যক্তলজ্জা সতী নগর মধ্যমলঙ্করোতি রূপেণ শোভয়তি অহো শ্রীকৃষ্ণরূপমাধুর্য্যং যেন তস্যাস্তাদৃগ্রূপমপি তিরস্কৃতম্ । অস্তু তাবচ্চক্ষুষ্মতাং বার্ত্তেত্যাহ কিঞ্চেতি মথুরানগরে মুকুন্দ মা গতমিত্যাকলয্য

নিশ্চয় করিয়াছে, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার অনুগমন করিব, তাঁহারমথুরা গমন নিশ্চয় হইলে জীবনের একমাত্র প্রিয় সুহৃদ্ আমাদিগকে কেন পরিত্যাগ করিবেন ।৩১৮ ।

"শ্রীকৃষ্ণ মথুরা প্রবেশ করিলে মথুরাবাসিগণের ঔৎসুক্য"

শ্রীরাধার বিরহ বিস্তর ভাবে বর্ণনা করিতে অসমর্থ শ্রীপাদ সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ লীলা শ্রীবাণীবিলাস কবির পদ্যে লিখিতেছেন-" বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রবেশ করিলেন "এই বাক্য শ্রবণ করতঃ যে রমণীর

"তত্র পুরস্ত্রীণাং বাক্যম্ "

তৈরভুক্তস্য

অস্রমজস্রং মোক্তুং খিন্নঃ কর্ণায়তে নয়নে ।
দ্রষ্টব্যং পরিদৃষ্টং তৎ কৈশোরং ব্রজস্ত্রীভিঃ ।। ৩২০ ।।

উপগীতি আর্য্যা

লোকমুখাৎ শ্রুত্বা দ্বাভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং হীনোঽন্ধোঽপি তং দ্রষ্টুমুৎসুকঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থি জনং প্রাপ্য ত্বং মে বন্ধুর্ভবেত্যুক্ত্বা তস্য করে দত্তহস্তঃ সন্ প্রযাতি তস্যায়মভিপ্রায়ঃ ত্বং বন্ধুর্ভূত্বা যদি শ্রীকৃষ্ণনিকটং মাং প্রাপয়সি তদা তৎ কারুণ্যাঞ্জনেন তমহং পশ্যামীতি সতু সিদ্ধবাসনো বভুবেতি ভাবঃ ।। ৩১৯ ।।

এবং পুররমণ্যো অত্যৌৎসুক্যেন শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্টা তদৈব সাত্বিকভাবোদয়া দস্রজলেনাক্লিন্নে নয়নে জাতেঽপি তে নিন্দন্ত্যো ইব সৌৎসুক্যং যদাহুস্তৎ তৈরভুক্ত কবেঃ পদ্যেন বর্ণয়তি অস্রমিতি । নোঽস্মাকং কর্ণায়তে আকর্ণং বিস্তৃতে নয়নে খিগস্তু যে খলু অজস্রং নিরবচ্ছিন্নং অস্রং মোক্তুং সমর্থে, যেনৈব শ্রীকৃষ্ণরূপদর্শনং প্রতিঘাতং অত এতাদৃঙ্নয়নাভ্যাং কিং প্রয়োজনমিতি । তৎ প্রসিদ্ধং শ্রীকৃষ্ণরূপং কৈশোরং ব্যাপ্য ব্রজস্ত্রীভিঃ পরিদৃষ্টং তাসাং নয়নে এব নয়নে ইতি ধ্বন্যতে সাত্বিকাশ্রুমোচনাভাবেন হীনত্বন্তু ন বিবক্ষিতমিতি জ্ঞেয়ং ।। ৩২০ ।।

ছায়ামাত্রও নাগরীকগণের কখনও লোচনপথেপতিতহয় না, সেই নববধূও নগরের মধ্যে অর্থাৎ রাজ পথের মধ্যস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল । অপর জন্মান্ধব্যক্তি নিজ বন্ধুর হস্ত ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেদর্শন করিতে গমন করিল, ভাবিল করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ যদি সামান্য করুণা করেন তবে নিশ্চয়ই আমি তাহাকে দেখিব ।৩১৯ ।

"মথুরা পুররমণীগণের বাক্য"

মাথুরযুবতীগণ নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নয়ন আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইলে যাহা কহিলেন তাহা ত্রিহুতনিবাসী কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি! আমাদের যে আকর্ণবিস্তৃত নয়ন দুইটি আছে, তাহাদিগকে ধিক্, কারণ তাহারা কেবল মাত্র অশ্রুজল মোচন করিবার নিমিত্তই হইয়াছে, দ্রষ্টব্য শ্রীকৃষ্ণের যে সর্ব্বজনোন্মাদী কৈশোর বয়স তাহা ব্রজের শ্রীরাধাদি ব্রজদেবীগণই পূর্ণরূপে অবলোকন করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের লোচনই যথার্থ লোচন । ৩২০ ।

বাহিনীপতেঃ

সান্দ্রানন্দমনন্তমব্যয়মজং যদ্‌যোগিনোঽপি ক্ষণং
সাক্ষাৎকর্ত্তুমুপাসতে প্রতিদিনং ধ্যানৈকতানাঃ পরম্‌ ।
ধন্যাস্তা ব্রজবাসিনাং যুবতয়স্তদ্‌ব্রহ্ম যাঃ কৌতুকা-
দালিঙ্গন্তি সমালপন্তি শতধা কর্ষন্তি চুম্বন্তি চ ।। ৩২১ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্‌।

যাস্তু যাজ্ঞিকব্রাহ্মণস্ত্রীমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বং শ্রুতবত্যস্তাস্তু ভাগ্যেন তং নেত্রগোচরীকৃত্য যদাহুস্তদ্বাহিনীপতেঃ পদ্যেন বর্ণয়তি সান্দ্রানন্দেতি । যদ্রূপং যোগিনোধ্যানৈকতানাশ্চিন্তয়া তদেক চিত্তাঃ সন্তঃ ক্ষণমপি সাক্ষাৎ কর্ত্তুং প্রতিদিনং পরঅনবচ্ছিন্নং যথা উপাসতে, যদ্বা পরং সকল রূপ গুণ নিধানত্বেন সর্ব্বত উৎকৃষ্টং। তৎ কীদৃশং সান্দ্রানন্দং আনন্দ প্রচুরং যদ্বা যদুপাসনয়া সান্দ্রঃ নিবিড় আনন্দো যস্মাদিতি এবং পর পরত্র অতএব তে উপাসত ইতি । পুনঃ কীদৃশং অনন্তংবিনাশ-রহিতং ন ভবত্যন্তো যস্মাদ্‌যদুপাসনয়া বিনাশাভাবঃ স্যাৎ তথা ব্যয়েন ক্ষয়েন রহিতং ন ভবতি ব্যয়ো যত্র যস্মিন্‌ কৃতোপাসনা বিফলা ন ভবতীত্যর্থঃ। অতএবাজং জীববন্নজায়তে ইতি নিত্যসিদ্ধং, ন ভবতি প্রবৃত্তিমার্গে জো বেগবান্‌ যস্মাৎ যদুপাসনয়া প্রবৃত্তিমার্গো নিবর্ত্ততে বেগিনি জঃ সমাখ্যাত ইত্যেকাক্ষরকোষাৎ । তদ্ব্রহ্ম ব্রজবাসিনাং যুবতয়ো রমণ্যঃ সবাসনত্বাৎ রাধাদয়ঃ কৌতুকাৎ সাভিলাষমালিঙ্গন্তি সমালপন্তি তেন সহ প্রিয়োক্তিং বিদধতি যথা সময়েপি স্বাধীনমিব শতধা শতবারমাকর্ষন্তি স্বেচ্ছায়া চুম্বন্তি চ চকারঃ তু কারার্থত্বাত্তৎ কর্ম্মণাং তদেক কর্তৃকতা বোধনার্থঃ । অতস্তাএব ধন্যা ইত্যর্থঃ । অস্মাকন্তু দর্শনমপি দুঘটম্‌ । আলিঙ্গন্তীত্যাদি প্রয়োগস্তু বর্ত্তমান সামীপ্যে ইতি জ্ঞেয়ম্‌ ।।৩২১ ।।

যে সকল মাথুরযুবতীগণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীবৃন্দের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের মহা মহিমা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রভূত ভাগ্যোদয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করিয়া" ভাবিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রীবাহিনী পতির পদ্যে লিখিতেছেন- সর্ব্বদা ধ্যাননিরত যোগিবৃন্দ যে নিবিড় আনন্দ স্বরূপ অনন্ত অব্যয় জন্মাদিরহিত পরাৎপর পরব্রহ্মকে সামান্য সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্তপ্রতিদিন একাগ্রচিত্ত হইয়া উপাসনা করেন দর্শনাদি পালনা, পক্ষে ব্রজবাসিগণের রমণীবৃন্দই ধন্য, যে হেতু তাহারা সেই যোগিধ্যেয় পরমব্রহ্মকে কৌতুক সহকারে আলিঙ্গন, আলাপন, এবং শতপ্রকারে আকর্ষণ ও বার বার চুম্বন করেন ।৩২১ ।

কুমারস্য

প্রিয়সখি ন জগাম বামশীলঃ স্ফুটমধুনা নগরে ন নন্দসূনুঃ ।
অদলিতনলিনীদলৈব বাপী যদহতপল্লব এব কাননান্তঃ ।। ৩২২ ।।

পুষ্পিতাগ্রা

"অথ শ্রীরাধায়া বিলাপঃ"

রুদ্রস্য

যাস্যামীতি সমুদ্যতস্য বচনং বিস্রব্ধমাকর্ণিতং
গচ্ছন্ দূরমুপেক্ষিতো মুহুরসৌ ব্যাবৃত্য পশ্যন্নপি ।

রাজধান্যা অতি দূরবাসিনী কাচিদ্রমণী শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুমুৎসুকা সহ বাসিনীং কাঞ্চিৎ প্রিয়সখীং পৃচ্ছতিস্ম ভোঃ প্রিয়সখি ! অক্রূরস্তস্যানয়নার্থং গতস্তেন সহ শ্রীকৃষ্ণঃ কিং নাগত ? ইতি শ্রুত্বা সা যদাহ তৎ কুমারস্য পদ্যেন বর্ণয়তি প্রিয়সখীতি । হে প্রিয়সখি বামং মনোহরং শীলং যস্য তত্রাপি নন্দস্য সুখদাতুঃ পুত্রঃ কৃষ্ণো নগরেহধুনা স্ফুটং ন জগাম অপিতু জগামৈব । বক্তুর্দ্দর্শন যোগ্যে চ লোকখ্যাতে পরোক্ষকেইতিলিট্ । আগমন জ্ঞাপকং হেতুদ্বয়ং দর্শয়তি যদযস্মাৎ বাপী সরোবরং অদলিতানি ন নির্ভিন্নানি নলিনীনাং দলানি যত্র সা কাননানাং বনানামন্তর্মধ্যং ন হতো ম্লানঃ পল্লবো যত্র তৎ । যদি তস্যাগমনং নাভবিষ্যৎ তদৈবমেবং রমণীয়তা নাভবিষ্যদিত্যর্থঃ ।। ৩২২ ।।

প্রোষিতভর্ত্তৃকায়া উপযুক্তং বিলাপভাবং বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে অথেতি । তত্র রুদ্রস্য পদ্যেন তৎ দর্শয়তি যাস্যামীতি । অয়ে যদি তবাজ্ঞা স্যাৎ তদা মথুরাং যাস্যামীতি গমনায়োদ্যমং প্রাপ্তস্য তস্য বচনং বিস্রব্ধং নির্ভয়ং প্রাণনাশ ভয়

শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাসিনী কোন মাথুররমণী নিজ সখীকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা শ্রীকুমার নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে প্রিয়সখি ! আমি স্পষ্টরূপেই দেখিতেছি, মনোহর স্বভাব সম্পন্ন গোপরাজ শ্রীনন্দনন্দন কি এই মথুরায় এখনও গমন করেন নাই? যে হেতু মথুরার দীর্ঘিকার নলিনীদল বিদলিত হয় নাই, অর্থাৎ অম্লান হয় নাই, এবং কাননের মধ্যে পল্লবদল বিচ্ছিন্ন হয় নাই । ৩২২ ।

"বিরহিণীশ্রীরাধার বিলাপবাক্য"

প্রোষিতভর্ত্তৃকা শ্রীমতী রাধার বিলাপবাক্য শ্রীরুদ্র কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে প্রাণসখীগণ ! "অয়িপ্রিয়ে ! যদি তোমার আজ্ঞা হয় তবে আমি মথুরায় গমন

তচ্ছূন্যে পুনরাগতাস্মি ভবনে প্রাণাস্ত এব স্থিতাঃ
সখ্যঃ পশ্যত জীবিতপ্রণয়িনী দম্ভাদহং রোদিমি ।। ৩২৩ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

শঙ্করস্য

গতো যামো গতৌ যামৌ গতা যামা গতং দিনম্ ।
হা হন্ত কিং করিষ্যামি ন পশ্যামি হরের্মুখম্ ।। ৩২৪ ।। অনুষ্টুভ।

রহিতং যথাস্যত্তথা ময়া আকর্ণিতং শ্রুতং তত্রাপি দূরং গচ্ছন্ মুখং ব্যাবৃত্য মাং মুহুঃ পশ্যন্নপি অসৌ দুর্ভাগ্যয়া ময়োপেক্ষিতস্ত্যক্তোহভূৎ । হে সখ্যস্তেন প্রিয়েন শূন্যে ভবনেঽহং পুনরাগতাস্মি তে তদনুগতাঃ প্রাণা অপি স্বভাবং ত্যক্ত্বা মম দেহে স্থিতাশ্চ পশ্যত অহং ন তৎ প্রেমবতী কিন্তু জীবিতপ্রণয়িনী কেবলং দম্ভাৎ কাপট্যাদেব রোদিমি নতু প্রীত্যা। যদি তত্র প্রীতিঃ স্যাত্তদা তৎক্ষণে এব ম্রিয় এবাহমিতি ভাবঃ ।। ৩২৩ ।।

অন্যস্মিন্ দিনে তস্য মুখং স্মৃত্বা সবিষাদং যদ্বিললাপ তৎ শঙ্করস্য পদ্যেন বর্ণয়তি গত ইতি যামঃ প্রহরঃ অন্যৎ সুগমম্ ।। ৩২৪ ।।

করিব" এই কথা বলিয়া মথুরাগমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণের বাক্য আমি নির্ভয়ে শ্রবণ করিলাম, আমার হৃদয় সামান্যও কম্পিত হইল না । তথাপি প্রাণকান্ত সামান্য দূরে গমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া বারম্বার আমাকে দেখিয়াও ছিল, কিন্তু আমি উপেক্ষা করিয়াছিলাম, অর্থাৎ সে ভাবিল যদি প্রিয়া এখন ও মথুরাগমনে নিষেধ করে তথাপি আমি যাইব না, কিন্তু আমি তাহাও উপেক্ষা করিলাম। অপর আমি প্রাণকৃষ্ণ রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শূন্য ভবনে ফিরিয়া আসিলাম। হায় আমার প্রাণ সকল আমার দেহেই বিদ্যমান আছে, প্রাণকান্তের সহিত গমন করিল না, হা ধিক্! হে সখীবৃন্দ ! দেখ, আমি শ্রীশ্যামসুন্দরের সর্ব্বাধিক প্রণয়িনী বলিয়া অভিমান করি, তাহা বৃথা, তবে যে "হা প্রাণনাথ ! হা জীবিতেশ্বর ! বলিয়া রোদন করি তাহা কেবল দম্ভ মাত্র , যদি আমি প্রণয়িনী হইতাম তবে তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণ প্রাণনাথের সঙ্গেই যাইত, ফিরিয়া আসিত না ।৩২৩ ।

শ্রীরাধা শ্রীশ্যামসুন্দরের বদন চন্দ্রমা দর্শন না পাইয়া যাহা সবিষাদ বিলাপ করিলেন তাহা শ্রীশঙ্কর কবির পদ্যে লিখিতেছেন- সখি ! শ্রীশ্যামসুন্দরের বদন চন্দ্রমা দর্শনের প্রবল বাসনায় এক প্রহর অতীত হইল , দুই প্রহর গেল, তিন প্রহরও

যষ্ঠীবরদাসস্য

যমুনাপুলিনে সমুৎক্ষিপন্ নটবেশঃ কুসুমস্য কন্দুকম্ ।
ন পুনঃ সখি লোকয়িষ্যতে কপটাভীরকিশোরচন্দ্রমাঃ ।। ৩২৫ ।।

বিয়োগিনী।

ধন্যস্য

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ ।
অস্মাকং তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী ।। ৩২৬ ।। অনুষ্টুভ্ ।

দিনান্তরে বিরহতপনতপ্তা সা সখীং প্রতি যদাহ তৎ ষষ্ঠীবর দাসস্য পদ্যেনানুবর্ণয়তি যমুনেতি । হে সখি পূর্ব্বমস্মাকং কৃষ্ণঃ আভীরস্য ব্রজরাজস্য কিশোরত্বেন নিত্য ব্রজস্থায়ীতি । প্রতীতিরাসীৎ সম্প্রতি তেনৈব বসুদেব পুত্রত্ব প্রকাশনাৎ ব্রজ ত্যাগ এব প্রত্যায়িতঃ । অতঃ কাপট্যেনাভীর কিশোর চন্দ্রমস্ত্বং তস্য জ্ঞায়তে । অতএব দুর্লভ দর্শনঃ সন্ ময়া পুনর্লোকিয়িষ্যতে দৃশ্যতে তং কথং বিস্মরামীত্যাহ নটবদ্বেশো যস্য সঃ । তথা যমুনা পুলিনে কুসুমস্য কন্দুকং সমুৎক্ষিপন্নিব সদা স্ফুর্য্যত ইতি ।। ৩২৫ ।।

অথ ধন্যস্য পদ্যেন তস্যা নিদ্রাক্ষয় দশাং বর্ণয়ন্ বিরহাধিক্যং দর্শয়তি যা ইতি । হে সখি বিশাখে যা যোষিতঃ প্রিয়াঃ স্বপ্নে নিদ্রাবস্থায়াং প্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণং পশ্যন্তি তা এব ধন্যাঃ পুণ্যবত্যঃ যেন পুণ্যবলেন তত্র সত্যামপি প্রিয়দর্শনং প্রাপ্নুবন্তি। অস্মাকন্তু তৎ পুণ্যগন্ধোহপি নাস্তি । অতঃ কৃষ্ণে গতে সতি নিদ্রাপি বৈরিণী মম তাপিকা সতী গতা কথং জীবামীতি ভাবঃ ।। ৩২৬ ।।

চলিয়া গেল, অপর একটি দিন ও অতীত হইয়া গেল, হায় ! এখন আমি কি করিব, এখন ও পর্য্যন্ত মনোহর শ্রীহরির বদন সুধাকর দেখিতে পাইলাম না হায় কষ্ট ! ৩২৪ ।

দিনান্তরে বিরহতাপ সন্তপ্তা শ্রীরাধা সখীকে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীষষ্ঠীবরদাসের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! নবীন নটবেশ ধারণ করিয়া যমুনা পুলিনাদিতে কদম্বকুসুমের কন্দুক নিক্ষেপ করিয়া মনোরম ক্রীড়া কারী, সেই কপট গোপকিশোর চন্দ্রমাকে আমি কি পুনরায় সেই প্রকার কন্দুক ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইব ? কারণ যমুনা পুলিন বিহারী প্রাণনাথকে পুনরায় কি ব্রজে দেখিতে পাইব । ৩২৫ ।

সঞ্জয়কবিশেখরস্য

সোঽয়ং বসন্তসময়ো বিপিনং তদেতৎ
সোঽয়ং নিকুঞ্জবিটপী নিখিলং তদাস্তে ।
হা হন্ত কিন্তু নবনীরদকোমলাঙ্গো
নালোকি পুষ্পধনুষঃ প্রথমাবতারঃ ।। ৩২৭ ।। বসন্ততিলকম্ ।

শ্রীশ্রীভগবতঃ

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষাপ্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ।। ৩২৮ ।। অনুষ্টুভ্

বিরহ কাতরা সতী যদ্বিললাপ তৎ সঞ্জয় কবিশেখরস্য পদ্যেন দর্শয়তি সোঽয়মিতি। যস্মিন্ প্রিয়েণ সহ সততং বিজহার সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ । এবং পর পরত্র জ্ঞেয়ম্ । নিকুঞ্জ বিটপী নিকুঞ্জকার লতাদি পিহিতোদরো বিটপী বংশীবট ইত্যর্থঃ। তৎ নিখিলং সর্ব্বমাস্তে কিন্তু হাহন্তেতি খেদে নবনীরদ কোমলাঙ্গঃ কৃষ্ণো ময়া নালোকি ন দৃষ্টঃ। স কিম্ভূতঃ পুষ্পধনুষঃ কন্দর্পস্য প্রথমাবতার আদ্যমূর্ত্তিঃ । যদ্বা ময়ি তস্য প্রথমমবতরণং যস্মাৎ স যং লক্ষীকৃত্য মম কাম উদ্ভূতঃ কামজনক ইত্যর্থঃ। বাস্তবার্থেতু অপ্রাকৃত নবীনকামঃ ।। ৩২৭ ।।

শ্রীরাধার বিরহাধিক্য হেতু নিদ্রা রাহিত্য দশা শ্রীধন্য নামক কবির পদ্যে লিখিতেছেন-হে সখি ! বিশাখে ! এই ব্রজপুরে যে রমণীগণ স্বপ্নে প্রিয়তম কৃষ্ণকে দর্শন করে, তাহারাই ধন্যাতিধন্যা, হায় সখি! শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে আমার বৈরিণী স্বরূপ নিদ্রাও তাঁহার সঙ্গেই গমন করিয়াছে, হে আলি ! আমি অতিশয় ভাগ্যহীনা । ৩২৬ ।

বসন্ত কাল সমাগত হইলে বিরহিনী শ্রীরাধা যাহা বিলাপ করিলেন তাহা শ্রীসঞ্জয় কবিশেখরের পদ্যে লিখিতেছেন- হে আলি ! যে বসন্ত সময় প্রিয়তমের সহিত বৃন্দারন্যে বিহার করিতাম সেই এই বসন্তকাল, যে বিপিনে ভ্রমণ করিতাম সেই এই বনসকল, যে নিকুঞ্জে প্রাণকান্তের সহ বিলাস করিত সেই এই নিকুঞ্জ, যে বৃক্ষসকলের ছায়ায় আমরা দুইজনে বিশ্রাম করিতাম সেই বৃক্ষসকলও আছে, কিন্তু হায় কষ্ট ! নবীন নীরদবর্ণ কমল কোমলাঙ্গ কামদেবের প্রথম অবতার স্বরূপ আমার প্রাণরমণ শ্রীমদনমোহনকে অবলোকন করিতেছি না, হায় ! আমার অতীব দুর্দ্দৈব । ৩২৭ ।

এতৌ ভবভূতেঃ

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগো দ্বিধা ন তু ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মূর্চ্ছাং ন মুঞ্চতি চেতনাম্ ।

হে সখি কৃষ্ণঃ পরশ্ব আগমিষ্যতীতি সত্যং কথয়সি কিন্তু যস্য সংযোগে দীর্ঘকালো নিমেষকাল ইবাসীৎ বিয়োগেতু নিমেষকালো যুগবদাচরতি তং বিনা পরমাণুকালং কথং স্থাস্যামীতি পুনর্বিরহৌৎকট্যং ভগবতঃ শ্রীশচীনন্দনস্য পদ্যেনানুবর্ণয়তি যুগায়িতমিতি । ভাবে প্রত্যয়ঃ নিমেষেণ নিমেষ কালো যুগবদ্ভবতি প্রাবৃট্ বর্ষা তদিবাচরিতং নিরন্তরাশ্রু নিঃসরণাৎ চক্ষুঃ প্রাবৃডিব ভবতি কিমন্যদ্বক্তব্যং সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং মম সম্বন্ধে শূন্যমিবাভাতীত্যর্থঃ । গোবিন্দবিরহেণেতিপদং সর্ব্বত্র যোজ্যম্ ।। ৩২৮ ।।

বিরহৌৎকট্যাৎ সূদ্দীপ্ত ভাবান্ প্রাপ্তেব যদ্বিললাপ তৎ ভবভূতেঃ পদ্য দ্বয়েন বর্ণয়তি দলতীত্যাদি । গোবিন্দবিরহেণ গাঢ়োঽতিশয় উদ্বেগো যত্র তদ্ধৃদয়ং দলতি বিদীর্ণং ভবতি কেবলং নতু দ্বিধা ভিদ্যতেঅতো দ্বিধা ভবনাভাবেন জীবনং তিষ্ঠতীতি ধ্বনিঃ। তথা কায়ো দেহঃ বিকলস্তৎ সেবাদ্যর্থং যৎ শিল্পাদি কর্ম্ম তদ্রহিতো মূর্চ্ছাং মোহং বহতি নতু তদবস্থায়ামপি চেতনাং মুঞ্চতি যেন মূর্চ্ছাদশায়ামপি বিরহঃ

"হে সখি ! তোমার প্রাণকান্ত পরশু আসিবে " হে বিশাখে ! ইহা তুমি সত্যই বলিতেছ, কিন্তু যাহার নিকটে আমার সুদীর্ঘকাল নিমেষকালের সমান হইত, সেই জীবনাধার শ্রীকৃষ্ণ বিনা কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিব" এই শ্রীমতীর উৎকটবিরহ ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পদ্যে লিখিতেছেন- হেপ্রাণসখি !প্রাণকোটি প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের বিরহে আমার এক নিমেষ মাত্র কাল একটি যুগের সমান মনে হইতেছে, আমার নয়ন দুইটি বর্ষার আচরণ করিতেছে, অর্থাৎ আমার নয়ন দুইটি হইতেঅবিরল অশ্রুধার প্রবাহিত হইতেছে, হায় ! অধিকআর কি বলিব এই সমুদায় জগৎ সংসার আমার শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে । ৩২৮ ।

শ্রীরাধা উৎকট বিরহ হেতু যাহা বিলাপ করিলেন তাহা মহাকবি শ্রীভবভূতির দুইটি পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! শ্রীগোবিন্দের বিরহে প্রগাঢ় উদ্বেগ হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছে, কিন্তু শতধা বিভক্ত হইতেছে না, আমার এই ভাগ্যবিহীন দেহ মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু চেতনা পরিত্যাগ করিতেছে না, তাহা হইলে অচৈতন্য হইয়া শান্তি লাভ করিতাম, প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণবিরহ জাত

জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্ ।। ৩২৯ ।। হরিণী ।
ভ্রময় জলদানম্ভোগর্ভান্ প্রমোদয় চাতকান্
কলয় শিখিনঃ কেকোৎকণ্ঠান্ কঠোরয় কেতকান্ ।

স্ফুরতীতি। তথা বিরহ জন্যোঽন্তর্দাহঃ কেবলং তনুং পৈত্তিকজ্বরবজ্জ্বলয়তি নতু ভস্মসাৎ করোতি বিরহস্য দেহাবধিত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ । মর্ম্ম প্রাণপীড়ন স্থানং তৎ ছেত্তুং শীলমস্য এবং ভূতো বিধির্নিয়তিঃ প্রহরতি অর্থান্মর্ম্মস্থানং নতু তত্তন্মর্ম্মাশ্রয়ি জীবিতং কৃন্ততি নাশয়তি মর্ম্মপীড়া সুদুঃসহেতিপ্রসিদ্ধিঃ । অথচ নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপীতি শাস্ত্রবলাৎ স্বয়ং মর্ত্তুং ন শক্নোমীতি খেদঃ ।। ৩২৯ ।।

কালকৃতাং দুরবস্থাং মত্বা বিলপতীত্যাহ ভ্রময়েতি । অকরুণ হে নির্দয়কাল অম্ভোজলং গর্ভে যেষাং তান্ শ্যামবর্ণান্ জলদান্ মেঘান্ ভ্রময় দেশান্তরাদেতৎস্থানং প্রাপয় এবং সর্ব্বত্র । তেন চাতকান্ প্রমোদয় কেকায়াং স্ববাণ্যাং মত্ততয়া উৎকণ্ঠা যেষাং তথা শিখিনো ময়ূরান্ কলয় কুরু । অস্ত্র বিশেষাকারান্ কেতকান্ কেতকপুষ্পাণি কঠোরয় তীক্ষ্নান্ কুরু । সংজ্ঞায়া নাশে এতেন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমসমর্থাঃ অতো মূর্চ্ছাং লব্ধা বিরহিণি জনে সুখিনি সতি পুনরধুনা ব্যথাং ক্লেশজননীংসংজ্ঞাব্যাধিং বিধায় কিমীহসে কিমন্যৎ কর্ত্তুং চেষ্টসে । যদ্বা প্রিয়স্যাদর্শনজন্যাং ব্যথাং বিনোদয়তি বিশেষেণ খণ্ডয়তীতিসতিনুদ খণ্ডনে ধাতুঃ।

হৃদয়দাহ দেহকে কেবল জ্বালা প্রদান করিতেছে মাত্র, কিন্তু জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিতেছে না, এবং মর্ম্মচ্ছেদী নির্দ্দয় বিধাতা আমাকে প্রহার করিতেছে, অর্থাৎ বিরহাস্ত্রাঘাতে আমার হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে, কিন্তু জীবন ছেদন করিতেছে না,(প্রাণে মারিতেছে না ।) ৩২৯ ।

শ্রীরাধা নিজের দুরবস্থা কালকৃত মনে করিয়া বিলাপ করিতেছেন- হে নির্দ্দয়কাল ! জল পূর্ণ শ্যামবর্ণ মেঘগণকে এই ব্রজের মধ্যেই ভ্রমণ করাও, বৃষ্টি ধারায় চাতকগণকে প্রমোদিত কর, মেঘাগমে প্রিয়ামিলনে সমুৎকণ্ঠিত ময়ূরগণকে কেকা রবে শব্দ করাও, বিরহীজনের হৃদয় ছেদনকারী অস্ত্রবিশেষ কেতক পুষ্পকে কঠোর অর্থাৎ তীক্ষ্ণ কর, হে নিষ্ঠুর ! মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া বিরহী জন সামান্য সুখী হইবার বাসনা করিলেও, তুমি পুনরায় সংজ্ঞারূপ ব্যাধি প্রদান করতঃ আর কি

বিরহিণি জনে মূর্চ্ছাং লব্ধা বিনোদয়তি ব্যথা-
মকরুণ পুনঃ সংজ্ঞাব্যাধিং বিধায় কিমীহসে ।। ৩৩০ ।। হরিণী ।

রুদ্রস্য

দৃষ্টং কেতকিধূলিধূসরমিদং ব্যোম ক্রমাদ্বীক্ষিতাঃ
কচ্ছান্তশ্চ শিলীন্দ্রকন্দলভৃতঃ সোঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।

অয়ম্ভাবঃ এতে প্রিয়সঙ্গকালে উদ্দীপকাঃ সন্তঃ সুখদা অসন্ বিরহে পরম দুঃখদা বভুবু রধুনা তু মর্ত্তুকামায়া মম শীঘ্রং প্রাণহরত্বাৎ পরম সুখদা অতস্ত্বং মদ্বাঞ্ছিতং সাধয়েতি ।। ৩৩০ ।।

তাদৃশ জলদাদি দর্শন জাত পরমোদ্বেগবতীমাত্মানং দৃষ্টা দুঃখানুভবন্তীঃ স্বসখীঃ প্রতি বিলপন্তী যদাহ তৎ রুদ্রস্য পদ্যেন দর্শয়তি দৃষ্টমিতি । হে সখ্যঃ ইদং ব্যোম আকাশং ক্রমাৎ বায়ুপ্রেরিতৈরনুক্রমেণ কেতকীপুষ্পাণাং ধূলিভিঃ পরাগৈ র্ধূষরমীষৎপাণ্ডু দৃষ্টং শিলীন্ধ্রাণাং ক্ষুদ্রমৎস্য বিশেষাণাং কন্দলেন মধুরশব্দেন সংভৃতঃ সংযুক্তাঃ কচ্ছান্তাঃ যমুনাদীনাং স্বল্পজল পূর্ণতটাঃ বীক্ষিতাঃ বিলোকিতাঃ কদম্বানিলাঃ কদম্বপুষ্পগন্ধযুক্তা বায়বঃ বিরহিভিরসহ্যা অপি ময়া সোঢ়াঃ । এতান্ প্রিয়স্যোদ্দীপকান্ দৃষ্টা মম দশমীদশা প্রাপ্তিং মত্বা মা বিষীদেত্যাহ অশ্রু সম্বৃণুত সম্বরণং কুরুত মদ্দেহত্যাগ ভয়ং মুঞ্চত । কস্মাদ্ধেতোর্মুধা মিথ্যেবাকুলাঃ স্থ নূনং নিশ্চিতমধুনা বজ্রবৎ ঘটিতা কঠিনাস্মি । অত এতানপি সর্ব্বেষাং কারণভুতান্ ঘনান্ মেঘানপি সহিষ্যে কেবলং যুষ্মদাকুলতা দর্শনেন ম্রিয়মাণাস্মীতিভাবঃ ।৩৩১ ।

করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? অর্থাৎ আমার ন্যায় বিরহিণীকে দুঃখ দিয়া তোমার কিসুখ হইতেছে । ৩৩০ ।

নবীন জলধরাদি দর্শন জাত পরমোদ্বেগবতী শ্রীমতীরাধা সখীগণকে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীরুদ্র পণ্ডিতের পদ্যে লিখিতেছেন- অহো ! প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ বিনা কেতক কুসুম রেণুদ্বারা ধূষর বর্ণ আকাশ, যাহা নায়িকার অনুরাগ বর্দ্ধন করে, সেই আকাশ আমি নিশ্চিত মনে অবলোকন করিলাম, এই রূপে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষের সুমধুর শব্দেরদ্বারা সংযুক্ত যমুনাদি জলাশয়ের অল্পজল পূর্ণ তট সকলও দেখিলাম, যাহা কামীজনের কাম বর্দ্ধন করে । অপর কদম্ব কুসুম সুগন্ধযুক্ত সুশীতল বায়ু যাহা দম্পতীর সম্ভোগজাতপরিশ্রম অপনোদন করে, হে প্রাণসখীবৃন্দ ! প্রাণকৃষ্ণ বিনা আমি এই সকল যখন সহ্য করিলাম, তখন আর

সখ্যঃ সংবৃণুতাশ্রু মুঞ্চত ভয়ং কস্মান্মুধৈবাকুলা
এতানপ্যধুনাস্মি বজ্রঘটিতা নূনং সহিষ্যে ঘনান্ ।। ৩৩১ ।।
শার্দুলবিক্রীড়িতম্ ।

হরিভট্টস্য

সেয়ং নদী কুমুদবন্ধুকরাস্ত এব
তদ্‌যামুনং তটমিদং বিপিনং তদেতৎ ।
তে মল্লিকাসুরভয়ো মরুতস্ত্বমেব
হা প্রাণবল্লভ সুদুর্লভতাং গতোঽসি ।। ৩৩২ ।। বসন্ততিলকম্ ।

পূর্ব্ব বিহার স্থানানি দৃষ্ট্বা তদুদ্দীপকতয়া তানি চানুভূয় বিরহ কাতরা সতী কৃষ্ণমুদ্দিশ্য যদ্বিললাপ তং হরিভট্টস্য পদ্যেন বর্ণয়তি সেয়মিতি যত্র নৌক্রীড়াভূৎ সেয়ং মানসগঙ্গা নদী তথা কুমুদবন্ধোশ্চন্দ্রস্য করাঃ কিরণাস্তে এতে যৈর্বিহারাধাররজন্যো রঞ্জিতা আসন্ ইদং যমুনা সম্বন্ধিতটং তৎ যত্র রাসাদিরভূৎ। এতদ্বিপিনং বনং তৎ যত্র পুষ্প ক্রীড়াদি মল্লিকা পুষ্পস্য সুরভয়ঃ সুগন্ধয়স্তে যৈরুন্মাদিতঃ সা মাং বিনয়েনাসুখয়ৎ । মরুতো বায়বস্তে দক্ষিণভবাঃ এতৎ সর্ব্বমস্তি এব শব্দোঽত্রাবচ্ছেদকার্থঃ কিন্তু হা প্রাণবল্লভ ত্বমেব সুদুর্ল্লভতাং সুষ্টুলভ্যতাং গতোঽসি হা দয়িতেন ত্বয়া অহমাদি বৃন্দাবনপর্য্যন্তং বিস্মরসীতি প্রাণবল্লভস্য তন্নোচিতং কিন্তু শীঘ্রং দর্শনং দেহীতি ভাবঃ ।। ৩৩২ ।।

রোদন করিওনা, অশ্রুমুঞ্চন সম্বরণ কর, আমার মরণের ভয়পরিত্যাগ কর, তোমরা কি জন্য বৃথা ব্যাকুল হইতেছ ? আমি মরণ বরণ করিব না, কারণ আমার এই দেহ বজ্রদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং এই সকল দুঃখ আরও অনেক সহ্য করিতে পারিব । ৩৩১ ।

শ্রীমতী পূর্ব্বের বিহারস্থলী দর্শন করিয়া তথায় বিহার সুখ অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যাহা বিলাপ করিলেন তাহা শ্রীহরিভট্টের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি ! সেই এই মানসগঙ্গা নদী, যে নদীতেআমিপ্রাণপ্রিয়ের সহিত নৌকাবিলাস লীলা করিয়া ছিলাম, সেই এই শরৎ কালীন চন্দ্রের শীতল কিরণ, এই সেই যমুনার মনোরম তটভূমি, এই সেই সুগন্ধযুক্ত কদম্ব বন, সেই এই মল্লিকা পুষ্পের মনোহর সুগন্ধ, সেই এই মৃদু মন্দ সুগন্ধ মলয় পর্ব্বত সম্বন্ধী পবন, এই সকল আমার অতি সুলভ হইয়াছে, কিন্তু হায় প্রাণ বল্লভ ! এই মনোরম ব্রজধামে তুমিই একমাত্র সুদুর্ল্লভ হইয়াছ, কোন রূপে আমরা তোমার অঙ্গ গন্ধও পাইতেছিনা । ৩৩২ ।

তৈরভুক্তস্য

যদুনাথ ভবন্তমাগতং কথয়িষ্যন্তি কদা মদালয়ঃ ।

যুগপৎ পরিতঃ প্রধাবিতা বিকসদ্ভির্বদনেন্দুমণ্ডলৈঃ ।। ৩৩৩ ।। বিয়োগিণী।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাম্-

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।

হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ।।৩৩৪ ।। বিয়োগিনী

আয়াস্যে ইতি তদ্বাক্যং স্মৃত্বা তদাগমনং নিশ্চিত্য সৌৎসুক্যং স্বমনঃ প্রতি যদাহ তৎ তৈরভুক্তস্য পদ্যেন দর্শয়তি যদুনাথেতি । হে যদুনাথ ! প্রসিদ্ধ যদুনামুগ্রসেনাদীনাং সম্প্রতি পালকস্তেষাং সুখং বিধায় অত্রাগতং ভবন্তং দূরতো দৃষ্টা মদালয়ো মৎসুখকামাঃ সহচর্য্যঃ বিকসদ্ভিঃ প্রফুল্লৈর্বদনেন্দুমণ্ডলৈর্বিশিষ্টাঃ সত্যঃ পরিতঃ সর্ব্বতো দিগ্‌ভ্যো ধাবিতাশ্চ সত্যো যগপৎ কদা কথয়িষ্যন্তীত্যন্বয়ঃ। যুদুনাথেতি সম্বোধনেন নন্দাদীনাং যদুত্বাদত্র কদাগত্য এতান্ পালয়িষ্যসীতি ভাবঃ। ৩৩৩।

মহাবিরহেণ ভাবশাবল্যোদয়াৎ কৃষ্ণং প্রতি যদাহ তৎ মাধবেন্দ্রপুরী পাদানাং পদ্যেনানুবর্ণয়তি অয়ীতি । তত্র প্রথমং স্বাপরাধেনাসৌ নৈষ্যতীতি মত্বা পরম দৈন্যোদয়াৎ সকাকুপ্রাহ অয়ীতি কোমলসম্বোধনে মদ্বিধে দীনজনে যা দয়া নিরর্গল করুণা তয়ৈবার্দ্রঃ পরম স্নিগ্ধঃ হে তাদৃশ যদ্যপ্যহং ত্বয্যপরাধিনী তথাপি দয়ার্দ্র চিত্তত্বেন দীনায়ৈ মহ্যং দর্শনং দেহীতি ভাবঃ ।পুনঃ পূতনাদিবধস্মরণেন নির্দয়ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ যে ফিরিয়া আসিব বলিয়াছিলেন শ্রীরাধা তাহা স্মরণ করতঃ ঔৎসুক্য হেতু যাহা বলিলেন তাহা ত্রিহুতদেশ নিবাসী কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে যদুনাথ! যদুবংশীয় উগ্রসেনাদির পালক, তুমি তাহাদের সুখবিধান করিয়া এই ব্রজপুরে আগমন করিলে আমার সকল সখীবৃন্দ এককালে বিধাবিত হইয়া শতদল সদৃশ বিকসিত বদনে "তুমি সমাগত হইয়াছ" এই কথা কবে আমায় বলিবে।৩৩৩

মহাবিরহে ভাবশাবল্যের উদয়হেতু শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের পদ্যে লিখিতেছেন- অয়ি দীন দয়ার্দ্র ! অয়ি কোমল সম্বোধনে, হে কোমলহৃদয় ! তুমি দীন জনের প্রতি অর্থাৎ মাদৃশ বিরহকাতরজনের প্রতি দয়র্দ্র ! অতএব এই দীনাকে একবার দর্শন দাও ।

পুনরায় পূতনাদি বধ দ্বারা অতি নির্দ্দয় মনে করিয়া বলিলেন হে নাথ !

স্ফূর্ত্ত্যা সম্বোধয়তি হে নাথেতি স্ত্রীবধাদিম্বতি নির্দয়ত্বেন তবাস্মাকং ত্যাগো নবিগীত ইতি ভাবঃ। যদ্বা দক্ষিণত্বস্ফূর্ত্ত্যাহ নাথ সর্ব্বজন রক্ষক তাদৃশ স্বভাবং ত্যক্ত্বা অস্মান্ মারয়িতুং কথং মথুরাং গতোঽসি যদ্বা পালনাদি গুণস্ফূর্ত্ত্যাহ হে নাথ ত্বয়া বয়ং বহুশো রক্ষিতাঃ কথমধুনা ত্যক্তুং যোগ্য ইতি পুনর্দৈন্যম্ ।পুন রীর্ষ্যয়া সম্বোধয়তি হে মথুরানাথ ! মথুরানাগরীভির্হৃত চিত্তত্বাৎ কথং গ্রাম্যান্ অস্মান্ রময়িতুম্ আগমিষ্যসীতি । যদ্বা ননু যুষ্মাকমহং সদা পালকঃ মথুরাস্থানাং যাদবাদীনাং সুখং বিধাতুমহং কতি দিনানি তত্র তিষ্ঠামীতি । তত্র সদৈন্যমাহ । হে মাথুরজনপালক! ত্বমস্মাভিঃ কদাবলোক্যসে । ননু সুহৃদাং সুখবিধানানন্তরমেবাগমিষ্যমীতি চেত্তত্র সবৈকল্যমাহ হে দয়িত !প্রাণ তোষক তবালোকো যদদর্শনং তেন কাতরং সৎ হৃদয়ং ভ্রাম্যতি ন স্বাস্থ্যং প্রাপ্নোতি অতঃ কিমহং করোমি দয়িত তয়া তৎ ত্বমেব বদেত্যর্থঃ । ভাবাদীনাং লক্ষণং যথা । মহাশক্তিবিলাসাত্মা ভাবোঽচিন্ত্যস্বরূপভাক্। রত্যাখ্য ইত্যয়ং যুক্তো নহি তর্কেণ বাধিতুম্ । শবলত্বন্তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্ । ইতি । প্রায়স্তত্রৈব মোহনোদয়াৎ সর্ব্বং সম্ভবিতু মর্হতীতি । তথাচ মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষ দশায়াং মোহনো ভবেৎ । যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সূদ্দীপ্তাএব সাত্বিকাঃ । প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতীতি। সম্যখিলক্ষণং যস্য কার্য্যং সঞ্চারি মোহত ইত্যাদি ।। ৩৩৪ ।।

বাল্যকাল হইতে স্ত্রীবধ করিয়া মমতা বিহীন হইয়াছ, সুতরাং আমার ন্যায় সহায় রহিতা নারীকে পরিত্যাগ করিতে তোমার কোন কষ্টই হইবে না ।

অথবা দাক্ষিণ্য স্ফূর্ত্তি হেতু বলিলেন হে নাথ ! সর্ব্বজনরক্ষক ! তুমি সর্ব্বপালকতা স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের বধ করিবার নিমিত্ত কেন মথুরায় গমন করিলে ? পুনঃ ঈর্ষা সহকারে সম্বোধন- হে মথুরানাথ ! মথুরার রূপবতী রসবতী নবীনা নাগরীবৃন্দদ্বারা তোমার চিত্তপূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছে, অতএব আমাদের সমান গ্রাম্য রমণীর সহিত বিহার করিতে ব্রজে আসিবে কেন ।পুনঃ সদৈন্যে বলিলেন হে মথুরানাথ ! কবে তোমাকে অবলোকন কবির, মাথুরজন পালনাবসরে একবার আমাকে দর্শন দাও । হে ব্রজকুমুদসুধাকর ! হে দয়িত জীবনানন্দদায়ক ! তোমার অদর্শনে আমার বিরহকাতর হৃদয় ভ্রমণ করিতেছে, অর্থাৎ ব্রজনিকুঞ্জে তোমাকে না পাইয়া আমি উন্মাদিনী হইয়া অন্বেষণ করিতেছি, হে প্রিয় ! আমি এখন কি করিব বল, তোমাকে সামান্য দর্শনের নিমিত্ত মথুরায় গমন করিব কি ? কিম্বা তোমার বিরহে জীবন বিসর্জন করিব ? অথবা এই বৃন্দাবনের নিকুঞ্জের মধ্যেই অন্বেষণ করিব বলিয়া দাও ।৩৩৪ ।

শ্রীরঘুনাথদাসস্য

আশৈকতন্তুমবলম্ব্য বিলম্বমানা
রক্ষামি জীবমবধির্নিয়তো যদি স্যাৎ ।
নো চেদ্বিধিঃ সকললোকহিতৈককারী
যৎ কালকূটমসৃজৎ তদিদং কিমর্থম্ ।। ৩৩৫ ।। বসন্ততিলকম্ ।

রাঙ্গস্য

চূতাঙ্কুরে স্ফুরতি হন্ত নবে নবেঽস্মিন্
জীবোঽপি যাস্যতিতরাং তরলস্বভাবঃ ।

পুনর্বাহ্য স্ফূর্ত্ত্যা দুরন্ত বিরহমসহমানা স্বমনঃপ্রতিযদাহ তৎ শ্রীরঘুনাথদাসস্য পদ্যেন বর্ণয়তি আশেতি । আয়াস্যে ইতি স্বয়ং প্রতি যদ্বচঃ জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখমিতি ব্রজরাজং প্রতি যদ্বচঃ । আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুত ইত্যুদ্ধবদ্বারা সংপ্রতি যদ্বচ ইত্যাদিনা সুদৃঢ় সৃষ্টা যা আশা সৈবৈকো মুখ্যস্তন্তু স্তদেবাবলম্ব্য মরণে বিলম্বমানা সত্যহং জীবং প্রাণমদ্যাপি রক্ষামি । কিন্তু যদ্যবধিঃ স কালো নিয়তঃ স্যাৎ নিশ্চিতোভবেদিতি বৈকল্যেন কাকুঃ চেদ্যদি আগমনে পুন দীর্ঘকালস্তেন স্বীকৃতঃ স্যাত্তদা সকললোকহিতৈককর্ত্তা বিধির্বিধাতা যৎ কালকূটং বিষমসৃজৎ তৎ প্রসিদ্ধমিদং কিমর্থং তদেব পীত্বা নিশ্চিতং মরিষ্যে ইত্যর্থঃ ।। ৩৩৫ ।।

তদুদ্দীপন বসন্তাদিকমনুভূয় উদ্বেগ বিষাদাভ্যামতিব্যাকুলা সতী স্বগতং যদাহ তৎ রাঙ্গস্য পদ্যেন বর্ণয়তি চূতেতি । অস্মিন্ নবে নবে আম্র মুকুলে মধুভরেণ বিকসতি সতি হন্ত খেদে ততশ্চ ভ্রমরাদিরাবেণ দন্দহ্যমানঃ সন্ জীবো মৎ প্রাণো

জীবন রক্ষা করিয়াছি, কিন্তু যদি তার ব্রজাগমনের কোন বিধি নাই অর্থাৎ যে কোন সময় আসিবে, তাহা হইলে আর কিছুদিন জীবন ধারণ করিব, আর যদি তার আগমনে বিলম্ব হয়, তবে সকল লোকের পরম হিতকারী বিধাতা যে কালকূট নামে এক পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কি নিমিত্ত ? অর্থাৎ ঐ ভীষণ তীব্র কালকূট বিষ পান করিয়া জীবন ত্যাগ করিব । ৩৩৫ ।

কিঞ্চিৎ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া দুরন্ত বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীরাধা যাহা বলিলেন তাহা শ্রীপাদ রঘুনাথদাসের পদ্যে লিখিতেছেন- "সত্যবাদী ব্রজজন পালক শ্রীশ্যামসুন্দর মথুরা যাইবার সময় বলিয়াছিল "আমি অবশ্যই ফিরিয়া

কিন্ত্বেকমেব মম দুঃখমভূদনল্পং
প্রাণেশ্বরেণ সহিতো যদয়ং ন যাতঃ ।। ৩৩৬ ।। বসন্ততিলকম্।

রাঙ্গস্য

প্রথয়তি ন তথা মমার্ত্তিমুচ্চৈঃ সহচরি বল্লবচন্দ্রবিপ্রয়োগঃ ।
কটুভিরসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে দনুজপতের্নগরে যথাস্য বাসঃ ।। ৩৩৭ ।।

পুষ্পিতাগ্রা ।

যাস্যতিতরাং তনুঃ ক্ষীণতাং যাতৈব সাম্প্রতং জীবোপীত্যপেরর্থঃ । যতোঽয়ং তরল স্বভাবঃ। কিন্ত্বেকং মম মহদ্দুঃখমভূৎ যদি যাস্যন্নয়ং প্রাণস্তদা নিজেশ্বরেণ সহিতো ন যাত ইত্যেবকারার্থঃ ।। ৩৩৬ ।।

পুনরন্যস্মিন্ দিনে মথুরায়াং প্রিয়তমস্য সুখাভাবং বিভাব্য মহাতপ্তা সখীং প্রতি যদাহ তৎ রাঙ্গস্য পদ্যেন বর্ণয়তি প্রথয়তীতি । হে সহচরি ! বল্লবচন্দ্রস্য কৃষ্ণস্য বিপ্রয়োগো বিরহো মমোচ্চৈরধিকামার্ত্তিং পীড়াং তথা ন প্রথয়তি বিস্তারয়তি যথা কটুভির্দুঃসহৈরসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে ব্যাপ্তে দনুজপতেঃ কংসস্য নগরেঽস্য মৎ প্রাণনাথস্য বাসো নিবাসঃ পীড়াং বিস্তারয়তীতি অহো অসহ্য দুঃখস্বীকারাদপি তৎ সুখকামতেতি কৃষ্ণানিষ্টপ্রেক্ষণং শঙ্কৈব হেতুঃ জরাসন্ধস্য পুনঃ পুন রাগমনং শ্রুত্বাঽয়ং বিলাপো জ্ঞেয়ঃ ।। ৩৩৭ ।।

আসিব" এই বাক্যকেই সুদৃঢ় আশাতন্তু করিয়া তাহার আসিতে বিলম্ব হইলেও এখন পর্য্যন্ত বসন্তকালীন শোভাদর্শনে পরমোদ্বেগে যাহা কহিলেন তাহা শ্রীরাঙ্গ কবির দুইটি পদ্যে লিখিতেছেন- হায় সখি ! এই নব বসন্ত সমাগমে নব নব আম্র মুকুল বিকসিত হইতেছে, তাহাতে মধুলোভী ভ্রমরের ঝঙ্কার আর সহ্য হইতেছে না, জীব ভ্রমরের ন্যায় অতি চঞ্চল স্বভাব, সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই যাইবে, কিন্তু আমার মনে এই এক মাত্র সুমহৎ দুঃখ যে আমার জীবন প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত গমন করিল না ।৩৩৬ ।

শ্রীরাধা মথুরা বাসে শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া বলিলেন হে সখি ! বল্লব কুল কুমুদচন্দ্রমা প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের দুঃসহ বিচ্ছেদ আমার সেই প্রকার পীড়া বিস্তার করিতেছে না, হায় ! অতিশয় কোপন স্বভাব অসুর সমূহে পরিপূর্ণ দানবরাজকংসের মথুরা নগরে তাঁহার নিবাস করা যে প্রকার পীড়া প্রদান করিতেছে, জানি না প্রাণকান্ত কি ভাবে আছে । ৩৩৭ ।

শ্রীরঘুনাথস্য

প্রসর শিশিরামোদং কৌন্দং সমীর সমীরয়
প্রকটয় শশিন্নাশাঃ কামং মনোজ সমুল্লস ।
অবধিদিবসঃ পূর্ণঃ সখ্যো বিমুঞ্চত তৎকথাং
হৃদয়মধুনা কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং মমান্যদিহেচ্ছতি ।। ৩৩৮ ।। হরিণী

হরিভট্টস্য

নায়াতি চেদ্যদুপতিঃ সখি নৈতু কামং
প্রাণাস্তদীয়বিরহাদ্যদি যান্তি যান্তু।

বিরহাসহ্যত্বান্মরণমেব নিশ্চিত্য প্রলপন্তী স্বসখীং প্রতি যদাহ তদ্রঘুনাথস্য পদ্যেন দর্শয়তি প্রসরেতি । হে শিশিরঋতো কৌন্দং কুন্দপুষ্পভবমামোদং প্রসর বিস্তারয়। হে সমীর বায়ো শৈত্য ! সৌগন্ধ্য মান্দ্যাদি গুণমাত্মানং সমীরয় মমানুভব বিষয়ে ত্বং প্রাপয়েত্যর্থঃ। হে শশিন্ ! চন্দ্র আশাদিশঃ প্রকটয় পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাং দিশি দিশি প্রকাশয়েত্যর্থঃ । বৃন্দাবনে ষড়্তূনামেকদৈব মূর্ত্তিমত্ত্বাৎ । হে মনোজ কন্দর্প সমুল্লসবাণাবলিং নিক্ষিপেত্যর্থঃ । কামং যথেচ্ছমিতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্ । তদৈব বাহ্য জ্ঞানং প্রাপ্যাহ হে সখ্যঃ সোঽবধি দিবসঃ পূর্ণঃ অতস্তস্য নির্দ্দয়স্য কথাং ত্বাং রময়িতুমাগমিষ্যতীতি বাণীং বিমুঞ্চত সৈব ক্লেশ হেতুর্জাতেতি ভাবঃ । অধুনা মম হৃদয়ং কর্তৃ ইহাবস্থায়াং বৃন্দাবনে বা অন্যৎ কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমিচ্ছতীতি মরণাভিপ্রায়ো ব্যঞ্জিতঃ ।। ৩৩৮ ।।

শ্রীশ্যামবিরহিণী শ্রীমতী রাধা বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া মরণ নিশ্চয় করিয়া যাহা কহিলেন তাহা শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসের পদ্যে লিখিতেছেন- হে শিশির ! তুমি কুন্দ কুসুম জাত সুগন্ধ বিস্তার কর, হে সমীরণ ! সুগন্ধযোগে মৃদুমন্দ ভাবে প্রবাহিত হও, হে চন্দ্রমা ! তুমি নিজ শুভ্র কিরণে দিক্ সকল প্রকাশিত কর, হে কন্দর্প ! তুমিও বিরহিজনকে অতিশয় দুঃখ প্রদান করিতে তোমার মোহনাদি বাণসকল নিক্ষেপ করতঃ উল্লাস প্রকাশ কর, হে সখীগণ ! প্রাণনাথ আসার যে অবধি নিশ্চিত দিন তাহাও পূর্ণ হইয়াছে, অপর সেই মিথ্যাবাদীর কথার বিশ্বাস পরিত্যাগ কর, আজ আমার হৃদয় নিশ্চয় কিছু করিতে ইচ্ছা করিয়াছে সুতরাং তাহাই আজ পূর্ণ করিব । ৩৩৮ ।

একঃ পরং হৃদি মহান্ মম বজ্রপাতো
ভূয়ো যদিন্দুবদনং ন বিলোকিতং তৎ।।৩৩৯।। বসন্ততিলকম্।

ষাণ্মাসিকস্য

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।

নানাভাব বৈবশ্যেন সখীঃ প্রতি যদাহ তৎ হরিভট্টস্য পদ্যেন বর্ণয়তি নায়াতীতি। হে সখি! চেদযদি সম্প্রতি যদূনাং পতিঃ কৃষ্ণোঽত্র ন আয়াতি নাগচ্ছতি তদ্ভাবতয়া সুখোদয়শ্চেত্তদা ন এতু আগচ্ছতু মমতু তৎ সুখেনৈব সুখমিতি ভাবঃ। তথা দুঃসহ তদীয় বিরহাৎ হেতোরবধিদিনাৎ পূর্ব্বমেব যদি প্রাণাঃ স্বতো যান্তি তদা যান্তু মরণস্য তদ্ধেতুকত্বেন তৎ প্রাপকত্বাৎ। হা হেত্যুক্ত্বা পুনঃ সমুৎকণ্ঠমাহ হে সখি! মম হৃদি পরং কেবলং একো মহান্ ভূয়ো বজ্রপাতো ভবেৎ তদাহ যদ্‌যস্মান্মরণকালে তৎ সর্ব্বতাপ হরং চন্দ্রবদ্বদনং ময়া ন বিলোকিতম্। বিরহ রূপ একো বজ্রপাতো ভূতএব তেন জীবন্মৃতাস্মি অন্তকালেতু তন্মুখানবলোকনমিতি ভূয়ঃ শব্দার্থঃ।।৩৩৯।।

মৃত্যুস্বীকারাদ্দেহ কারণ ভূতানাং পঞ্চভূতানাং তৎ সঙ্গ প্রাপ্তি তৃষ্ণয়া ধাতারমুদ্দিস্য যদাহ তৎ ষাণ্মাসিকস্য পদ্যেন বর্ণয়তিপঞ্চত্বমিতি। পঞ্চত্বং মৃত্যুং। ভূতনিবহাঃ পৃথিব্যাদয়ঃ স্বাংশে স্বং স্বমংশিনমিত্যর্থঃ। এতদর্থং ধাতারং শিরসা

শ্রীরাধা নানা ভাববিবশতা হেতু যাহা বিলাপ করিলেন তাহা শ্রীপাদ হরিভট্টের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখি! প্রাণকান্ত মথুরায় গমন করিয়া কেবল মাত্র যাদবগণের রক্ষক হইয়াছে, সুতরাং সেই যদুপতি যদি বৃন্দাবনে না আসে, না আসুক, তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক, অপর শ্রীশ্যামচাঁদের বিরহে যদি আমার প্রাণ সকল আমাকে ছাড়িয়া গমন করে তবে তাহারা যথেচ্ছ প্রস্থান করুক, বাধা প্রদান করিব না, হে আলি! আমার হৃদয়ে কিন্তু এই সুমহান ব্রজ্রাঘাত হইতেছে অর্থাৎ বজ্রাঘাতের অধিক দুঃখ হইতেছে, যে এই শেষ সময়ে চন্দ্রবদন আমার প্রাণকোটিপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলাম না।৩৩৯।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধা মৃত্যুকে স্বীকার করিয়া দেহের কারণস্বরূপ পঞ্চভূতের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্তির কামনায় বিধাতাকে প্রার্থনা করিয়া যাহা কহিলেন তাহা শ্রীষাণ্মাসিকের পদ্যে লিখিতেছেন- শ্রীপ্রাণনাথের নির্ম্মম বিরহে আমার শরীর

তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ।। ৩৪০।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

শ্রীশ্রীভগবতঃ

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমা- মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।। ৩৪১।।

বংশস্থবিলম্।

প্রণিপত্য স্ফুটং বরং যাচে প্রার্থয়ামি তত্রাপি স্বাংশ প্রবেশে বরং প্রকাশয়তি, তস্য বাপীষু স্নানজলাধারেষু শরীরকারণং জলং বিশতু এবং সর্ব্বত্র। মুকুরো দর্পণং জ্যোতিরগ্নিঃ ব্যোম আকাশং তদীয় বর্ত্মনি তদ্গমনাগমনস্য পথি ধরা পৃথ্বী তালবৃন্তং ব্যজনং অনিলো বায়ুঃ তদর্পিতস্য দেহস্য তৎ সেবোপযোগি বস্তুষু প্রলয়ো যুজ্যতএব নত্বন্যত্রেতি ভাবঃ। অত্র ভূতানাং ক্রমানুক্তির্বিরহোন্মাদাদিতি জ্ঞেয়ম্।।৩৪০।।

শ্রীরাধায়াস্তাদৃগবস্থাং দৃষ্ট্বা পুরন্ধ্যস্ত্রিয় আহুঃ। অয়ে সরলে কৃষ্ণঃ শঠরাজো লম্পটোঽদ্যাপি ত্বয়া ন বিজ্ঞায়তে যেন তব কুলধর্ম্মাদিকং সর্ব্বং ত্যজিতং কেবলাবশিষ্টঃ প্রাণোঽপি গন্তুং সমুদ্যতঃ অতস্তদাসক্তিং ত্যজেতি তাং প্রতি সা ভাবপ্রাবল্যং দর্শয়ন্তী যদাহ তৎ শ্রীশ্রীভগবতঃ শচীনন্দনস্য পদ্যেন দর্শয়তি

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হউক, এবং পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই শরীরের পঞ্চমহাভূত নিজ নিজ অংশে, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি স্ব স্ব ভাগে মিলিত হউক, তথাপি মস্তকদ্বারা ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে এই বর প্রার্থনা করি যে আমার শরীরের জলীয় অংশ শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘিকায় অর্থাৎ যে সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ স্নান করে সেই সরোবরে জলের সহিত প্রবেশ করুক, আমার দেহের জ্যোতিঃ ভাগ প্রাণনাথের দর্পণে যাহাতে নিজের বদন অবলোকন করে তাহাতে প্রবেশ করুক, এবং যে অঙ্গনে ব্রজপ্রাণ পরিভ্রমণ করে সেই অঙ্গনের আকাশে আমার দেহের আকাশ মিলিত হউক, আমার শরীরস্থ পৃথিবী শ্রীশ্যামসুন্দর যে পথে ভ্রমণ করে, সেই পথে প্রবেশ করুক, এবং ঘর্ম্মাক্ত শ্রীশ্যামসুন্দরের স্বেদ বিনাশ করা হয় যে তালবৃন্তে, সেই তালবৃন্তে আমার দেহের পবন সম্মিলিত হউক, অর্থাৎ মরণের পরেও যেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ আমার লাভ হয়।৩৪০।

"অথ মথুরায়াং যশোদাস্মৃত্যা শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্"

তৈরভুক্তস্য

তাম্বুলং স্বমুখার্দ্ধচর্ব্বিতমিতঃ কো মে মুখে নিক্ষিপে-
দুম্মার্গপ্রসৃতঞ্চ চাটুবচনৈঃ কো মাং বশে স্থাপয়েৎ ।

আশ্লিষ্যেতি। স লম্পটোঽপরাধক্ষমাপনায় পাদরতাং মামাশ্লিষ্য প্রিয়ে কিং করোষীত্যুক্ত্বা আলিঙ্গ্য তিষ্ঠতু স্থিতাদি পদাধ্যাহারেণ্যেক কর্ত্তৃকতেতি ক্ত্বা প্রত্যয়ঃ। ক্রোধেন পিনষ্টু বা তথা দর্শনাৎ মাং সুখিনীং করোতু অদর্শনাদ্বা মর্ম্মহতাং মর্ম্মস্থানপীড়াযুক্তাং করোতু তথা যথা তথা অনুচিতং পাদগ্রহণাদিকং বিদধাতু স এব তু মৎ প্রাণনাথো ন অপরোঽনাত্মীয় ইত্যতস্তদাসক্তিং কথং ত্যজামীতি ভাবঃ ।। ৩৪১ ।।

অথ যস্যা যাদৃশ জাতীয়ঃ কৃষ্ণে প্রেমাভ্যুদঞ্চতি । তস্যাং তাদৃশ জাতীয়ঃ স কৃষ্ণস্যাপ্যুদীয়ত ইত্যুপলক্ষণ তয়া প্রবাসে বিপ্রলম্ভেঽস্মিন্ দশাস্তাস্তা হরেরপীতি

শ্রীরাধার চরম অবস্থা দেখিয়া সখীগণ বলিলেন অয়িসরলে ! শ্রীকৃষ্ণ লম্পট শঠরাজ ও বঞ্চক, তাহার লাম্পট্যাদি দোষ জানিয়া ও তুমি নিজের কুলধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়াছ এখন জীবন ও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তথাপি তুমি তাহার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতেছ না ? তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা নিজের যে নিষ্ঠাপ্রকট করেন, তাহা ভগবান শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গদেবের পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখীগণ ! আমি আমার প্রাণার্ব্বুদ কোটি নির্ম্মঞ্ছিত চরণারবিন্দ ব্রজযুবতীরমণ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত চরণানুরাগিণী, মনে হয় আমার কোন অপরাধ নিশ্চয়ই হইয়াছে, তাহা ক্ষমা যাচনার নিমিত্ত শ্রীচরণতলে নিপতিতা আমাকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক "হে প্রিয়ে এ কি করিতেছ ? বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করুক, অথবা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া " আমি রাজকুমার ব্রজযুবরাজ আমার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিও না " এই ভাবিয়া পদদ্বারা আমাকে নিষ্পেষিত করুক, কিম্বা কোটিকল্পকাল আমাকে দর্শন না দিয়া মর্ম্মহতা অর্থাৎ প্রাণসন্ধিস্থানে মহতী পীড়াই প্রদান করে করুক, সেই লম্পট ব্রজরাজকিশোর যাহা ইচ্ছা তাহাই আচরণ করুক, হে সখীগণ ! আমার কায় মনোবাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চয় এই যে সেই শ্রীকৃষ্ণই আমার প্রাণনাথ জীবনোপায়, অন্য কেহ নহে, সুতরাং আমি কোনপ্রকারেই তাহার আসক্তি পরিত্যাগ করিব না, তাহাতে আমার যাহা হইবার হউক । ৩৪১ ।

এহ্যেহীতি বিদূরসারিতভুজঃ স্বাঙ্কে নিধায়াধুনা
কেলিস্রস্তশিখণ্ডকং মম পুনর্ব্যাধূয় বধ্নাতু কঃ ।। ৩৪২।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

দশা চ ব্রজবাসিমাত্রেষু বিশেষতঃ শ্রীযশোদাদিষু তত্রাপি শ্রীরাধাদিষু প্রেমবতোঽবিচিন্ত্য মহাশক্তেঃ সর্ব্বরসাশ্রয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি বিরহাবস্থাং বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে অথেত্যাদি । তত্র যশোদাদেস্তু বাৎসল্য রতিঃ প্রৌঢ়া নিসর্গতঃ প্রেমবৎ স্নেহবৎ ভাতি কাদাচিৎ কিল রাগ বদিতি দিশা স্বস্মিন্নতি স্নেহবতীং যশোদাং স্মৃত্বা তত্রাপি তস্যাঃ স্ববিরহেণ দুরন্ত দশাং শ্রুত্বা চ একদা বিবিক্তে বসন্ যথা বিললাপ তৎ তৈরভুক্তস্য পদ্যেন বর্ণয়তি তাম্বুলমিতি । স্বমুখেনার্দ্ধং চর্ব্বিতং তাম্বূলং তস্মাদ্বহিষ্কৃত্য মম ইতো মুখে যস্মিন্ পূর্ব্বং তয়া নিক্ষিপ্তং তত্রাত্র কো নিক্ষিপেৎ । তথা খেলয়া উন্মার্গ প্রসৃতমুৎপথগামিনং মাং চাটুবচনৈঃ প্রিয়বচনৈঃ বশে স্থাপয়েৎ । তথা গোষ্ঠাদাগতং মাং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা বা হে লাল্য হে বৎস এহি এহীত্যুক্ত্বা বিদূরং প্রাপ্য সারিতৌ প্রসারিতৌ ভুজৌ যেন তাদৃশঃ সন্ স্বাঙ্কে ক্রোড়ে নিধায় উপবেশ্য ক্রীড়ায়াং স্রস্তং স্খলিতং শিখণ্ডকং ব্যাধূয় শ্লথীকৃত্য পুনঃ কো বধ্নাত্বিত্যন্বয়ঃ । অধুনেতি পদং সর্ব্বত্র যোজ্যং ক ইতি পুংলিঙ্গনির্দেশো মুখ্যলালকত্বাভিপ্রায়েণেতি জ্ঞেয়ঃ ।। ৩৪২ ।।

"মথুরায় জননী ব্রজেশ্বরী যশোদাকে স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাক্য"

শ্রীরাধাদি ব্রজবাসীগণের যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণবিরহ অতিশয় তীব্রতম , সেই প্রকার মথুরানগরনিবাসী শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রজবাসীগণ বিরহ তাহা ত্রিহুতনিবাসী কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হায় ! অনন্ত বাৎসল্যময়ী জননী যশোদা ভিন্ন এই মথুরায় স্বীয় মুখ হইতে উদ্‌গারিত করিয়া অর্দ্ধ চর্ব্বিত তাম্বুল আমার মুখে কে নিক্ষেপ করিবে, আমি শৈশব চাপল্য বশতঃ খেলার সময় বিপথগামী হইলে অতিশয় মধুর প্রিয় বাক্যদ্বারা কে বা আমাকে বশীভূত করিয়া নিজের নিকটে রক্ষা করিবে, অহো! এই মথুরায় এখন পিতা মাতা রহিত স্থানে কে বা "হে বৎস ! হে কুল কুমুদ চন্দ্র ! এস, এস, সত্বর আমার ক্রোড়ে আরোহণ কর " বলিয়া দূর হইতে বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া নিজের ক্রোড়ে বসাইয়া আমার ক্রীড়া ক্রমে পরিভ্রষ্ট শিখণ্ডশোভী চূড়াটি শিথিল করতঃ পুনর্ব্বার যথাস্থানে সুন্দর ভাবে বন্ধন করিয়া দিবে । ৩৪২ ।

অথ শ্রীরাধাস্মৃত্যা হরের্বাক্যম্

তৈরভুক্তস্য

যদি নিভৃতমরণ্যং প্রান্তরং বাপ্যপান্থং
কথমপি চিরকালং পুণ্যপাকেন লপ্স্যে।
অবিরলগলদস্রৈর্ঘর্ঘরধ্বানমিশ্রৈঃ
শশিমুখি তব শোকৈঃ প্লাবয়িষ্যে জগন্তি ।। ৩৪৪।। মালিনী ।

সময়ান্তরে দিব্যোন্মাদপর্য্যন্তাং দশাং প্রাপ্তাং রাধাং শ্রুত্বা যদ্বিললাপ তৎ তস্য পদ্যেন বর্ণয়তি যদীতি । তত্র অলৌকিক পদার্থানামচিন্ত্যা শক্তিরীদৃশী । ভাবং তদ্বিষয়ঞ্চাপি যা সহৈবপ্রকাশয়েদিত্যুক্তদিশা সম্যক্ তদ্রূপস্ফূর্ত্ত্যা সম্বোধয়ন্নাহ হে শশিমুখীতি । শশিমুখি হে রাধে ! যদ্যহং পুণ্যপাকেন পুণ্যস্য পাকঃ পরিণয়ো অব্যবহিত ফলোৎপত্তি সময়স্তেন নিভৃতমরণ্যং বনং অপান্থং পথিকরহিতং প্রান্তরং দূরশূন্যং পন্থানং বা কথমপি কেনাপি প্রকারেণ চিরকালং ব্যাপ্য লপ্স্যে তদা তব শোকৈর্দেহান্ত ভাবদামরত্বাদতিখেদৈর্বিশিষ্টোঽহং তদ্ধেতুকানি অবিরলানি গলন্তি যান্যশ্রূণি তৈঃ কৃত্বা জগন্তি প্লাবয়িষ্যে কিমুত তত্তৎস্থানম্ । অস্রৈঃ কথম্ভূতৈঃ ঘর্ঘরধ্বানি-মিশ্রৈর্ঘর্ঘরশব্দেন মিলিতৈঃ । অব্যুচ্ছিন্নমহানন্দোঽপ্যেষ প্রেমবিশেষতঃ। অনিষ্টাপ্তেঃ পদতয়া বেদ্যঃ কৃষ্ণোঽস্য চ প্রিয় ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধ্বনুসারেণ শ্রীকৃষ্ণস্য শোকাবিষ্টত্বসম্ভবাৎ । করুণ রসস্যায়তী পরম সুখ বিধায়িত্বাচ্চ রসপোষো জ্ঞেয়ঃ ।। ৩৪৪।।

"শ্রীরাধাকেস্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবাক্য"

শ্রীকৃষ্ণ সময়ান্তরে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ দশা শ্রবণ করিয়া যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহা ত্রিহুতনিবাসী কোন কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে শশিমুখি ! যদি আমি আমার জীবনে কোন পুণ্যের পরিপাক বিশেষ প্রাপ্ত হেতু কোন নির্জ্জন বনভূমি, অথবা একটিমাত্র পথিক রহিত প্রান্তর অর্থাৎ বৃক্ষাদির ছায়া রহিত দীর্ঘপথ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তোমার গভীর শোক সকলের দ্বারা সমুৎপন্ন কণ্ঠের ঘর্ঘর শব্দ মিশ্রিত অবিরল অশ্রু ধারারয় সমস্ত জগৎ পরিপ্লাবিত করিব, ।৩৪৪ ।

উদ্ধবং প্রতি হরের্বাক্যম্

কস্যাচিৎ

বিষয়েষু তাবদবলাস্তাস্বপি গোপ্যঃ স্বভাবমৃদুবাচঃ ।
মধ্যে তাসামপি সা তস্যামপি সাচিবীক্ষিতং কিমপি ।। ৩৪৫।।

গীতি আর্য্যা ।

এবমনুশোচন্ রাধাদীনাং গোপীনাং সান্ত্বনং অবশ্য কর্ত্তব্যমেব তচ্চাতি রহস্যং অতো ন সাধারণ জন সাধ্যং কিন্তু সৎ সচিব সাধ্যমিতি সঞ্চিন্ত্য তাসাং বিরহকাতরঃ সন্ কৃষ্ণঃ উদ্ধবস্য পরম প্রিয়ত্বাত্তৎকরে গৃহীত্বা রহসি রাধাদীনাং সান্ত্বনার্থং বহুবিধ সামবাক্যমুপশিক্ষয়ন্ রাধায়ামেব স্বস্য পরমানুরাগং বোধয়িতুং যদুক্তবান্ তদেব সামাজিকানাং সুখপোষায় বর্ণয়িতু কামো গ্রন্থকার আহ উদ্ধবং প্রতি হরের্বাক্যমিতি । তত্র কস্যাচিৎ পদ্যেন কৃষ্ণস্য ভাববৈশিষ্ট্যং বিষদয়তি বিষয়েষ্বিতি । তাবদিতি বাক্যালঙ্কারে মেদিনীকোষে বিষয় শব্দস্য জনপদ বাচিত্বাত্তস্য চ জনবাচিত্বাচ্চ বিষয়েষু ব্রজজনেষু মধ্যে অবলা অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্য ইতি বাক্যানুসারেণ ব্রজরমণ্যঃ সরল স্বভাবত্বেন মৎ সেবানিষ্ঠত্বাৎ প্রিয়া ব্যাখ্যান্তরন্তু ন রসাবহং তাস্বপি মধ্যে স্বভাবাদেব মৃদু বাক্ যাসাং তা গোপ্যো গোপীজনবল্লভেত্যুক্তদিশা মৎ প্রেয়স্যঃ প্রিয়তরাঃ । আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভিরিতি ব্রহ্মসংহিতাতঃ । বাগিত্যুপলক্ষণং রূপসৌন্দর্য্যাদীনাম্ । তথোজ্জ্বল নীলমণৌ । এতাঃ সর্ব্বাতি- শায়িন্যঃ শোভা সাদ্গুণ্যবৈভবৈঃ । রমাদিভ্যোঽপ্যুরুপ্রেমমাধুর্য্যভর ভূষিতা ইতি । তাসাং গোপীনাং মধ্যে অপি কারাচ্চন্দ্রাবলী দ্বে পার্শ্বেরাধাচন্দ্রাবলীত্য-থর্ব্বোপনিষদঃ । তস্যাঃ সকাশাৎ সা রাধোপনিষদ্গোবিন্দ বৃন্দাবনাদিষু প্রসিদ্ধা রাধা পরম প্রিয়তমা। তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা । মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সীত্যুজ্জ্বলনীলমণৌ তথা বর্ণনাচ্চ। তস্যাং রাধায়াং সাচি বক্রং বীক্ষিতং কিমপীতি প্রণয়েন সম্বলিতত্বাৎ ময়াপি বক্তুং তন্ন শক্যতেঽপিকারাত্তস্য বাম্যতাদয়ঃ। যদনুস্মৃত্যা সদাহং সোদ্বিগ্নচিত্ত আসমিতি ভাবঃ ।। ৩৪৫।।

"উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য"

শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারবিচার পূর্ব্বক শ্রীরাধাদি প্রিয়াগণের সান্ত্বনা প্রদান করা অতি আবশ্যক মনে করিয়া পরম মিত্র শ্রীউদ্ধবের করে ধারণ করতঃ শ্রীরাধার

"উদ্ধবেন রাধায়াং হরেঃ সন্দেশঃ"

কেষাঞ্চিৎ

আবির্ভাবদিনেন যেন গণিতো হেতুস্তনীয়ানপি
ক্ষীয়েতাপি ন চাপরাধবিধিনা নত্যা ন যো বর্দ্ধতে।

এবং রাধায়াঃ সান্ত্বনায় মম ব্রজাগমনং কৃষ্ণস্যাভিপ্রায় ইতি বুদ্ধিচাতুর্য্যেণ জ্ঞাত্বা ময়া কিং কর্ত্তব্যমিতি নিবেদয়ন্তমুদ্ধবং প্রতি হরেঃ সন্দেশোজাত ইতি তং দর্শয়তি অথেতি। তত্র নিরুপাধি প্রেম্নঃ ক্ষয়রাহিত্য জ্ঞাপনেন তাং সান্ত্বয়িতুং যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি আবির্ভাবেতি। যেন প্রেম্না স্বস্যাবির্ভাবদিনে সুবলাদি মুখাৎ ত্বন্নাম শ্রবণমাত্রেণ ত্বয়ি মম প্রেমোদয়াৎ শ্রীপৌর্ণমাস্যাদি দ্বারা কৃষ্ণেতি মন্নাম শ্রবণ মাত্রেণ ময়ি তব প্রোমোদয়াচ্চ স্বোদয়কালে তনীয়ানত্যল্পোঽপি অন্যো হেতু দূত্যাদি কর্ম্ম ন গণিতঃ। অতঃ প্রেম্নো নিরুপাধিত্বং তস্য হ্রাসবৃদ্ধিত্বং নিরাসয়তিময়া বিপক্ষরমণী সঙ্গেন অপরাধ বিধিনা অপরাধ করণেন তব ন ক্ষীয়েত তদুদ্ভব ক্রোধহেতুক মানজন্য নিষ্ঠুর বচনাদিনা মমাপি ন ক্ষীয়েত তথা নুত্যা স্তবেন

প্রতি নিজের পরমানুরাগ বাক্য যাহা বলিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির বাক্যে লিখিতেছেন- হে সখে ! উদ্ধব ! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্থান বা বিষয়ের মধ্যে অবলা অর্থাৎ ব্রজগোপীগণ, সেই ব্রজাঙ্গনা গণের মধ্যে যাহারা স্বভাবতঃ মৃদুভাষিনী, ঐ মৃদুভাষিনী ব্রজরামাগণের মধ্যেও পুঞ্জীভূতলজ্জাস্বরূপা শ্রীমতী রাধা আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্, তাহার প্রেমপূর্ণ বঙ্কিম কটাক্ষ অতিশয় মধুরতম যাহা আমাকে এই মথুরায় সর্ব্বদা উন্মাদ করিতেছে। ৩৪৫।

"শ্রীউদ্ধবের দ্বারা শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ"

শ্রীমতীরাধিকার সান্ত্বনার জন্যই আমার ব্রজে গমন কিন্তু আমি ব্রজে গমন করিয়া কি প্রকারে তাহাকে শান্ত করিব ? এই প্রকার নিবেদনকারী উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে সখে উদ্ধব ! ব্রজে গমন করিয়া শ্রীপ্রাণেশ্বরীকে তুমি বলিও আমার জন্মদিনে মাতৃদেবীর সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া নন্দীশ্বরে আগমন করিলে প্রাণসখা সুবলের নিকট তোমার পরিচয় পাইয়া তোমার প্রতি আমার যে নিরুপাধি প্রেম উদয় হইয়াছিল, তাহার যৎ সামান্যও কোন কারণ ছিল না, অর্থাৎ কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তোমার সহিত আমার প্রেম হয় নাই। কোন কারণ বা হেতু গণনা না করিয়াই প্রেমোদয়

পীযূষপ্রতিবেদিনস্ত্রিজগতাং দুঃখদ্রুহঃ সাম্প্রতং
প্রেম্ণস্তস্য গুরোঃ কথং নু করবৈ বাঙ্‌নিষ্ঠতালাঘবম্ ?।। ৩৪৬।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

কেশবভট্টাচার্য্যস্য

আস্তাং তাবদ্‌বচনরচনাভাজনত্বং বিদূরে
দূরে চাস্তাং তব তনুপরীরম্ভসম্ভাবনাপি ।

মৎ কর্ত্তৃক বিনয় বচনেন ত্বৎ কর্ত্তৃক মদগুণ বর্ণনেন চ যো ন বর্দ্ধতে অতএব তস্য পরমা স্বাদ্যত্বং দুঃখহরত্বঞ্চদর্শয়তিপীযূষ প্রতিবেদিনোঽমৃতং ন্যক্ কৃত্যা স্বাদ বিশেষ ভাজ ইত্যর্থঃ । নিস্যন্দেন মুদা সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচন ইতি বিদগ্ধমাধবাৎ । তথা বয়োঃ প্রেমাণং শ্রুত্বা বর্ত্তমানানাং ত্রিজগতাং দুঃখায় দ্রুহ্যতীতি তস্য কিমুত আবয়োরিত্যর্থঃ । হিতোপদেষ্টৃতাং দর্শয়তি গুরোস্তব মম চ সুখাপ্তয়ে মনস উপদেষ্টুঃ। এবম্ভূতস্য তস্যাদ্য বাঙ্‌নিষ্ঠতা লাঘবং বাচা করণেন নিষ্ঠা ইয়ত্তা যস্য তত্তয়ালাঘবং লঘুতাং ত্বয়ি মমৈতন্মাত্রং ময়ি চ তবৈতন্মাত্রমিতি কিং কেন প্রকারেণ সাম্প্রতং তদহং করবৈ গুরোর্লঘুতা কদাপি ন কর্ত্তব্যা অত স্ত্বয়াপি স পূর্ব্ববন্মাননীয়োঽস্ত্বিতি ভাবঃ ।। ৩৪৬।।

পুনঃ স্বাপরাধ মার্জ্জনার্থং স কাকু যদাহ তৎ কেশবভট্টাচার্য্যস্য পদ্যেন জ্ঞাপয়তি আস্তামিতি । মম তাবত্তবৈবাহমিত্যাদি বচন রচনায়া ভাজনত্বং পাত্রত্বং বিদূরে আস্তাং বিধিবশেন তস্য বিপরীত ফলোদয়াৎ । তথা তব তনোরালিঙ্গনস্য

হয় । এবং শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীর নিকটেআমার নাম মাত্র শ্রবণ করিয়াই আমাব . প্রতি তোমার তাদৃশ প্রেমোদয় হয় । তোমার সেই প্রেম আমার শত অপরাধ বিধি দ্বারাও ক্ষয় হয় না, অর্থাৎ বিপক্ষরমণী সম্ভোগাদি অপরাধাদিতে তোমাকর্ত্তৃক মৎ প্রতিদুর্জ্জয়মান, নিষ্ঠুর বচন, তিরস্কারাদি দ্বারা বিনাশ হয় না, এবং নমস্কারাদিদ্বারাও যাহাবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ আমা কর্ত্তৃক মানাবসরে শত শত প্রণিপাতাদি দ্বারাও সামান্য ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না ।তথা আমাদের এই উভয়ের প্রেম ত্রিজগতে পরমাস্বাদ্য অমৃত তুল্য, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনাশ কারী, ওহে উদ্ধব ! শ্রীমতীর সেই গুরুতর প্রেম বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিয়া কি প্রকারে লঘুতা করিব ? অর্থাৎ আমার প্রতি তোমার এই প্রকার প্রেম, তোমার প্রতি আমার এই রূপ প্রেম এই ভাবে কেবল মাত্র বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিয়া তাহার লঘুতা কি প্রকারে করিব। ৩৪৬ ।

ভুয়োভূয়ঃপ্রণতিভিরিদং কিন্তু যাচে বিধেয়া
স্মারং স্মারং স্বজনগণনে কাপি রেখা মমাপি ।। ৩৪৭ ।।

মন্দাক্রান্তা।

"অথ বৃন্দাবনং গচ্ছত উদ্ধবস্য বাক্যম্"

দশরথস্য

ইয়ং সা কালিন্দী কুবলয়দলস্নিগ্ধমধুরা
মদান্ধব্যাকূজত্তরলজলরঙ্কুপ্রণয়িনী ।

সম্ভাবনা মমাকৃতজ্ঞতা প্রকাশনেনাবিশ্বসনীয়ত্বাৎ দূরে অস্তু চেদাস্তাং অত্রাভ্যনুজ্ঞার্থোঽপি শব্দঃ। তদা কিং কথয়সি অত্রাহ কিন্তু ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিঃ কৃত্বা ইদং বক্ষ্যমাণমহং যাচে অধীনত্বেন মাং স্মারং স্মারং স্মৃত্বা স্মৃত্বা স্বজনানা-মাত্মীয়জনানাং গণনে কৃষ্ণোঽপি মদীয়োঽস্তীতি মমাপি কাপি অনাদরোদ্ভবাপি রেখা বিধেয়া । ত্বদীয়ত্বেনৈব প্রসিদ্ধে ময়ি উদাসীনতাং মা ভজেতি সন্দেশ মর্ম্ম জ্ঞেয়ম্ । ভূয়োভূয়ঃ প্রণতিভিরিত্যনেন কাতর্য্যাতিশয়ং বোধয়তীতি দিক্ ।। ৩৪৭ ।।

তাদৃশং সন্দেশমাদায় ব্রজং গচ্ছত উদ্ধবস্য কৃত্যং দর্শয়িতুং প্রকরণমারভতে অথেতি। তত্র স্বম্প্রতি ভগবতা যদ্যদুক্তমুদ্ধবস্তত্তদেবানুভূয় স্বগতং যদাহ তৎ দশরথস্য পদ্যেন বোধয়তি ইয়মিতি । পুরা যস্যাস্তীরে গোপীভিঃ সহ

শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় কাতর হইয়া নিজের অপরাধ মার্জনা করিবার নিমিত্ত কাকুবাক্যে শ্রীউদ্ধবকে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীকেশবাচার্য্যের পদ্যে নিবেদন করিতেছেন- হে সখে ! তুমি শ্রীমতী প্রাণপ্রিয়াকে বলিবে- হে প্রিয়ে ! তোমার বিষয়ে বাক্যালাপের কথাও দূরে অবস্থান করুক, অর্থাৎ আমি তোমারই অন্যের নহি, কেন না কোন দিন তোমার নিকটে উপস্থিত হইব" এইরূপ বাক্য রচনা করিবার পাত্র আমি এজীবনে হইব না, এবং তোমার শরীর আলিঙ্গন করিবার সম্ভাবনাও অতিদূরে থাকুক, অর্থাৎ আমার বিরহ তাপ তপ্তা তোমাকে পরিরম্ভণ করিয়া তাপরহিতা করিব তাহার সম্ভাবনাও এজীবনে করি না কিন্তু বারম্বার তোমার শ্রীচরণযুগলেপ্রণতি দ্বারা তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি যখন স্মরণ করিয়া নিজ পরিকর গণের গণনা করিবে তখন ঐ গণনার মধ্যে আমারও একটা রেখা দিবে,অর্থাৎ কৃষ্ণ নামে এক জন আমার নিজজন আছে এইরূপ মনে করিয়া গণনার মধ্যে আমার নামে একটিঅঙ্ক প্রদান করিবে ।৩৪৭।

পুরা যস্যাস্তীরে সরভসসতৃষ্ণং মুরভিদো
গতাঃ প্রায়ো গোপীনিধুবনবিনোদেন দিবসাঃ ।। ৩৪৮।। শিখরিণী

সর্ব্বানন্দস্য

পুরেয়ং কালিন্দী ব্রজজনবধূনাং স্তনতটী-
তনূরাগৈর্ভিন্না শবলসলিলাভূদনুদিনম্ ।

নিধুবনবিনোদেন সুরতব্যাপারানন্দেন মুরভিদঃ কৃষ্ণস্য দিবসাঃ সরভস সতৃষ্ণং যথাস্যাত্তথা প্রায়ো বাহুল্যেন গতাঃ সেয়ং কালিন্দী যমুনা ময়াধুনা দৃষ্টা অহো ভাগ্যমিতি। সা কিম্ভূতা কুবলয়ানাং পদ্মানাং দলানি যত্র সাচা সৌ স্নিগ্ধমধুরাচেতি। পুনঃ কীদৃশী মদেন অপ্রাকৃত যমুনাজল বিহার জাত হর্ষেণ অন্ধা বিহারাবিষ্টত্বাদন্য ক্রিয়া রহিতাস্তেচ তে ব্যাকুজন্তো মত্তত্ত্বয়া মনোহরং শব্দায়মানাশ্চ তে তরলা বিহারবশেন পরস্পরং চঞ্চলাশ্চেতি এবম্ভূতা যে জলরঙ্কবঃ পক্ষিবিশেষাস্তেষাং প্রণয়ো বিদ্যতেঽস্যামিতি তাদৃশী অন্যত্র তাদৃশ সুখাভাবাদিতি ভাবঃ । সরভস সতৃষ্ণমিতিতু শ্রীকৃষ্ণেচ্ছয়া উদ্ধবে স্ফোরিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৩৪৮।।

বিহারে শ্রীকৃষ্ণস্য লালসয়া যাসাং দিবসাঃ সুখেন গতাস্তাসাং বিরহজ দুঃখস্ফূর্ত্ত্যা স্বয়মপি পরম দুঃখী সন্ স্বগতং যদাহ তৎ সর্ব্বানন্দস্য পদ্যেন বর্ণয়তি পুরেয়মিতি । ইয়ং কালিন্দী পুরা শ্রীকৃষ্ণাবস্থিতিকালে ব্রজজন বধূনাং স্তনতটীষু যাস্তন্বো বিরলা মৃগমদলিখিতাঃ শ্যামরাগাস্তৈরণুদিনং শবলং মিশ্রং জলং

"শ্রীবৃন্দাবনগমন কারী শ্রীউদ্ধবের বাক্য"

সন্দেশ লইয়া ব্রজগমনকারী উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন পথে তাহা অনুভব করিয়া শ্রীউদ্ধব মনে মনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রীদশরথের পদ্যে বলিতেছেন- যাঁহার জল নীল পদ্মের সদৃশ শ্যামবর্ণ শীতল ও সুমধুর, যিনি যৌবনমদে মদান্ধ সুতরাং শব্দায়মান জলচর পক্ষিবিশেষের অতিশয় প্রণয়িণী, যে কালিন্দীর তীরে পূর্ব্বকালে অতিশয় হর্ষসহকারে তৃষ্ণার সহিত প্রেমোন্মত্তা ব্রজগোপীগণের সহিত সুরত ক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণের দিন সকল অতিবাহিত হইয়াছিল, অহো ! ভাগ্য অদ্য সেই শ্রীকালিন্দীকে দর্শন করিলাম ।৩৪৮।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাস সময়ে যাঁহাদের দিনগুলি অতিশয় সুখে কাটিয়াছিল, তাঁহাদের বিরহ দুঃখ স্ফুর্ত্তির দ্বারা উদ্ধব নিজেই পরম দুঃখী হইয়া, মনে মনে যাহা বলিতেছেন তাহা শ্রীসর্ব্বানন্দের পদ্যে বর্ণন করিতেছেন-অহো ! এই সেই যমুনা,

অহো তাসাং নিত্যং রুদিতগলিতৈঃ কজ্জলজলৈ-
রিদানীং যাতেঽস্মিন্ দ্বিগুণমলিনাভূন্মুররিপৌ ।। ৩৪৯।। শিখরিণী।

মোটকস্য

ইদং তৎ কালিন্দীপুলিনমিহ কংসাসুরভিদো
যশঃ শৃণ্বদ্বক্ত্রস্খলিতকবলং গোকুলমভূৎ ।
ভ্রমদ্বেণুক্বাণশ্রবণমসৃণোত্তারমধুর-
স্বরাভির্গোপীভির্দিশি দিশি সমুদ্ঘূর্ণমনিশম্ ।। ৩৫০।। শিখরিণী ।

যস্যাস্তাদৃশী সতী ভিন্না পূর্ব্বশ্রোতসঃ পৃথগ্ভূতা অভূৎ । ইদানীং মুররিপৌ যাতে সতি অহো খেদেঽস্মিন্ ব্রজসীম্নি বিয়োগিনীনাং তাসাং নিত্যং রুদিতেন গলিতৈঃ কজ্জলজলৈর্দ্বিগুণ মলিনাভূৎ ইতি বিয়োগে-হাস্যং পরগৃহে যানং সমাজোৎসব দর্শনম্। ক্রীড়া শরীরসংস্কারং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকেতি নিষেধাৎ । কজ্জলধারণন্তু বর্ণসাদৃশ্যাৎ কৃষ্ণাভেদমননেন ধারণাবিচ্ছেদাদিতি ভাবঃ । যদ্বা নিয়তাশ্রুজল-পাতেন নেত্রাণামান্ধ্যত্ব শঙ্কয়া বন্ধুবর্গেণ বলাৎ কৃত্য তত্র যৎকজ্জলং দত্তং তদ্যুক্তজলৈরিত্যর্থঃ ।। ৩৪৯ ।।

মোটকস্য পদ্যেন যমুনাতীর ভাগ্যমনুবর্ণয়তি ইদমিতি । যৎ শ্রীকৃষ্ণ মুখাৎ শ্রুতং তদিদং কালিন্দীপুলিনং ইহ অস্মিন্ সুবলাদি মুখাৎ তস্য যশঃ শৃণ্বৎসৎ গোকুলং গবাং সমূহঃ বক্ত্রাৎ স্খলিতং কবলং গ্রাসো যস্য তথাভূতমভূৎ অহো ব্রজস্থ প্রাণিনাং প্রেমসৌভাগ্যমিতি । তথা অত্র শ্রীকৃষ্ণেন বাদিত তয়া ভ্রমন্ যো বেণু ক্বাণোবেণুধ্বনিস্তস্য শ্রবণেন মসৃণা স্নিগ্ধা । অথ চোদ্গতা তারা তারকা

পূর্ব্বে যিনি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাস কালে শ্রীরাধাদি গোপবনিতাদিগের স্তনতটের চন্দন কুঙ্কুম গোরচনা মৃগমদাদি অঙ্গরাগ দ্বারা মিশ্রিত হইয়া প্রতিদিন শ্যামল বর্ণা হইতেন, এবং পূর্ব্বশ্রোত হইতে ভিন্নবর্ণা হইতেন । হায় কি আশ্চর্য্য ! সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করায় সেই গোপ বনিতাগণের রোদন জাত অশ্রু বিগলিত কজ্জল ধৌত জল দ্বারা দ্বিগুণ মলিনা হইয়াছেন ।৩৪৯ ।

শ্রীউদ্ধব শ্রীমোটক নামা কবির পদ্যে শ্রীযমুনাতীরের সৌভাগ্য বর্ণনা করিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে রমণীয় কালিন্দী পুলিনের কথা শ্রবণ করিয়াছি তাহা এই, কারণ এই পুলিনেই সুবলাদি সখাগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের যশ শ্রবণ করিয়া গোসকলের বদন হইতে তৃণের গ্রাস স্খলিত হইয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিনাদিত

কস্যচিৎ

তাভ্যো নমো বল্লভ বল্লভাভ্যো যাসাং গুণৈস্তৈরভিচিন্ত্যমানৈঃ ।
বক্ষঃস্থলে নিঃশ্বসিতৈঃ কদুষ্ণৈ- র্লক্ষ্মীপতের্ম্লায়তি বৈজয়ন্তী ।। ৩৫১ ।। ইন্দ্রবজ্রা

ব্রজদেবীকুলং প্রত্যুদ্ধববাক্যম্

কস্যচিৎ

বিয়োগিনীনামপি পদ্ধতিং বো ন যোগিনো গন্তুমপি ক্ষমন্তে ।
যদ্ধ্যেয়রূপস্য পরস্য পুংসো যূয়ং গতা ধ্যেয়পদং দুরাপম্ ।। ৩৫২ ।। উপজাতিঃ।

যাসাং তাশ্চ তা মধুরস্বরাশ্চেতি তাভির্গোপীভির্দিশি দিশি কস্যাং কৃষ্ণোঽস্তি যস্যা অয়ং ধ্বনি রুদিতইতি প্রতিদিশমনিশং সমুদ্ঘূর্ণং গোপ্য উদ্ঘূর্ণ ভাবান্বিতা বভূবুরিতি ভাবঃ ।। ৩৫০ ।।

নমোঽস্তু । শ্রীরাধাদীনাং নামানুক্তিরতি দৈন্যেন । তা গুণৈর্বিশিনষ্টি যাসামিতিতৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ স্বতোষণাদিভিরভিসর্ব্বতোভাবেন চিন্ত্যমানৈর্গুণৈরুপ-লক্ষিতস্য লক্ষ্মীপতেঃ সর্ব্ব শোভাশ্রয়স্য কৃষ্ণস্য তাসাং বিরহাৎ কদুষ্ণৈ-র্নিশ্বাসৈর্বক্ষঃস্থলে স্থিতাপি নিত্য কোমলা বৈজয়ন্তী মালা ম্লায়তি ম্লানং প্রাপ্নোতি বর্ত্তমানপ্রায়ে লট্ । অহো এবম্ভূতা গুণা এতা অতঃ সদা নমস্যা এবেতি ।। ৩৫১ ।।

এবং ক্রমাৎ গোপীসমাজং প্রাপ্য স্বভাগ্যং মন্যমানস্তাসাং দাস্যং সাক্ষাৎ কর্ত্তুমিচ্ছন্ তং পরম দুর্লভং মত্বা প্রণামায় সমুদ্যতঃ সন্ যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি তাভ্য ইতি। তাভ্যো বল্লবস্য ব্রজরাজকুমারস্য বল্লবাভ্যো দয়িতাভ্যো মুনয়োবয়ঞ্চেত্যুক্তেঃ । তস্মাদ্যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম

বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিশয় স্নিগ্ধাও উত্তারনয়না মধুরস্বরা ব্রজগোপীগণ বেণুধ্বনি কোথায় হইতেছে" বলিয়া নিরন্তর উদ্ ঘূর্ণভাবান্বিতা হইয়াছিলেন, অহো! সেই এই যমুনা পুলিন । ৩৫০ ।

শ্রীমানুদ্ধব এই ভাবে ব্রজদর্শন করিয়া ক্রমে শ্রীরাধাদি গোপীসমাজ প্রাপ্ত হইয়া, নিজের পরমসৌভাগ্য মনে করিয়া ব্রজযুবতীগণকে প্রণাম করিতে বাসনা করিয়া যাহা বলিতেছেন তাহা অজ্ঞাতনামা কোন কবির পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- সেই ব্রজরাজ কুমারবরের দয়িতাবৃন্দকে নমস্কার করি, যাঁহাদের গুণগন চিন্তা করিয়া ঈষৎ উষ্ণ নিশ্বাস দ্বারা সর্ব্বশোভাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল স্থিতা বৈজয়ন্তী মালা ম্লান হইতেছে । ৩৫১ ।

উদ্ধবে দৃষ্টে সখীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্

রামচন্দ্রদাসস্য

কল্যাণং কথয়ামি কিং সহচরি স্বৈরেষু শশ্বৎ পুরা
যস্যা নাম সমীরিতং মুররিপোঃ প্রাণেশ্বরীতি ত্বয়া।

এবমগ্রে ব্রজদেবীকুলং প্রণম্য তাঃ প্রতি সন্দেশসারং যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি বিয়োগিনীনামিতি। বিয়োগঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহস্তদ্বতীনাং বোযুষ্মাকং পদ্ধতিং তত্র মনঃ সংযোগমপি সম্ভাবনায়াং কিমুত সংযোগবতীনামিতি যোগিন ইতি বহুত্ব নির্দ্দেশেন কর্ম্মযোগি জ্ঞানযোগি ভক্তি যোগিনো জনা অপি গন্তুং ন ক্ষমন্তে ন সমর্থা ভবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা তে গন্তুমপি কিমুতাচরিতুং শ্লেষেণ বিশিষ্টো যোগঃ প্রেমসেবা সোঽপি বিদ্যতে যাসাং তাসাং যুষ্মাকং পদ্ধতিং লাভং সম্যগ্ভগবৎ প্রাপ্তি রূপং যোগিনো ভগবদ্ধ্যান পরা অপি গন্তুং প্রাপ্তুং ন ক্ষমন্তে কিমুতান্যে। অতো ভবত্যএব সর্ব্বেষামেব পরম শ্রেষ্ঠাঃ। এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তিযদ্ভবভিয়ো মুন য়োবয়োবয়ঞ্চেত্যুক্তেঃ। তস্মাদ্যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্ ইত্যনুসারেণ তাসু ভগবতঃ পরমাবেশং বণয়তি যূয়মিতি। যৎ বৈর্যোগিভিঃ পূর্ব্বোক্তৈর্ধ্যেয় রূপস্য পরস্য সাম্যাতিশয় রহিতস্য পুংসো নরাকৃতি পরব্রহ্মণঃ কৃষ্ণস্য দুরাপং দুঃখেন লভ্যং যথাস্যাত্তথা ধ্যেয়পদং চিন্তা বিষয়ত্বং প্রাপ্তাঃ নহ্যেবং ভূতাঃ কেঽপি সন্তীতিভাবঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎ স্ত্রিয়ঃ সৎ পতিং যথেত্যুক্তেঃ যদ্যস্মাৎ ধ্যেয়ং পদং প্রাপ্তাস্তস্মাৎ যোগিনো ন ক্ষমন্তে ইতি বা ব্যাখ্যেয়ম্। কিঞ্চ ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধু কৃত্যং বিবুধায়ুষাপি ব ইতি তদ্বাক্যাৎ যুষ্মাকং স ঋণী আসীৎ অতোঽবিলম্বেনাত্রা গমিষ্যতীতি সন্দেশ সারো জ্ঞেয়ঃ ।। ৩৫২ ।।

"শ্রীব্রজদেবীবৃন্দের প্রতি উদ্ধবের বাক্য"

শ্রীরাধাদি ব্রজবনিতাবৃন্দকে প্রণাম করিয়া শ্রীমানুদ্ধব যাহা বলিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে ব্রজ বনিতাবৃন্দ! আপনাদের সমান শ্রীকৃষ্ণবিয়োগিনীগণের পথে মহাযোগিগণও মনঃ সংযোগ করিতে সমর্থ হইবেন না, কারণ যোগিগণ যে পরম পুরুষ পরংব্রহ্ম নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, আপনারা সেই শ্রীকৃষ্ণের দুরধিগম্য ধ্যানের বিষয় হইয়াছেন।৩৫২।

সাহং প্রেমভিদাভয়াৎ প্রিয়তমং দৃষ্ট্বাপি দূতং প্রভোঃ
সন্দিষ্টাস্মি ন বেতি সংশয়বতী পৃচ্ছামি নো কিঞ্চন ।। ৩৫৩।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

দিব্যোন্মাদাবস্থাং প্রাপ্য রাধা উদ্ধবস্য সন্দেশ বাক্যং ন শ্রুতবতী তদা কাচিৎ সখী জলাদ্যাহরণার্থং গতা সাগত্য রাধাং বোধয়িত্বা মঙ্গলং পপ্রচ্ছ সাতু বাহ্যজ্ঞানোদয়াৎ অগ্রে উদ্ধবং দৃষ্ট্বা তাং প্রতি যদাহ তৎ রামচন্দ্রদাসস্য পদ্যেন বর্ণয়তি কল্যাণমিতি। হে সহচরি ! দূতং ন পৃষ্ট্বা কিং কল্যাণং কথয়ামি প্রশ্নাভাবে স্বয়মেব কারণমূহ্যস্ততে ত্বয়ৈব পুরা মুররিপো ত্বং প্রাণেশ্বরীতি যস্যা মম নাম স্বৈরেষু স্বতন্ত্রেষু বিপক্ষজনেষু পদ্মাদিষু শশ্বৎ সদা সমীরিতং কথিতং সাহং প্রেমাণং কর্ত্তুং ভেত্তুঞ্চ প্রভোঃ পরম স্বতন্ত্রস্য কৃষ্ণস্য প্রিয়তমং দূতং দৃষ্ট্বাপি তস্য প্রেম্নোভিদা ভয়াৎ কিঞ্চন ন পৃচ্ছামি প্রেম ভেদ ভয়ত্বং স্পষ্টয়তি প্রিয়েণ দূত দ্বারা স্ববার্ত্তাং সন্দিষ্টাস্মি নবেতি সংশয়বতী সত্যহমিতি যদি ন সন্দিষ্টা তদা ময়ি প্রেমশূন্যতা প্রকাশেন সদ্যো ম্রিয়ে ইতি ভাবঃ অতো ন কিঞ্চিৎ প্রষ্টুং সমর্থেতি ।। ৩৫৩ ।।

"শ্রীউদ্ধবকে দেখিয়া সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য"

দিব্যোন্মাদময়ী শ্রীরাধা উদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করেন নাই সেই সময়ে কোন সখী আসিয়া শ্রীরাধাকে শান্ত করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলে বাহ্য জ্ঞান প্রাপ্তা শ্রীমতী নিকটে উদ্ধবকে দেখিয়া যাহা বলিলেন তাহা শ্রীরামচন্দ্র দাসের পদ্যে প্রকাশ করিতেছেন- হে সহচরি ! আমার কল্যাণের কথা আর কি বলিব, তুমি স্বয়ং বিচার কর, কারণ তুমি স্বজনগণের মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণ প্রাণেশ্বরী" বলিয়া যাহার নাম আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে, আজ সেই আমি রাধা প্রেম ভঙ্গের ভয়ে প্রাণনাথের দূতকে নিকটে দেখিয়াও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি না, আমার সংশয় এই যে, প্রিয়তম আমাকে কিছু বলিয়াছে কি না, যদি কিছু না বলিয়থাকেন তাহা হইলে আমার প্রতি তাহার প্রেম হীনতা প্রকাশে সদ্য প্রাণ ত্যাগ করিব, তাহাতে প্রাণনাথের দুঃখ হইবে সুতরাং কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি না ।৩৫৩

"অথ শ্রীরাধাং প্রত্যুদ্ধববাক্যম্"

ষষ্ঠীবরদাসস্য

মলিনং নয়নাঞ্জনাম্বুভির্মুখচন্দ্রং করভোরু মা কুরু ।
করুণাবরুণালয়ো হরি- স্ত্বয়ি ভূয়ঃ করুণাং বিধাস্যতি ।। ৩৫৪।।

বিয়োগিণি ।

"অথ উদ্ধবং প্রতি রাধাসখীবাক্যম্"

হরিহরস্য

হস্তোদরে বিনিহিতৈক কপোলপালে-
রশ্রান্তলোচনজলস্নপিতাননায়াঃ ।

স্বসখীং প্রত্যুদিতং রাধাবাক্যং শ্রুত্বা তাং প্রত্যুদ্ধবঃ সহেতুকং সাম বাক্যং যদাহ তৎ ষষ্ঠীবরদাসস্য পদ্যেন দর্শয়তি মলিনমিতি। হে করভোরু !পরম্ সুন্দরি ত্বয়ি তস্য প্রেমা কদাপি ভগ্নো ভবিতুং নার্হত্যতঃ বিষাদাবগলিতৈর্নয়নাঞ্জনজলৈঃ স্বস্য মুখচন্দ্রং মলিনং মা কুরু সকরুণাবরুণালয়ঃ কৃপা সমুদ্রো হরিস্ত্বয়ি ভূয়ঃ পুনঃ করুণাং বিধাস্যতি। যদ্বা ত্বদ্বিচ্ছেদাৎ করুণস্য করুণরসস্যাসম্যক্ সমুদ্রঃ সঃ স্ববিচ্ছেদহেতুক ত্বদ্দুঃখং দূরীকরিষ্যন্নত্রাগত্য ত্বাং পূর্ব্ববৎ সুখয়িষ্যত্যেবেতিমুখচন্দ্রং মলিনং মাকুর্ব্বিতি ।। ৩৫৪ ।।

তদ্বাক্যং শ্রুত্বা ভোঃ সন্দেশহর কৃষ্ণমুখদর্শনং বিনাস্যাঃ কদাপি বাচা সান্ত্বনং ন ভবিতুমর্হত্যভিপ্রেত্য কয়াপি সখ্যা যদুক্তং তৎ হরিহরস্য পদ্যেন স্পষ্টয়তি

"শ্রীরাধার প্রতি উদ্ধবের বাক্য"

নিজ সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্ধব যাহা বলিলেন তাহা শ্রীষষ্ঠী বরদাসের পদ্যে লিখিতেছেন- হে পরম সুন্দরি ! আপনার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কদাপি ভঙ্গ হইবে না ইহা নিশ্চয় জানিবেন, সুতরাং লোচনের অঞ্জন মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ জলদ্বারা আপনার বদনচন্দ্রমা মলিন করিবেন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ করুণার মহাপারাবার, তিনি ব্রজে আগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ আপনাকে সুখী করিবেন ।৩৫৪

"শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীরাধাসখীর বাক্য"

শ্রীউদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীললিতা বলিলেন হে সুখকরসন্দেশ হর! কেবল বাক্যের দ্বারা শ্রীমতীকে সান্ত্বনা প্রদান করা সম্ভব নহে, কারণ তাঁহার দশা

প্রস্থানমঙ্গলদিনাবধি মাধবস্য
নিদ্রালবোঽপি কুত এব সরোরুহাক্ষ্যাঃ ।। ৩৫৫।। বসন্ততিলকম্ ।

তস্যৈব-
নিশ্চন্দনানি বণিজামপি মন্দিরাণি
নিষ্পল্লবানি চ দিগন্তরকাননানি ।
নিষ্পঙ্কজান্যপি সরিৎসরসীকুলানি
জাতানি তদ্বিরহবেদনয়া ন শান্তম্ ।। ৩৫৬ ।। বসন্ততিলকম্

হস্তোদর ইতি । মাধবস্য প্রস্থান মঙ্গলদিনাবধি সরোরুহাক্ষ্যা রাধায়া অন্যাসাং যত্নেনাপরিহার্য্যা যা নিদ্রা তস্যা লবোঽত্যল্পোঽপি কুতএব । অত্র সপ্তম্যাস্তসি তদ্দিনাবধি রাত্রাবপি নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ । কথম্ভূতায়াঃ স্বদশা চিন্তয়া হস্তস্যোদরে মধ্যভাগে বিনিহিত একস্য কপোলস্য পাণিঃ ক্রোড়ো যয়া তস্যাঃ । তথা খেদাতিশয়াৎ অশ্রান্তং যথাস্যাত্তথা লোচনজলৈঃ স্নপিতমার্দ্রীভূতমাননং মুখং যস্যা এবম্ভূতপ্রেমবত্যাঃ কেবলং সাম বাচা সান্ত্বনং ন ভবতীতি ভাবঃ ।। ৩৫৫ ।।

বিরহাগ্নেরৌৎকট্যং সূচয়ন্তী সা যদাহ তৎ তস্যৈব পদ্যেন বর্ণয়তি । নিশ্চন্দনানীতি জাতানীতি সর্ব্বত্রান্বিতানি কার্য্যাণি তাপশান্ত্যর্থং যদ্যপ্যেবমেবং কৃতানি তথাপি কর্দমাদি লিপ্ত পুটপাকবৎ অন্তস্তাপোবর্দ্ধত এবেত্যাহ তদ্বিরহবেদনয়া ন শান্তমিতি তন্মুখ দর্শনাভাবেন যো বিরহস্তজ্জন্যয়া বেদনয়া ন শান্তং ভাবে ক্তঃ সা ন শান্তেত্যর্থঃ। অতো বাঙ্মাত্রেণ ন সান্ত্বনং যদি ত্বং সমর্থঃ স্যাস্তদা তমত্রানয্য দর্শয়েতি ভাবঃ ।। ৩৫৬ ।।

দর্শন কর, বলিয়া যাহা বলিলেন তাহা শ্রীহরিহরের পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- হে বার্ত্তাহর ! যেদিন শ্রীমাধব মথুরায় প্রস্থান করিয়াছে, সেই পরম মঙ্গলময় দিবস হইতে সরোজনয়না রাধা হস্তের মধ্যে একটি কপোল সমর্পণ করিয়া সাতিশয় বিরহ বশতঃ অবিরত লোচন জল দ্বারা বদন মণ্ডল প্লাবিত করিতেছেন, অতএব প্রাণনাথের গমনাবধি তাঁহার নয়নে এক লব কাল মাত্রও নিদ্রাদেবী উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং শ্রীশ্যামসুন্দরের দর্শন বিনা বাক্যমাত্রে সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব নহে । ৩৫৫ ।

শ্রীললিতা শ্রীমতীর বিরহাগ্নির উৎকটতা সূচনা পূর্ব্বক যাহা বলিলেন তাহা শ্রীহরিহরের পদ্যে লিখিতেছেন- হে উদ্ধব ! শ্রীকৃষ্ণ বিরহাগ্নিজাত তাপ শান্তি

রামচন্দ্রদাসস্য

প্রাণস্ত্বং জগতাং হরেরপি পুরা সঙ্কেতবেণুস্বনা-
নাদায় ব্রজসুভ্রুবামিহ ভবান্ মার্গোপদেশে গুরুঃ ।
হংহো মাথুরনিষ্কুটানিল সখে সম্প্রত্যপি শ্রীপতে-
রঙ্গস্পর্শপবিত্রশীতলতনুস্ত্রাতা ত্বমেকোঽহসি নঃ ।। ৩৫৭।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

তদানীমাগতস্য শীতল বায়োঃ স্পর্শমনুভূয় হুং কুর্ব্বতীং রাধাং বীক্ষ্য সা পুনর্বায়ুং প্রতি যদাহ তদ্রামচন্দ্রদাসস্য পদ্যেন বর্ণয়তি প্রাণস্ত্বমিতি । হং হো ইতি সম্বোধনে মথুরায়াং যে নিষ্কুটাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গৃহোদ্যানানি তত্র ভব হে অনিল ত্বং জগতাং প্রাণঃ সন্ কেবলং মাথুরনাগরীণাং অস্মাকং সখা অপিতু গুরুরপি ত্বমিত্যাহ হে সখে ! ইতি তস্য কার্য্যং দর্শয়তি পুরাপি ত্বং হরের্ব্রজসুভ্রুবাং চিত্তহরস্য সঙ্কেতবেণু স্বনানাদায় গৃহীত্বা ইহ বৃন্দাবনে মার্গস্য কৃষ্ণপ্রাপকপথস্য উপদেশে যস্মাৎ দেশাৎ মদানীতো বেণুরব আয়াতি এনং দেশং গচ্ছতেতি শিক্ষাবচনে ভবান্ গুরুরাসীঃ সংপ্রত্যপি ইদানীমপি শ্রীপতেঃ শ্রীর্বেশ রচনা শোভা ভারতী শরলদ্রুমে। লক্ষ্ম্যাং ত্রিবর্গ সম্পত্তি বিধোপকরণেষু চেতি মেদিনীকরকোষাৎ । বেশরচনাপতে শ্চন্দনাদিনা শোভিত শরীরস্যেত্যর্থঃ । তস্যাঙ্গ স্পর্শেন পবিত্রা শীতলা চ তনুর্যস্য তাদৃশ স্ত্বং নোঽস্মাকমেকোমুখ্যস্ত্রাতা রক্ষিতাসীতি পুনস্তদ্বেণুধ্বনিং শ্রাবয়িত্বা তং প্রাপয্যাস্মান্ ত্রাহীত্যভিপ্রায়ঃ ।। ৩৫৭ ।।

করিবার নিমিত্ত শ্রীমতীর অঙ্গে সুশীতল চন্দন লেপন করায় বণিকদিগের গৃহ সকলও চন্দন শূন্য হইয়াছে, ব্যজন করিবার জন্য পল্লব সংগ্রহ হেতু চারিদিকের কানন সকল পল্লবশূন্য হইয়াছে, শয়নী রচনার নিমিত্ত পঙ্কজ পত্র আহরণ হেতু যমুনাদি নদী ও সরোবর সকল পঙ্কজ রহিত হইয়াছে, তথাপি পঙ্কজলোচনা শ্রীরাধার যৎসামান্য ও বিরহতাপ শান্ত হয় নাই, এবং তিনিও শান্তা হয়েন নাই ,সুতরাং যদি তুমি সমর্থ হও তবে সত্বর প্রাণকান্ত আনিয়া মিলন করাও, অধিক বাক্য বিস্তারের প্রয়োজন নাই । ৩৫৬ ।

সদ্য সমাগত শীতল পবনের স্পর্শ অনুভব করিয়া শ্রীমতী ব্যাকুল হইলে শ্রীললিতা পবনের প্রতি যাহা বলিলেন তাহা শ্রীরামচন্দ্র কবির পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- হে পবন ! তুমি সকল জগৎ বা জগৎ বাসির প্রাণস্বরূপ, পূর্ব্বে তুমি

"অথ রাধাসখ্যা এব কৃষ্ণে সন্দেশঃ"

ত্রিবিক্রমস্য

ত্বদ্দেশাগতমারুতেন মৃদুনা সঞ্জাতরোমাঞ্চয়া
ত্বদ্রূপাঙ্কিতচারুচিত্রফলকে সন্তর্পয়ন্ত্যা দৃশম্।

অথ শ্রীরাধায়া দশমী দশা সূচন পর্য্যন্তা কাপি বার্ত্তা কয়াপি সখ্যা শ্রীকৃষ্ণে প্রেষিতেতি বক্তুং দ্বাদশ শ্লোকৈঃ প্রকরণমারভতে অথেতি। তত্র ত্রিবিক্রমস্য পদ্যেন উৎকণ্ঠাং বর্ণয়তি ত্বদ্দেশাগতেতি। কৃষ্ণেতি সম্বোধনমধ্যাহার্য্যং হে কৃষ্ণ তন্বা ত্বদ্দর্শনাভাবেনাতি ক্ষীণয়া রাধয়া প্রাণনাথঃ কদানেন পথাগচ্ছতীত্যভিপ্রেত্য ত্বন্মার্গবাতায়নে তবমার্গোঽন্বেষণং যস্মাত্তত্র গবাক্ষে রাত্রিন্দিবং স্থীয়তে স্থিতা ভবতি। ত্বদেকপরত্বং দর্শয়তি ত্বদ্দেশগত মারুতেন যস্মিন্ তব বাসোঽস্তি তস্মাৎ দেশাদাগতেন মারুতেন বায়ুনা মৃদুনা কোমলেন কিমুতত্বৎ কোমল গাত্রসংসর্গিবায়ুনা সম্যগ্‌জাতঃ সূদ্দীপ্তো রোমাঞ্চো যস্যাং তয়া তথা তবাদর্শন বৈকল্য নিরসনায় স্থাপিতে তব রূপেণাঙ্কিতং চারু চিত্রং যত্র তস্মিন্ ফলকে চিত্র পটে দৃশং নয়নং সন্তর্পয়ন্ত্যা ত্বৎ প্রতিচ্ছবিদর্শনেন দৃশ স্তৃপ্তিং কুর্ব্বত্যেত্যর্থঃ। পরম দুঃখদং কৃষ্ণানু রাগং ত্যজেতি কয়াচিদুক্তেন বাগ্বিষেণ জ্বলিতয়োঃ কর্ণপুটয়োঃ সতো স্তৎ প্রেরিতাভিরস্মাভি "গোকুলানন্দ গোবিন্দ গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ। প্রাণেশ

অভিসারের নিমিত্ত সঙ্কেতরূপ বেণুধ্বনি গ্রহণ করিয়া ব্রজ সুন্দরীগণের পথ উপদেশবিষয়ে গুরুদেবের কার্য্য করিয়াছিলে, হংহো ! সখে ! মাথুরনিষ্কুটানিল ! তুমি শ্রীকৃষ্ণের সুগন্ধ শীতল অঙ্গ স্পর্শ করিয়া নিজে শীতল ও, পবিত্র হইয়াছ, সুতরাং তুমি আমাদের সম্প্রতি রক্ষক, অর্থাৎ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি বহন করিয়া আনয়ণ কর, তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা জীবন ধারণ করিব। ৩৫৭।

"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা সখীর সন্দেশ"

শ্রীত্রিবিক্রম পণ্ডিতের পদ্যে শ্রীরাধার দশমী দশার সন্দেশ শ্রীললিতা প্রেরণ করিতেছেন- হে শ্রীরাধানাথ ! বর্ত্তমানে বিরহিনী কৃশাঙ্গীরাধা তোমার দেশ হইতে সমাগত বায়ুদ্বারা রোমাঞ্চিত হইতেছে, অর্থাৎ এই সুগন্ধি শীতল মৃদু পবন কি প্রাণকান্তকে স্পর্শ করিয়াছে" ভাবিয়া সূদ্দীপ্ত রোমাঞ্চে পূর্ণ দেহা হইতেছে। তোমার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া শ্রীবিশাখা অঙ্কিত তোমার মনোরম চিত্রপটে লোচন দুইটি স্থাপন করিয়া কেবল মাত্র সান্ত্বনা করিতেছে, অন্য কোন বস্তু দর্শন করে না।

ত্বন্নামামৃতসিক্তকর্ণপুটয়া ত্বন্মার্গবাতায়নে
তন্ব্যা পঞ্চমগীতগর্ব্বিতগিরা রাত্রিন্দিবং স্থীয়তে ।। ৩৫৮।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

ক্ষেমেন্দ্রস্য

অঙ্গেঽনঙ্গজ্বরহুতবহশ্চক্ষুষি ধ্যানমুদ্রা
কণ্ঠে জীবঃ করকিশলয়ে দীর্ঘশায়ী কপোলঃ।

সুন্দরোত্তংস নাগরাণাং শিখামণে । বৃন্দাবনবিধো গোষ্ঠযুবরাজ মনোহরে"ত্যাদীনি উক্তানি নামান্যেবামৃতং পীযুষং তেনৈব সিক্তে কর্ণপুটে যস্যাস্তয়া । এতাদৃশ্বিরহজ ক্লেশেঽপি এতাদৃশ ত্বয্যনুরাগঃ ইতি ভাবঃ । সম্প্রতি তব গুণ গানমেব জীবনমতস্তৎ স্বয়ং করোতীতি দর্শয়তি পঞ্চমেন রাগেণ গীতির্গানং গর্ব্বিতা যত্র তাদৃশী গীর্ব্বাণী যস্যাস্তৎপরয়েত্যর্থঃ ।। ৩৫৮ ।।

ক্ষেমেন্দ্রস্য পদ্যেন পুনর্বিরহোদ্রেকং দর্শয়তি অঙ্গে ইতি । অনঙ্গঃ কামস্তস্মাৎ জাতোজ্বর এব দাহকস্বভাবত্বাৎ । হুতবহোঽগ্নিঃ স সর্ব্বদা তনাবস্তি তত্তাপশান্ত্যর্থং অস্মাভির্দত্তং চন্দনং কুচপরিসরে স্তনপ্রদেশেঽস্তি ধ্যানমুদ্রা নেত্রনিমীলনং চক্ষুষ্যস্তি করকিশলয়ে হস্তপদ্মে দীর্ঘকালং ব্যাপ্য শয়িতুং শীলমস্য এবম্ভুতঃ করপদ্ম লগ্নঃ কপোলোঽস্তি অংসে স্কন্ধে অসম্বৃতত্বাৎ বেণী অস্তি তথা বাচি মৌনমস্তি অতোঽধুনা

এবং তোমার নামামৃতদ্বারা কর্ণদ্বয়কে সিক্ত করিতেছে, অর্থাৎ আমরা প্রাণসখীর প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কেবল হে কৃষ্ণ ! গোকুলানন্দ, গোবিন্দ, গোপেন্দ্র কুলচন্দ্রমা, সুন্দরোত্তংস গোষ্ঠযুবরাজ " ইত্যাদি নামামৃত কর্ণ কুহরে সিঞ্চন করি অপর যে পথে তুমি গমনাগমন করিতে সেই পথের নিকটে গবাক্ষদ্বারে বসিয়া পঞ্চম স্বরে তোমার গুণাবলী গান করিতেছে । অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্‌দ্বারা শ্রীরাধা চিত্রপট দর্শন, নাম শ্রবণ, গন্ধগ্রহণ, নামকীর্ত্তন করিতেছে, কেবল ত্বক্ দ্বারা তোমার স্পর্শ হইতেছে না, সুতরাং সত্বর আসিয়া আলিঙ্গন দানে জীবিত কর ।৩৫৮ ।

শ্রীমতীর বিরহোদ্রেক শ্রীক্ষেমেন্দ্র কবির পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- শ্রীললিতা বলিলেন- হে শ্রীকৃষ্ণ ! শ্রীমতী রাধার সর্ব্বাঙ্গে অনঙ্গজ্বর পরিব্যাপ্ত, তাহা অগ্নির সমান দাহ করিতেছে, লোচনে ধ্যানমুদ্রা, অর্থাৎ লোচন দুইটি নিমীলিত, কণ্ঠদেশে জীবন, অর্থাৎ তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে, করপল্লবে দীর্ঘকাল শয়ন কারী

অংসে বেণী কুচপরিসরে চন্দনং বাচি মৌনং
তস্যাঃ সর্ব্বং স্থিতমিতি ন চ ত্বাং বিনা ক্বাপি চেতঃ।। ৩৫৯।।

মন্দাক্রান্তা।

ভীমভট্টস্য

দৃষ্টে চন্দ্রমসি প্রলুপ্ততমসি ব্যোমাঙ্গনস্থেয়সি
স্ফূর্জ্জন্নির্ম্মলতেজসি ত্বয়ি গতে দূরং নিজপ্রেয়সি।
শ্বাসঃ কৈরবকোরকীয়তি মুখং তস্যাঃ সরোজীয়তি
ক্ষীরোদীয়তি মন্মথো দৃগপি চ দ্রাক্ চন্দ্রকান্তীয়তি ।।৩৬০।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

মর্ত্তুং সমুদ্যতেতি সূচয়ন্ত্যাহ সম্প্রতি জীবঃ কণ্ঠে নতু স্ববাস স্থানে অতঃ শীঘ্রং ভবদাগমনং বিনা সোঽপি গমিষ্যতীতি ভাবঃ । ইত্যেবং প্রকারেণ তস্যাঃ সর্ব্বং স্থিতং কিন্তু ত্বাং বিনা ক্বাপি বিষয়ে চেতো ন স্থিতং অতএব তস্যা মরণেঽপি স্বাতন্ত্র্যাভাবঃ ।। ৩৫৯ ।।

পুনর্যত্নেন বাহ্য দশায়াং বিরহ বৈশিষ্ট্যং ভীমভট্টস্য পদ্যেন দর্শয়তি দৃষ্টে ইতি। নিজপ্রেয়সি ত্বয়ি দূরং গতে সতি যেন সহায়েন রাসাদি ক্রীড়া সাধিকা তস্মিন্ চন্দ্রে রাধয়া দৃষ্টে সতি তস্যাঃ শ্বাসঃ কৈরবকোরক বদাচরতি চন্দ্রদর্শনে তস্যপ্রফুল্লতাবৎ প্রফুল্লোভবতীত্যর্থঃ । মুখং সরোজ বদাচরতি চন্দ্রদর্শনে তস্য মলিনতাবৎ মলিনং ভবতীত্যর্থঃ । মন্মথঃ প্রেমাতিশয় বিশেষঃ ক্ষীরোদ বদাচরতি চন্দ্র দর্শনে সমুদ্রস্য উচ্ছলনবদুচ্ছলিতো ভবতি যেন কম্পাদি বিকারাঃ প্রকাশন্তে।

কপোল, মণিদর্পন সমান কপোল যেন করপল্লব শয্যায় দীর্ঘকাল শয়ন করিয়াছে অসংবৃত বেণীটি স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছে, তাপশান্ত করিবার নিমিত্ত আমরা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিলে তাহা কেবল মাত্র কুচপরিসরেই আছে অন্যত্র নাই, এবং বাক্যে মৌন অবলম্বন করিয়াছে আমাদের সঙ্গেও বার্ত্তালাপ করে না । এইপ্রকারে শ্রীরাধা অবস্থান করিতেছে, কিন্তু হে শঠ ! তাহার চিত্ত তোমাভিন্ন আর কোথাও অবস্থান করে না । সুতরাং তুমি যদি শীঘ্র না আগমন কর তবে কণ্ঠাগত জীবন তোমার নিকটেই গমন করিবে । ৩৫৯ ।

শ্রীভীমভট্টের পদ্যে শ্রীরাধার সামান্য বাহ্যদশা বর্ণনা করিতেছেন- হে রাসবিহারিন্ ! প্রাণকোটিপ্রিয়তম তুমি প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমনকরিলে

শঙ্করস্য

অস্যাঃ সদা বিরহবহ্নিশিখাকলাপ-
তপ্তে স্থিতোঽসি হৃদয়ে ত্বমিহ প্রিয়ায়াঃ।
প্রালেয়শীকরসমে হৃদি তে মুরারে
রাধা ক্ষণং বসতি নৈব কদাপি ধূর্ত্ত।। ৩৬১।। বসন্ততিলকম্।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিত্যুক্তেঃ। তস্যা দৃক্ নেত্রমপি দ্রাক্ শীঘ্রং চন্দ্রকান্তমণি বদাচরতি চন্দ্রে দৃষ্টে তস্য স্রাববৎ অশ্রু মুঞ্চতীত্যর্থঃ।।৩৬০।।

রাধায়া বিরহতাপং কৃষ্ণস্য চ নিষ্ঠুরতাং দ্যোতয়ন্তী সা যদাহ তৎ শঙ্করস্য পদ্যেনাহ অস্যা ইতি। অস্যাস্তব প্রিয়ায়া ইহ বিরহাবস্থায়ামপি বিরহ বহ্নিশিখা শ্রীশঙ্করের পদ্যে শ্রীললিতা বিরহিনী রাধার তাপ ও কঠোরকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতা *কলাপতপ্তে হৃদয়ে ত্বং সদা স্থিতোঽসি সাদর চিন্তয়া মনসি বিরাজসে ইত্যর্থঃ। হে ধূর্ত্ত! শঠ! বিরহাভাবাৎ শীতলস্য প্রালেয়স্য হিমস্য ক্ষরিত জল কণায়াশ্চ সমে তুল্যে স্বভাব শীতলে তে হৃদি রাধা কদাপি ক্ষণং কালং ব্যাপ্য নৈব বসতি সাদর স্মরণাভাবেন তে মনঃ প্রবেষ্টুং ন ক্ষমত ইত্যর্থঃ। মুরারেরিত্যত্র বকারেরিতি জ্ঞেয়ম্। তদা মুরবিনাশাভাবাৎ। অনেন তদ্বিরহ দুঃখমস্যাঃ সদৈব স্ফুরতি তব তু অস্যাবিরহলেশঃ কদাপি ন স্ফুরতীতি প্রতিপাদিতম্।।৩৬১।।*

. যে চন্দ্রের সাহায্যে রাসাদি ক্রীড়া সম্পন্ন করিয়াছিলে সেই পূর্ণচন্দ্রকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার কি দশা হইয়াছিল তাহা শ্রবণ কর, অন্ধকার শূন্য আকাশ মণ্ডলে নির্ম্মল তেজস্বী পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া নিশ্বাস কুমুদ কলিকার সমান বিস্ফারিত হয়। বদন চন্দ্র সরোজের ন্যায় আচরণ করে, অর্থাৎ তোমা বিনা পূর্ণচন্দ্র দর্শনে শ্রীমতীব বদন পঙ্কজ ম্লান হইয়া যায়। মন্মথ অর্থাৎ তোমার প্রতি প্রেমাতিশয় ক্ষীর সাগরের ন্যায় উদ্‌বেলিত হয়, এবং নেত্র শীঘ্রই চন্দ্রকান্ত মণির সমান আচরণ করে, অর্থাৎ চন্দ্র দর্শন মাত্র তোমার বিরহে লোচন দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়।৩৬০।

স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন- হে মুরারে! তোমার প্রিয়তমা এই শ্রীরাধার বিরহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত শিখা সমূহদ্বারা অতিশয় উত্তপ্তহৃদয়ে তুমি সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেছ, কিন্তু হে ধূর্ত্ত! তোমার হিমকণা সদৃশ সুশীতল হৃদয়ে শ্রীরাধা কখনও ক্ষণকালের জন্যও বাস করিতে পারিল না। অর্থাৎ তোমার স্মরণ রাধা সর্ব্বদাই করিতেছে, কিন্তু শ্রীরাধার স্মরণ তুমি একবার মাত্রও করিতেছ না।৩৬১।

শান্তিকরস্য

অস্যাস্তাপমহং মুকুন্দ কথয়াম্যেণীদৃশস্তে কথং
পদ্মিন্যাঃ সরসং দলং বিনিহিতং যস্যাঃ সতাপে হৃদি ।
আদৌ শুষ্যতিসঙ্কুচত্যনু ততশ্চূর্ণত্বমাপদ্যতে
পশ্চান্মুর্ম্মুরতাং দধদ্দহতি চ শ্বাসাবধূতঃ শিখী।। ৩৬২।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

আনন্দস্য

উদ্ধূয়েত তনূলতেতি নলিনীপত্রেণ নোবীজ্যতে
স্ফোটঃ স্যাদিতি নাঙ্গকং মলয়জক্ষোদাম্ভসা সিচ্যতে।

অস্যাস্ত্বদ্বিরহ ক্লেশদর্শনেনাস্মাকমপি মহাকষ্টমিত্যাপাদয়িতুং বাহ্য তাপং যদকথয়ত্তৎ শান্তিকরস্য পদ্যেন দর্শয়তি অস্যা ইতি। হে মুকুন্দ ! তে তব সম্বন্ধে অস্যা এণীদৃশো মৃগী যথা বনাগ্নিতাপং প্রাপ্য ত্রাসেন চকিত নয়না ভবতি তদ্বচ্চন্দ্রকিরণং প্রাপ্য চকিত নয়নায়া বিরহজং তাপং কথং কেন প্রকারেণ কথয়ামি প্রতিক্ষণং নব নবত্বাৎ কিঞ্চিদপি কথয়ামি শৃণ্বিত্যাহ যস্যাস্তত্তাপ সহিতে হৃদি সরসং সজলং পদ্মিন্যা দলং পত্রমস্মাভির্বিনিহিতং সৎ আদৌ শুষ্যতি অনু তদনন্তরংতাপাতিশয়েন সঙ্কুচতি ততঃ পশ্চাৎ তত্তাপাগ্নিনা মুর্মুরতাং দধৎ চূর্ণত্বমাপদ্যতে। কিমন্যৎ বক্তব্যং শ্বাসৈরবধূতঃ প্রজ্বলিতো বিরহজশিখী অগ্নিস্তদেব দলং পশ্চাৎ দহতি দাহং করোতি চ। কবিপ্রৌঢোক্তিরিয়ং বস্তুতো দাহাতিশয়ো বিবক্ষিত ইতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৩৬২ ।।

হে কৃষ্ণ ! তোমার বিরহে শ্রীরাধার যে মহাকষ্ট হয়, তাহা দেখিয়া আমরাও ক্লেশ অনুভব করি, কেবল মাত্র বাহ্য ক্লেশ নাশের জন্য যাহা করা হয় তাহা শ্রীশান্তি করের পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- হে মুকুন্দ ! তুমি সকলকে মুক্ত কর কিন্তু আমার প্রাণসখীকে বিরহক্লেশ হইতে মুক্ত করিতেছ না কেন হে ? তাহার সন্তাপের কথা আর কি বলিব,তাহার উত্তপ্ত হৃদয়ে শীতলের নিমিত্ত পদ্মিনীর সরস দল সমর্পণ করিলে প্রথমে বিশুষ্ক হয়, পরে তাপাতিশয়ে সঙ্কোচ ভাব প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ উত্তাপ প্রবল হেতু কমলদল বিচূর্ণ হয়, শেষে মুর্মুরতা প্রাপ্ত হইলে হরিণ নয়না শ্রীরাধার নিশ্বাস দ্বারা নির্গত হইয়া প্রোদ্দীপ্ত বিরহাগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করে।৩৬২।

স্যাদস্যাতিভরাৎ পরাভব ইতিপ্রায়ো ন বা পল্লবা-
রোপো বক্ষসি তৎ কথং কৃশতনোরাধিঃ সমাধীয়তাম্ ।। ৩৬৩।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

তাপাতিশয়ং বিজ্ঞাপ্য তানবাতিশয়ং যদ্ব্যাজ্ঞাপয়ত্তদানন্দস্য পদ্যেন বোধয়তি উদ্ধূয়েতেতি । তত্তস্মাৎ কথং কৃশতনোরতি ক্ষীণায়া রাধায়া আধির্মনঃ পীড়া অস্মাভিঃ সমাধীয়তামিত্যন্বয়ঃ । যতোহস্যাস্তনুলতা পদ্মপত্রেণ বীজনাদুদ্ধূয়তে চলিতেতি ভয়াৎ নোবীজ্যতে বয়ং বীজনং ন কুর্ম্মঃ । নো শব্দস্যাপি নিষেধার্থত্বাৎ। দগ্ধাঙ্গে শীতল স্পর্শেন স্ফোটো ভবেদিতি ভয়াৎ মলয়জ ক্ষোদাম্ভসা চন্দন চূর্ণ মিশ্রিত জলেনাঙ্গকং কৃপায়াং কঃ অঙ্গং ন সিচ্যতে তথা পল্লবানাং লঘুভারাদপি অস্যা বক্ষসঃ পরাভবস্তান্ বোঢুং তদশক্তং স্যাদিতি ভয়াত্তত্রপ্রায়ঃ পল্লবানামারোপো ন বা ক্রিয়তে । এবং তাপশান্ত্যর্থং বিহিতৈর্নানোপায়ৈর্দুঃসাধ্যঃ স আধিস্ত্বয়ৈব সমাধীয়তামিতি ভাবঃ ।। ৩৬৩ ।।

শ্রীমতী রাধিকার তাপাতিশয় বর্ণনা করিয়া দেহের কৃশতা শ্রীআনন্দ কবির পদ্যে বর্ণন করিতেছেন- হে গোবিন্দ ! তোমার অদর্শনে শ্রীমতীপ্রাণসখীর তনুলতা এই রূপ ক্ষীণা হইয়াছে যে, কোন সময় আমরা তাপ শান্তির জন্য পদ্মপত্রের দ্বারা ব্যজন করিতে বাসনা করি, কিন্তু কৃশাঙ্গীর তনুলতা ব্যজন বায়ু দ্বারা বিকম্পিতা হইবে বলিয়া ভয়ে ব্যজন করি না, চন্দন মিশ্রিত শীতল জল সিঞ্চনে তাপ শান্ত হয়, কিন্তু দগ্ধাঙ্গে শীতল জল স্পর্শে স্ফোটক হইবে মনে করিয়া আমরা মলয়জ চূর্ণ মিশ্রিত শীতল জল দ্বারা অঙ্গ সিঞ্চন করি না । কোমল শীতল নবীন পল্লব আবরণেও বিরহজ তাপ শান্ত হয়, কিন্তু হায় ! নব পল্লবের অতিশয় ভারে বরাঙ্গীর পরাভব হইবে, অর্থাৎ ঐ গুরুতর ভার বহন করিতে সামর্থ্য নাই ভাবিয়া আমরা তাহার অঙ্গে শীতল পল্লব স্থাপন করি নাই, এই ভাবে কোন প্রকারেই যাহার তাপ শান্তি হইতেছে না, হে কঠোর ! তবে কি প্রকারে এই কৃশাঙ্গীর মানসিক পীড়ার শান্তি হইবে ? । ৩৬৩ ।

কস্যাচিৎ

নিবসতি যদি তব হৃদয়ে সা রাধা বজ্রঘটিতেঽস্মিন্।
তৎ খলু কুশলং তস্যাঃ স্মরবিশিখৈস্তাড্যমানায়াঃ।। ৩৬৪।।

উপগীতি আর্য্যা।

শম্ভোঃ-

উন্মীলন্তি নখৈর্লুনীহি বহতি ক্ষৌমাঞ্চলেনাবৃণু
ক্রীড়াকাননমাবিশন্তি বলয়ক্কাণৈঃ সমুৎত্রাসয়।

তব শাঠ্যে বিরাজমানে ত্বয়ি প্রসঙ্গোমহানুচিত এব তথাপি প্রাণরক্ষার্থং স ইদানীং যোগ্য ইতি ভঙ্গ্যা যদাহ তৎ কস্যাচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি নিবসতীতি। বজ্রঘটিতে বজ্রেণ কল্পিতে তব হৃদয়ে সা পরম কোমলা রাধা যদি নিবসতি স্মরণেন ত্বচ্চিত্তে লগ্না ভবতি তদা তন্নিবসনমেব তস্যাঃ কুশলম্। তস্যাঃ কিম্ভূতায়া স্মরবিশিখৈঃ কামাগ্নিভিস্তাড্যমানায়া বজ্রাগ্নি সন্নিধৌ খদ্যোতার্চ্চিবিরাহনীতি ন্যায়েন কামাগ্নেঃ কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমক্ষমত্বাদিতি ভাবঃ অত এনাং তাদৃশে হৃদয়ে নিবাসয়েতি ধ্বন্যর্থঃ।। ৩৬৪

স্বাভাবিক প্রীতিমতাং কৃত্যং স্নেহ সূচকং ভবতীতি দ্যোতয়ন্তী যদাহ তচ্ছম্ভোঃ পদ্যেন বর্ণয়তি উন্মীলন্তীতি হে সুভগ নিজ সুখাভিরাম ত্বদীয় বিরহে রাধায়াঃ স্নেহবতীনাং সখীনাং পরস্পরং পল্লব দক্ষিণানিল কুহূকণ্ঠীষু ইত্থং সাঙ্কেতিকাঃ সঙ্কেতং প্রাপ্তা ব্যাহারাঃ উক্তয়ো ভবন্তীতি শেষঃ। ইত্থমিত্যস্যার্থং

শ্রীমতী রাধার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত শ্রীললিতা যাহা বলিলে তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে বলিতেছেন- হে শ্যামল! তুমি শঠতা করিলে সখীর প্রসঙ্গ বর্ণন করা অনুচিত, তথাপি তাহার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যাহা করা উচিত, তাহা বলিতেছি- তোমার বজ্রনির্ম্মিত কঠোর হৃদয় রূপ দুর্গে বরাঙ্গী শ্রীরাধা যদি বাস করে তাহা হইলে তাহার একান্ত মঙ্গল হইবে, অন্যথা তাহার নিশ্চয় মরণ হইবে, কারণ সে নিরন্তর কন্দর্পশরে নিপীড়িতা হইতেছে, অর্থাৎ প্রিয়সখীকে একাকী পাইয়া দুষ্ট কন্দর্প পঞ্চশরে তাহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সুতরাং তুমি তাহাকে তোমার হৃদয় দুর্গে বাস দিয়া রক্ষা কর। ৩৬৪।

দিব্যোন্মাদময়ী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সখীর কার্য্যাবলী শ্রীশম্ভুর পদ্যে বর্ণন করিতেছেন- হে নিজসুখাভিরাম শ্রীকৃষ্ণ! তোমার বিরহে শ্রীললিতাদি সখীগণ পল্লব মলয়ানিল ও কোকিলের প্রতি এই প্রকার সঙ্কেত বাক্য

ইত্থং পল্লব দক্ষিণানিলকুহূকণ্ঠীষু সাঙ্কেতিক-
ব্যাহারাঃ সুভগ ত্বদীয়বিরহে রাধাসখীনাং মিথঃ।। ৩৬৫।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

শচীপতেঃ

গলত্যেকা মূর্চ্ছা ভবতি পুনরন্যা যদনয়োঃ
কিমপ্যাসীন্মধ্যং সুভগ নিখিলায়ামপি নিশি।
লিখন্ত্যাস্তত্রাস্যাঃ কুসুমশরলেখং তব কৃতে
সমাপ্তিং স্বস্তীতি প্রথমপদভাগোঽপি ন গতঃ।। ৩৬৬।। শিখরিণী।

বিবৃণোতি তত্র কাপ্যাহ উন্মীলন্তি পল্লবা ইতি সঙ্কেত বাক্যম্। অন্যাহ এতান্ দৃষ্ট্বা অস্যা বিরহ উদ্রিচ্যতে অতো নখৈর্লুনীহি ছিন্দীতি এবং পরম্পরত্র যোজনা বহতীত্যত্র দক্ষিণানিলঃ সঙ্কেত বাক্যং ক্ষৌমং নিবিড়পট্টবস্ত্রং ক্রীড়েত্যত্র কুহূকণ্ঠ্যাঃ সঙ্কেত বাচ্যাঃ আবিশন্তি সম্যগ্বিশন্তি সমুত্রাসয় উচ্চৈস্ত্রাসং প্রাপয়েতি। কুহূকণ্ঠঃ কোকিলঃ।। ৩৬৫।।

বিকটবিয়োগিন্যাং মুর্চ্ছাবস্থাং ত্রিভিঃ পদ্যৈর্দর্শয়ন্ শচীপতেঃ পদ্যেনাশক্তিতাং দর্শয়তি গলতীতি। হে সুভগেতি পূর্ব্ববৎ বিরহেণৈকা প্রথম প্রাপ্তা মূর্চ্ছা গলতি প্রণশ্যতি।পুনরন্যা দ্বিতীয়া ভবতি অনয়োর্মূর্চ্ছাদ্বয়োর্যন্মধ্যং সন্ধিসময় আসীৎ কিমপি তদ্বক্তুমস্মাভিরশক্যং তত্র মধ্যে তব কৃতে ত্বাং স্ববিরহং জ্ঞাপয়িতুং সাক্ষরং কন্দর্পলেখং গাথাময়ীং লিপিং লিখন্ত্যা অস্যা রাধায়া নিখিলায়াং সমগ্রায়ামপি রাত্রৌ লেখনরীত্যনুসারেণ স্বস্তীতি প্রথম পদস্য ভাগ একদেশঃ স্ব ইতি সমাপ্তিং ন গতঃ পুনঃ পুনর্মূর্চ্ছায়া বাহ্য জ্ঞানাভাবাৎ তল্লিখিতুমপি শক্তা নাসীদিত্যর্থঃ।।৩৬৬।।

বলেন যথা কোন সখী বলিলেন- হে ললিতে! দেখ রসাল কাননে নবীন পল্লবেব উদ্‌গম হইয়াছে, শ্রীললিতা— হে সখি! পল্লব সকল নখের দ্বারা ছেদন কর, সখী — ক্রীড়াকাননে বসন্তসখা দক্ষিণপবনপ্রবেশ করিতেছে, শ্রীললিতা— তাহাকে নিবিড় পট্টবসন দ্বারা আবরণ কর। সখী — সখি ললিতে! বসন্ত দূত কুহুকণ্ঠ কোকিল পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে, শ্রীললিতা — হে সখীগণ! তোমরা সকলে বলয় কাঙ্কণাদি অলঙ্কারের শব্দে কোকিলকেসন্ত্রস্ত করিবে যাহাতেপ্রাণসখী নবীনপল্লব না দর্শন করে তাহার অঙ্গে মলয়ানিল না স্পর্শ করে, এবং কোকিলের পঞ্চমতান না শ্রবণ করে। ৩৬৫।

বাণস্য

চিত্রায় ত্বয়ি চিন্তিতে তনুভুবা চক্রে ততজ্যং ধনু-
র্বর্ত্তিং ধর্ত্তুমুপাগতেঽঙ্গুলিযুগে বাণো গুণে যোজিতঃ।
প্রারব্ধে তব চিত্র কর্ম্মণি ধনুর্মুক্তাস্ত্রভিন্না ভৃশং
ভিত্তিং দ্রাগবলম্ব্য কেশব চিরং সা তত্র চিত্রায়তে ।। ৩৬৭।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

পুণর্বালস্য পদ্যেন তস্যা অবান্তরভেদং দর্শয়তি চিত্রায়েতি । পটে ত্বন্মূর্ত্তিং রচিতুং কাময়া রাধয়া ত্বয়ি চিন্তিতে সতি তদৈব সময়ে তনুভূবা কামেন ধনুস্ততজ্যং ততা বিস্তৃতা জ্যা গুণো যত্র তাদৃশং চক্রে । অনন্তরং তস্যা অঙ্গুলি যুগে বর্ত্তিং তূলিকাং ধর্ত্তূমুপাগতে উপোহীনে কষ্টেন তাং যাতে সতি তেন গুণে বাণো যোজিতঃ। তথা কথমপি চিত্র কর্ম্মণি প্রারব্ধে সতি তস্য ধনুষো মুক্তেনাস্ত্রে ভৃশং ভিন্না বিদীর্ণা কাতরা সতী সাদ্রাক্ শীঘ্রং ভিত্তিমবলম্ব্য তামাশ্রিত্য চিত্রায়তে মূর্চ্ছয়া চিত্রবৎ নিষ্পন্দাঙ্গী ভবতি । কেশবেতি । হে ব্রহ্ম শিবাত্মসাৎকৃত পরম স্বতন্ত্র ত্বাং কিমন্যৎ ব্রূম ইতি ভাবঃ ।। ৩৬৭ ।।

বিকট বিয়োগিনী শ্রীরাধার মূর্চ্ছাবস্থা শ্রীশচীপতির পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- হে সুন্দর ! তোমার বিরহে প্রাণসখী রাধার একটি মূর্চ্ছা অবসান হইতেছে, পুনরায আর একটি মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, সম্পূর্ণ রাত্রি তাহার এই দশা, কদাচিৎ যখন ঐ মূর্চ্ছা দ্বয়ের মধ্যভাগ অর্থাৎ যৎ সামান্য চৈতন্য উপস্থিত হয়, তখন তোমার নিমিত্ত নিজের বিরহ যুক্ত কন্দর্পলেখা (প্রেম পত্র) লিখিতে আরম্ভ করিয়া পত্রের প্রথমে "স্বস্তি" এই শব্দমাত্র আরম্ভ করিয়া কেবল "স্ব" এই প্রথম পদের একটি ভাগও আজ পর্য্যন্ত শেষ করিতে পারে নাই ।৩৬৬।

শ্রীমতীর মূর্চ্ছা দশার অবান্তর ভেদ মহাকবি শ্রীবাণের পদ্যে দেখাইতেছেন- হে কৃষ্ণ ! পটে তোমার মনোহর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার চিন্তা করিলেই কামদেব নিজ ধনুকে জ্যা গুণ আরোপণ করে, অনন্তর অঙ্গুলি যুগলে তুলিকা ধারণ করিবামাত্র দুষ্ট, বাণ যোজনা করে, পশ্চাৎ তোমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে নিষ্ঠুর কন্দর্পের শরাসন দ্বারা অতিশয় কাতর হইয়া শীঘ্র ভিত্তি (দেওয়াল) অবলম্বন করিয়া নিজেই চিরকাল চিত্রের ন্যায় অবস্থান করে, অর্থাৎ মূর্চ্ছাবস্থা প্রাপ্ত হয় ।৩৬৭।

কস্যচিৎ

ত্বামন্তঃ স্থিরভাবনাপরিণতং মত্বা পুরোঽবস্থিতং
যাবদ্দোর্বলয়ং করোতি রভসাদগ্রে সমালিঙ্গিতুম্ ।
তাবত্তং নিজমেব দেহমচিরাদালিঙ্গ্য রোমাঞ্চিতাং
দৃষ্ট্বা বৃষ্টিজলচ্ছলেন রুদিতং মন্যে পয়োদৈরপি।। ৩৬৮।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

রুদ্রস্য

অচ্ছিন্নং নয়নাম্বু বন্ধুষু কৃতং তাপঃ সখীষ্বাহিতো
দৈন্যং ন্যস্তমশেষতঃ পরিজনে চিন্তা গুরুভ্যোঽর্পিতা

অস্তু তাবদস্মাকং তজ্জন্য শোকবার্ত্তা অচেতনোঽপি তচ্ছোকাভিভূত আসীদিতি যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি ত্বামিতি । অন্তর্মনসি স্থিরয়া ভাবনয়া দৃঢ় ধ্যানেন পরিণতমাকারিতং পুনঃ সাক্ষাদবস্থিতং ত্বাং মত্বা হর্ষাত্তত্রাপি রভসাৎ শীঘ্রংপ্রাপ্যালিঙ্গিতুমগ্রে যাবদ্দোর্বলয়ং বাহুদ্বয়ং মণ্ডলাকারং করোতি তাবৎ ত্বন্মূর্ত্তি বুদ্ধ্যা তং নিজমেব দেহং অচিরাৎ শীঘ্রমালিঙ্গ্য হর্ষেণ রোমাঞ্চিতাং রোমাঞ্চো-জাতোঽস্যা ইত্যর্থে ইত প্রত্যয়স্তথাভূতাং রাধাং দৃষ্ট্বা পয়োদৈর্মেঘৈরপি বৃষ্টিজলচ্ছলেন রুদিতমিত্যহং মন্যে ইত্যন্বয়ঃ ।অপীতি কিমুত সচেতনাঃ পশ্বাদয়ঃ। তত্রাপি কিমুত মনুষ্যাস্তত্রাপি সরলস্বভাবাঃ স্ত্রিয়স্তত্রাপি তৎ সখ্যোবয়ং তদ্দুঃখেন পরমব্যাকুলা ইত্যপেরর্থঃ ।। ৩৬৮।।

তৈ স্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ । কন্দর্পবাণকদনাৎ তত্র স্যান্মরণোদ্যম ইত্যনুসৃত্য মরণসূচনং যথাস্যাত্তথা সন্দেশং যমপ্রেষয়ত্তং রুদ্রস্য

হে কঠোর কৃষ্ণ ! প্রাণসখী শ্রীরাধার জন্য আমরা আর শোক করি না, কিন্তু তোমার শোকে প্রাণসখী অচৈতন্যদশাতে ও যাহা আচরণ করে, তাহা কোন অজ্ঞাত কবির পদ্যে লিখিতেছেন- দিব্যোন্মাদময়ী প্রাণসখী রাধা হৃদয় মধ্যে সুদৃঢ় ধ্যানের দ্বারা তোমাকে অনুভব করতঃ সম্মুখস্থিত জ্ঞান করিয়া, সহর্ষে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহুদ্বয়কে বলয়াকার করে, কিন্তু তোমাকে আলিঙ্গন করিতে না পাইয়া নিজের দেহকেই আলিঙ্গন করিয়া রোমাঞ্চিতা হয়, আমাদের কথা কি বলিব ? শ্রীমতীর ঐ অবস্থা অবলোকন করিয়া আকাশস্থ মেঘসকলও বৃষ্টি ছলে রোদন করিয়া থাকে। ৩৬৮ ।

অদ্য শ্বঃ কিল নির্বৃতিং ব্রজতি সা শ্বাসৈঃ পরং খিদ্যতে
বিস্রব্ধো ভব বিপ্রয়োগজনিতং দুঃখং বিভক্তং তয়া।। ৩৬৯।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

পদ্যেন দর্শয়তি আচ্ছিন্নমিতি। তয়া বিরহিণীত্বেন প্রসিদ্ধয়া রাধয়া অচ্ছিন্নং ধারারূপং নয়নজলং বন্ধুষশেষতঃ সামগ্র্যেণ কৃতং দত্তং তে তু এতাং দৃষ্ট্বা পরম ব্যাকুলাঃ সন্তঃ সদা রুদন্তীত্যর্থঃ। অশেষত ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। সখীষু তাপঃ সন্তাপঃ আহিত এতাস্তত্তাপেন উপতপ্তা আসন্। পরিজনে আত্মীয়ে ভৃত্যাদৌ দৈন্যং ন্যস্তং তে দৈন্যাবস্থাং প্রাপ্য হে কৃপাময়! শীঘ্রমত্রাগত্য এতাং সুখয়েতি সবিনয় প্রার্থনপরা অস্থির চিত্তা আসন্। গুরুভ্যঃ শ্বশ্রুম্মন্যাদিভ্যঃ চিন্তা অর্পিতা দত্তা এতে তু ন বিজানন্তি অস্যাঃ কীদৃশী গতির্ভাবিনীতি নানা চিন্তা যুক্তা বভূবুঃ। এবং তয়া তব বিপ্রয়োগ জনিতং দুঃখং বন্ধাদিষু বিভক্তং অতোঽদ্য শ্বঃ কিমনির্বৃতিমসুখং ব্রজতি প্রাপ্নোতি কুত্রাপ্যনুসন্ধানাভাবাদিত্যর্থঃ। কিল নির্বৃতিমিতি পাঠে তথার্থত্বাৎ সুখং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। এবম্ভূতাং তদ্দশাং শ্রুত্বা রুদন্তং কৃষ্ণং প্রত্যাহমাবিষীদ বিস্রব্ধঃ শঙ্কারহিতো ভব সা জীবন্তী সতী পরং কেবলং শ্বাসৈঃ খিদ্যতে শ্বাসাঃ খল্ববশিষ্টা আসতে কিং রোদনেনেতি ভর্ৎসনম্।। ৩৬৯।।

শ্রীরুদ্র পণ্ডিতের পদ্যে শ্রীললিতা শেষ সন্দেশ বলিতেছেন- হে মদনমোহন! কন্দর্পের সদর্প শরে প্রাণসখী প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া যাহা করিতেছে তাহা শ্রবণ কর, শ্রীরাধা নিজের নয়ন জলধারা নিরবচ্ছিন্ন করিবার বাসনায় বন্ধুগণকে সমর্পণ করিয়াছে, অর্থাৎ শ্রীরাধার এই প্রকার অবস্থা দর্শনে বন্ধুগণের অবিরল চক্ষুজল প্রবাহিত হইতেছে। তোমার বিরহতাপ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছে, তাহার ঐ মূর্চ্ছাদশা দর্শনে আমরা উত্তপ্তা হইয়াছি। পরিজনগণকে দৈন্য সমর্পণ করিয়াছে, অর্থাৎ তাহার সেবকগণ ঐ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দীনভাবে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এবং গুরু বর্গকে চিন্তা অর্পণ করিয়াছে, তাহারা এই নব বধূটির কি হইয়াছে তাহা না জানিয়া চিন্তামগ্ন হইয়াছে। হে নিঠুর। আজ অথবা কাল রাধা পরম আনন্দ লাভ করিবে, বর্ত্তমানে তাহার কোন দুঃখই নাই, কেবল মাত্র নিশ্বাস দ্বারা খিন্না হইতেছে, ওহে! তোমাকে আর রাধা বলিয়া রোদন করিতে হইবে না, আস্বস্ত হও, তাহার জন্য দুঃখও করিতে হইবে না। সে তোমার বিরহজনিত দুঃখ সকলকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। ৩৬৯।

"অথাস্যা এব প্রণয়ের্ষ্যং জল্পিতম্"

জগন্নাথসেনস্য

মুখমাধুর্য্যসমৃদ্ধ্যা পরহৃদয়স্য গ্রহীতরি প্রসভম্ ।
কৃষ্ণাত্মনি পরপুরুষে সৌহৃদকামস্য কা শরীরাশা।। ৩৭০।।

গীতি আর্য্যা ।

"অথ ব্রজদেবীনাং সোৎপ্রাসঃ সন্দেশঃ"

কস্যচিৎ

বাচা তৃতীয়জনসঙ্কটদুঃস্থয়া কিং
কিং বা নিমেষবিরসেন বিলোকিতেন ।

এবং শ্রীকৃষ্ণং ব্রজমানেতুকামা প্রাণসখ্যা মৃত্যুপর্য্যন্তাং দশাং বেদয়ন্তী প্রণয়কোপের্য্যাভ্যাং মত্তা সৈব পুনর্যৎ সন্দিশতি তদ্বর্ণয়তি অথেতি । তজ্জল্পিতং জগন্নাথসেনস্য পদ্যেন বর্ণয়তি মুখেতি । কৃষ্ণাত্মনি কৃষ্ণবর্ণশরীরে পরপুরুষে উপপতৌ পক্ষে কৃষ্ণ এবাত্মা স্বরূপং যস্য তন্নাম্নি পরেষাং পুরুষে ক্ষেত্রজ্ঞে সুখদুঃখ জ্ঞাতরি নত্বস্মাকং তাদৃশে ত্বয়ি সৌহৃদকামস্যাস্মদ্বিধজনস্য শরীরাশা কা ন কাপি। অতঃ কৃষ্ণোমদীয় এবেতি অভিমানবত্যাঃ প্রিয়সখ্যাঃ কথং শরীরং স্থাস্যতীতি ভাবঃ। অস্যা ত্বন্নিষ্ঠত্বে ত্বমেব হেতুরিত্যাহ কীদৃশে মুখমাধুর্য্যসমৃদ্ধ্যা প্রসভং বলাৎ পরেষাং হৃদয়স্য গ্রহীতরি কিমুতাস্যা ইতি । যেনেদৃশীং দশাং প্রাপ্তেয়ং অতঃ পুন র্যৎ কর্ত্তব্যং তৎ বিধেয়ম্ ।। ৩৭০ ।।

এবং শ্রীচন্দ্রাবল্যাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ঝটিতি পুনরাগমন বাক্য ভঙ্গেন তং প্রতি সোপহাসং যৎ সংদিদিসুস্তদ্দর্শয়তি অথেতি । কস্যচিৎ পদ্যেন তদ্রীতিং বর্ণয়তি বাচেতি । হে নাথ নন্দসুত ! প্রথমমাবয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে অদ্বিতীয়ঃ প্রেমৈব মানোনির্ভেদমৈক্যং প্রাপয়ামাস তদা তৃতীয়জনো মধ্যস্থো নাসীৎ অধুনা তদ্ভঙ্গে

"শ্রীরাধাসখীর প্রণয় ঈর্ষার সহিত জল্পনা"

শ্রীললিতা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনিবার বাসনায় শ্রীরাধার দশমীদশা বর্ণনা করিয়া প্রণয়ের্ষার সহিত যাহা বলিলেন তাহা শ্রীজগন্নাথসেনের পদ্যে লিখিতেছেন- মুখমাধুর্য্যসম্মৃদ্ধি দ্বারা বলপূর্ব্বক পরের হৃদয় গ্রহণ কারী কৃষ্ণবর্ণ পরপুরুষ গোবিন্দে সৌহার্দ্য কামনা কারী মানবের শরীরের আশা কোথায় ।৩৭০।

হে নাথ নন্দসুত গোকুলসুন্দরীণা-
মন্তশ্চরী সহচরী ত্বয়ি ভক্তিরেব।। ৩৭১।।

বসন্ততিলকম্ ।

সতি তৃতীয় জনস্য সঙ্কটঃ সম্বাধো মিলনমিতি যাবৎ । তেন দুস্থয়া উপরোধ রূপয়া বাচা কিং ন কিমপি প্রয়োজনং অতস্তৃতীয় জনঃ কিং করিষ্যতীতি ভাবঃ । ননু কিং নির্বিণ্ণা ভবথ মথুরাগমনকালে নির্নিমেষ দৃষ্ট্যাভবতীষ্বনবচ্ছিন্না প্রীতিঃ স্থাপিতৈবাতঃ শীঘ্র গমিষ্যামি তত্রাহ কিম্বেতি অনিমেষেণ নিমেষরাহিত্যেন হেতুনা বিশিষ্টোরসঃ প্রীতেরাস্বাদো যত্র তাদৃশেন বিলোকিতেনাবলোকনেন বা কিং ন কিমপি । সম্প্রতি গোকুলসুন্দরীণাং ত্বয্যন্তশ্চরী ভক্তিঃ প্রেমা সহচরী অনুচরী নান্যা বয়ম্ । অতস্ত্বৎ প্রেমাণমাশ্রিত্য বয়ং কেবলং জীবামঃ । তথা প্রেম স্বাভাব্যেন মনসা ত্বাং সেবামহে ইতি ভাবঃ । অত্র স্বমুখেন গোকুলসুন্দরীনামিত্যুক্তিঃ পুরনারীণাং প্রতীর্য্যয়ৈবেতি জ্ঞেয়া ।। ৩৭১ ।।

“শ্রীব্রজদেবীগণের উৎকণ্ঠার সহিতপরিহাসপূর্ণ সন্দেশ”

চন্দ্রাবলীপ্রভৃতিব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের সত্বর ব্রজে আগমনের নিমিত্ত বাক্য ভঙ্গী ও উপহাস বাক্যের দ্বারা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে লিখিতেছেন- হে নাথ ! ব্রজ জন রক্ষক ! প্রথমে আমাদের দুইজনের মধ্যে কেহ মধ্যস্থতা করে নাই, কেবল অদ্বিতীয় প্রেমই আমাদের মনের একত্ব প্রাপ্ত করাইয়াছিল, সেই সময় তৃতীয় কেহ আমাদের মিলন ঘটায় নাই, অধুনা সেই প্রেম ভঙ্গ হওয়ায় তৃতীয় জন দূতীর প্রয়োজন হইতেছে, সুতরাং তৃতীয় জন সঙ্কট রূপ দুরবস্থার সৃষ্টিকারী বাক্যের প্রয়োজন নাই, আমাদের মিলনের নিমিত্ত আর দূতীর আবশ্যক নাই । অপর তুমি রথে আরোহণ করিয়া মথুরা আসিবার সময় নিমেষ রহিত রসাস্বাদ পূর্ণ লোচনে অবলোকন করিয়াছিলে তাহাতেই বা আমাদের কি লাভ হইবে ? তাহা কেবল মাত্র সান্ত্বনাই ছিল । হে নন্দসুত সম্প্রতি গোকুলসুন্দরীগণের তোমার প্রতি যে হৃদয় বিহারিণী প্রেমরূপ সহচরী বিদ্যমান আছে তাহাই জীবাতু, অর্থাৎ তোমার প্রেমকে আশ্রয় করিয়াই জীবন ধারণ করিতেছি । ৩৭১ ।

"অথ যথার্থ সন্দেশঃ"

ষষ্ঠীদাসস্য

মুরলীকলনিক্কণৈর্ন যা গুরুলজ্জাভরমপ্যজীগণন্।
বিরহে তব গোপিকাঃ কথং সময়ং তা গময়ন্তু মাধব।। ৩৭২ ।।

বিয়োগিণী ।

বীরসরস্বত্যাঃ

মথুরাপথিক মুরারেরুপগেয়ং দ্বারি বল্লবীবচনম্।
পুনরপি যমুনাসলিলে কালিয়গরলানলোজ্জ্বলতি ।। ৩৭৩ ।। আর্য্যা

ততো বামতাং ত্যজন্ত্যঃ সবিনয়ং যদাহু স্তদ্দর্শয়তিঅথেতি। তত্র ষষ্ঠী দাসস্য পদ্যেন তাসাং স্বভাবং বর্ণয়তিমুরলীতি। মাধব হে মনোহর ! স্বভাব তব শ্রুতমাত্রে মূরল্যা নিক্কণৈর্মধুরশব্দৈর্বিমোহিতাঃ সত্যো যা গুরুজনেভ্যো লজ্জাভরং লজ্জাতিশয়মপি ন অজীগনন্নগণয়ামাসুস্তা গোপিকাস্তব বিরহে কথং কেনপ্রকারেণ সময়ং কালং গময়ন্তু যাপয়ন্তু এতৎ ক্লেশস্যাসহ্যত্বাদতো যথা ক্লেশশান্তি র্ভবতি তথা বদেতি ভাবঃ ।। ৩৭২ ।।

এবং পত্র্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণং সন্দিস্য বিরহোন্মাদেন পথিকজনং যদাহু স্তৎ বীর সরস্বত্যাঃ পদ্যেন বর্ণয়তি মথুরেতি। হে মথুরাপথিক সাধো ! ভবান্ মথুরাং গচ্ছতি অতোহস্মাকং দুঃখচ্ছেদনার্থং ত্বাং প্রার্থয়ামহে মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারি বল্লবীনামস্মাকমেতদ্বচনং উপ আধিক্যেন ভবতা গেয়ং তেন যথা শ্রূয়তে, বচনং

"যথার্থ সন্দেশ"

অনন্তর শ্রীব্রজদেবীগণ বাম্যতা পরিত্যাগ করিয়া সবিনয়ে যাহা বলিলেন তাহা শ্রীষষ্ঠীদাসের পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- হে মাধব ! যে ব্রজ গোপীগণ তোমার সর্ব্বপ্রাণী আকর্ষিণী মুরলীর কল ধ্বনিতে আকর্ষিতা হইয়া গুরুজন হইতে গুরুতর লজ্জাকেও গণনা করে নাই, সম্প্রতি তোমার বিরহে সেই গোপিকাগণ কিপ্রকারে সময় অতিবাহিত করিবে ? ।৩৭২ ।

ব্রজদেবীগণ এই প্রকার পত্রাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সন্দেশ প্রেরণ করিয়া বিরহোন্মাদ বশতঃ পথিক জনকেও যাহা বলিলেন তাহা শ্রীবীরসরস্বতীর পদ্যে লিখিতেছেন- হে মথুরাপথিক ! মথুরাপতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারে বিরহিণী

"অথ দ্বারবতীস্থস্য হরের্বিরহঃ"

শরণস্য

কালিন্দীমনুকূল-কোমলরয়ামিন্দীবরশ্যামলাঃ
শৈলোপান্তভুবঃ কদম্বকুসুমৈরামোদিনঃ কন্দরান্ ।

বিশিষন্তি ত্বৎ সম্বন্ধেন পরম স্নিগ্ধায়া যমুনায়াঃ সলিলে পুনরপি কালিয়-গরলানলো জ্বলতি যমুনায়াঃ শীতলস্পর্শো বিরহেণ দাহকো ভবতি যথা চন্দ্র ইতীতি নিবেদ্যম্ ।। ৩৭৩ ।।

অথ জরাসন্ধাদ্যাগমনেন চিন্তাপরাণাং সুহৃদাং ক্ষেমায় ব্যগ্রমনসা কৃষ্ণেন উদ্ধবাগমনানন্তরমেব ব্রজাগমনং ন সমর্থিতমাসীৎ । অপিতু তেষাং নির্ভয়ার্থং দ্বারকাং নির্ম্মায্য তৈঃ সহ তত্রাবাসং কৃত্বা তেষাং সুখোদয়ায় শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীরুদ্বাহ্য তাভিঃ সহানিশং বিহরতোহপি তস্য শ্রীরাধাবিরহং দর্শয়িতুং প্রকরণমারভতে অথেতি। তত্র শরণস্য পদ্যেনোদ্দীপন বিভাব স্মরণ সহিতং রাধাবিরহং বর্ণয়তি কালিন্দীতি । দ্বারবতীপতিঃ কৃষ্ণঃ কালিন্দ্যাদিং স্মরন্ বিরহেণ জাতঃ অনুতাপো যস্য এবম্ভূতঃ সন্ ত্রিভুবনানামামোদায় হর্ষায়াস্ত্বিত্যন্বয়ঃ । দ্বারবতীপতিত্বেঽপি তাসাং স্মরণেন জাতানুতাপে হেতুং নির্দিশতি দামোদর ইতি প্রণয় ক্রুদ্ধয়া রাধয়া দাম্না বদ্ধমুদরং যস্য স ইতি কালিন্দীং কিম্ভূতাং অনুকূলঃ

গোপিকাগণের এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে গান করিবেন যেন মধুপতি শুনিতে পায়, বলিবেন-হে শ্রীকৃষ্ণ ! শীতল যমুনার জলে পুনরায় কালিয় নাগের ভয়ঙ্কর গরলাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে । অর্থাৎ তোমার বিরহে সুশীতল যমুনাজলও প্রজ্জ্বলিত বিষাগ্নির সমান মনে হইতেছে । ৩৭৩ ।

"দ্বারকাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবিরহ"

কংস বধের পর জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বারবার মথুরা আক্রমণে উগ্রসেনাদি সুহৃদ্গণের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তথাপি তাহাদের ভয় দেখিয়া সাগর মধ্যে দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করতঃ বসুদেবাদির সুখের নিমিত্ত শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি রাজকন্যাগণকে বিবাহ করিয়া তাহাদের সহিত দিবানিশি বিহার করিলেও রাধা বিরহ দেখাইবার জন্য প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। এই বিষয়ে শ্রীশরণের পদ্যে উদ্দীপন বিভাব স্মরণ সহিত শ্রীরাধা বিরহ বর্ণনা

রাধাঞ্চ প্রথমাভিসারমধুরাং জাতানুতাপঃস্মর-
ন্নস্তু দ্বারবতীপতিস্ত্রিভুবনামোদায় দামোদরঃ ।। ৩৭৪ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

তস্যৈব

কামং কাময়তে ন কেলিনলিনীং নামোদতে কৌমুদী-
নিস্যন্দৈর্ন সমীহতে মৃগদৃশামালাপলীলামপি ।

সুসেব্যঃ কোমলো জলস্য রয়ো বেগো যস্যা স্তাং এবং শৈলস্য গোর্বদ্ধনস্য উপান্তভুবো নিকটভূমীস্তস্য কন্দরাংশ্চ রাধাং কিম্ভূতাং প্রথমাভিসারোঽপি মধুরো রম্যো যস্যাস্তাং সমর্থা রতিমতীমিত্যর্থঃ। স্বয়ং বিরহতাপতপ্তস্য ত্রিভবনামোদনন্তু মাতৃদাম্না বদ্ধস্য তস্য নলকুবর মোচনবৎ পরমং বিচিত্রং ত্রিভুবনামোদন কর্ত্তুরপি তাদৃক্ তাপস্তু তৎ প্রিয়করণে সর্ব্বেভ্যোঽপি তাসাং বৈলক্ষণ্যাদিত্যপি জ্ঞেয়ম্ ।। ৩৭৪ ।।

পুনস্তস্যৈব পদ্যেন মহিষীভ্যো রাধোৎকর্ষং বর্ণয়তি কামমিতি । এষ হরিঃ রাধাবিরহেণ সীদন্ সন্ কেলিনলিনীং লীলাপদ্মিনীং ক্রীড়ার্থং প্রেয়স্যা দত্তামপি কামং স্বেচ্ছয়া ন কাময়তে তথা কৌমুদীনিস্যন্দৈশ্চন্দ্র জ্যোৎস্না প্রকাশৈ র্ন আমোদতে । তদ্বিরহেণ তেষাং তাপকত্বমননাৎ কিং বক্তব্যং স্বং বিষীদন্তং দৃষ্ট্বা স্বস্য সুখোদয়ায় মৃগদৃশাং রুক্মিণ্যাদীনামালাপেন সহ লীলাং পুরুষবশীকরণ ব্যাপারমপি ন সমীহতে তাসাং প্রযত্নেন কিঞ্চিদ্গ্রহণং সংশব্দার্থঃ । অতএব নিশাসু তাভিঃ সহ ভোগস্য সুরতব্যাপ্যরস্যাভিলাষে অলসৈর্মন্দৈরঙ্গৈর্নিঃসহা

করিতেছেন- নির্ভয়ে স্নানাদির যোগ্য কোমলপ্রবাহবতী শ্রীকালিন্দী, নব দূর্ব্বাদি দ্বারা শ্যামল শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পরিসর ভূভাগ, কদম্ব কুসুমে আমোদিত পর্ব্বতের কন্দর, এবং অতিশয় মাধুর্য্যাঙ্কিত প্রথমাভিসারিকা শ্রীমতী রাধাকে স্মরণ করিয়া অনুতাপ বিশিষ্ট দ্বারাবতীনাথ শ্রীদামোদর ত্রিভবনের আনন্দের নিমিত্ত হউন । ৩৭৪ ।

পুনঃ শ্রীশরণ কবির পদ্যে মহিষীবৃন্দ হইতে শ্রীরাধার মহোৎকর্ষ নিরূপণ করিতেছে- ব্রজবধূ শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া শূন্যদেহ ভোগাদি অভিলাষে অলসাঙ্গ দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণ্যাদিপ্রেয়সী প্রদত্ত লীলা কমল স্বেচ্ছা বশতঃ কামনা করিতেছেন না, পূর্ণ চন্দের চন্দ্রিকাতেও আমোদিত হইতেছেন না, এবং

সীদন্নেষ নিশাসু নিঃসহতনুর্ভোগাভিলাষালসৈ-
রঙ্গৈস্তাম্যতি চেতসি ব্রজবধূমাধায় মুগ্ধো হরিঃ ।। ৩৭৫ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

উমাপতি ধরস্য

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া
রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য ।
বিশ্বং পায়ান্মসৃণযমুনাতীরবানীরকুঞ্জে
রাধাকেলীপরিমলভরধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ ।। ৩৭৬ ।।

মন্দাক্রান্তা ।

কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমক্ষমা তনুর্যস্য এবম্ভূতঃ সন্ কেবলং চেতসি ব্রজবধূং মুখ্যত্বাৎ রাধামাধায় ধৃত্বা মুগ্ধো বাহ্যজ্ঞানরহিতঃ সন্ তাম্যতি গ্লানিং প্রাপ্নোতি এবম্ভূতো রাধায়াঃ প্রেমেতি ধ্বনিতঃ ।। ৩৭৫ ।।

রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ইতি মাৎস্যবচনেন । ভাবঃ স্যাদুত্তমাদীনাং যস্যা যাবান্ প্রিয়ে হরৌ । তস্যাপি তস্যাং তাবন্ স্যাদিতি সর্ব্বত্র যুজ্যত ইতি কারিকয়া চ রুক্মিণ্যাং কৃষ্ণস্য ভাবাতিশয়ো ব্যজ্যতে তস্যা অপি রাধায়াঃ সৌভাগ্যং উমাপতিধরস্য পদ্যেন দর্শয়তি রত্নেতি । মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মসৃণ যমুনাতীরবানীর কুঞ্জে কোমল যমুনাতীরস্থ বেতস কুঞ্জে রাধায়াঃ কেলিপরিমলভরস্য সুরতলীলা রূপো যো মনোহর ব্যাপারস্তস্যাতিশয়স্য ধ্যানেন হৃদি সম্যগনুভবাৎ জাতা মূর্চ্ছা মোহো বিশ্বং পায়াৎ । মুরারেঃ কথম্ভূতস্য তত্রাহ দ্বারকায়া মন্দিরে কৃষ্ণস্য স্পর্শনেন প্রবল পুলকানামুদ্ভেদং যথাস্যাত্তথা রুক্মিণ্যা পরম প্রিয়তময়াপি আলিঙ্গিতস্য মন্দিরে কিম্ভূতে রত্নানাং ছায়য়া কান্ত্যা প্রতিবিম্বেন বা ছুরিতঃ কর্ব্বুরিতো জলধিঃ সমুদ্রো যেন তস্মিন্ অমরটীকায়াং দীর্ঘান্ত কেলীশব্দোঽপ্যস্তীতি ব্যাখ্যাতম্ ।। ৩৭৬ ।।

হরিণ নয়না পট্টমহিষী গণের সহিত রসালাপ ও লীলা বিলাস করিতেও ইচ্ছা করিতেছেন না । ৩৭৫ ।

দ্বারকার পট্টমহিষী রুক্মিণীদেবী হইতে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধার সৌভাগ্যাতিশয় শ্রীউমাপতিধরের পদ্যে লিখিতেছেন- নানা প্রকার রত্ন সমূহের কান্তিদ্বারা সুশোভিত সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বারকার অন্তঃপুরে পট্টমহিষী শ্রীরুক্মিণীদেবীর

তস্যৈব

নির্ম্মগ্নেন ময়াম্ভসি প্রণয়তঃ পালী সমালিঙ্গিতা
কেনালীকমিদং তবাদ্য কথিতং রাধে মুধা তাম্যসি ।
ইত্যুৎস্বাপ্নপরম্পরাসু শয়নে শ্রুত্বা বচঃ শার্ঙ্গিণো
রুক্মিণ্যা শিথিলীকৃতঃ সকপটং কণ্ঠগ্রহঃ পাতু বঃ ।। ৩৭৭।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

"অথ বৃন্দাবনাধীশ্বরীবিরহগীতম্"

অপরাজিতস্য

যাতে দ্বারবতীপুরং মুররিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুললতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া ।

শ্রীকৃষ্ণস্য জাগ্রদবস্থায়াং রাধাগত চিত্ততাং বর্ণয়িত্বা স্বপ্নেঽপি তামপি তস্যৈব পদ্যেন বর্ণয়তি নির্ম্মগ্নেনেতি । হে রাধে ! ক্রীড়ার্থং যমুনায়া অম্ভসি জলে নির্ম্মগ্নেন ময়া সতা প্রণয়েন পালী নাম্নী গোপী সমালিঙ্গিতেতি । অলীকং মিথ্যাবচনমিদং কেনাদ্য তব সম্বন্ধে কথিতং যতো মুধা মিথ্যৈব তাম্যসি ইতিপ্রকারং বাক্যং শয়নে নিদ্রায়াং উৎস্বপ্নস্য উচ্চৈঃ স্বপ্নস্য পরম্পরাসু শ্রেণীষু শ্রুত্বা কণ্ঠং গৃহীত্বা শয়ানয়া রুক্মিণ্যা ঈর্ষ্যয়া স কপটং হস্তে খালিঃ প্রাপ্তেতি সচ্ছলং যথাস্যাত্তথা শিথিলী কৃতঃ শার্ঙ্গিণঃ কণ্ঠগ্রহস্তস্যা ভুজাভ্যাং মুক্তকণ্ঠো বো যুষ্মান্ পাতু এবম্ভূতো রাধায়াং প্রেমেতি বর্ণন তাৎপর্য্যম্ ।। ৩৭৭ ।।

সহিত গাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত থাকিয়াও পরম কোমল যমুনা তীরবর্ত্তী বেতসকুঞ্জে শ্রীরাধার ক্রীড়াতিশয় পরিমল ধ্যান মূর্চ্ছিত শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর পুলকোদ্গম সমগ্রবিশ্বকে রক্ষা করুন। ৩৭৬।

শ্রীকৃষ্ণের জাগ্রদবস্থায় শ্রীরাধাগত চিত্ত বর্ণন করিয়া স্বপ্নদশাতেও তাহা শ্রীউমাপতি ধরের পদ্যে বর্ণন করিতেছেন- হে শ্রীরাধে ! জল ক্রীড়ার নিমিত্ত যমুনা জলে প্রবেশ করিয়া আমি পালি নাম্নী যুথেশ্বরীকে প্রণয় ভরে আলিঙ্গন করিয়াছি" এই মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল ? বৃথা খেদ করিতেছ কেন ? শ্রীরুক্মিণীর সাঙ্গে শয়ন কালে এই প্রকার স্বপ্ন পরম্পরা বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈর্ষ্যা বশতঃ শ্রীরুক্মিনীদেবী যাহার কণ্ঠ গ্রহণ শিথিল করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুণ । ৩৭৭।

উদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতম্ ।। ৩৭৮ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

"অথ ব্রজদেবীনাং সন্দেশঃ"

গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য

পান্থ দ্বারবতীং প্রযাসি যদি হে তদ্দেবকীনন্দনো
বক্তব্যঃ স্মরমোহমন্ত্রবিবশা গোপ্যোঽপি নামোজ্ঝিতাঃ ।

মথুরাবাসিনাং সুহৃদাং সুখবিধানানন্তরং ব্রজাগমন বার্ত্তয়া স্থগিতপ্রাণায়াঃ পুনস্তস্য দ্বারকাগমনং শ্রুত্বা তত্র নৈরাশ্যং প্রাপ্তায়া রাধায়া বিরহ গীতরীতিং দর্শয়তি অথেতি । তত্রাপরাজিতস্য পদ্যেন তদ্গীত শ্রবণাৎ সর্ব্বেষামপি শোকাভিভূততাং বর্ণয়তি যাতে ইতি । মুরবিপৌ দ্বারবতী পুরং যাতে সতি তং প্রাপ্তুং সোৎকণ্ঠয়া চিন্তয়া সহ বর্ত্তমানয়া রাধয়া কালিন্দীতটকুঞ্জমঞ্জুললতামালম্ব্য গুরুভিরতিশয়ৈ বাঁষ্পৈর্গদ্গদোঽস্পষ্টোঽতো গলন্ তারোঽত্যুচ্চঃ স্বরো যত্র তদ্যথাস্যাত্তথা উদ্গীতং তদানীং কিম্ভূতয়া বিরহবেদনাশান্ত্যৈ তন্নির্মাল্যং বস্ত্রং পীতং দুকূলং সংব্যানমুত্তরীয়ং যস্যাস্তয়া । গানং বিষদয়তি যেন গানেনান্তর্জলচারিভির্জল মধ্য গত জন্তুভির্জলচরৈ-রপি কিমুত মনুষ্যৈ রুৎকং উৎকণ্ঠং যথাস্যাত্তথা উচ্চৈঃ কুজিতং রুদিতমিতি যাবৎ। অহো গীতস্য শোকমোহ জনকতা যেন তির্য্যগ্যোনয়োঽপি রুদন্তীত্যর্থঃ ।। ৩৭৮ ।।

"শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রাধার বিরহ গীতি"

মথুরা বাসী বন্ধুগণের সুখবিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিবেন জানিয়া শ্রীমতী প্রাণত্যাগের বাসনা স্থগিত করিলেন, পুনঃ দ্বারকাগমন বার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় নিরাশ প্রাপ্তা শ্রীরাধার বিরহ গান শ্রীঅপরাজিতের পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- মথুরাপতি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিলে পর তদীয় উত্তরীয় বসন নিজ অঙ্গে আবরণ করিয়া শ্রীরাধা যমুনা তটবর্ত্তী কুঞ্জের মনোরম লতা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রবল উৎকণ্ঠা সহকারে গুরুতর বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র গান করিয়াছিলেন, সেই গান শ্রবণ করিয়া জলমধ্যচারি প্রাণিগণও উৎকণ্ঠাপূর্ণ রোদন করিয়াছিল, সুতরাং ব্রজবাসিগণের কথা আর কি বলিব ? ।৩৭৮।

এতাঃ কেলিকদম্বধূলিপটলৈরালোকশূন্যা দিশঃ
কালিন্দীতটভূময়োঽপি ভবতো নায়ান্তি চিত্তাস্পদম্ ।। ৩৭৯ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

এবং বিরহোন্মাদেন মুদ্রিত নয়নায়া রাধায়া গীতং বর্ণয়িত্বা অন্যাসাং ব্রজদেবীনাং বিরহোন্মাদজং সন্দেশং দর্শয়িতুং প্রক্রমতেঅথেতি। তত্র উন্মাদ কল্পিত পান্থং প্রতি যদাহুস্তাস্তৎ গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য পদ্যেন বর্ণয়তি পান্থেতি। হে পান্থ যদি ত্বং দ্বারবতীং প্রযাহি তত্তদা দেবকীনন্দনস্ত্বয়া বক্তব্যঃ দেবকীনন্দনেতি ঈর্য্যয়োক্তং তদানীং তস্যাঃ পুত্রত্বব্যবহারাৎ। কিম্বক্তব্যমিত্যপেক্ষায়াং ব্রুবন্তি অপি সম্ভাবনায়াং তব স্মরমোহেন কামস্যাপি মোহকেন কামবীজরূপমন্ত্রেণ মুরল্যা বাদিতেন বিবশা বিমোহিতাস্তা গোপ্যোঽপি ভবতা নাম্না উজ্ঝিতা ত্যক্তা যেন তাসাং স্মরণাভাবাৎ ব্রজে আগমনং ন করোসীতিভাবঃ। যদ্বা নাম্না খলু সচেতনো দেহঃ সম্বুধ্যতে তাসাং জ্ঞানাভাবেন নাম উজ্ঝিতঃ যাভিস্তথাভূতা বভূবুরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ তবৈব কেলিকদম্ব ধূলি সমূহৈরালোকশূন্যা দীপ্তিরহিতা এতা দিশঃ যাসু প্রিয়াভিঃ সহ দিবাপি বিহারঃ সম্পাদিতঃ। তথা যত্র রাসক্রীড়া সম্পাদিতা স্তাঃকালিন্দীতট-ভূময়োঽপি ভবতশ্চিত্তস্যাস্পদং স্থানং নায়ান্তি ন গচ্ছন্তি অহো ষট্ পদস্যেব তব প্রীতিঃ ক্ষণিকেতি।। ৩৭৯ ।।

"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণের সন্দেশবাক্য"

শ্রীকৃষ্ণের বিরহোন্মাদে মুদ্রিত নয়না শ্রীরাধার বিরহ গীতি বর্ণন করিয়া শ্রীব্রজদেবীগণের বিরহোন্মাদ জাত সন্দেশ বাক্য শ্রীগোবর্দ্ধনাচার্য্যের পদ্যে লিখিতেছেন- হে পথিক! যদি তুমি শ্রীকৃষ্ণের নবীন রাজধানী দ্বারকায় গমন কর, তাহা হইলে শ্রীদেবকী নন্দনকেএই কথা বলিও যে হে রুক্মিণীরমণ! কন্দর্পের মোহনমন্ত্র স্বরূপ মুরলীর মধুর ধ্বনিতে বিবশা ব্রজ গোপীগণের নামও কি তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ? তোমার যে কেলিকদম্বের বৃক্ষ আছে সেই বৃক্ষে প্রস্ফুটিত পুষ্পের পরাগসমূহে দৃষ্টিশক্তি রহিতা ব্রজ বধূগণ ও তোমার মনে পড়িতেছে না, হে নাগর! কালিন্দী যে তটভূমিতে পুলিনে তুমি আমাদের সহিত রাসাদি বিলাস করিয়াছ সেই তটভূমিও কি তোমার চিত্তে স্থান পাইতেছে না বৃন্দাবন নিকুঞ্জকানন গোবদ্ধনাদি সকল কি তুমি ভুলিয়াছ? ৩৭৯।

নীলস্য

তে গোবর্দ্ধনকন্দরাঃ স যমুনাকচ্ছঃ স চেষ্টো বটো
ভাণ্ডীরঃ স বনস্পতিঃ সহচরাস্তে তচ্চ গোষ্ঠাঙ্গনম্ ।
কিন্তে দ্বারবতীভুজঙ্গ হৃদয়ং নায়াতি দোষৈরপী-
ত্যব্যাদ্‌বো হৃদি দুঃসহং ব্রজবধূসন্দেশশল্যং হরেঃ ।। ৩৮০ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

পঞ্চতন্ত্রকৃতঃ

কালিন্দ্যাঃ পুলিনং প্রদোষমরুতো রম্যাঃ শশাঙ্কাংশবঃ
সন্তাপং ন হরন্তু নাম নিতরাং কুর্ব্বন্তি কস্মাৎ পুনঃ ।

নীলস্য পদ্যেন পুনস্তং বর্ণয়তি তে ইতি । হে দ্বারবত্যাং ভুজঙ্গ কামুক তে হৃদয়ং চিত্তমাধুনিকদোষৈরুপলক্ষিতা বিহার সাধকাস্তে গোবর্দ্ধন কন্দরাঃ কিং ন আয়ান্তি গচ্ছন্তি । স বিহারসাধনে প্রসিদ্ধো যমুনাকচ্ছঃ জল প্লাবিত ভূমিঃ । সচ সখিভিঃ সহ বিহরণস্থানং ভাণ্ডীরনামা বটঃ । স কালিয় হ্রদতীরস্থো বনস্পতিঃ কদম্বঃ । তে প্রসিদ্ধাঃ শ্রীদামাদয়ঃ সখায়ঃ । তচ্চ প্রিয়তমত্বেন প্রসিদ্ধং গোষ্ঠাঙ্গনং নায়াতি নগচ্ছতি তেষাং পরক্রিয়াঃ কালৈকত্বে ইত্যেকবচনং । যদ্বা আধুনিকৈ-দোঁষৈর্হেতুভূতৈরিতি তেষামাধুনিকং দোষং কল্পয়িত্বা ত্বং ন স্মরসীত্যর্থঃ । ইতি এবং প্রকারং ব্রজ বধূনাং সন্দেশরূপশৈল্যং হরেঃ সর্ব্বেষাং দুঃখহরণস্যাপি হৃদি দুঃসহমন্য সুখবিস্মারি ব্রজপরিকরং বিনা তস্য পূর্ণতমত্বাভাবাৎ তজ্জনিত সুখাভাবেনৈবান্য সুখ স্ফূর্ত্ত্যভাবাচ্চ বো যুষ্মান্ অব্যাৎ । ব্রজপ্রাপ্তি বিঘাতক দুর দৃষ্টেভ্যো রক্ষতু ।। ৩৮০ ।।

শ্রীনীল কবির পদ্যে পুনঃ শ্রীব্রজ দেবীগণের সন্দেশ বর্ণনা করিতেছেন- হে দ্বারাবতী কামুক ! তোমার মনোরম বিহারস্থলী গোবর্দ্ধনের কন্দরা, রাসক্রীড়ার যোগ্য শীতল যমুনারপুলিন, সেই তোমার অভিলষিত ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষ, কালিয় হ্রদতীরস্থ সুপ্রসিদ্ধ কদম্ববৃক্ষ, গোচারণের সহচর প্রাণাধিক শ্রীসুবলাদি ব্রজবালকগণসহ, যে স্থানে রিঙ্গনাদি বিহারক্রমে কৈশোর প্রাপ্ত হইয়া ছিল, সেই ব্রজরাজ শ্রীনন্দের অঙ্গন, হে কৃষ্ণ ! এই সকল কি দোষে তোমার মনে পড়িতেছে না ? শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে ব্রজ বধুগণের এই সন্দেশ বাক্যরূপ শেল তোমাদিগকে রক্ষা করুক, অর্থাৎ ব্রজপ্রাপ্তি বিঘাতক দুষ্টগণ থেকে রক্ষা করুক । ৩৮০ ।

সন্দিষ্টং ব্রজযোষিতামিতি হরেঃ সংশৃণ্বতোঽন্তঃপুরে
নিশ্বাসাঃ প্রসৃতা জয়ন্তি রমণীসৌভাগ্যগর্ব্বচ্ছিদঃ ।। ৩৮১।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

"অথ সুদামানং প্রতি শ্রীদ্বারকেশ্বরবচনম্"

হরেঃ

মা গা ইত্যপমঙ্গলং ব্রজ সখে স্নেহেন শূন্যং বচ-
স্তিষ্ঠেতি প্রভুতা যথাভিলষিতং কুর্বিত্যুদাসীনতা ।

সর্ব্বাসাং ব্রজসুভ্রুবাং সমর্থা রতিত্বেন মহিষীভ্য আধিক্যং ব্যঞ্জয়িতুং পঞ্চতন্ত্রকৃতঃ পদ্যেন তাসাং সন্নিধাবপি কৃষ্ণস্য ব্রজসুভ্রুবাং বিরহং বর্ণয়তি কালিন্দ্যা ইতি। প্রদোষ মরুতাং শৈত্য মান্দ্য সৌগন্ধ্য ভাজনত্বাদুদ্দীপনত্বেন বর্ণনম্। এতে তাবদস্মাকং সন্তাপং ন হরন্তু নাম কস্মাৎ পুনর্নিতরাং সন্তাপং কুর্ব্বন্তি ইত্যেবং ব্রজযোষিতাং সন্দিষ্টং সন্দেশং ব্রজাগত শুকমুখাৎ শৃণ্বতস্তেনানুতাপিতস্য অন্তঃপুরে স্থিতস্য হরের্নাসিকাভ্যাং প্রসৃতা নিঃসৃতা নিশ্বাসা জয়ন্তি রুক্মিণ্যাদীনাং বিচ্ছেদজেভ্যোঽনুভাবেভ্যো অতিশয়েন বর্ত্তন্তে তে কিম্ভূতা রমণীনাং রুক্মিণ্যাদীনাং যৎ সৌভাগ্যং বয়মেব সৌভাগ্যভাজঃ ইতি যো গর্ব্বস্তং ছিন্দন্তি খণ্ডয়ন্তীতি তথা অত্র শুকো ব্রজদেবীভিঃ প্রহিতঃ । যদ্বা তাসাং সান্ত্বনার্থং কৃষ্ণঃ কঞ্চিৎ শুকং ব্রজে প্রেষয়ামাস সত্বাগত্য ইত্যেবং সন্দিদেশেতি জ্ঞেয়ং ।। ৩৮১ ।।

শ্রীব্রজদেবীনাং বিরহবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকালীলাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত

দ্বারকার পট্টমহিষী বৃন্দ হইতে ব্রজললনাগণের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পট্টমহিষীগণের সন্নিকটে ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগোপীগণের বিরহ শ্রীপঞ্চতন্ত্রকারের পদ্যে বর্ণনা করিতেছেন- হে দ্বারকারমণ ! শারদ পূর্ণিমা জ্যোৎস্না প্লাবিত কালিন্দীর পুলিন, সেই সময় প্রদোষকালীন সুগন্ধ মৃদুমন্দ সমীরণ, এবং পরম রমণীয় শশাঙ্কের কিরণ সমূহ এই সকল শ্রীকৃষ্ণবিরহিনী আমাদের বিরহজাত সন্তাপ হরণ করিতেছে না, কিন্তু অধিকতর বৃদ্ধি করিতেছে" শ্রীব্রজসুন্দরীগণ প্রেরিত শুকপক্ষী রূপ দূতের মুখে এই সন্দেশবাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারকার অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণের যে শ্রীরুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি দ্বারকারমণীগণের সৌভাগ্যগর্ব্ব খর্ব্বকারী দীর্ঘনিশ্বাস সকল নির্গত হইয়াছিল সেই নিশ্বাস সকলের জয় হউক। ৩৮১ ।

ক্রমো হন্ত সুদামমিত্র বচনং নৈবোপচারাদিদং
স্মর্ত্তব্যা বয়মাদরেণ ভবতা যাবদ্ভবদ্দর্শনম্ ।। ৩৮২ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

স্তত্র গুরুকুলে কিয়দ্দিনং ব্যাপ্য সখ্যং প্রাপ্তে সুদাম নাম ব্রাহ্মণে প্রেমাধিক্যং তয়োর্গাঢ়সংস্কার ইতি ব্যঞ্জয়িতুং প্রক্রমতে অথেতি । সতু দরিদ্র আসীৎ পতিব্রতায়াঃ পত্ন্যা দৃঢ়প্রার্থনয়া ধনার্থং দ্বারকাং গত্বাপি ন কিঞ্চিৎ যাচিতবান্ কিন্তু ভগবৎ সঙ্গেন পরম সুখী বভূব । কিয়দ্দিনানন্তরং স্বগৃহং গন্তুমুদ্যতে তস্মিন্ শ্রীভগবান্ যৎ জগাদ তদ্ধরেঃ পদ্যেন বর্ণয়তি মায়েতি । ভোঃ সুদাম ! মিত্র ইতঃ স্থানাৎ ত্বং মাগা ইতি চেদ্বঘ্মি তদাগমনে নিষেধ বচোঽমঙ্গল জনকং স্যাৎ । যদি চ হে সখে ! গৃহং ব্রজেতি বঘ্মি তদিতি বচঃ স্নেহেন শূন্যং গমনে সখ্যব্যাপারহানেঃ । তিষ্ঠেতি চেৎ তদা মম প্রভুতা স্বতন্ত্রতা স্যাদত এতদপি বক্তুং নশক্নোমি ত্বং যথা রুচি তথা কুর্ব্বিত্যুক্তেঽপি প্রীত্যভাব সূচিকা উদাসীনতা ভবেৎ । অত ইদং বক্তব্যং বচনং উপচারাৎ । ঘুশ ইতি খ্যাত দানাৎ ন ক্রমঃ কিন্তু যথার্থং উপচারশ্চিকিৎসনে উৎকোচায়াঞ্চ সেবায়াং পূজা দ্রব্যে চ পুংস্যয়মিতি শব্দরত্নাকরাৎ । যদ্বা উপচার আরোপঃ ইতি প্রসিদ্ধিঃ বক্তব্যমাহ যাবৎ কালং ব্যাপ্য ভবতো দর্শনং ভবতি তাবৎ ভবতা আদরেণ প্রীত্যা স্মর্ত্তব্যাঃ যদ্বা ভবতো দর্শনং যত্র তদ্যথাস্যাত্তথা ভবতা বয়ং যাবৎ সাকল্যেন প্রীত্যা স্মর্ত্তব্যা ইত্যহো প্রীতিরীতিরিতি জ্ঞেয়া ।। ৩৮২ ।।

"সুদামা ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রীদ্বারকেশ্বরের বাক্য"

শ্রীগুরুগৃহে কয়েকদিন বাস কালে সুদামা নামক ব্রাহ্মণ বালকের সহিত শ্রীকৃষ্ণেব বন্ধুতা হয়, তাহাতে সুদামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে অনুকূলতা তাহা শ্রীহরি পণ্ডিতের পদ্যে বর্ণন করিতেছেন- সুদামা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, পতিব্রতা পত্নীর দৃঢ় প্রার্থণায় ধনের নিমিত্ত দ্বারকাগমনকরিয়া সখার নিকটে কিছুই যাচনা করেন নাই, কিন্তু অতি সুখে দিন যাপন করেন, কয়েক দিন পর নিজ গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে সুদামাকে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন- হে মিত্র ! তুমি দ্বারকা হইতে যাইও না, যদি এই কথা বলি, তবে তোমার গমনে নিষেধবাক্য অমঙ্গল জনক হয়, যদি বলি "গমন কর" তাহা হইলে স্নেহশূন্যবাক্য বলা হয়, "এখানেই অবস্থান কর" এই কথা বলিলেও তোমার প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ করা হয়, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর, যদি এই কথা বলি তাহা হইলেও তোমার প্রতি আমার উদাসীনতাই প্রকাশ হয়,

"স্বগৃহাদিকং দৃষ্টা তস্য বচনম্"

কস্যচিৎ

তদ্‌গেহং নতভিত্তি মন্দিরমিদং লব্ধাবকাশং দিবঃ
সা ধেনুর্জরতী চরন্তি করিণামেতা ঘনাভা ঘটাঃ ।
স ক্ষুদ্রো মুষলধ্বনিঃ কলমিদং সঙ্গীতকং যোষিতাং
চিত্রং হন্ত কথং দ্বিজোঽয়মিয়তীং ভূমিং সমারোপিতঃ।। ৩৮৩।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

অথ সাক্ষাৎ ভগবতো ধনমলব্ধাপি তৎ সঙ্গেন স্বসৌভাগ্যং চিন্তয়ন্ নির্বৃতমনাঃ স্বগৃহ নিকটং প্রাপ্নুবন্য যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি তদিতি। তৎ পূর্ব্ব কালীনং গেহং নতা ভিত্তির্যস্যতাদৃশমাসীৎ । তত্র স্থানে ইদং মন্দিরং দৃশ্যতে কিম্ভূতং দিবঃ স্বর্গস্য লব্ধোঽবকাশো যেন তৎ পুরা সৈকা জরতী বৃদ্ধা ধেনুরাসীদধুনা ঘনাভা নবমেঘবৎ শ্যামবর্ণা হস্তিনাং ঘটা বৃন্দানি চরন্তি পূর্ব্বং মম গৃহে বলাভাবেন সক্ষুদ্রোঽল্পো মুষলধ্বনিঃ তণ্ডুলাঘাতার্থমভবদধুনা যোষিতাং সুন্দরীণামিদং কলং মধুরাস্ফুটং সঙ্গীতকং হন্ত হর্ষে এতচ্চিত্রম্ । অয়ং মদ্বিধো দ্বিজ ইয়তীং দেবানাং দুর্ল্লভাং ভূমিং কথং সমারোপিতঃ মহ্যং কেন বা কল্পিতেয়ং সতু সদা মৎ সেব্যোঽস্তিতি ভাবঃ । কেবলং সখ্যপ্রীত্যাবশ্যস্য ভগবতো যদ্যেবং ভক্তানুকূলাচরণং তদা কিমুত ব্রজবাসীনামনুকূলাচরণ সাধকং ব্রজাগমনমিতি প্রকরণ সঙ্গতিরিতি ভাবঃ ।। ৩৮৩।।

হে প্রাণ সখা ! আমার কথা কোন প্রকার উপচার বাক্‌চাতুরী মাত্র নহে যথার্থ সত্য, সুতরাং আমার বক্তব্য এই যে, যাবৎ কাল পর্য্যন্ত্য পুনরায় তোমার দর্শন না হয় সেই কাল পর্য্যন্ত আদর সহকারে প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিবে ।৩৮২ ।

"নিজগৃহাদি দর্শণে সুদামার বাক্য"

দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামা শ্রীদ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কোন প্রকার ধনাদি না পাইয়া নিজ গৃহে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে বলিতেছেন- হায় ! এই স্থানে আমার হেলান দেওয়াল যুক্ত গৃহ ছিল, সেই স্থানে এক্ষণে স্বর্গস্পর্শকারী দিব্য মন্দির বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বে এখানে একটি মাত্র অতি বৃদ্ধা ধেনু ছিল, সেই স্থানে বর্ত্তমানে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিশাল হস্তি সমূহ বিচরণ করিতেছে, পূর্ব্বে এখানে দারিদ্র্য বশতঃ তণ্ডুলের নিমিত্ত অতি অল্পই মুষলের ধ্বনি

"অথ কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীচেষ্টিতম্"

হরস্য

যেনৈব সূচিতনবাভ্যুদয়প্রসঙ্গা
মীনাহতিস্ফুরিততামরসোপমেন ।
অন্যন্নিমীল্য নয়নং মুদিতৈব রাধা
বামেন তেন নয়নেন দদর্শ কৃষ্ণম্ ।। ৩৮৪ ।। বসন্ততিলকম্ ।

অথ প্রকরণান্তরেণাচ্ছাদিতং বিরহানন্তরং রাধায়া মিলনং নির্ণেতুং সূর্য্যো পরাগচ্ছলেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ সঙ্গমার্থং কুরুক্ষেত্রং গতায়া রাধায়াঃ কৃষ্ণদর্শনে চেষ্টিতং বর্ণয়িতুমারভতে অথেতি । অত্র হরস্য পদ্যেন নেত্রেণ জনিতং চেষ্টিতং দর্শয়তি যেনৈবেতি । যেনৈব নয়নেন কর্ত্রা স্বনর্ত্তন ব্যাপারেণ সূচিতো নবীনোঽভ্যুদয়স্য ভাবি সঙ্গম রূপ মঙ্গলস্য প্রসঙ্গো যস্যাঃ সা রাধা অন্যদ্দক্ষিণং নয়নং নিমীল্য মুদিতা হর্ষিতা সতী তৎ সূচনং যেন তেন বামেন নয়নেন কৃষ্ণং দদর্শেত্যন্বয়ঃ । দক্ষিণনয়ননিমীলনস্তুতস্য দাক্ষিণ্য স্বভাবাৎ চিরকাল ত্যজন হেতুক ক্রোধ ভঙ্গ ভয়েনেব । বস্তুত তস্ত নেত্র ব্যাপার স্বাভাব্যেন তস্যৈব নিমীলনং জাতং বামস্যতু কৃষ্ণদর্শনেন স্বব্যাপার বিস্মরণাৎ । অতএব তদ্বিশিনষ্টি মীনাহত স্ফুরিত তামরসোপমেনেতি । অত্র মীনপদেন তন্নয়নং লক্ষ্যতে মৎস্যস্য নয়নং সদা নিমেষ রহিতং সুস্থির দৃষ্টিত্বেন তদাহতং যেন তৎ স্ফুরিতং যত্তামরসং পদ্মং তস্যেবোপমা যস্য তৎ মীনাহতঞ্চ তৎ স্ফুরিততামরসোপমঞ্চেতি তেন নির্নিমেষেণ প্রফুল্লিতপদ্ম পুষ্পস্যেব শোভনেন চেত্যর্থঃ ।। ৩৮৪ ।।

হইত সেখানে এক্ষণে সুন্দরী রমণীগণের সুমধুর সঙ্গীত হইতেছে, হায় । কি আশ্চর্য্য এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কি রূপে এই ভূমিতে আরোপিত হইল, কে আমাকে এই ইন্দ্রদুর্ল্লভ সম্পদ প্রদান করিল, সে আমার জন্মে জন্মে সেব্য হউক । ৩৮৩ ।

"কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীর চেষ্টা"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনরায় মিলনের নিমিত্ত সূর্য্যগ্রহণচ্ছলে কুরুক্ষেত্রে সমাগত শ্রীরাধার শ্রীগোবিন্দ দর্শন প্রকার শ্রীহর পণ্ডিতের পদ্যে বর্ণন করিতেছেন- চঞ্চল মীনের আঘাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম তুল্য লোচন দ্বারা নবীন অভ্যুদয়ের প্রসঙ্গ সূচিত হইয়া ছিল শ্রীরাধা অন্য দক্ষিণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া অতিশয় আনন্দ সহকারে

শুভ্রস্য

আনন্দোদ্গতবাষ্পপূরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং
বাহূ সীদত এব কম্পবিধুরৌ শক্তৌ ন কণ্ঠগ্রহে।
বাণী সম্ভ্রমগদ্গদাক্ষরপদা সংক্ষোভলোলং মনঃ
সত্যং বল্লভসঙ্গমোঽপি সুচিরাজ্জাতে বিয়োগায়তে।। ৩৮৫।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখং ন তথা সংপ্রয়োগেণ স্যাদেব রসিকা বিদুরিত্যনুস্মৃত্য তত্র মিলিতয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ পরস্পরং যো বিলাসো বভূব তং শুভ্রস্য পদ্যেন দর্শয়তি আনন্দেতি। বল্লভশ্চ বল্লভাচেত্যেকশেষাৎ বল্লভশব্দ প্রয়োগস্তয়োঃ সঙ্গমঃ সুচিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য জাতোঽপি বল্লভসঙ্গমঃ সত্যং বিয়োগায়তে বিয়োগবদাচরতীতি তদেব পরিচায়য়তি তয়োর্দ্বয়োরেব চক্ষুরানন্দা দুদ্গতেন বাষ্পপূরেণ পিহিতমাচ্ছন্নং সৎ পরস্পরমীক্ষিতুং ন ক্ষমং শক্তমাসীৎ। এবং দ্বয়োর্বাহূকম্পেন বিধুরৌ বিকলৌ সন্তৌ সীদত এব অতএব কণ্ঠগ্রহেণ শক্তৌ বাণী চ সংভ্রমেণ গৌরবেণ গদ্গদান্যক্ষরাণি যত্র তাদৃশং পদং শব্দো যস্যাং সা পদং ক্লীবন্তু বাক্যে স্যাৎ শব্দে চ ব্যবসায়কে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ। কিন্তু মনস্তু সঙ্গমায় যঃ সম্যক্ ক্ষোভস্তেন লোলং চঞ্চলং সতৃষ্ণমাসীৎ। যদ্বা বল্লভসঙ্গম ইতি স্পষ্টার্থ ব্যাখ্যানং রাধায়া বল্লভেন সহ সঙ্গমঃ অন্যচ্চেষ্টিতন্তু রাধায়া এব প্রকরণাজ্জ্ঞেয়ম্।। ৩৮৫।।

সেই বাম লোচন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মিলনের শুভ সূচক শ্রীরাধার বামনেত্র নর্ত্তন করিলে সেই পদ্ম পত্র সদৃশ নয়নেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। ৩৮৪।

বিদগ্ধ রসিক জনের লীলাবিলাসে যে প্রকার সুখোদয় হয়, সেই প্রকার সম্প্রয়োগে হয় না, সুতরাং রসিকেন্দ্রমৌলী ব্রজযুবদ্বন্দ্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে পরস্পর মিলিত হইয়া যে লীলা বিলাস করিয়াছিলেন তাহা শ্রীশুভ্র নামা কবির পদ্যে বর্ণন করিতেছেন- বহুদিন বিরহের পর দর্শন হেতু পরমানন্দ উদগত বাষ্প সমূহে চক্ষুদ্বয় আবৃত হওয়ায় পরস্পর দর্শন করিতে সমর্থ হহল না, আলিঙ্গনের জন্য উদ্যত হওয়ায় অতিশয় কম্পযুক্ত বাহুযুগল ক্লান্ত হইয়া কণ্ঠ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইল না, অনেক দিন পরে মিলন হেতু সম্ভ্রম বশতঃ পরস্পরের বাণী গদ্গদ

"অথ রহস্যনুনয়ন্তং কৃষ্ণং প্রতি রাধাবাক্যম্ "

কস্যচিৎ

কিং পাদান্তে লুঠসি বিমনাঃ স্বামিনো হি স্বতন্ত্রাঃ
কঞ্চিৎ কালং ক্বচিদভিরতস্তত্র কস্তেঽপরাধঃ ।

চিরবিয়োগানন্তরং সাক্ষাদ্ভূতেঽপি প্রেয়সি সঙ্গমায় সতৃষ্ণামপি চিরব্রজ-ত্যাগাৎ স্বাভাবিক বাম্যোদয়েন মানিনীং তাং বিলক্ষ্য তৎ প্রেমবশ্যোরসিকশেখরঃ স্বস্য তদধীনতাং প্রকাশয়িতুং পাদগ্রহণাদিকং চকার ততঃ শ্রীরাধা সাক্ষেপং যদাহ তদ্বর্ণয়তি অথেতি । রাধায়াঃ সাক্ষেপবাক্যং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি কিমিতি । বিমনা অস্বস্থ চিত্তঃ সন্ মে পাদান্তে পাদ সমীপে কিং কথং লুঠসি চিরত্যাগজ-মপরাধং ত্যাজয়িতুমিতি চেৎ তত্রাহ হি নিশ্চিতং স্বামিনঃ স্বতন্ত্রাঃ স্বেচ্ছাচারা ভবন্তি নতু স্ত্রিয়ঃ অতঃ কঞ্চিৎ কালং ব্যাপ্য ক্বচিদন্যাসু নায়িকাসু অভিরত আসীস্তত্র তেঽপরাধঃ কো ন কোঽপি কিন্ত্বিহ তবান্যত্র প্রীতৌ সত্যাং তাং দ্রষ্টুমক্ষমা অহমেবাগস্কারিণী অপরাধিনী । যদ্বা ত্বৎ কর্ত্তৃক নিকৃষ্ট কর্ম্মাচরণে মদ্বাম্যতায়া হেতুত্বাদহমেবাপরাধিনী । যদ্বা ইহেতি পরত্রান্বিতং ইহ ত্বদ্বিয়োগে ময়া জীবিতং মজ্জীবনমেব ত্বল্লঘুতাজনকত্বাৎ তদাশ্রয়া অহমাগস্কারিণীতি । অতস্ত্বয়া মমানুনয়োঽনুচিত এব ত্বন্তু ময়ৈবানুনেয়ঃ । যতো ভর্ত্তৈব প্রাণো জীবনং যাসাং তাদৃশা এব স্ত্রিয়ো ভবন্তি তবৈব স্বাতন্ত্র্যাভাবাদনন্যগতিকত্বাচ্চেতি ভাবঃ । যদ্বা

হইতেলাগিল, কিন্তু উভয়ের মন সঙ্গমের জন্য চঞ্চল ও তৃষ্ণাযুক্ত হইয়াছিল, বহুকাল পরে শ্রীমতী রাধার শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম সমুপস্থিত হইলেও সত্যই তাহা যেন বিয়োগের ন্যায় আচরণ করিয়াছিল । ৩৮৫ ।

"নির্জনে অনুনয়কারি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার বাক্য "

চিরকাল বিয়োগের পর শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া বিজনে শ্রীমতীর চরণ প্রান্তে বিলুঠিত হইলে তিনি যাহা বলিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে বলিতেছেন- হে নিঠুর ! বিমনা হইয়া আমার চরণ প্রান্তে লুণ্ঠিত হইতেছ কেন ? যদি বল চিরকাল পরিত্যাগের' অপরাধ ক্ষমা যাচনার নিমিত্ত, তদুত্তরে বলিতেছি- স্বামিগণ স্বতন্ত্র হয়, তাহারা কিছুকাল কোন স্থানে আসক্ত হইয়াও থাকেন, তাহাতে তোমার আবার অপরাধ কি ? অন্যকান্তায় রতিদেখিয়া ঈর্ষাভরে

আগস্কারিণ্যহমিহ যয়া জীবিতং ত্বদ্বিয়োগে
ভর্ত্তৃপ্রাণাঃ স্ত্রিয় ইতি ননু ত্বং মমৈবানুনেয়ঃ ।। ৩৮৬ ।।

মন্দাক্রান্তা ।

"অথ তত্রৈব সখীং প্রতি শ্রীরাধাবচনম্"

কস্যচিৎ

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।

ভর্ত্তরি প্রাণোযাসামিতি তাদৃশা অতএব ত্বদ্বিয়োগেঽপি মজ্জীবনমাসীৎ বিরহজক্লেশ ভোজনার্থং স্বস্মিন্নেব তস্য রক্ষণাৎ ইতি হেতোর্মমৈব ত্বমনুনেয়ঃ মম প্রাণং দেহীতি ননু শব্দস্যামন্ত্রণার্থত্বাৎ কেবলং ত্বৎ সুখার্থং সুদুঃসহ্য বিরহক্লেশো ময়া সহ্য আসীৎ স পুনর্মাভূদিত্যামন্ত্রণম্ । অতঃ প্রেম পরাকাষ্ঠা ধ্বনিতা। অয়ম্ভাবঃ চিরকালং ব্যাপ্য তুষদাহ ইব ত্বদ্বিরহ ক্লেশো ময়া সেবিত এবাধুনাত্বমস্মাদ্ব্রজং ন গত্বা যদি দ্বারকাং যাহি তদা পুনর্বিরহে কা জীবিতুং ক্ষমতে ইত্যতঃ প্রাণার্পণপ্রার্থনমিতি ।। ৩৮৬ ।।

এবং শ্রীকৃষ্ণেন কৃত সমুচিতানুনয়া বিরহোল্লাঘাপি শ্রীরাধা ব্রজং বিনাতেন সহ সঙ্গমেঽপি তাদৃশ সুখাভাবং সূচয়ন্তী ঝটিতি শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজাগমনং প্রার্থয়ন্তী স্বস্যাভিপ্রায়সাধকং অন্যোদিতং পদ্যং শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে স্বসখীং প্রতি যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেনানুবর্ণয়তি য ইতি । মম যঃ কৌমারং যৌবনরাজ্যং হরতীতি স এব হি নিশ্চিতং ময়া বরোবৃত এব নান্যঃ । সা কৌমারাবস্থা চাহমস্মি সুরতলীলায়াঃ

আমি তোমাতে অপরাধ করিয়াছি । অপিচ তোমার ন্যায় প্রাণকোটিপ্রিয়তম কান্তের বিরহে এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছি সুতরাং আমিই অপরাধিনী তোমার পদপ্রান্তে পতিতা হইয়া আমারই ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, হে প্রাণপ্রিয় ! স্ত্রীগণ পতিপ্রাণা হয়, আমি প্রাণ বিহীন দেহ মাত্র ধারণ করিয়া আছি, আমাকে ধিক্ ।৩৮৬ ।

"নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে স্বসখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য"

শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়ে শ্রীমতীর বিরহের লাঘব হইলেও ব্রজ বিনা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে নিজের আনন্দাভাব সূচনার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সত্বর ব্রজে আগমন প্রার্থনা পূর্ব্বক নিজ সখীকে যাহা বলিলেন তাহা কোন অজ্ঞাত নামা কবির পদ্যে বলিতেছেন- হে সখি! যে আমার কৌমার কালে চিত্ত হরণ করিয়াছিল, সেই

সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ।। ৩৮৭ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

সমাহর্ত্তুঃ

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।

কালাদি বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ঠ্যাত্তং সূচয়ন্ত্যাহ তা জ্যোৎস্নাবত্যশ্চৈত্রস্য ক্ষপারাত্রয়ঃ তথা উন্মীলিতানাং প্রফুল্লিতানাং সুরভয়ঃ সুগন্ধাস্তেচ তথা তেচ প্রৌঢ়াঃ কদম্ব পুষ্পসম্বন্ধিনো বায়বঃ বিদ্যন্তে ইতি সর্ব্বত্রাধ্যাহারঃ । তদেতৎ কালস্থানাং স্বরূপত ঐক্যাসম্ভবাদভেদ তাৎপর্য্যেণ তৎ শব্দ প্রয়োগঃ । যদ্যেবং পাত্র কাল বৈশিষ্ট্যমস্তি তথাপি দেশ বৈশিষ্ট্যাভাবেন তাদৃশ সুখোদয়াভাবাদাহ তত্র রেবা নাম্নী নদী তস্যাস্তীরে বেতসীতরোরশোক বৃক্ষস্য তলএব যঃ সুরতব্যাপারস্তস্য লীলায়াঃ ক্রীড়ায়া বিধির্বিধানং তস্মিন্ মম চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে সম্যগুৎকণ্ঠাং প্রাপ্নোতি । রেবা রোধসীত্যত্র যমুনাকূলে ইতি শ্রীরাধায়াভিপ্রায়ঃ ।। ৩৮৭ ।।

কেনচিৎ কৃতং সামান্য বিষয়কং পদ্যং স্বাভিপ্রেত সিদ্ধ্যর্থমুদাহৃত্য কষ্টার্থ কল্পন বিষয়ত্বাৎ তত্রাতুষ্যন্ সমাহর্ত্তা তমেবার্থং বর্ণয়তি প্রিয় ইতি । সা রাধাহং কুরুক্ষেত্রমিলিতা উভয়ো রাবয়োঃ সঙ্গমেনপরস্পর মিলনেন সুখং জাতং যদ্যপ্যেবং তথাপি মে মনঃ কালিন্দ্যা যমুনায়াঃপুলিনে তটেযদ্বিপিনং বনমস্তি তস্মৈ স্পৃহয়তি।

পুরুষই আমাকে বিবাহ করিয়া আমার স্বামী হইয়াছে, বর্ত্তমানে আমি তাহার বিবাহিতা পত্নী, সেই বসন্ত কালীন মধুযামিনী, এখন বসন্তকালীন প্রস্ফুটিত মালতী কুসুমের সুগন্ধ, সেই কদম্ব কাননের পুষ্প সম্বন্ধী প্রচুর সুগন্ধ গন্ধবহ, হে সখি ! এখনও সেই আমিও আছি, তথাপি রেবানদী তটে বেতসী কুঞ্জে যে সুরত ব্যাপার অর্থাৎ কুমারী কালে যে সম্ভোগ সুখ অনুভব করিয়াছিলাম তাহাতেই আমার হৃদয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে । কুমারী সময়ে বিঘ্ন বাহুল্য হেতু মিলনের যে আনন্দ তাহা এই বিবাহিত জীবনে হইতেছে না । ৩৮৭ ।

অজ্ঞাতনামা কবির পদ্যে সামান্য নায়িকার বাক্য পরকীয়া রস পোষকরূপে উদ্ধৃতকরিয়া মনের অসন্তোষ বিধায় শ্রীপাদ গ্রন্থকার স্বয়ং তাহা বর্ণনা করিতেছেন- কুরুক্ষেত্রে শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনী রাধিকা নিজ প্রাণসখী শ্রীললিতাকে বলিলেন-

তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ।। ৩৮৮ ।। শিখরিণী ।

"অথ সমাপ্তৌ মঙ্গলাচরণম্"

কস্যচিৎ

মুগ্ধে মুঞ্চ বিষাদমত্র বলভিৎ কম্পো গুরুস্ত্যজ্যতাং

বিপিনং বিশিনষ্টি অন্তর্বিপিনস্য মধ্যে খেলন্ মধুরো যো মুরল্যাঃ পঞ্চমঃ স্বরোরাগবিশেষ স্তং জোষতি সেবতে তস্মৈ । তাদৃশ মুরলীগানস্যান্যত্রাসম্ভবত্ব সূচনাত্তদ্বনস্যোৎকর্ষোধ্বনিতঃ । কালিন্দীপুলিনবিপিনায়েত্যুপলক্ষণং ব্রজস্থবিহার-স্থানানাং জ্ঞেয়ম্ । মুরলী বদনঃ প্রিয়োঽয়মস্মাভিঃ সহ বৃন্দাবন এব বিহরত্বিতি ভঙ্গ্যা স্বাভিপ্রায় নিবেদনম্ ।। ৩৮৮ ।।

এবং যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশীতিন্যায়েন যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি শ্রীভগবদ্বচনেন ভক্তেচ্ছায়া বলবত্তমেন তেন চ ব্রজমাগচ্ছতা শ্রীকৃষ্ণেন সহ শ্রীরাধায়া নিরাপদ নিরতিশয় সঙ্গম সুখং সুসিদ্ধমিত্যভিপ্রেত্য কৃতার্থতাং মন্যমানো গ্রন্থকারো গ্রন্থসমাপ্তিং কুর্ব্বন্

হে সহচরি ললিতে ! দেখ, সেই এই প্রাণ কোটি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে বহুদিন পরে মিলিত হইয়াছে, আর আমিও সেই বিরহিনী রাধা, চির কালপরে আমাদের উভয়ের পুনঃ সেই প্রকার সঙ্গম সুখ ঘটিয়াছে, তথাপি আমার মনে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দানুভব হইতেছেনা, কারণ যে যমুনার তটভূমিতে মুরলীর পঞ্চম স্বর ক্রীড়া করিত সেই যমুনাপুলিন তৎপার্শ্ববতী বনভূমি আমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে, অর্থাৎ এই কুরুক্ষেত্রে রাজরাজেশ্বর বেশ অপেক্ষা বৃন্দাবনের গোপবেশ, নিকুঞ্জ কানন, যমুনা পুলিন, মন আকৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং যদি তোমার প্রাণসখা সেই ব্রজবনে আগমন করিয়া পুনঃ গোপবেশে বংশী ধ্বনিদ্বারা আমাসব ব্রজবধূগণকে বিবশ করিয়া পতিক্রোড় হইতে আকর্ষণ করতঃ নিকুঞ্জে বিলাস করে তবেই আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, এবং অপার আনন্দ উপভোগ করিব ।৩৮৮ ।

"গ্রন্থ সমাপ্তিতেমঙ্গলাচরণ"

ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিয়া শ্রীমতী রাধার সহিত নিরাপদে নিরতিশয় সঙ্গম সুখ সিদ্ধ হইবে মনে করিতে কোন অজ্ঞাত নামা

সদ্ভাবং ভজপুণ্ডরীকনয়নে মান্যানিমান্ মানয় ।
লক্ষ্মীং শিক্ষয়তঃ স্বয়ংবরবিধৌ ধন্বন্তরের্বাক্ছলা-

সঙ্গলমাকাঙ্ক্ষতে সমাপ্তৌ মঙ্গলাচরণমিতি। অথ কস্যচিৎ পদ্যেন ক্ষীরার্ণবোদ্ভূতায়া জগল্লক্ষ্ম্যা বিষ্ণুনা সহ নিত্যদাম্পত্য প্রাপ্ত নিত্য সংযোগ দর্শনেন তদংশি ভূতানাং ব্রজরমাণাং শ্রীরাধাদীনাং স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন সহ নিত্য দাম্পত্য পরিপ্রাপ্ত নিত্য সংযোগং সাধয়ন্ এতদ্গ্রন্থ শ্রোতৃন্ ব্রজানুগান্ ভক্তান্ হর্ষয়ংশ্চ তেষাং মঙ্গলমাকাঙ্ক্ষতে মুগ্ধে ইতি । কুবলয়ানন্দ নামালঙ্কার টীকাব্যাখ্যানুসারেণৈতৎপদ্যং ব্যাখ্যায়তে। হে মুগ্ধে পরমসুন্দরি অত্র মাল্যদান কর্ম্মণি মূঢ়ে ইতিবা বিষাদমবসাদং মুঞ্চপক্ষে শ্রীশিবং বলং ভিনত্তীতি বলভিদ্গুরুরতিশয়ঃ কম্পস্ত্যজ্যতাং পক্ষে বলভিদিন্দ্রঃ কম্পো বরুণঃ গুরুর্বৃহস্পতিশ্চ হে পদ্মনেত্রে সদ্ভাবং সাধু স্বভাবং পক্ষে পুণ্ডরীক নয়নে বিষ্ণৌ প্রশস্তধর্ম্মং দাম্পত্যং ভজ । ভাবঃ সত্তাস্বভাবাভিপ্রায়

কবির পদ্যে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছেন, শ্রীনারায়ণ পক্ষে- সমুদ্র মন্থনে শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রকট হইয়া নিজ পতি গ্রহণের ইচ্ছায় স্বয়ম্বরা হইলে শ্রীনারায়ণাদি দেবগণের সভায় শ্রীধন্বন্তরী বলিলেন- হে মুগ্ধে ! বিষাদ পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ শিবকে বরমাল্য প্রদান করিও না, "বিষমত্তীতি বিষাদঃ শিবঃ" হলাহলবিষ ভক্ষণকারী শিবকে ত্যাগ কর এবং বলভিৎ ইন্দ্র বল নামক দানবকে হত্যা কারী দেবরাজ ইন্দ্রকেও পতিরূপে বরণ করিও না । তথা কমা ও গুরুকে পরিত্যাগ কর,কং জলকে পালন করেন যিনি তিনি কম্প বরুণ, জলের দেবতা বরুণ ও গুরু বৃহস্পতির গলায় বরমাল্য প্রদান করিও না ।

যদি বল কাহাকে পতিরূপে বরণ করিব ? তদুত্তরে বলিতেছি-পুণ্ডরীকনয়ন শ্রীনারায়ণকে পতিত্বে বরণ কর সর্ব্বমান্য ব্রহ্মাদি দেবগণকে সম্মান কর" এই প্রকার স্বয়ম্বর বিধিতে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে শিক্ষাপ্রদানকারী শ্রীধন্বন্তরীর বাক্যচ্ছলে অন্যদেবতাদিগকে নিষেধ করিয়া আপনার প্রতি বরমাল্য প্রদানের বিধি যে শ্রীনারায়ণ শ্রবণ করিতেছিলেন সেই লক্ষ্মীপতি শ্রীহরি আপনাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীকৃষ্ণপক্ষে- আলিঙ্গন ও বনমালা প্রদান সময়ে শ্রীরাধা ব্যাকুল হইলে ধন্বন্তরী সদৃশী জীবনদাত্রী প্রাণসখী শ্রীললিতা বলিলেন- হে মুগ্ধে! পরম সুন্দরি ! চিরকাল বিরহজাত প্রবল বিষাদ পরিত্যাগ কর,প্রাণসখা তোমাকে আর পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবে না, মাল্যদান ও আলিঙ্গন বিষয়ে গুরুতর কম্প ত্যাগ

দিত্যন্যপ্রতিষেধমাত্মনি বিধিং শৃণ্বন্ হরিঃ পাতু বঃ ।। ৩৮৯ ।।

শার্দুলবিক্রীড়িতম্।

অবিলম্বসরস্বত্যাঃ

যদুবংশাবতংসায় বৃন্দাবনবিহারিণে ।

সংসারসাগরোত্তারতরয়ে হরয়ে নমঃ ।। ৩৯০ ।। অনুষ্টুভ্ ।

চেষ্টাত্ম জন্মসু । ক্রিয়া লীলা পদার্থেষু বিভূতি বুধ জন্তুষু । রত্যাদৌচ রবৌ ধর্ম্মে ইতিশব্দরত্নাকরাৎ । ইমান্ মান্যান্ ব্রহ্মাদীন্ মানয় সম্মানং কুরুপক্ষেইমান্ উদ্দিশ্য আত্মানং মানয় ন প্রাপয় । স্বয়ম্বরবিধৌ লক্ষ্মীং শিক্ষয়তো ধন্বন্তরেরিত্থং বাক্ছলাদন্যেষু শিবাদিষু প্রতিষেধং আত্মনি মাল্যদানায় বিধিং শৃণ্বন্ হরি র্বিষ্ণুর্ব্বোযুষ্মান্ পাতু ভক্তিরসদানেন সুখয়ত্বিত্যর্থঃ ।। ৩৮৯ ।।

শ্রীভগবতঃ প্রণামশ্চ সর্ব্ব মঙ্গল মূলং তত্রাপি স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীবৃন্দাবন নাথস্যেত্যভিপ্রেত্য অবিলম্ব সরস্বত্যাঃ পদ্যমুত্থাপয়তি যদুবংশেতি হরয়ে নমোঽস্ত্বিত্যন্বয়ঃ । হরয়ে স্বমাধুর্য্যসৌন্দর্য্যাদিভিরসাধারণ গুণৈশ্চ সর্ব্বেষাং মনো হরতীতি চিত্তাকর্ষকায় কৃষ্ণায়েত্যর্থঃ । তস্য কৃষ্ণস্বরূপতাং বিবৃণোতি শ্রীনন্দস্য যাদবত্বাৎ কৃষ্ণস্য তৎ পুত্রত্বাচ্চ যদুবংশস্যাবতংসায় শিরোভূষণবৎ শ্রেষ্ঠায় তথাচ গোপালচম্পূঃ-অথ সর্ব্ব শ্রুতি পুরাণাদি কৃত প্রশংসস্য বৃষ্ণিবংশস্যাবতংসঃ শ্রীদেবমীঢ় নামা মথুরামধ্যাসামাস । তস্যভার্য্যাণাং শিরোমনের্ভার্য্যা দ্বয়মাসীৎ প্রথমা দ্বিতীয়বর্ণা দ্বিতীয়া তৃতীয়বর্ণেতি । তয়োশ্চ ক্রমেণ যথাবদাহ্বয়ং পুত্রদ্বয়ং প্রথমং বভূব শূরঃ পর্জ্জন্য ইতিতত্র শূরস্য বসুদেবাদয়ঃ সমুদয়ন্তি স্ম । শ্রীমান্পর্জ্জন্যস্তু মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করা ইতি ন্যায়েন বৈশ্যতামেবাবিশ্য গবামেবৈশ্যং বশ্যং চকার ।

কর, আর সম্ভ্রমের প্রয়োজন নাই, হে পুণ্ডরীক নয়নে রাধে ! পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাব অর্থাৎ বৃন্দাবনীয় ব্রজ বধূভাব ভজনা কর, এই সকল পরম মান্য ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী পৌর্ণমাসী প্রভৃতি ব্রজবাসিগণকে প্রণাম কর, স্বয়ং মাল্য দান বিধি বিষয়ে শ্রীরাধাকে এই প্রকার শিক্ষাছাত্রী ললিতার বাক্যচ্ছলে অন্যের প্রতি অর্থাৎ চন্দ্রাবলী প্রভৃতির অসাক্ষাতে নিজের প্রতি মাল্যদানের উৎসাহ যিনি শ্রবণ করিতেছিলেন সেই বৃন্দাবন বিহারী রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে রক্ষা করুন । ৩৮৯ ।

শ্রীঅবিলম্বসরস্বতীর পদ্যে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিতেছেন- শ্রীযদুবংশাবতংস, ব্রজরাজ যদুবংসে জন্ম গ্রহণ করেন- যথা- দেবমীঢ়নামকযাদবের

যোগেশ্বরস্য

ভ্রাম্যদ্ভাস্বরমন্দরাদ্রিশিখরব্যাঘট্টনাদ্বিস্ফুরৎ-
কেয়ূরাঃ পুরুহূতকুঞ্জরকরপ্রাগ্‌ভারসম্বর্দ্ধিনঃ ।

বৃহদ্বন এবচ বাসমাচচারেত্যারভ্য যস্য চ শ্রীমদুপনন্দাদয়ঃ পঞ্চ নন্দনা জগদেব-আনন্দয়ামাসুঃ। উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ নন্দসন্নন্দনন্দনৌ ইত্যাখ্যাঃ কুর্ব্বতা পিত্রা নন্দিরর্থান্ সুদণ্ডিত ইতি তস্য ব্রজবিলাসিত্বং স্পষ্টয়তি বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদিভিঃ সহ বিহর্ত্তুং শীলমস্যেতিতস্মৈ । আত্যন্তিকদুঃখ হারিত্বং দর্শয়তিসংসার এব সুদুষ্পারত্বাৎ সাগরস্তস্য উত্তারে সম্যক্‌তরণে তরিরিবতরি নিস্তারকস্তস্মৈ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থায়েতি যাবৎ ।। ৩৯০ ।।

অথ যোগেশ্বরস্য পদ্যেনান্যাবতারকৃত লীলয়া সর্ব্বোপকারিত্বং স্বভক্ত বাৎসল্যাদিকং চ দর্শয়ন্ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বাবতারিত্বেন ভৃত্যকৃতং রাজনীতি ন্যায়াৎ তস্মিন্ তত্তৎ পর্য্যবসায়য়ন্ তদ্ভক্তানাং মঙ্গলমাশংসতি ভ্রাম্যদিতি । কংসদ্বিষঃ স্বয়ং ভগবতঃ কৃষ্ণস্য দোর্দণ্ডা হস্তিশুণ্ডাবৎ পরমশোভনা বাহবো বো যুষ্মান্ ভক্তিরসিকান্ পান্তু ভক্তিবিঘাতকান্ বিঘ্নান্নিরস্য ভক্তিরস দানেন পালয়ন্ত্বিত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বোপকারিত্ব সূচনায় তান্ বিশিনষ্টি দেবাদীনামুপকারার্থং ক্ষীরোদস্য মথন সময়ে তস্মিন্ ভ্রাম্যতো ভাস্বরস্য দীপ্যমানস্য চ মন্দরপর্ব্বতস্য শিখরাণাং ব্যাঘট্টনাৎ বিলোড়নাৎ বিস্ফুরন্তি সুপ্রকাশানি কেয়ূরাণি যত্র তে ভক্ত পক্ষপাতিত্বঞ্চাহ পুরুহূতস্যেন্দ্রস্য স্বস্কন্ধে কুঞ্জরমৈরাবতং করপ্রাগ্‌ভাবং রাজস্ব পূর্ব্ব সত্তাঞ্চসম্বর্দ্ধয়িতুং শীলমেষাং তে সম্মর্দ্দিন ইতি পাঠে ইন্দ্রস্যৈরাবত শুণ্ডায়াঃ প্রাগ্‌ভাব উৎকর্ষ স্তং

দুইটি পত্নী ছিল, প্রথমা ক্ষত্রিয়া, দ্বিতীয়া বৈশ্যা, তাহাদের দুইটি পুত্র হয়, প্রথমাব শূর নামে, ও দ্বিতীয়ার পর্জ্জন্য নামে, শূরের পুত্র শ্রীবসুদেবাদি, পর্জ্জন্যের পুত্র শ্রীনন্দাদি সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যদুবংস বিভূষণ, সেই যদুবংশাবতংস শ্রীবৃন্দাবনবিহারী সংসারসাগর পারের নৌকাস্বরূপ সর্ব্বমনোহারি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ।৩৯০।

শ্রীযোগেশ্বরের পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বাৎসল্যগুণাবলী প্রকাশ করিতেছেন- যিনি শ্রীঅজিত নামক মন্যন্তরাবতারে দেবগণের অমৃত লাভের নিমিত্ত পরমশোভাশালী স্বর্ণময় মন্দর পর্ব্বতকে ক্ষীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া মন্থন করেন, মন্থন সময়ে পর্ব্বত বিলোড়ন হেতু বাহুস্থিত কেয়ূর সকল প্রস্ফুরিত অর্থাৎ শোভাতিশয় বিস্তার করিয়াছিল, যাঁহার বাহুদণ্ড ইন্দ্রের প্রসিদ্ধ ঐরাবত হস্তির

দৈত্যেন্দ্রপ্রমদাকপোলবিলসৎপত্রাঙ্কুরচ্ছেদিনো
দোর্দণ্ডাঃ কলিকালকল্মষমুষঃ কংসদ্বিষঃ পান্তু বঃ ।। ৩৯১ ।।

শার্দূলবিক্রীড়িতম্

সমাহর্ত্তুঃ

জয়দেববিল্বমঙ্গলমুখৈঃ কৃতা যেঽত্র সন্তি সন্দর্ভাঃ ।
তেষাং পদ্যানি বিনা সমাহৃতানীতরাণ্যত্র ।। ৩৯২ ।। আর্য্যা ।

সম্মর্দ্দিতুং শীলমেষাং তত্তুল্যা দোর্দণ্ডা ইত্যর্থঃ । ভক্তরক্ষণার্থং সামর্থ্য প্রকটনং দর্শয়তি দৈত্যেন্দ্রস্য হিরণ্যকশিপোঃ প্রমদানাং কয়াধুপ্রভৃতীনাং কপোলেষু বিলসন্তো যে পত্রাঙ্কুরাস্তেষাং ছেদিনস্তাসাং বৈধব্য করণেন তেষাং নাশ কারিণ ইত্যর্থঃ কংসদ্বিষঃ কিম্ভূতস্য কলিকালস্য দোষনিধের্যৎ সুদুস্তরং কল্মষং পাপং তৎ মুষ্যতি খণ্ডয়তীতি তস্য । যদ্বা কলিঃ সাংসারিকঃ কলহঃ তস্য কালঃ ক্ষোভকং নিয়ন্তৃ যৎ কল্মষমশুভাদৃষ্টং তস্য মুট্ নাশো যস্মাত্তস্য । অয়ম্ভাবঃ কলিকালকল্মষমুষঃ কংসদ্বিষো দোর্দণ্ডাঃ পান্ত্বিত্যনেন এতদ্গ্রন্থে যস্য গুণাদিবর্ণনং কৃতং তস্য কলিকল্মষ নাশকত্বাৎ এতচ্ছোতৃণাং ন কলিকালকৃতপাপেভ্যো ভয়সম্ভাবনেতি ।। ৩৯১ ।।

অথ পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈরিতি প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ পরম রসিকৈঃ সর্ব্বত্র বিখ্যাতৈঃ শ্রীজয়দেব বিল্বমঙ্গল প্রভৃতিভিঃ কৃতানি পদ্যানি কথং ন সমাহৃতানীত্যপেক্ষায়ামাহ জয়েতি । অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যাদি বর্ণনে বিষয়ে জয়দেবাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্যে সন্দর্ভাঃ প্রবন্ধাঃ কৃতা আসন্ তেষাং সন্দর্ভানামবয়বভূতানি পদ্যানি বিনা তেষাং সর্ব্বেষামপ্যাস্বাদ্যত্বাৎ অত্র গ্রন্থে কানি সমাহর্ত্তব্যানি কানি ত্যক্তব্যানি চেতি বিভাব্য বাহুল্য ভয়াৎ সর্ব্বাণি ত্যক্ত্বা ইতরাণি অন্যৈঃ কৃতানি পদ্যানি ময়া সমাহৃতানীত্যর্থঃ ।।৩৯২ ।।

শুণ্ডের গর্ব্ব খর্ব্ব কারী এবং যে বাহুদণ্ড দৈত্যেন্দ্রবৃন্দের প্রমদা পত্নীগণের কপোলদেশের মনোহর পত্রাঙ্কুর সকলের উচ্ছেদকারী, তথা যাহা দোষনিধি অধর্ম্মবন্ধু কলিকালের সকলপ্রকার পাপ বিনষ্টকারী, কংসারি শ্রীকৃষ্ণের সেই মহাপ্রভাবযুক্ত ভুজদণ্ড আপনাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ৩৯১ ।

শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন- শ্রীগীত গোবিন্দ গ্রন্থকার মহাকবি শ্রীজয়দেব, এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থকার শ্রীবিল্ব মঙ্গল প্রমুখ রসিক

লসদুজ্জ্বলরসসুমনা গোকুলকুলপালিকালিকলিতঃ ।
মদভীপ্সিতমভিদদ্যাত্তরুণতমালকল্পপাদপঃ কোঽপি ।। ৩৯৩।।আর্য্যা

ইতি পরমার্চ্চনীয়চরণ শ্রীশ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভুপাদপ্রণীতা
তথা তৎসমাহৃতা
পদ্যাবলী সমাপ্তা

এবং সর্ব্বান্ কলিকালগ্রস্ত জীবান্ মোচয়িতুং প্রেমপ্রাপ্ত্যা কৃতার্থয়িতুং চ শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং ভজন মাহাত্ম্যং নাম মাহাত্ম্যং নামকীর্ত্তন মাহাত্ম্যং নাম কীর্ত্তন প্রকারং রূপস্মরণং ভক্তবাৎসল্যং ভক্তমাহাত্ম্যাদিকঞ্চ তদনুনিষ্ঠৌৎসুক্য সমুৎকণ্ঠাদিকঞ্চ বহুশো দর্শয়িত্বা তস্য শৈশবাদিকং শ্রীরাধাদীনাং তস্য চ পরস্পরমনুরাগাদিকং বিবিধ তয়া বর্ণয়ন্ অনুরাগ ফল ভূতামভিসারিকাদি সপ্ত নায়িকাবস্থাং বর্ণয়ন্ তস্য পুনর্ব্রজাগমনানন্তর ভাবি নিত্য লীলাং স্থাপয়ন্ অপ্রকট প্রকাশে চ স্বস্বরূপানুভবৈঃ পরিকরৈঃ সহ নিত্য লীলা সদাতনীতি সূচয়ন্ ব্রজানুগান্ ভক্তান্ সান্ত্বয়ংশ্চ প্রোষিতভর্ত্তৃকাবস্থাং তদনুপরস্পর বিরহাদিকঞ্চ বর্ণয়ন্ শ্রীভাগবতাদি প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র সঙ্গমঞ্চ বর্ণয়ন্ সমাপ্তৌ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বাংশিত্বং প্রকাশয়ন্ অন্তিম শ্লোকেন তাং নিত্যলীলাং সূচয়তি লসদিতি । তরুণতমাল রূপঃ কল্পপাদপ স্তদ্বৎ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদঃ কোঽপি বেদাদিভিরনির্বাচ্যোঽপি শ্রীকৃষ্ণোমমাভীপ্সিতং শ্রীরাধাদিভিঃ সহিতস্য স্বস্য সাক্ষাৎ সেবাং অভি সর্ব্বতোভাবেন দদ্যাৎ প্রার্থনায়াং লিঙ্ । তস্য বৃক্ষসাধর্ম্ম্যং দর্শয়তি লসন্ রসানাং মুখ্যতয়া রাজমানো য উজ্জ্বলরসঃ স এব সুমনাংসি পুষ্পাণি যস্য সঃ।পুনঃ কিম্ভূতঃ গোকুলে যাঃ কুলপালিকাঃ শ্রীরাধাদয়স্তা এবালয়ো ভ্রমর্য্যস্তাভিঃ কলিতঃ সেবিত ইত্যর্থঃ । এতাদৃশ রূপেণ মধুররসস্য গোপিকানাঞ্চ সদৈকাশ্রয়ত্বাৎ । তঞ্চ তাশ্চ বিনা তস্যাশোভনাৎ সর্ব্বেষাং তত্তদ্রূপতয়া নিত্যত্বমায়াতমিতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৩৯৩।।

গ্রন্থস্য প্রতিপাদ্যোযঃ শ্রীরাধামাধবঃ প্রভুঃ । স্ফুরত্বন্তঃ স মে নিত্যং দত্বা ভক্তিরসামৃতম্। ভুবনে বিত্তনামা যো গ্রন্থবস্তুপ্রকাশকঃ । স আচার্য্য শ্রীল রঘুনন্দনো মেঽস্তু ভূতয়ে । করুণাবরুণাগারাঃ সুধিয়ঃ সন্তু উৎসুকাঃ । পশ্যন্ত্বেতাং মম শ্রান্তিসাফল্যায়াভিনৌমি তান্ । মনোভ্রান্তিবশাদত্র যে দোষা লিখিতা ময়া । তান্ শোধয়ন্তু তে সন্তঃ করুণাভরতো বিদাঃ । ভক্তি মার্গ প্রকাশার্থং যো জাতো ভগবৎ কুলে । জনকং তং সদা নৌমি কিশোরী মোহনং প্রভুম্ ।

ইতিশ্রীভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংস শ্রীমৎ কিশোরী মোহন গোস্বামি তনয় শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামি রচিতা রসিকরঙ্গদা নাম শ্রীপদ্যাবলী টীকা সম্পূর্ণা ।

কবিগণ কর্ত্তৃক বিরচিত যে সকল প্রবন্ধ আছে তাঁহাদের রচিতপদ্য বিনা অন্যান্য রসিক কবিগণের পদ্য সকল এই শ্রীপদ্যাবলী গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে । ৩৯২ ।

অনির্ব্বচনীয় মহিমাপূর্ণ ব্রজমণ্ডলে একটি তরুণ তমাল কল্পতরু যাহা উজ্জ্বলরস রূপ কুসুম সমূহে পরিপূর্ণ, এবং শ্রীরাধাদিগোকুল কুলবধূরূপ অলি সকলে পরিসেবিত, সেই অনির্ব্বচনীয় তরুণ তমাল কল্পপাদপ নিজসেবা রূপ আমার অভিলষিত বস্তু প্রদান করুন । ৩৯৩ ।

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুপাদ সংগৃহীতা
শ্রীআনন্দগোপাল বিদ্যালঙ্কার অনুবাদিতা
শ্রীশ্রী পদ্যাবলী সমাপ্তা ।।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ
শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু